অথর্ব্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-
শঙ্করভগবৎকৃত-ভাষ্যসমেত

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা-মূলানুবাদ-ভাষ্য-ভাষ্যানুবাদ সহ।

সম্পাদক ও অনুবাদক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার,

২৭১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৩০ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

আভাস।

প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ; উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়েরও যথেষ্টপরিমাণে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে, প্রশ্নে আবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্ত, মুণ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। এই সংক্ষেপ ও বিস্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে; বিশেষতঃ মুণ্ডকে যেমন পরাপর ব্রহ্ম-বিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণই যে, স্থূল-সূক্ষ্ম ও সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অধ্যাত্মাদিভাবে সমস্ত জগতের, কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহা বিভিন্নপ্রকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষগত শ্রদ্ধাদি ষোড়শপ্রকার কলার উৎপত্তি এবং সেই ষোড়শ কলা-সমন্বিত পুরুষের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী।

আরম্ভ ও সমাপ্তির শ্লোক সংখ্যা।

প্রথম প্রশ্নে—

দ্বিতীয় প্রশ্নে—

তৃতীয় প্রশ্নে—

চতুর্থ প্রশ্নে—

পঞ্চম প্রশ্নে—

ষষ্ঠ প্রশ্নে—

সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্॥

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ, এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ ১

সরলার্থঃ—প্রণম্য গুরু-পাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-সম্মতিম্।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

ইহ খলু দুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষ্য সমুপজাতকরুণমিব আথর্ব্বণ-ব্রাহ্মণমিদং বক্ষ্যমাণবিদ্যা-স্তুতয়ে শিষ্যবুদ্ধি-সমবধানায় চ আখ্যায়িকারূপেণ জ্ঞানোপাসনে বক্তুং প্রবর্ত্ততে সুকেশা ইত্যাদি।

সুকেশা [নাম] ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজসুতঃ), সত্যকামঃ [নাম] শৈব্যঃ (শিবিনন্দনঃ), গার্গ্যঃ (গর্গবংশসম্ভূতঃ), সৌর্য্যায়ণী (সৌর্য্যায়ণিঃ—সূর্য্য-পুত্রস্য অপত্যং), কৌসল্যঃ [নাম] আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্রঃ), বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভদেশোৎপন্নঃ) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়ঃ), কবন্ধী [নাম] কাত্যায়নঃ (কত্যস্য যুবা পুত্রঃ), তে (প্রসিদ্ধাঃ) এতে (সুকেশাদয়ঃ ষট্) ব্রহ্মপরাঃ (অপরং ব্রহ্ম পরম উপাস্যতয়া প্রধানং যেষাং, তে তথোক্তাঃ, বেদপরা বা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মারাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠা বা) পরং (নির্ব্বিশেষং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্বং) অন্বেষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ) [সন্তি]। তে 'এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ পিপ্পলাদঃ) তৎ সর্ব্বং (অস্মদভীষ্টং সর্ব্বমেব) বক্ষ্যতি (অস্মান্ কথয়িষ্যতি)'; ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ষট্) সমিৎপাণয়ঃ (যজ্ঞোপকরণকাষ্ঠহস্তাঃ সন্তঃ) ভগবন্তং (পূজার্হং) পিপ্পলাদম (তদাখ্যমাচার্য্যম) উপসন্নাঃ (সংপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥ ১

ভরদ্বাজ-নন্দন সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গবংশজাত সৌর্য্যায়ণী, অশ্বল তনয় কৌসল্য, বিদর্ভদেশীয় ভার্গব এবং কত্যপুত্র কবন্ধী, ইহারা সকলেই অপর ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর ও তদুচিত অনুষ্ঠান-নিরত, এবং পর তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক। ইনিই (পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১

শাঙ্করভাষ্যম্।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদীদং ব্রাহ্মণমারভ্যতে। ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যায়িকা তু বিদ্যাস্তুতয়ে,—এবং সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদি-যুক্তৈস্তপোযুক্তৈর্গ্রাহ্যা পিপ্পলাদাদিবৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পৈরাচার্য্যৈর্ব্বক্তব্যা চ, ন সা যেন-কেনচিদিতি বিদ্যাং স্তৌতি। ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসূচনাচ্চ তৎকর্ত্তব্যতা স্যাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আথর্ব্বণ মন্ত্রোপনিষদে (মুণ্ডকোপনিষদে) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-

ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে।, (১) বর্ণনীয় বিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসাখ্যাপনার্থ ঋষিগণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনাত্মক আখ্যায়িকাটি (গল্পটি) রচিত হইয়াছে;—বক্ষ্যমাণ বিদ্যা পিপ্পলাদ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতুল্য আচার্য্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেশদানের যোগ্য এবং সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য—সংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত তপস্যাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু যে-সে লোকের বাচ্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে; [উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনীয়] বিদ্যার এবংবিধ প্রশংসা সূচিত হইতেছে। আর বিদ্যালাভের পক্ষে যে, ব্রহ্ম-

---

(১) তাৎপর্য্য—'প্রশ্ন' ও 'মুণ্ডক', এই দুইখানিই আথর্ব্বণ উপনিষৎ। তন্মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎ খানি ব্রাহ্মণভাগের আর মুণ্ডকোপনিষৎ খানি মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়েরও অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে; অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে যে বিষয়টি উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রশ্নোপনিষদেও আবার সেই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, উভয় উপনিষদে যখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অথর্ব্ববেদে মন্ত্রকাণ্ডীয় মুণ্ডকোপনিষৎসত্ত্বে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভের প্রয়োজন কি? বরং ইহাতে পুনরুক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এই আশঙ্কার অপনয়ন-মানসেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"মন্ত্রোক্তস্যার্থস্য বিস্তরানুবাদি ইদং ব্রাহ্মণম্ আরভ্যতে"

অভিপ্রায় এই যে, যদিও মন্ত্রকাণ্ডীয় 'মুণ্ডকোপনিষৎ' সত্ত্বে ব্রাহ্মণভাগে পুনর্ব্বার অনুরূপ উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রোপনিষদে যে সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তার্থকে বিস্তৃত করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা বা বিস্তার করা যখন ব্রাহ্মণভাগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থক্য দোষ ঘটিতে পারে না। এখানে মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইয়াছে,—মুণ্ডকে প্রথমতঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ," এইরূপ ভূমিকা করিয়া ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদকে 'অপরা বিদ্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অপরা বিদ্যাও দুইভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম ও উপাসনা। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডেই কর্ম্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক্ বিবরণ না করিয়া তৎফলে লোকের বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যার কথা মুণ্ডকোপনিষদেই বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর তাহার বিবৃতি করা হয় নাই। পরাবিদ্যা বিষয়েও মুণ্ডকোক্ত "যথা সুদীপ্তাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ইহার চতুর্থ অংশে বিবৃত করা হইয়াছে। মুণ্ডকোক্ত "প্রণবো ধনুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্য ইহার পঞ্চম অংশ আরব্ধ হইয়াছে। আর মুণ্ডকোক্ত "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ইহার ষষ্ঠ অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাষ্যকার প্রশ্নোপনিষৎকে মুণ্ডকোক্ত অর্থের 'বিস্তরবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চর্য্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, ইহা সূচনা করায়ও ব্রহ্মচর্য্যাদির কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হইতে পারে।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুকেশা চ নামতঃ, ভরদ্বাজস্যাপত্যং ভারদ্বাজঃ। শৈব্যশ্চ—শিবেরপত্যং শৈব্যঃ, সত্যকামো নামতঃ। সৌর্য্যায়ণী—সূর্য্যস্যাপত্যং সৌর্য্যঃ তস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণিঃ ছান্দসং 'সৌর্য্যায়ণী' ইতি, গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ। কৌসল্যশ্চ নামতঃ, অশ্বলস্যাপত্যমাশ্বলায়নঃ। ভার্গবঃ—ভৃগোর্গোত্রাপত্যং ভার্গবঃ, বৈদর্ভিঃ বিদর্ভেষু ভবঃ। কবন্ধী নামতঃ, কত্যস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ। বিদ্যমানঃ প্রপিতামহো যস্য সঃ, যুবার্থপ্রত্যয়ঃ।

তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরং ব্রহ্ম পরত্বেন গতাঃ, তদনুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ। কিং তৎ?—যৎ নিত্যং বিজ্ঞেয়মিতি, তৎপ্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেবং তদন্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ, তদধিগমায় 'এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতি' ইতি আচার্য্যমুপজগ্মুঃ। কথম্?—তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভার-গৃহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিপ্পলাদম্ আচার্য্যম্ উপসন্না উপজগ্মুঃ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

সুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুত্র, সত্যকাম নামক শিবিসুত, গর্গকুলোৎপন্ন সৌর্য্যায়ণী, সূর্য্যের পুত্র—সৌর্য্য, তাহার পুত্র—সৌর্য্যায়ণী, (এই পদটি ছান্দস—(বৈদিক) প্রয়োগমাত্র, বস্তুতঃ 'সৌর্য্যায়ণি, হইবে)। কৌসল্য নামক অশ্বলপুত্র, ভার্গব অর্থ ভৃগুর বংশজাত (সন্তান) বৈদর্ভি—বিদর্ভদেশ-সম্ভূত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র; যুবার্থে 'আয়নণ্' প্রত্যয় হইয়াছে, [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহার প্রপিতামহ তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন।

প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত ইঁহারা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অপর ব্রহ্মকে (হিরণ্যগর্ভকে) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তাঁহারই আরাধনায় তৎপর আছেন, অধিকন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে-

ছেন। তাহা কিরূপ? যিনি নিত্য বিজ্ঞেয়স্বরূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য); তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত যত্ন করিব; এইরূপে সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'ইনিই সেই সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয় [আমাদিগকে] বলিবেন' স্থির করিয়া, সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উদ্দেশে আচার্য্য-সমীপে গিয়াছিলেন। কি প্রকারে? না—সমিৎপাণি হইয়া; অর্থাৎ আচার্য্যের যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী কাষ্ঠরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ (পূজ্যপাদ) আচার্য্য পিপ্পলাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ। যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ, সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

স ঋষিঃ (পিপ্পলাদঃ) তান্ (সুকেশাদীন্ ষট্) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বক্ষ্যমাণং বচনম্ [উবাচ (উপদিদেশ)—[যূয়ং] তপসা (বৈধক্লেশসহনেন কায়নিগ্রহেণ), ব্রহ্মচর্য্যেণ (সংযমাদিনা), শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা চ) ভূয়ঃ (পুনরপি) সংবৎসরং (তাবৎকালং) সংবৎস্যথ (শুশ্রূষাদি-পরিচর্য্যয়া গুরুং প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত)। [অনন্তরং চ] যথাকামং (যথেচ্ছং) প্রশ্নান্ (প্রষ্টব্যান্ বিষয়ান্) পৃচ্ছত; [মাম্ ইতি শেষঃ]। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ (বয়ং তান্ বিষয়ান্ জানীমঃ), [তদা] বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বং হ (এব) বক্ষ্যামঃ (কথয়িষ্যামঃ) ॥ ২

পিপ্পলাদ ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাল

---

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে আছে—"রিক্তহস্তো ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরুম্ ॥"

অর্থাৎ রিক্তহস্তে—কোনরূপ উপহার না লইয়া শুধু হাতে কখন রাজা, চিকিৎসক ও গুরুকে (আচার্য্যকে) দর্শন করিবে না; অর্থাৎ তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে না। অতএব রিক্তহস্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই; এই কারণে আচারাভিজ্ঞ সুকেশাদি ছয়জন ঋষি স্ব স্ব যোগ্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার হস্তে লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে ইহাও জানা গেল যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে সমাগম সময়ে আপনার যোগ্যতানুরূপ উপহার আনয়ন করিবেন মাত্র; কিন্তু উপহারের তারতম্য চিন্তা করিবেন না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পন্ন হইয়া [গুরুসমীপে] বাস কর ; তাহার পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; আমরা যদি জানি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে তাহা বলিব ॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমুপগতান্ স হ কিল ঋষিঃ উবাচ—ভূয়ঃ পুনরেব, যদ্যপি যূয়ং পূর্ব্বং তপস্বিন এব তথাপীহ তপসা ইন্দ্রিয়সংযমেন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চাস্তিক্যবুদ্ধ্যা আদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্যথ—সম্যগ্ গুরুশুশ্রূষাপরাঃ সন্তো বৎস্যথ। ততো যথাকামং যো যস্য কামস্তমনতিক্রম্য—যদ্বিষয়ে যস্য জিজ্ঞাসা, তদ্বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি তদ্ যুষ্মৎপৃষ্টং বিজ্ঞাস্যামঃ, অনুদ্ধতত্ব-প্রদর্শনার্থো যদিশব্দো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে। সর্ব্বং হ বো বঃ পৃষ্টার্থং বক্ষ্যাম ইতি ॥২

ভাষ্যানুবাদ।

সেই ঋষি (পিপ্পলাদ) উপস্থিত সেই ঋষিগণকে বলিলেন যে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ তপস্যা দ্বারা তপস্বীই বট, তথাপি পুনর্ব্বার বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধিতে আদর সম্পন্ন হইয়া সংবৎসরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু-শুশ্রূষায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর। তাহার পর, কামনানুসারে অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জানা থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই বলিব। এখানে নিজের ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার পরিহারার্থই 'যদি' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নহে ; কারণ, পরবর্ত্তী প্রশ্নোত্তর-সমূহ দর্শন করিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান বা সংশয় ছিল না ॥ ২

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩

অথ (সংবৎসরাৎ পরং) কাত্যায়নঃ কবন্ধী উপেত্য (পিপ্পলাদ-সমীপং গত্বা) পপ্রচ্ছ (পিপ্পলাদং পৃষ্টবান্)—ভগবন্ (হে পূজ্য!) ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) প্রজাঃ (উৎপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কুতঃ (কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ) হ বৈ (ঐতিহ্যাবধারণদ্যোতক নিপাতদ্বয়ং) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ)॥

কাত্যায়ন কবন্ধী এক বৎসর পরে উপস্থিত হইয়া [পিপ্পলাদকে] জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! এই প্রজাগণ (উৎপত্তিশীল জীবগণ) কোথা হইতে জন্মলাভ করে? ॥৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য উপগম্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্,—হে ভগবন্! কুতঃ কস্মাৎ হ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে ইতি। অপরবিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (?) সমুচ্চিতাসমুচ্চিতয়োর্যৎ কার্য্যং যা গতিঃ, তদ্বক্তব্যমিতি তদর্থোঽয়ং প্রশ্নঃ ॥৩

(৩) তাৎপর্য্য—"পরং ব্রহ্ম অন্বেষমাণাঃ" ইত্যুপক্রান্তে অস্মিন্ ব্রহ্মপ্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃক-প্রজাসৃষ্টি-বিষয়-প্রশ্ন-প্রত্যুক্ত্যোরসঙ্গতিমাশঙ্ক্য প্রশ্ন-প্রত্যুক্তিরূপায়াঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"অপর-বিদ্যেতি"; "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ" ইতি সমুচ্চিত-কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্য "অথ উত্তরেণ" ইতি তদ্গতেঃ দেবযানমার্গস্য চেহ বক্ষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্ম্মণাং চ, ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। কেবলকর্ম্মকার্য্যস্যাপি চন্দ্রলোকস্য তদ্গতেঃ পিতৃযানস্য চ "তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" 'প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদ্যপি ইদমপি পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাবসরে অসঙ্গতমেব; তথাপি কেবলকর্ম্মকার্য্যাৎ সমুচ্চিতকর্ম্মকার্য্যাচ্চ বিরক্তস্যৈব তত্রাধিকার ইতি। ততো বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, সুকেশা প্রভৃতি ঋষিগণ সকলেই পরব্রহ্মের অন্বেষণার্থ পিপ্পলাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; সুতরাং পরব্রহ্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এরূপ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তর বর্ণন, এতদুভয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ ভাষ্যকার 'অপর বিদ্যা' শব্দটি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি জিজ্ঞাসা অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ, কর্ম্মফলে বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই উহার অবতারণা; মানুষ যতকাল পরব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল যতই অপর ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভ প্রভৃতির আরাধনা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক না কেন, কিছুতেই শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না।

যাঁহারা উপাসনা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তৎফলরূপে ব্রহ্মলোক লাভ করেন; এবং উত্তরায়ণ বা 'দেবযান' পথে গমন করেন। আর যাঁহারা কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন; তাঁহারা তৎফল স্বরূপ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং দক্ষিণায়নে বা 'পিতৃযান পথে প্রয়াণ করেন।

ভাষ্যানুবাদ।

'অথ' অর্থ—অনন্তর, সংবৎসরের পর কবন্ধিনামক কাত্যায়ন [পিপ্পলাদ সমীপে] উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—ভগবন্! কোথা হইতে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ জন্মলাভ করে—উৎপন্ন হয়? অভিপ্রায় এই যে, অপর ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্ম্ম সমুচ্চিত বা অসমুচ্চিত ভাবে (এক সঙ্গে বা পৃথক্ পৃথক্) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল ও গতি লাভ হয়, তাহা বলিতে হইবে। সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই এই প্রশ্ন হইয়াছে॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥ ৪

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কবন্ধিনে) উবাচ, সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) হ (কিল) বৈ (অবধারণে) প্রজাকামঃ (প্রজা মে জায়তাম, ইত্যভিলাষবান্ সন্) তপঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং জ্ঞানলক্ষণং) অতপ্যত (আলোচিতবান্)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা এতৌ (রয়িপ্রাণৌ) মে প্রজাঃ (সৃজ্যমানাঃ) বহুধা করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বর্দ্ধয়িষ্যতঃ) ইতি [নিশ্চিত্য] রয়িং (ধনং অর্থাৎ ধনলভ্যানামন্নানামুপকারকং চন্দ্রং) চ প্রাণং (ভোক্তারম্ অগ্নিম্ অর্থাৎ তদধিদৈবতং সূর্য্যং) চ, (ইতি এবংলক্ষণং) মিথুনং (ভোজ্যভোক্তৃযুগলং) উৎপাদয়তে (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ)॥ ৪

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—সেই লোকপ্রসিদ্ধ প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া তপস্যা (মনে মনে আলোচনা) করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া [বুঝিলেন যে] এই যে রয়ি (ধন) ও প্রাণ, অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র; ইহারাই আমার প্রজাগণকে বহুপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবে, এইরূপ

যাঁহারা উক্ত সমুচ্চিত ও অসমুচ্চিত কর্ম্ম ফল ব্রহ্মলোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরক্ত হন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই এই পরাবিদ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার, অপরের নহে। এই উপদেশ প্রদানার্থই প্রথমে সৃষ্টি বিষয়ে জিজ্ঞাসারই অবতারণা করা হইয়াছে।

নিশ্চয় করিয়া [ভোগ্য-ভোক্তৃরূপে] রয়ি অর্থ ধন—ধনলভ্য অন্নের পুষ্টিকর চন্দ্র, ও প্রাণ (প্রাণসম্বন্ধী অগ্নির অধিদেবতা সূর্য্য) এই উভয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মৈ এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ—তদপাকরণায়াহ—প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামি ইত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্ত-কারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্ব্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বা-লোচয়ৎ অতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত্বা শ্রৌতং জ্ঞানমন্বালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মিথুনমুৎপাদয়তে—মিথুনং দ্বন্দ্বমুৎপাদিতবান্। রয়িঞ্চ সোমমন্নং প্রাণঞ্চাগ্নিমত্তারম্ ইত্যেতৌ অগ্নীষোমৌ অত্তান্নভূতৌ মে মম বহুধা অনেকধা প্রজাঃ করিষ্যত ইত্যেবং সঞ্চিন্ত্য অণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবকল্পয়ৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন—তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিলেন—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া নিজের করণীয় প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া—অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব' এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত কর্ম্মকারী (তদুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী) ও তদ্ভাবে ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় সেই প্রজাপতি ভাবনা-সম্পন্ন [আত্মাই] [বর্ত্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইয়া সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া—এই শ্রুতিতে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কারলব্ধ জ্ঞানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্‌বিষয়ক পূর্ব্বসংস্কারকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, তিনি এবংবিধ তপস্যা করিয়া—শ্রৌতবিজ্ঞানের পর্য্যালোচনার

পর সৃষ্টির সাধন বা সহায়ভূত রয়ি—চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ—অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় 'মিথুন' সৃষ্টি করিলেন—দ্বন্দ্ব উৎপাদন করিলেন। [সহাবস্থিত বস্তুদ্বয়কে 'দ্বন্দ্ব' বলা হয়]। এই ভোক্তা ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নীষোম (সূর্য্য ও চন্দ্র) আমার প্রজাগণকে অনেক প্রকারে [পরিণত] করিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সন্তানোৎপাদনের ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া পরে সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন (৪)॥ ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ, তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

---

(৪) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকল্পে যিনি সমুচিতভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ উপাসনার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি হিরণ্যগর্ভরূপে প্রজাপতিত্বলাভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবনা করিয়াছেন, এবং উপাসনাকালেও আপনাকে সর্ব্বাত্মক প্রজাপতিরূপে চিন্তা করিয়াছেন। সেই সংস্কারসম্পন্ন তিনিই নিজ কর্ম্মফলে পরবর্ত্তী কল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত প্রজার অধীশ্বর (প্রজাপতি) হইয়া আবির্ভূত হন; এবং তপস্যা বা চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় সুপ্ত সংস্কারসমূহকে পুনর্ব্বার জাগরিত করেন। সংস্কারের উদ্বোধক সেই চিন্তাই তাঁহার তপস্যা, তদ্ভিন্ন আর কোনরূপ তপস্যা তাঁহার নাই। সেই তপস্যার ফলে তাঁহার সেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানশক্তি স্ফূর্ত্তি পায়; অনন্তর সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বেই সৃষ্টি রক্ষার উপায় বিধান করা আবশ্যক; নচেৎ সৃজ্যমান পদার্থনিচয় বালির বাঁধের ন্যায় আপনা হইতে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারে; এই কারণে তিনি প্রথমেই সূর্য্য ও চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে সূর্য্য স্বয়ং ভোক্তা, এবং চন্দ্র তাঁহার ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, এক তেজেরই তিনটি অবস্থা (১) আধিদৈবিক (সূর্য্য), (২) আধিভৌতিক (অগ্নি), এবং (৩) আধ্যাত্মিক (দৈহিক উষ্মা)।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ [গীতা ১৫।১৪]

ভগবদ্গীতার কথানুসারে বুঝা যায় যে, দেহগত অগ্নিই প্রাণাপানের সাহায্যে ভুক্ত অন্নের পরিপাক সাধন করেন। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে অগ্নি বা সূর্য্যের উল্লেখ না করিয়া প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতির সমন্বয়ানুরোধে 'প্রাণ' পদেই সূর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। সূর্য্য অগ্নি ও প্রাণ, ইঁহারা সকলেই আদান, শোধন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে; তজ্জন্য ইঁহাদিগকে ভোক্তৃ শ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

অপর দিকে ভোজ্যরূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন; জীবভোজ্য যত প্রকার অন্ন আছে, সমস্তই চন্দ্রকিরণে পুষ্টিলাভ করে; এই কারণে চন্দ্রকেও ভোজ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য—অন্নই ধনলভ্য, এই কারণে শ্রুতিতে চন্দ্র শব্দের পরিবর্ত্তে 'রয়ি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রয়ি' অর্থ—ধন।

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশব্দার্থমাহ—আদিত্য ইত্যাদিনা। আদিত্যঃ হ বৈ (এব) প্রাণঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ), চন্দ্রমা এব রয়িঃ (পূর্ব্বোক্তরয়ি-পদার্থঃ)। যৎ মূর্ত্তং (স্থূলং), যৎ চ অমূর্ত্তং (সূক্ষ্মং), এতৎ সর্ব্বং বৈ (এব) রয়িঃ (অন্নং), [যত এতস্য ভোক্তৃ অপি অন্যেন ভুজ্যতে], তস্মাৎ মূর্ত্তিঃ (স্থূলরূপং মূর্ত্তম্) এব রয়ি (অন্নং) [অমূর্ত্তেন প্রাণেন অদ্যমানত্বাৎ ইতি ভাবঃ] ॥ ৫

[শ্রুতি নিজেই 'রয়ি' ও 'প্রাণ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন]—আদিত্যই 'প্রাণ' পদবাচ্য এবং চন্দ্রই 'রয়ি' পদার্থ। মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) যে সমস্ত পদার্থ, তৎসমস্তই 'রয়ি' অর্থাৎ অন্নস্বরূপ, [কিন্তু, মূর্ত্তমাত্রই অমূর্ত্তের উপভোগযোগ্য]; অতএব মূর্ত্তি বা মূল বস্তুই [যথার্থ] রয়ি বা অন্ন-স্বরূপ ॥ ৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোঽত্তা অগ্নি; রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। রয়িরেবান্নং সোম এব। তদেতদেকমত্তা অগ্নিশ্চান্নঞ্চ প্রজাপতিঃ, একং তু মিথুনম্; গুণ-প্রধানকৃতো ভেদঃ। কথম্? রয়িরেব অন্নমেব এতৎ সর্ব্বম্; কিন্তৎ? যন্মূর্ত্তঞ্চ স্থূলঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তে অত্রন্নরূপে রয়িরেব। তস্মাৎ প্রবিভক্তাদমূর্ত্তাৎ যদন্যন্মূর্ত্তরূপং মূর্ত্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ অমূর্ত্তেন অত্ত্রা অদ্যমানত্বাৎ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই 'রয়ি'—অর্থাৎ সোম—চন্দ্রই রয়ি বা অন্নস্বরূপ। সেই এই ভোক্তা ও অন্ন, উভয়ই এক প্রজাপতিস্বরূপ; মিথুনও (পূর্ব্বোক্ত প্রাণ ও রয়ির সহবর্ত্তিতারূপ দ্বন্দ্বও) একই বটে; গুণ-প্রধানভাব নিবন্ধন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তৃভাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে। কি প্রকারে? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নস্বরূপ তাহা কি?—যাহা এই মূর্ত্ত স্থূল এবং যাহা অমূর্ত্ত—সূক্ষ্ম; অত্তা (ভোক্তা) ও অন্নস্বরূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তদ্বয় রয়ি বা অন্নস্বরূপই। অতএব প্রবিভক্ত বা মূর্ত্ত হইতে পৃথক্কৃত অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক্ মূর্ত্তরূপ—মূর্ত্তি

(স্থূল পদার্থ), তাহাই [প্রকৃতপক্ষে] রয়ি ; কারণ 'উহা অমূর্ত্তকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে (৫)॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধঃ, যদূর্দ্ধং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

[ইদানীং রয়িবৎ প্রাণস্যাপি সর্ব্বাত্মকত্বং বক্তুমাহ]—আদিত্য ইত্যাদি। আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) উদয়ন্ (উদ্গচ্ছন্ সন্) যৎ প্রাচীং (পূর্ব্বাং) দিশং প্রবিশতি (স্বপ্রভয়া প্রকাশয়তি), তেন (প্রাচীদিক্প্রবেশেন) প্রাচ্যান্ (পূর্ব্বদিগ্গতান্) প্রাণান্ রশ্মিষু (স্বীয়কিরণেষু) সংনিধত্তে (সংবধ্নাতি—কিরণৈর্ব্যাপ্নোতি, ইত্যর্থঃ)। যৎ দক্ষিণাং [দিশং প্রবিশতি, তেন তত্রত্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। এবমুত্তরত্রাপি যোজনীয়ম্]। যৎ প্রতীচীং (পশ্চিমাং দিশং), যৎ উদীচীং (উত্তরাং) দিশং যৎ অধঃ (দিশং) যৎ উৰ্দ্ধং (উৰ্দ্ধদিগ্ভাগং), যৎ অন্তরা (মধ্যবর্ত্তিনীঃ) দিশঃ, (অবান্তরদিশঃ), যৎ [চ] [অন্যদপি] সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন (তত্তদ্দিক্প্রবেশেন) [তত্তদ্দিক্স্থান্] সর্ব্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচক্ষুরাদীন্) রশ্মিষু সন্নিধত্তে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥ ৬

[এখন রয়ির ন্যায় উক্ত প্রাণেরও সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে],—আদিত্য উদয়কালে যে পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন—স্বীয় কিরণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পূর্ব্বদিক্গত প্রাণসমূহকে স্বীয় রশ্মিসমূহে সন্নিহিত

(৫) তাৎপর্য্য—প্রজাপতি নিজেই যখন সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বময়, তখন ভোক্তাও তিনি এবং ভোজনীয় অন্নও তিনি ; সুতরাং রয়ি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ ; তবে একটি অন্ন, অপরটি তাহার ভোক্তা, এরূপ বিভাগের কারণ কি ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যদিও উভয় এক অভিন্নই বটে, তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ের মধ্যে একটা বিভাগ কল্পনা করিয়া স্থূল পদার্থকে গুণ বা অপ্রধান অন্ন, আর সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রধান বা তাহার ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থূল পদার্থের ভোক্তা সূক্ষ্ম বায়ু প্রভৃতিও আবার ভোগ্য হয় ; সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই রয়ি বা অন্নপদবাচ্য সত্য ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুসারে জানা যায় যে, অবশেষে সমস্ত বস্তুই অমূর্ত্ত প্রাণের ভোগ্য হইয়া থাকে, এই কারণে মূর্ত্তকে রয়ি আর অমূর্ত্তকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

করেন, অর্থাৎ রশ্মি-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন। আর যে, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, অধঃ, উর্দ্ধ, অবান্তরদিক্ (কোণ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্তু) প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা তত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা অমূর্ত্তোঽপি প্রাণোঽত্তা সর্ব্বমেব, যচ্চাদ্যম্। কথম্?—অথ আদিত্য উদ-ান্ উদ্গচ্ছন্ প্রাণিনাং চক্ষুর্গোচরমাগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি ্যাপ্নোতি; তেন স্বাত্মব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ তৎস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তর্ভূতান্ * রশ্মিষু াত্মাবভাসরূপেষু ব্যাপ্তিমৎসু ব্যাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্নিধত্তে সন্নিবেশয়তি, াত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ। তথৈব যৎ প্রবিশতি দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং, ্দীচীম্, অধঃ উর্দ্ধং, যৎ প্রবিশতি, যচ্চ অন্তরা দিশঃ কোণদিশোঽবান্তরদিশঃ, চ্চান্যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্ত্যা সর্ব্বান্ সর্ব্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ শ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

যে কিছু অদনীয় বা অন্ন, তৎসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব] ভোক্তা অমূর্ত্ত প্রাণও সর্ব্বাত্মক। কি প্রকারে? [তাহা বলা হইতেছে—] আদিত্য উদীয়মান হইয়া—লোকলোচনের গোচর হইয়া যে, প্রাচী (পূর্ব্ব) দিকে প্রবেশ করেন,—স্বীয় প্রভা দ্বারা ঐ দিক্‌কে পরিব্যাপ্ত করেন; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক, স্বীয় প্রকাশরূপ রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত বা সম্বদ্ধ থাকায় তত্রত্য—পূর্ব্বদিক্‌স্থিত প্রাণেরই অন্তর্ভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্নিহিত—সন্নিবেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন। সেই প্রকারই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে, [প্রবেশ করেন], [এবং] উত্তর অধঃ ও উর্দ্ধদিকে যে প্রবেশ

* সর্ব্বান্তঃস্থান্ প্রাণান্ প্রাচ্যানন্তভূতানিতি বা পাঠঃ।

করেন, আর যে, অন্তরাদিক্—কোণ দিক্ অবান্তর বা পূর্ব্বাদি দিকের মধ্যগত দিক্‌সমূহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহাতেও স্বীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ব্বদিক্-গত সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমূহে সন্নিহিত (আপনার ন্যায় প্রকাশমান) করিয়া থাকেন॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্॥ ৭

[অথ প্রাণাদিত্যস্য সর্ব্বাত্মকত্ব-সমর্থনায়াহ স এষ ইতি]—সঃ আদিত্যরূপে-ণোক্ত এষ বিশ্বরূপঃ (বিশ্বং বিবিধং জগৎ রূপং যস্য স তথোক্তঃ সর্ব্বাত্মা ইত্যর্থঃ), [অতএব] বৈশ্বানরঃ (নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অস্য ইতি, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণঃ (আদিত্যরূপঃ) অগ্নিঃ (দাহপ্রকাশহেতুঃ অত্তা) উদয়তে (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতি)। তদেতৎ (আদিত্যমাহাত্ম্যং) ঋচা (পাদ বদ্ধমন্ত্রেণ) অভ্যুক্তম্ (বর্ণিতম্)॥ ৭

সেই পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিশ্বরূপী, বৈশ্বানর (সর্ব্বজীবাত্মক) প্রাণস্বরূপ অগ্নি (ভোক্তা) [আদিত্যরূপে প্রত্যহ] উদিত হন, ইহা ঋকেও উক্ত হইয়াছে [ছন্দোবদ্ধ—পাদযুক্ত মন্ত্রকে 'ঋক্' বলা হইয়াছে]॥ ৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স এষোঽত্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপঃ, বিশ্বাত্মত্বাচ্চ, প্রাণোঽগ্নিশ্চ, স এবাত্তা উদয়তে—উদ্‌গচ্ছতি প্রত্যহং সর্ব্বা দিশঃ আত্মসাৎ কুর্ব্বন্। তদে-তদুক্তং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ।

সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর (সর্ব্বনরাভিমানী) ও বিশ্বরূপ (সর্ব্বজগন্ময়); সর্ব্বাত্মক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে; সেই অত্তাই প্রত্যহ সমস্ত দিগ্‌গুলকে নিজের আয়ত্ত (প্রকাশময়)

করিয়া উদিত—উদ্‌গত হইয়া থাকেন। এই কথিত বিষয়টি ঋক্ কর্ত্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (৬)॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥ ৮

[তামেব ঋচমাহ]—বিশ্বরূপমিত্যাদি। বিশ্বরূপং (সর্ব্বাত্মানং), হরিণং (রশ্মিমন্তং, হরণশীলং সর্ব্বসংহারকারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাংসি—সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানানি যস্মাৎ, তং তথোক্তম্), পরায়ণং (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং) একং (অদ্বিতীয়ং —ভেদশূন্যং) জ্যোতিঃ (তেজোময়ং), তপন্তং (তাপং কুর্ব্বন্তং সূর্য্যং) [অহং বিজানামীতি শেষঃ]। সহস্ররশ্মিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা (প্রাণিভেদ-বশাৎ বহুপ্রকারেণ) বর্ত্তমানঃ, প্রজানাং (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ (সংস্থিতি-কারণং) এষ সূর্য্য উদয়তি (প্রত্যহমুদ্‌গচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥ ৮

বিশ্বরূপী, হরিণ—রশ্মিযুক্ত বা সর্ব্বসংহারক, জাতবেদা (সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ), সর্ব্বেরই আশ্রয়, এক, জ্যোতির্ম্ময় ও তাপপ্রদ [সূর্য্যকে আমি বিশেষরূপে জানি]। অনন্তরশ্মিসম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহুরূপে প্রকাশমান এবং সমস্ত প্রজার প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য [প্রত্যহ] উদিত হইতেছেন ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিশ্বরূপং সর্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং, জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞানং, পরায়ণং সর্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং, জ্যোতিরেকং সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমদ্বিতীয়ং, তপন্তং তাপক্রিয়াং কুর্ব্বাণং, স্বাত্মানং সূর্য্যং সূরয়ো বিজ্ঞাতবন্তো ব্রহ্মবিদঃ। কোঽসৌ যং বিজ্ঞাত-বন্তঃ? সহস্ররশ্মিঃ অনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানাম উদয়ত্যেষঃ সূর্য্যঃ ॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

বিশ্বরূপ—সর্ব্বরূপী, হরিণ—রশ্মিমান্, জাতবেদস্—প্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরায়ণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ

(৬) তাৎপর্য্য—ছন্দোবদ্ধ পাদযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ (ঋচা) বলা হয়। উপনিষদের অনেকস্থানে এইরূপ ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃস্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্মভূত সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন। যাঁহাকে জানিয়াছেন, ইনি কে? না—সহস্ররশ্মি—অনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বহু-প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ; তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে; তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯

[সূর্য্যাচন্দ্রমসাত্মক-প্রজাপতেঃ সর্ব্বপ্রজোৎপাদনপ্রকারং বক্তুং তস্য কালরূপং রূপান্তরমাহ]—সংবৎসর ইত্যাদি। 'বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতকঃ। [পূর্ব্বোক্তঃ চন্দ্রসূর্য্যাত্মকঃ] প্রজাপতিরেব সংবৎসরঃ [সংবৎসরস্য চন্দ্র-সূর্য্যাধীনত্বাদিতি ভাবঃ]। তস্য (প্রজাপতেঃ) দক্ষিণং চ, উত্তরং চ, [ইত্যেতে দ্বে] অয়নে (মার্গৌ) [বর্ত্তেতে]। ['হ' 'বৈ' পদদ্বয়ং প্রসিদ্ধিসূচকং,] তৎ (তস্মাৎ) যে (ফলার্থিনঃ) তৎ (যথা স্যাৎ, তথা) ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং বৈদিকং যাগাদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং—স্মৃত্যুক্তং কূপারামাদিকরণং; তদুভয়ং) কৃতং (প্রযত্নসম্পাদিতম্) ইতি কৃত্বা উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি)। তে (তদনুষ্ঠাতারঃ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রমসি ভবং) লোকম্ এব (নতু লোকান্তরং) অভিজয়ন্তে (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি)। তে (চান্দ্রমস-লোকগতাঃ) এব (ন তু অন্যে) পুনঃ (তত্রত্যভোগক্ষয়াৎ পরং) আবর্ত্তন্তে (মর্ত্ত্যলোকং পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। তস্মাৎ এতে (কর্ম্মিণঃ) ঋষয়ঃ (স্বর্গদ্রষ্টারঃ) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থিনঃ); [তত এব চ] দক্ষিণং (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে)। এষঃ (চান্দ্রমসঃ লোকঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) রয়িঃ (অন্নং—ভোগ্যঃ), যঃ পিতৃযাণঃ (ধূমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলভ্যঃ চান্দ্রমসো লোক ইত্যর্থঃ) ॥ ৯

চন্দ্র সূর্য্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালস্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন]—সেই চন্দ্রাদিত্যময় প্রজাপতিই আবার সংবৎসরস্বরূপ; তাহার দুইটি

অয়ন বা পথরূপ অংশ আছে,—একটি দক্ষিণ, অপরটি উত্তর। অতএব যাহারা কৃত অর্থাৎ যত্নসাধ্য—অনিত্য মনে করিয়া ইষ্ট—বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম ও পূর্ত্ত—স্মৃত্যুক্ত কূপ ও উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার [ইহলোকে] প্রত্যাগত হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বা সন্তানার্থী এই সকল (কর্ম্মী) ঋষি দক্ষিণায়ন (ধূমাদিমার্গ) প্রাপ্ত হন। ইহাই রয়ি—সর্ব্বভোগ্য, যাহা পিতৃযাণ (ধূমাদিমার্গ) বলিয়া কথিত হয়॥ ৯

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যশ্চাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নম্, অমূর্ত্তিশ্চ প্রাণোঽত্তাদিত্যঃ, তদেকমেতন্মিথুনং সর্ব্বং কথং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি? উচ্যতে—তদেব কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। চন্দ্রাদিত্য-নির্ব্বর্ত্ত্য-তিথ্যহোরাত্র-সমুদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্যত্বাদ্রয়ি-প্রাণমিথুনাত্মক এব ইত্যুচ্যতে। তৎ কথং? তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অয়নে মার্গৌ দ্বৌ—দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ। দ্বে প্রসিদ্ধে হ্যয়নে ষণ্মাসলক্ষণে, যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ যাতি সবিতা কেবলকর্ম্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্ম্মবতাঞ্চ লোকান্ বিদধৎ। কথং তৎ? তত্র চ ব্রাহ্মণাদিষু যে হ বৈ ঋষয়ঃ তদুপাসত ইতি। ক্রিয়াবিশেষণো দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ—ইষ্টাপূর্ত্তে, ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকৃতং নিত্যম্; তে চান্দ্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্ম্মিথুনাত্মকস্যাংশং রয়িমন্নভূতং লোকম্ অভিজয়ন্তে, কৃতরূপত্বাচ্চান্দ্রমসস্য। তএব চ কৃতক্ষয়াৎ পুনরাবর্ত্তন্তে; "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি" ইতি হ্যুক্তম্। যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাত্মকং ফলত্বেনাভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণা এতে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্থিনো গৃহস্থাঃ, তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়িঃ অন্নং, যঃ পিতৃযাণঃ পিতৃযাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

এই যে, মূর্ত্তিসম্পন্ন চন্দ্রমারূপ অন্ন এবং অমূর্ত্ত প্রাণস্বরূপ ভক্ষণকর্ত্তা আদিত্য সর্ব্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি প্রকারে প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিবে? হাঁ, বলা যাইতেছে,

সেই পূর্ব্বোক্ত মিথুনই কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতি-স্বরূপ; কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে) সংবৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি ও অহোরাত্র সমষ্টিরূপ সংবৎসর (৭) [কার্য্য-কারণের অভেদ নিয়মানুসারে কখনই] সেই মিথুনাত্মক চন্দ্র সূর্য্য হইতে অন্য নহে; এই কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাত্মক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাই বা (মিথুন-নিষ্পাদ্যই বা) কি প্রকারে? [এই প্রকারে]—সেই সংবৎসররূপী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ—দক্ষিণ এবং উত্তর। সূর্য্য দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ঞক যে দুইটী অয়ন দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের (উপাসনা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের) এবং জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, ষণ্মাসাত্মক সেই দুইটি অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধই [আছে]। তাহা কি প্রকার? [তদুত্তরে বলিতেছেন]—শ্রুতির দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ। সেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসনা করেন; ইষ্ট ও পূর্ত্ত এই উভয়বিধ 'কৃত' (অনিত্য) কর্ম্মেরই উপাসনা করেন; (৯)

---

(৭) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মাস দুই প্রকার—সৌর ও চান্দ্র। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহারই ত্রিশ দিনে যে মাস, তাহাকে সৌর মাস বলে। আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণনা করিয়া প্রতিপৎ তিথির পূর্ব্ব তিথি (অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিতে যে মাস, তাহাকে চান্দ্র মাস বলে। সৌর মাস সূর্য্য দ্বারা, আর চান্দ্র মাস চন্দ্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

(৮) তাৎপর্য্য—যাঁহারা উপাসনা করেন না, কেবলই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়নে (ধূমাদিমার্গে) গমন করেন, আর যাঁহারা উপাসনা ও কর্ম্ম, উভয়ই করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তরায়ণে গমন করেন।

(৯) তাৎপর্য্য—ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম), তপস্যা, সত্য ব্যবহার, ভূতগণের পরিরক্ষণ, অতিথি-সৎকার এবং বৈশ্বদেব—ভূতগণের উদ্দেশে যথাবিধি ভোজ্যদানাদি ক্রিয়া,—বেদবিহিত এই সকল কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। আর—

"বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, সরোবর প্রভৃতি (জলাশয়), দেবালয়, অন্নদান এবং উদ্যানাদি

—অকৃত বা নিত্য কর্ম্মের নহে; তাঁহারা চান্দ্রমস—চন্দ্র-সম্ভূত, মিথুনাত্মক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি—অন্নস্বরূপ লোক (চন্দ্রলোক) সম্যক্‌রূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন); কারণ, চান্দ্রমস লোকও কৃতরূপী (অনিত্য)। তাঁহারাই আবার কর্ম্ম-ক্ষয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত হন (১০)। 'এই লোকে অথবা [এতদপেক্ষাও] হীনতর লোকে প্রবেশ করেন।' এই কথাটি [মন্ত্রকাণ্ডে] উক্ত আছে। যে হেতু, এই সকল ঋষি—স্বর্গ-দ্রষ্টা, পূর্ব্বোক্ত প্রজাকাম—ফলার্থী গৃহস্থগণ উক্তপ্রকার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফলরূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাঁহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে, পিতৃযাণ অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি—অন্ন॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্; এতস্মান্ন * পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

অথ (অনন্তরং) [অনাবৃত্তিসাধনময়নমুচ্যতে]—তপসা (বৈধক্লেশসহনেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমেন) শ্রদ্ধয়া (তৎপরতয়া, আস্তিক্যবুদ্ধ্যা বা)

সম্পাদন কার্য্যকে 'পূর্ত্ত' বলা হইয়া থাকে। এই উভয়প্রকার কর্ম্মই পুরুষের প্রযত্নসাধ্য ও ইচ্ছাধীন, অনিত্য; এই কারণে 'কৃত' বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্মমাত্রই অনিত্য; 'কৃত'-পদবাচ্য; এখানে বিশেষ করিয়া 'কৃত' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কর্ম্মদ্বয়ই যে অনিত্য, তাহা নহে—উহাদের ফলও (স্বর্গাদিও) অনিত্য। অতএব তৎফলে কাহারও আসক্ত হওয়া সঙ্গত নহে।

(১০) ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—কেবল কর্ম্মযোগী ব্যক্তি দেহত্যাগের পর যে পথ অবলম্বনে চন্দ্র লোকে যান, সেই পথের প্রথমেই ধূম, পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সর্ব্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইরূপ কষ্টকর পথ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রলোকে যায় এবং ভোগশেষে ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

* তস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইতি বা পাঠঃ।

বিদ্যয়া (উপাসনেন) আত্মানং অন্বিষ্য (আদিত্যং প্রাণম্ আচার্য্যাৎ 'অহমস্মি' ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ (উত্তরায়ণেন অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ) আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে, (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। এতৎ (প্রাজাপত্যং রূপং) বৈ (এব) প্রাণানাম্ (প্রাণ-চক্ষুরাদীনাং) আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশি), [অতএব] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিভয়ং যস্মিন্, তৎ তথা)। এতৎ পরায়ণং (উৎকৃষ্টং স্থানম্ উপাসকানাং, বিদ্যাসহকৃতকর্ম্মিণাং চ)। এতস্মাৎ (স্থানাৎ আদিত্যাৎ) পুনঃ ন আবর্ত্তন্তে (ন সংসরন্তি), [জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-কর্ম্মিণশ্চ ইতিশেষঃ]। ইতি। এষঃ (পূর্ব্বোক্ত আদিত্যঃ) নিরোধঃ (অনাবৃত্তিসাধনঃ) [অথবা অবিদুষাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণ-প্রকারঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি ইতি শেষঃ]॥

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হইতেছে]—আর উত্তর পথে (অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে) তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন; অর্থাৎ আদিত্যলোকে গমন করেন। ইহাই প্রাণসমূহের আয়তন (অর্থাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত (বিনাশহীন), [অতএব] অভয়। ইহাই পরমার্থ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান), এই স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইসে না; [কারণ ইহাই তাহাদের] নিরোধ বা অনাবৃত্তি-সাধন। অথবা নিরোধ অর্থ অবিদ্বদ্‌গণের অগম্য স্থান ॥১০

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশং প্রাণমত্তারম্ আদিত্যমভিজয়ন্তে। কেন? তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন, বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া, বিদ্যয়া চ প্রজাপত্যাত্ম-বিষয়য়া আত্মানং প্রাণং সূর্য্যং জগতঃ তস্থুষশ্চ অন্বিষ্য 'অহমস্মি' ইতি বিদিত্বা আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্নুবন্তি। এতদ্বৈ আয়তনং সর্ব্বপ্রাণানাং সামান্যম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমৃতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জ্জিতং—ন চন্দ্রবৎ ক্ষয়-বৃদ্ধিভয়বৎ, এতৎ পরায়ণং পরা গতির্বিদ্যাবতাং কর্ম্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতাম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে যথেতরে কেবলকর্ম্মিণঃ, ইতি—যস্মাদেষঃ অবিদুষাং নিরোধঃ; আদিত্যাদ্ধি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণ-মভিপ্রাপ্নুবন্তি। স হি সংবৎসরঃ কালাত্মা অবিদুষাং নিরোধঃ। তত্তত্রাস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রঃ ॥১০

ভাষ্যানুবাদ।

“অথ”—[‘অথ’ শব্দে পূর্ব্বোক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য সূচনা করিতেছে]। উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভূত, ভোক্তা, প্রাণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন; কি উপায়ে?—তপস্যা—ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রজাপতিতে আত্মভাববিষয়ক বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা আত্মা—প্রাণরূপী সূর্য্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্তকেই সমস্তের আত্মাস্বরূপ অন্বেষণ করিয়া—‘আমিই তদাত্মক’ এইরূপে অবগত হইয়া আদিত্যকে জয় করেন, অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সমস্ত প্রাণের আয়তন বা সাধারণ আশ্রয়, ইহা অমৃত—বিনাশরহিত, অতএব অভয়—সর্ব্বভয়-বিবর্জ্জিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে। ইহাই জ্ঞানিগণের ও বিদ্যাসহকৃত কর্ম্মীদের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান। জ্ঞানরহিত কর্ম্মিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃত্ত হন না; কারণ, ইহা বিদ্যাবিহীনগণের নিরোধ স্থান; অর্থাৎ অবিদ্বদ্ ব্যক্তিরা আদিত্য হইতে প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী প্রাণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূপী সেই সংবৎসর অবিদ্বান্‌দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১)। এ বিষয়ে এইরূপ মন্ত্র আছে—॥১০

---

(১১) তাৎপর্য্য—‘নিরোধ’ অর্থ—গতির প্রতিষেধ স্থান। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্র করিয়া থাকেন, উপাসনা কিংবা দেবতা চিন্তা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে জন্ম লাভ করেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না; কারণ, ইহা তাঁহাদের নিরোধ—গন্তব্য সীমার বহির্ভূত সেতুস্বরূপ। আর যাঁহারা আদিত্যে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক উপাসনা করেন, কিংবা উপাসনা সহকারে কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহারাই এই আদিত্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানানুশীলনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন; পুনর্ব্বার আর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন না। কিন্তু টীকাকার শঙ্করানন্দ এই ‘নিরোধ’’ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘নিরোধ’ অর্থ—পুনরাবৃত্তিনাশন মোক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই আদিত্যই জ্ঞানী ও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত করেন; সুতরাং তাহাদিগকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেন না।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥ ১১

[সংবৎসরাত্মনঃ আদিত্যস্য রূপকপরিকল্পনমাহ—পঞ্চপাদমিত্যাদিনা]।— ইমে (বুদ্ধিস্থাঃ) অন্যে (কালজ্ঞাঃ) পঞ্চপাদং (পঞ্চ ঋতবঃ পাদা আবর্ত্তনসহায়া যস্য আদিত্যস্য স তথোক্তঃ, তং), [হেমন্ত-শিশিরৌ একীকৃত্য ঋতূনাং পঞ্চ-বিধত্বং বোধ্যম্।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা আকৃতয়ঃ অবয়বা যস্য, স তথোক্তঃ, তম্) দিবঃ (অন্তরীক্ষাৎ) পরে (ঊর্দ্ধে) অর্দ্ধে (স্থানে—স্বর্গে) [স্থিতং], পুরীষিণং (পুরীষং—পুরীষমিব ত্যাজ্যং উদকম্ অস্য অস্তীতি, তম্) [আদিত্যম্] আহুঃ (কথয়ন্তি) [কালবিদ ইতি শেষঃ]। অথ (পক্ষান্তরসূচকং), পরে (অপরে কালবিদঃ) উ (তু—পুনঃ) বিচক্ষণং (বিচক্ষণে—নিপুণে) সপ্তচক্রে (সপ্তসংখ্যকা অশ্বাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি যস্য ; সঃ তস্মিন্), ষড়রে (ষড় ঋতবঃ অরাঃ—নাভিশলাকাঃ যস্য, সঃ, তস্মিন্), [আদিত্যে ইদং জগৎ] অর্পিতম্ আহুঃ। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তৌ ॥

এই অপর কালবিদ্‌গণ, [আদিত্যকে] পাঁচটি পাদযুক্ত, পিতা (জগতের জন্ম-হেতু), দ্বাদশ প্রকার আকৃতি (অবয়ব) বিশিষ্ট, পুরীষী (বিষ্ঠার ন্যায় জলত্যাগকারী) এবং দ্যুলোকের (অন্তরীক্ষলোকেরও) পরার্দ্ধে (স্বর্গে) [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। আবার অপর সকলে [এই জগৎকে] সপ্তচক্র বিশিষ্ট ছয়টি অর (নাভিশলাকাসম্পন্ন) এবং বিচক্ষণে (আদিত্যে) অর্পিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১১।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চপাদং পঞ্চর্ত্তবঃ পাদা ইবাস্য সংবৎসরাত্মন আদিত্যস্য, তৈরসৌ পাদৈরিব ঋতুভিরাবর্ত্ততে। হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা। পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বং তস্য, তং, দ্বাদশাকৃতিং—দ্বাদশমাসা আকৃতয়োঽবয়বাঃ, আকরণং বা অবয়বিকরণমস্য দ্বাদশমাসৈঃ, তং দ্বাদশাকৃতিং, দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরে ঊর্দ্ধে অর্দ্ধে স্থানে তৃতীয়স্যাং দিবীত্যর্থঃ পুরীষিণং পুরীষবন্তম্ উদকবন্তমাহুঃ,—কালবিদঃ।

অথ তমেবান্যে ইমে উ পরে কালবিদঃ বিচক্ষণং নিপুণং সর্ব্বজ্ঞং সপ্তচক্রে সপ্তহয়রূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালাত্মনি ষড়রে ষড়্ঋতুমতি আহুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ কথয়ন্তি, অর্পিতম্ অরা ইব রথনাভৌ নিবিষ্টমিতি। যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্যদি সপ্তচক্রঃ ষড়রঃ, সর্ব্বথাপি সংবৎসরঃ কালাত্মা প্রজাপতিশ্চন্দ্রাদিত্যলক্ষণোঽপি জগতঃ কারণম্ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ।

অন্য কালবিদ্‌গণ [এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদ—পাঁচটি ঋতুই এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যের পাদস্বরূপ]; [কারণ,] সেই ঋতুরূপ পাদ সমূহ দ্বারাই এই আদিত্য বিবর্ত্তমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন। হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে এক ধরিয়া এইরূপ (ঋতুর পঞ্চত্ব) কল্পনা [করা হইয়াছে]। পিতা—সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির হেতু বলিয়া তাঁহার (আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা [হইয়াছে]। দ্বাদশাকৃতি—দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা অবয়ব; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই ইহার আ-করণ অবয়বিত্ব সম্পাদন [হয় বলিয়া] ইনি দ্বাদশাকৃতি; পুরীষিন্—উদকরূপ পুরীষ (মল)-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ—নিপুণ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকেরও ঊর্দ্ধে—তৃতীয় স্বর্গে [অবস্থিত] বলিয়া থাকেন। 'অথ' শব্দ (পক্ষান্তরসূচক), অপর এই সকল কালবিদ্‌গণ কিন্তু রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়্‌বিধ ঋতুযুক্ত এবং সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্বরূপে চক্রবৎ সর্ব্বদা গমনশীল (পরিবর্ত্তন-স্বভাব) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে—নিপুণ সর্ব্বজ্ঞকে (আদিত্যকে) অবস্থিত বলিয়া থাকেন; আর রথনাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) অর বা শলাকা সমূহের ন্যায় (সেই বিচক্ষণে আবার) এই সমস্ত জগৎকে

---

(১২) তাৎপর্য্য—আদিত্যকে 'পুরীষী' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ যেরূপ ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা পুরীষরূপে (বিষ্ঠারূপে) পরিত্যাগ করে; আদিত্যও সেই-রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে ত্যাগ করেন; এবং তাহ দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করেন। মনু বলিয়াছেন—"আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ, বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥"

অর্পিত—সন্নিবিষ্ট বলিয়া থাকেন। [ফল কথা,] যদি পঞ্চপাদ ও দ্বাদশাকৃতিই হন, অথবা যদি সপ্তচক্র ও ষড়রই হন, সর্ব্ব-প্রকারেই (১৩) কালরূপী সংবৎসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্য্যরূপেও জগতের কারণ; (ইহা সিদ্ধ হইতেছে) ॥১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ; শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্লে ইষ্টং কুর্ব্বন্তি; ইতর ইতরস্মিন্ ॥১২

[সংবৎসরবৎ মাসোঽপি রয়ি-প্রাণাত্মক ইত্যাহ]—মাস ইতি। ['বৈ' শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ] মাসঃ (শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষাত্মকঃ) বৈ প্রজাপতিঃ; তস্য (মাসরূপস্য প্রজাপতেঃ) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ, তত্র চন্দ্রমসঃ ক্ষীয়মাণত্বাৎ)। শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা—আদিত্যঃ)। তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে ঋষয়ঃ (প্রাণ-সর্ব্বাত্মকত্বদর্শিনঃ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টং (যাগং) কুর্ব্বন্তি; ইতরে (অপরে—প্রাণসর্ব্বাত্মকত্বদর্শনহীনাঃ) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ]। "প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্ব্বন্তোঽপি শুক্লপক্ষে এব কুর্ব্বন্তি, যতস্তে প্রাণব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ পশ্যন্তি; প্রাণদর্শনহীনাস্তু শুক্লপক্ষে কুর্ব্বন্তোঽপি প্রাণদর্শনাভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষে এব তে কুর্ব্বন্তীত্যভিপ্রায়ঃ।] ॥১২

[সংবৎসরের ন্যায় এক একটি মাসও যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপ; তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন]—প্রসিদ্ধ মাসই প্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কৃষ্ণপক্ষই রয়ি—অন্ন-

---

(১৩) হেমন্ত ও শীত ঋতুকে এক করিয়া ধরিলে এক বৎসরে পাঁচটির অধিক ঋতু হয় না; সূর্য্যদেব এই পাঁচটি ঋতুর সাহায্যেই এক বৎসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই কারণে ঋতু পাঁচটিকে তাঁহার পাদ বা চরণ বলা হইয়াছে। দ্বাদশ মাস লইয়াই একটি সংবৎসররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয়; এই কারণে দ্বাদশ মাসকে অবয়ব এবং সংবৎসরকে তাহার অবয়বী বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সাতটি অশ্ব প্রসিদ্ধ আছে এবং কালেরও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা স্বাভাবিক, এইকারণে কালকে 'চক্র' বলা হইয়াছে। রথ-চক্রের মধ্যেও যেরূপ নাভিরন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা সংযোজিত থাকে; এই কাল-চক্রেও সেইরূপ ছয়টি ঋতু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উভয় মতে এই মাত্র বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি ঋতুকে পাদ এবং দ্বাদশ মাসকে অবয়ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি ঋতুকে শলাকা [কালাবয়ব] এবং সমস্ত সংবৎসরকে চক্র ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অশ্বকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষেই কালের সর্ব্বাত্মকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

স্বরূপ চন্দ্র, আর শুক্লপক্ষই প্রাণ—ভোক্তা—আদিত্য। সেই কারণে এই ঋষিগণ (যাঁহারা প্রাণকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন; তাঁহারা) শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন; আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) যজ্ঞ করেন ॥ ১২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নিদং শ্রিতং * বিশ্বং, স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে কৃৎস্নঃ পরিসমাপ্যতে। মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব মিথুনাত্মকঃ। তস্য মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িরন্নং চন্দ্রমাঃ, অপরো ভাগঃ শুক্লঃ শুক্লপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোঽত্তাগ্নিঃ। যস্মাৎ শুক্লপক্ষাত্মানং প্রাণং সর্ব্বমেব পশ্যন্তি; তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেঽপীষ্টং কুর্ব্বন্তঃ শুক্লপক্ষ এব কুর্ব্বন্তি। প্রাণব্যতিরেকেণ কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যস্মাৎ; ইতরে তু প্রাণং ন পশ্যন্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাত্মানমেব পশ্যন্তি। ইতরে ইতরস্মিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্ব্বন্তি শুক্লে কুর্ব্বন্তোঽপি ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে; সেই সংবৎসর-সংজ্ঞক প্রজাপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরিসমাপ্ত আছেন। পূর্ব্বোক্তলক্ষণ মিথুনাত্মক (রয়ি ও প্রাণাত্মক) প্রজাপতিই মাসস্বরূপ। সেই মাসরূপী প্রজাপতির একটি ভাগ—কৃষ্ণপক্ষটি 'রয়ি'—অন্নস্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ—শুক্লপক্ষটি প্রাণ আদিত্য—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ। যে হেতু সমস্তকেই শুক্লপক্ষাত্মক প্রাণরূপে দর্শন করেন; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল ঋষি কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও [বস্তুতঃ] শুক্ল পক্ষেই করিয়া থাকেন; যে হেতু, প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু অপর সকলে প্রাণকে দেখিতে পায় না; অদর্শনাত্মক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া থাকে। অপর সকলে শুক্লপক্ষে করিলেও অন্যত্র—কৃষ্ণ পক্ষেই করিয়া থাকে (১৪) ॥১২

---

* শ্রোতম্ ইতি বা পাঠঃ।

(১৪) তত্ত্বদর্শী—যাঁহারা সর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রকাশময় শুক্ল প্রাণের সদ্ভাব দর্শন করেন, তাঁহাদের

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি, যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

[মাসরূপোঽপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ]—অহোরাত্র-ইতি। অহোরাত্রঃ (দিবারাত্রাত্মকঃ কালঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ। তস্য (অহোরাত্রাত্মকস্য প্রজাপতেঃ) অহঃ (দিনং) এব প্রাণঃ—(ভোক্তা অগ্নিরূপঃ), রাত্রিঃ এব রয়িঃ (অন্নং—চন্দ্রঃ)। যে (জনাঃ) দিবা রত্যা (মৈথুনেন) সংযুজ্যন্তে, (সংবধ্যন্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণং বৈ (এব) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারয়ন্তি; বিনাশয়ন্তীতি যাবৎ)। রাত্রৌ যৎ রত্যা সংযুজ্যন্তে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ সংযমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ]। [তস্মাৎ দিবা গ্রাম্যধর্ম্মো ন সেবনীয়ঃ; রাত্রৌতু ঋতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।] ॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাঁহার প্রাণ বা ভোক্তা (আদিত্য ও অগ্নিস্বরূপ), এবং রাত্রিই তাঁহার রয়ি অর্থাৎ অন্নস্থানীয় চন্দ্রমাস্বরূপ। [অতএব] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিষ্কৃত করে; আর যে, রাত্রিতে (ঋতুকালে) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, অর্থাৎ তাহা দ্বারাই প্রাণ-সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সোঽপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেঽহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে। অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ। তস্যাপ্যহরেব প্রাণঃ অত্তা অগ্নিঃ রাত্রিরেব রয়িঃ পূর্ব্ববৎ। প্রাণম্ অহরাত্মানং বৈ এতে প্রস্কন্দন্তি নির্গময়ন্তি শোষয়ন্তি বা স্বাত্মনো বিচ্ছিদ্য অপনয়ন্তি। কে? যে দিবা অহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া সহ স্ত্রিয়া সংযুজ্যন্তে মিথুনং মৈথুনমাচরন্তি মূঢ়াঃ। যত এবং, তস্মাৎ তন্ন কর্ত্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিকঃ। যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ, ব্রহ্মচর্য্যমেব তদিতি প্রশস্তত্বাৎ ঋতৌ ভার্য্যাগমনং কর্ত্তব্যমিতি। অয়মপি

নিকট জ্ঞানময় কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বস্তুই প্রতিভাত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা শুক্ল-পক্ষোচিত ফল লাভ করেন। আর যাঁহারা অজ্ঞ—প্রাণবিজ্ঞানবিহীন; তাঁহারা শুক্লপক্ষে কার্য্য করিলেও জ্ঞান-দৃষ্টির অভাবে ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষে কৃত কর্ম্মেরই ফল লাভ করেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট সমস্তই কৃষ্ণপক্ষ—অন্ধকারাচ্ছন্ন।

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ। প্রকৃতং তূচ্যতে—সোঽহোরাত্রাত্মকঃ প্রজাপতির্ব্রীহি-যবাদ্যন্নাত্মনা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বের ন্যায় সেই মাসাত্মক প্রজাপতিও আবার স্বীয় অবয়ব-ভূত (মাসের অংশভূত) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে) সমাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও দিবাই প্রাণ—ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং রাত্রিই রয়ি (অন্ন—চন্দ্রমাঃ)। ইঁহারা সেই অহঃস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্কন্দিত করে—নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে। কাহারা?—যে সমস্ত মূঢ় দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবদ্ধ হয়—মিথুনীভাব বা মৈথুন আচরণ করে। যে হেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু তাহা করা উচিত নহে; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি (এখানে) প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশে এই শ্রুতির অবতারণা হয় নাই)। আর ঋতুকালে যে রতির সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্যেরই স্বরূপ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [রাত্রিতেই] ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করা উচিত। এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫); প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে যে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই ব্রীহি-যবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪

[অধুনা প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে অন্নমিত্যাদিনা]—অন্নং (ব্রীহি-যবাদিরূপঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাপতিঃ, ততঃ (তস্মাৎ ভুক্তাৎ অন্নাৎ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ রেতঃ (শুক্রং) [নিষ্পদ্যতে ইতি শেষঃ]।

(১৫) অভিপ্রায় এই যে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল যে, "কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।" অর্থাৎ কোথা হইতে এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে? এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে সেগুলি উক্ত প্রশ্নের উত্তর নহে, ইতঃ পর সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

তস্মাৎ (রেতসঃ) ইমাঃ (জাগতিকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানাঃ জন্তবঃ) প্রজায়ন্তে ইতি (উত্তরম্) ॥

[এখন প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—[ব্রীহি যবাদিরূপ] অন্নই সেই প্রজাপতি ; তাহা হইতেই (অন্ন হইতেই) সেই রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয় এবং] তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং ক্রমেণাহোরাত্রঃ প্রজাপতিরন্নে বিপরিণমতে ; অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ। * কথম্ ? ততস্তস্মাদ্ হ বৈ রেতো নৃবীজং তৎ প্রজাকারণং, তস্মাৎ যোষিতি সিক্তাৎ ইমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ;—যৎপৃষ্টং 'কুতো হ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' ইতি। তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণ অহোরাত্রান্তেন অন্নরেতো দ্বারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত-ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত হন ; অন্নই সেই প্রজাপতি। কিরূপে ? তাহা হইতেই সেই প্রজার কারণ (প্রজোৎপত্তির কারণ) নরবীজ রেতঃ (শুক্র) [উৎপন্ন হয়]। যোষিতে (নারীতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। 'কোথা হইতে এই সকল প্রজা জন্ম লাভ করে ?' বলিয়া যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল ; পূর্ব্বোক্ত-প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ মিথুনাদি হইতে অহোরাত্র পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে রেতঃ দ্বারা এই সমস্ত প্রজা জন্ম লাভ করে ; এই কথায় তাহাই নির্ণীত হইল ॥১৪

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

[ইদানীং প্রজাপতিব্রতফলমাহ]—তদ্ ইতি। তৎ (তস্মাৎ) যে (গৃহস্থাঃ, অবিদ্বাংসঃ) হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রজাপতি-ব্রতং (তদাখ্যং ব্রতং) চরন্তি

* এবং ক্রমেণ পরিক্রম্য। তৎ অন্ন বৈ প্রজাপতিঃ ইতি বা পাঠঃ।

(অনুতিষ্ঠন্তি); তে মিথুনং (পুত্রং কন্যাং চ) উৎপাদয়ন্তে (জনয়ন্তি)। যেষাং তপঃ (চান্দ্রায়ণব্রতাদি) ব্রহ্মচর্য্যং, যেষু চ সত্যং (অসত্যাভাবঃ) প্রতিষ্ঠিতং (স্থিরতরং বর্ত্ততে), তেষাম্ এব এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেরংশভূতঃ চন্দ্রলোক ইত্যর্থঃ) [ভবতীতি শেষঃ]॥

অতএব যাহারা সেই প্রজাপতিব্রত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাঁহারা মিথুন (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদন করেন। যাহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য স্থিরতর আছে, এবং যাহাদের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্রহ্মলোক (চন্দ্রলোক) তাহাদেরই লভ্য হইয়া থাকে ॥ ১৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তৎ তত্রৈবং সতি যে গৃহস্থাঃ 'হ বৈ' ইতি প্রসিদ্ধ-স্মরণার্থৌ নিপাতৌ। তৎ প্রজাপতের্ব্রতম্—ঋতৌ ভার্য্যাগমনং চরন্তি কুর্ব্বন্তি; তেষাং দৃষ্টং ফলমিদম্। কিম্? তে মিথুনং পুত্রং দুহিতরঞ্চোৎপাদয়ন্তে। অদৃষ্টঞ্চ ফলম্—ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণাং তেষামেব এষঃ যশ্চান্দ্রমসো ব্রহ্মলোকঃ পিতৃযাণলক্ষণঃ, যেষাং তপঃ স্নাতকব্রতাদি, ব্রহ্মচর্য্যম্। ঋতোরন্যত্র মৈথুনাসমাচরণং—ব্রহ্মচর্য্যম্। যেষু চ সত্যমনৃতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অব্যভিচারিতয়া বর্ত্ততে নিত্যমেব ॥ ১৫

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতি-ব্রত—ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদের দৃষ্ট ফল (ঐহিক ফল)। ইহা কি? তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যাসন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৬) আর অদৃষ্ট ফলও (পার-

(১৬) তাৎপর্য্য—যাঁহারা অজ্ঞ গৃহী, তাঁহারা যদি ঋতুকালে কেবল ভার্য্যাগমনরূপ প্রজাপতিব্রত প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তাহারা কেবল পুত্র-কন্যা সমুৎপাদনরূপ দৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় মাত্র, কিন্তু চন্দ্রলোক লাভরূপ অদৃষ্ট ফলের অধিকারী হয় না। আর যাঁহারা তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠা সহকারে ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম), পূর্ত্ত (বাপী কূপাদি খনন) এবং 'দত্ত' কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং প্রজাপতিব্রতও পালন করেন, কেবল তাঁহারাই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্রও প্রজাপতিরই (ব্রহ্মারই) অংশ, এই কারণে চন্দ্রলোককে 'ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে; 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত্ত' কর্ম্মের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন 'দত্ত' কর্ম্মের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—"শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদি চ যৎ দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ শরণাগতকে রক্ষা করা, কোন ভূতের হিংসা না করা, সর্ব্বদা দান করা; এই সকল কর্ম্ম 'দত্ত' বলিয়া কথিত হয়॥

লৌকিক ফল) এই যে, পিতৃযাণগম্য চান্দ্রমস ব্রহ্মলোক, ইহা ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাঁহাদেরই হইয়া থাকে, যাঁহাদের তপস্যা—স্নাতক-ব্রত প্রভৃতি [ও] ব্রহ্মচর্য্য—ঋতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং যাঁহাদের সত্য,—অসত্যবর্জ্জন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্ব্বদা অব্যভি-চারিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥১৬

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥১

[অথ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিনিদানমাহ]—তেষামিতি। যেষু (জনেষু) জিহ্মং (কৌটিল্যং), অনৃতং (অসত্যসমাচারঃ) [চ] ন, মায়া (ছলঃ) চ ন [বিদ্যতে], তেষাং (জনানাং) অসৌ বিরজঃ (বিশুদ্ধঃ) ব্রহ্মলোকঃ [লভ্যো ভবতি] ॥

[এখন ব্রহ্মলোক-লাভের উপযোগী গুণ বলা হইতেছে]—যাহাদের কপটতা মিথ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক [লাভযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্তু পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধো ন চন্দ্র-ব্রহ্মলোকবদ্ রজস্বলো বৃদ্ধিক্ষয়াদিযুক্তঃ, অসৌ কেষাং ? তেষামিত্যুচ্যতে,—যথা গৃহস্থানামনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহারপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ জিহ্মং কৌটিল্যং বক্রভাবোঽবশ্যম্ভাবি, তথা ন যেষু জিহ্মম্। যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমনৃতমবর্জনীয়ং, তথা ন যেষু তৎ, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু বিদ্যতে। মায়া নাম বহিরন্যথা আত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্য্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররূপা। মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষ্বধিকারিষু ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষুষু নিমিত্তাভাবান্ন বিদ্যন্তে; তৎসাধনানু-রূপেণৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ ইত্যেষা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ। পূর্ব্বোক্তস্তু ব্রহ্মলোকঃ কেবলকর্ম্মিণাং চন্দ্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্রাণাত্মরূপী উত্তরায়ণ, ইহা বিরজঃ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রহ্মলোকের ন্যায় রজোযুক্ত (মলিন) বা হ্রাস-বৃদ্ধি যুক্ত নহে। ইহা যাহাদের [লভ্য], তাঁহাদের কথা কথিত হইতেছে,—গৃহস্থগণের অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার থাকায় যেরূপ জিহ্ম অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, যাঁহাদের সেরূপ বক্রতা নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া থাকে, সেরূপ যাঁহাদের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার) নাই; সেইরূপ গৃহস্থগণের ন্যায় যাঁহাদের মায়া নাই। মায়া সাধারণতঃ বাহিরে আপনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কার্য্যতঃ অন্যপ্রকার করিয়া থাকে, সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দের অর্থ। অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুতে (সন্ন্যাসীতে) প্রয়োজনাভাববশতই মায়া প্রভৃতি দোষসমূহ বিদ্যমান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ গতি বা প্রাপ্য স্থান; আর পূর্ব্বোক্ত চন্দ্ররূপ ব্রহ্মলোক, কেবল কর্ম্মীদিগেরই গন্তব্য স্থান ॥১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্! কত্যেব দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

[পূর্ব্বোক্তপ্রজাপতেরেব অস্মিন্ শরীরেঽপি ভোক্তৃত্বাদিকম্ অবধারয়িতুং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভ্যতে]—অথেতি। অথ (কাত্যায়নপ্রশ্নানন্তরম্) বৈদর্ভিঃ ভার্গবঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্! কতি (কিয়ৎ-সংখ্যকাঃ) এব দেবাঃ প্রজাং (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং) বিধারয়ন্তে (বিশেষেণ ধারয়ন্তি)? [এষু দেবেষু মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ) এতৎ (শরীরং) প্রকাশয়ন্তে (আবির্ভাবয়ন্তি)। যদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপং স্বমাহাত্ম্যং প্রকটয়ন্তি)। এষাং (দেবানাং মধ্যে) কঃ পুনঃ (কো বা) বরিষ্ঠঃ? ইতিশব্দঃ (প্রশ্নসমাপ্তৌ)।

[এই শরীরেও প্রথম প্রশ্নোক্ত প্রজাপতিরই ভোক্তৃত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে]।—কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর জঙ্গম শরীরকে) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া থাকেন? ইঁহাদের মধ্যে কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (প্রকটিত) করেন? [এবং] ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

প্রাণোঽত্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্, তস্য প্রজাপতিত্বমত্তৃত্বঞ্চ অস্মিন্ শরীরেঽবধারয়িতব্যম্, ইত্যয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে। অথ অনন্তরং হ কিল এনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং শরীরলক্ষণাং বিধারয়ন্তে—বিশেষেণ ধারয়ন্তে। কতরে বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়বিভক্তানামেতৎ প্রকাশনং

স্বমাহাত্ম্যপ্রখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে। কোঽসৌ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কার্য্য-করণলক্ষণানামিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণই যে, ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম-প্রশ্নোত্তরে) উক্ত হইয়াছে। এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবধারণ করিতে হইবে, এই নিমিত্ত এই (দ্বিতীয়) প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—'অথ' অর্থ—অনন্তর, 'হ' শব্দ পুরাবৃত্তসূচক; অনন্তর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—কতগুলি দেবতাই শরীররূপ প্রজাকে বিধৃত করেন?—বিশেষরূপে ধারণ করেন? জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বিভক্ত [দেবগণের মধ্যে] কাহারা এই প্রকাশন অর্থাৎ স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন? এবং কার্য্য-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিময় দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে? (১) ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ: আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি—বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

[ইদানীং ভার্গবপ্রশ্নস্য উত্তরং দাতুং আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংবাদমবতারয়তি তস্মৈ ইত্যাদিনা]।—সঃ (পিপ্পলাদঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) তস্মৈ (ভার্গবায়) উবাচ,—কিম্? ইত্যাহ—এষঃ (লোকপ্রতীতিগ্রাহ্যঃ) দেবঃ (দ্যোতমানঃ) হ (কিল), বৈ (প্রসিদ্ধৌ), আকাশঃ (ভূতাকাশঃ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জলানি), পৃথিবী, বাক্ ('বাক্' ইতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, ইত্যর্থঃ),

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথম প্রশ্নোত্তরে কর্ম্মফলে লোকান্তর গতি এবং ভোগান্তে পুনরাবৃত্তি শ্রবণে তদ্বিষয়ে শ্রোতার বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা না হইলে আত্ম-জ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় না; উপাসনাই একাগ্রতা-সম্পাদনের প্রধান সহায়; এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাণোপাসনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে। এখানে 'প্রজা' শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে; কারণ, আত্মাই প্রাণের ধারক, কিন্তু প্রাণ কখনই আত্মার ধারক হয় না। এখানে 'দেব' শব্দেও ইন্দ্রিয়সমূহ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহেরও অধিষ্ঠাতা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন।

মনঃ (অন্তঃকরণং), চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, চকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি)। তে (উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাঃ) প্রকাশ্য (ইদং শরীরং নির্দ্দিশ্য, স্বমাহাত্ম্যং বা উদ্ঘোষ্য) অভিবদন্তি (অন্যোন্যং স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ বদন্তি); [যৎ] বয়ং [এব] এতৎ বাণং (বাতি—কর্ম্মক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং) অবষ্টভ্য (দৃঢ়তাং সম্পাদ্য) বিধারয়ামঃ (অবকাশদানাদিনা স্পষ্টং ধারয়ামঃ [ইতি] ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ), মনঃ (অন্তঃকরণ), চক্ষুঃ, শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়)। তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অভিমানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে (শরীরকে) অবষ্টব্ধ করিয়া (দৃঢ়তর করিয়া) বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ।—আকাশো হ বৈ এষ দেবঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহাভূতানি শরীরারম্ভকাণি, বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-মিত্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। (২) কার্য্যলক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আত্মনো মাহাত্ম্যং প্রকাশ্যাভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানা অহংশ্রেষ্ঠতায়ৈ। কথং বদন্তি? বয়মেতদ্‌বাণং শরীরং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব স্তম্ভাদয়ঃ অবিশিথিলীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ। ময়ৈবৈকেনায়ং সঙ্ঘাতো ধ্রিয়ত ইত্যেকৈকস্যাভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি (পিপ্পলাদ) এইরূপে প্রশ্নকারী সেই ভার্গবের উদ্দেশে বলিলেন,—এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী (ও) শরীরের আরম্ভক (উপাদানকারণ) এই পঞ্চমহাভূত, বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ, তাহারা কার্য্যস্বরূপ এবং করণস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত কার্য্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। সেই দেবগণ স্বীয় মাহাত্ম্য

---

(২) শরীরং ধারয়ন্তে। তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাত্ম্যাধ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করতঃ বলিতে লাগিল। কি প্রকারে বলিল? স্তম্ভ প্রভৃতি যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে—কার্য্য-করণ-সমষ্টিকে (দেহকে) অবষ্টব্ধ করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া (দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধৃত করি—বিস্পষ্টরূপে ধারণ করিয়া রাখি। প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে; এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত (দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ ; অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য, বিধারয়ামীতি, তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

[ইদানীং প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রতি মুখ্যপ্রাণোক্তিমাহ—তানিত্যাদিনা]।—বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ) প্রাণঃ তান্ (পূর্ব্বোক্তাভিমানবতঃ প্রাণান্) উবাচ—[যূয়ং] মোহং (বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং) মা (ন) আপদ্যথ (কুরুত) ; [যস্মাৎ] অহমেব এতৎ (ধারণং যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ) প্রবিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) এতৎ বাণং (শরীরং) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি (বিশেষেণ ধারয়ামি), ইতি (বাক্যসমাপ্তৌ) তে (ইতরে প্রাণাঃ) অশ্রদ্দধানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বাসং স্থাপয়িতুমসমর্থাঃ) বভূবুঃ।

[প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে (পূর্ব্বোক্ত অভিমানকারী প্রাণদিগকে) বলিলেন—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ ঐরূপ অভিমান করিও না ; [যেহেতু] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়া থাকি। তাহারা [কিন্তু এ কথায়] শ্রদ্ধাবান্ হইল না ; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না) ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচ উক্তবান্—মা মৈবং মোহমাপদ্যথ—অবিবেকতয়া অভিমানং মা কুরুত ; যস্মাৎ অহমেব এতদ্ বাণম্

অবষ্টভ্য বিধারয়ামি পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃত্তিভেদং স্বস্য কৃত্বা বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তস্মিন্ তে অশ্রদ্দধানা অপ্রত্যয়বন্তো বভূবুঃ—কথমেতদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বরিষ্ঠ—মুখ্য প্রাণ বলিলেন—না—এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না ; যেহেতু আমিই আপনাকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্টব্ধ (সুদৃঢ়) করিয়া বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ ইহা বলিলে পর তাহারা অশ্রদ্ধালু হইয়াছিল, অর্থাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩ ॥

সোঽভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব, তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে ; তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্‌যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

সঃ (প্রাণঃ) অভিমানাৎ (তেষামশ্রদ্ধাদর্শনজাতাৎ) ঊর্দ্ধং উৎক্রামতে ইব (দেহাদ্‌বহির্গন্তুমিব প্রবৃত্তঃ), [বস্তুতস্তু ন উৎক্রান্তবান্] ; তস্মিন্ (প্রাণে)

(২) তাৎপর্য্য—'প্রাণ' শব্দে প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি, সমস্তকেই বুঝায়। তন্মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। মুখ্য প্রাণ স্বরূপতঃ এক হইলেও বৃত্তিভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হয় ; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। তন্মধ্যে, ঊর্দ্ধগমনশীল এবং মুখ-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী অধোগামী অপান ; সর্ব্ব-শরীরবর্ত্তী এবং আকুঞ্চন প্রসারণাদিশীল—ব্যান, উন্নয়নকারী এবং উদগারাদি-সাধক—উদান, এবং শরীরস্থ ভুক্ত ও পীত অন্ন-জলাদির রসরুধিরাদিভাব-সাধক—সমান। প্রাণায়াম কার্য্যে এ সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা জানিবার বিশেষ আবশ্যক হয়।

উৎক্রামতি সতি, অথ (অনন্তরং) ইতরে (অপরে) সর্ব্বে এব প্রাণাঃ (চক্ষুঃ-প্রভৃতয়ঃ) উৎক্রামন্তে (বহির্ভবিতুং প্রবৃত্তাঃ) ; তস্মিন্ (মুখ্যপ্রাণে) চ [পুনঃ] প্রতিষ্ঠমানে (সুস্থিতে সতি) সর্ব্বে এব (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থিতা বভূবুঃ)। তৎ (তত্র) যথা (দৃষ্টান্তঃ)—মধুকররাজানং (মক্ষিকারাজং) উৎক্রামন্তং (উদ্গচ্ছন্তং) [অনুসৃত্য] সর্ব্বা এব মক্ষিকা উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ (মধুকররাজে) প্রতিষ্ঠমানে (অবস্থিতে সতি) সর্ব্বা এব (মক্ষিকাঃ) প্রাতিষ্ঠন্তে (অবস্থিতা ভবন্তি। বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি) এবং (মক্ষিকাবদেব প্রাণানুসারিণঃ)। তে (বাগাদয়ঃ) [প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনেন] প্রীতাঃ [সন্তঃ] প্রাণং স্তুন্বন্তি (শ্রেষ্ঠতয়া স্তুবন্তি) ॥

সেই প্রাণ যেন অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইতেই (দেহ হইতে বহির্গত হইতেই যেন) প্রবৃত্ত হইল ; সে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে পর, অপর সকলেও উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল ; পুনর্ব্বার সেই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুস্থির হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকর-রাজকে (মৌমাছির রাজাকে) উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে সুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইয়া থাকে, বাক্, মনঃ, চক্ষু, শ্রোত্রও ঠিক এইরূপ। তাহারা প্রাণমাহাত্ম্যদর্শনে প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্দধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ ঊর্দ্ধমুৎক্রামত ইব উৎক্রামতীব। ইদমুৎক্রান্তবানিব স রোষান্নিরপেক্ষঃ, তস্মিন্নুৎক্রামতি যদ্বৃত্তং, তৎ দৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি,—তস্মিন্নুৎক্রামতি সতি অথ অনন্তরমেব ইতরে সর্ব্ব এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ ; তস্মিংশ্চ প্রাণে প্রাতিষ্ঠমানে তূষ্ণীং ভবতি অনুৎক্রামতি সতি সর্ব্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে তূষ্ণীং ব্যবস্থিতা বভূবুঃ। তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকররাজানম উৎক্রামন্তং প্রতি সর্ব্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে প্রতিতিষ্ঠন্তি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ, তে উৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতাং বুদ্ধ্বা প্রাণমাহাত্ম্যং প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি স্তুবন্তি ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,—অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া যেন ক্রোধসহকারে এই শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইল। প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে পর যাহা ঘটিয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষায়মাণ করিতেছেন—সেই প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে, পরক্ষণেই চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ (করণবর্গ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল ; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর—তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই]—জগতে মক্ষিকাসমূহ অর্থাৎ সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্বীয় রাজাকে—মধুকররাজকে উৎক্রান্ত (উড্ডীন) [দর্শন করিয়া] সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যেমন সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া—প্রাণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, প্রীতিলাভকরতঃ প্রাণকে স্তব করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ ৪ ॥

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য
এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ
সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

[তৎস্তুতিমেবাহ এষ ইত্যাদিনা।]—এষ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (তাপং করোতি) এষঃ (প্রাণঃ) সূর্য্যঃ [সন্ প্রকাশতে]। এষঃ পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ সন্) [বর্ষতি]। এষঃ মঘবান্ (ইন্দ্রঃ সন্) [সর্ব্বং রক্ষতি]। এষঃ বায়ুঃ [সন্ প্রবাতি] [এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্যং ক্রিয়াপদং যোজনীয়ম্।] এষঃ দেবঃ (প্রকাশাত্মা)

পৃথিবী (ধরিত্রী) রয়িঃ (অন্নং চন্দ্রমাঃ) সৎ (সূক্ষ্মং কারণং) অসৎ (স্থূলং কার্য্যং) চ অমৃতং (দেবভোজ্যম্, অমরণস্বভাবং ব্রহ্মাদিভাবো বা) চ (অপি) যৎ, [তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ]।

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্তুতিই কথিত হইতেছে]—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ), ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (অন্ন—চন্দ্র)। [অধিক কি,] যাহা, সৎ (সূক্ষ্ম), অসৎ (স্থূল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি] ॥ ২১ ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথম্—এষ প্রাণঃ অগ্নিঃ সন্ তপতি জ্বলতি ; তথা এষঃ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ; তথা এষঃ পর্জ্জন্যঃ সন্ বর্ষতি। কিঞ্চ, মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি, জিঘাংসত্যসুররক্ষাংসি। এষঃ বায়ুঃ আবহ-প্রবহাদিভেদঃ। কিঞ্চ, এষঃ পৃথিবী, রয়িদেবঃ সর্ব্বস্য জগতঃ, সৎ মূর্ত্তম্ অসৎ অমূর্ত্তঞ্চ অমৃতঞ্চ যদ্দেবানাং স্থিতিকারণম্ ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকার ?—এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দেন—প্রজ্বলিত হন ; সেইরূপ ইনি সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পর্জ্জন্য (মেঘ) হইয়া বর্ষণ করেন। আরও—মঘবান্—ইন্দ্র হইয়া প্রজাগণকে পালন করেন,—অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন ; ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু। অপিচ, এই দেব পৃথিবীরূপে সমুদয় জগৎকে ধারণ করেন এবং রয়ি (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের [পোষক হন]। আর সৎ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অসৎ—অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) এবং দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [তাহাও এই প্রাণ] ॥ ২১ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

[কিং বহুনা, রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে) সর্ব্বং (বক্ষ্যমাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্তং, অগ্নি-চন্দ্রাদিকং বা) প্রতিষ্ঠিতং। [বিশিষ্যাহ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি, (এতে ত্রয়ো বেদাঃ)

যজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিয়া), ক্ষত্রং (পালয়িত্রী জাতিঃ) ব্রহ্ম (যজ্ঞসম্পাদকো দ্বিজাতিঃ)। চ (অপি) [প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ] ॥

আর বেশী কি? রথচক্রের নাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় [শ্রদ্ধাদি নাম পর্য্যন্তই অথবা অগ্নিচন্দ্রাদি] সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, ঋক্, এবং যজুঃ ও সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণও [এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে] ॥ ২২॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অরা ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামান্তং সর্ব্বং স্থিতিকালে প্রাণে এব প্রতিষ্ঠিতম্। তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ, তৎসাধ্যশ্চ যজ্ঞঃ, ক্ষত্রঞ্চ সর্ব্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বেঽধিকৃতঞ্চ এবৈষ প্রাণঃ সর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অধিক কি, রথের নাভিতে অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় শরীরাবস্থিতিকালে [বক্ষ্যমাণ] শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত [আছে] (১২)। সেইরূপ, ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহ, মন্ত্র-সাধ্য যজ্ঞ, সর্ব্বপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাধিকারী ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ ॥ ২২ ॥ ৬ ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে
ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥২৩॥৭॥

অপিচ, [হে প্রাণ!] ত্বম্ এব প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে (মাতৃজঠরে) চরসি (তিষ্ঠসি), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদ্যসে) [চ]। হে প্রাণ! ইমাঃ প্রজাঃ (মনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ) তু (পুনঃ) তুভ্যং বলিং (ভোজ্যং উপহারং) হরন্তি, যঃ ত্বং প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) [সহ] প্রতিতিষ্ঠসি (শরীরে বর্ত্তসে) ॥

---

(১২) তাৎপর্য্য—এই উপনিষদেই ষষ্ঠ প্রশ্নের চতুর্থ মন্ত্রে শ্রদ্ধাদি নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলার উল্লেখ আছে।

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং [মাতাপিতার] অনুরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্রভৃতির) সহিত অবস্থান কর, [সেই] তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে (মনুষ্যপ্রভৃতিরা) বলি (ভোজ্য) উপহার প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, সঃ প্রজাপতিরপি, স ত্বমেব গর্ভে চরসি, পিতুর্মাতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ প্রতিজায়সে; প্রজাপতিত্বাদেব প্রাগেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃত্বম্; সর্ব্বদেহ-দেহ্যাকৃতিচ্ছদ্মনা একঃ প্রাণঃ সর্ব্বাত্মাসীত্যর্থঃ। তুভ্যং ত্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাস্তু হে প্রাণ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিং হরন্তি। যতস্ত্বং প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্ব্বশরীরেষু, অতস্তুভ্যং বলিং হরন্তীতি যুক্তম্। ভোক্তাসি যতস্ত্বং, তবৈবান্যৎ সর্ব্বং ভোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর যিনি প্রজাপতিরূপও বটে, তুমিই তদ্রূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর। প্রজাপতিত্ব-নিবন্ধন তৎপূর্ব্বেই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে। তুমিই এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চ্ছলে সর্ব্বাত্মক হইতেছ। হে প্রাণ! এই যে মনুষ্যাদি প্রজাগণ (প্রাণিবর্গ), সকলেই তোমার উদ্দেশে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি (ভোগ্য বস্তু) উপহার দিয়া থাকে। যে হেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার ভোজ্য বা ভোগার্হ (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭ ॥

---

(১৩) তাৎপর্য্য—প্রাণ যখন প্রজাপতিস্বরূপ, এবং প্রজাপতি যখন সর্ব্বাত্মক, তখন প্রাণও সর্ব্বাত্মক; সুতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব ও পুত্ররূপে গর্ভস্থত্ব সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। জীবদেহে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণ তাহা করে না; প্রাণের গ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এই কারণে শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাগণ যেরূপ স্বীয় রাজার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণের প্রাধান্য অবগত হইয়া, তদুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া থাকে।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

বিভূত্যন্তরমাহ—দেবানামিতি।—[হে প্রাণ!] [ত্বং] দেবানাং সম্বন্ধে বহ্নিতমঃ (অতিশয়েন হবির্বাহকঃ), পিতৃণাং (অগ্নিষ্বাত্তাদীনাং) প্রথমা (শ্রেষ্ঠা) স্বধা (তৃপ্তিসাধনম্), [তথা] অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাম্) ঋষীণাং (চক্ষুরাদিপ্রাণানাং) সত্যং (যথার্থভূতং) চরিতম্ (দেহধারণরূপং চেষ্টিতম্) অসি (ভবসি ইত্যর্থঃ)॥

[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্নিস্বরূপ এবং পিতৃগণের স্বধা বা তৃপ্তিসাধন, অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের (প্রাণসমূহের) সত্য চরিত বা চেষ্টাস্বরূপ [হও]॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, দেবানামিন্দ্রাদীনাম্ অসি ভবসি ত্বং বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃতমঃ। পিতৃণাং নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে যা পিতৃভ্যো দীয়তে স্বধা অন্নং, সা দেবপ্রদানমপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি; তস্যা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, ঋষীণাং চক্ষুরাদীনাং প্রাণানাম্ অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ অঙ্গিরসভূতানাম্ অথর্ব্বণাং তেষামেব "প্রাণো বা অথর্ব্বা" ইতি শ্রুতেঃ। চরিতং চেষ্টিতং সত্যম্ অবিতথং দেহধারণাদ্যুপকারলক্ষণং ত্বমেবাসি॥ ২৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্নিতম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম হবিঃ-প্রাপক (যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক)। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য-প্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রথমে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নদান করিতে হয়; এই কারণে স্বধাকে 'প্রথমা' বলা হইয়াছে। তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা বা প্রাপক। আরও এক কথা, অঙ্গিরস্ অর্থাৎ অঙ্গিরসস্বরূপ অথর্ব্বন্ ঋষিগণের অর্থাৎ

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমূহের সত্য—যথার্থ চরিত—অর্থাৎ দেহ ধারণরূপ চেষ্টাও তুমিই। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, 'প্রাণই অথর্ব্বা।' [তদনুসারে 'অথর্ব্বা' শব্দে 'প্রাণ' অর্থ বুঝিতে হইবে] ॥ ২৪ ॥ ৮

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, হে প্রাণ! ত্বম্ ইন্দ্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [পূর্ব্বং মঘোন উক্তত্বাৎ নেহ তৎপরিগ্রহো ন্যায্যঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ]। অসি (ভবসি)। তেজসা (বীর্য্যেণ) রুদ্রঃ (জগৎসংহারকোঽসি)। পরি (সমন্তাৎ) রক্ষিতা [চ অসি]। ত্বং সূর্য্যঃ (সন্) অন্তরিক্ষে (দ্যুলোকে) চরসি (ভ্রমসি)। ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ (প্রভুঃ) [অসি] ॥

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্রস্বরূপ (পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা), তুমি তেজে রুদ্রস্বরূপ, এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষকও হও। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর, এবং তুমিই জ্যোতিঃসমূহের পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্ত্বং হে প্রাণ! তেজসা বীর্য্যেণ রুদ্রোঽসি সংহরন্ জগৎ। স্থিতৌ চ পরি সমন্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যেন রূপেণ। ত্বম্ অন্তরিক্ষে অজস্রং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যস্ত্বমেব চ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [এবং তুমিই] স্বীয় শক্তিবলে জগৎসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের রক্ষিতা—পরিপালক। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে উদয় ও অস্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।

আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

অপিচ, হে, প্রাণ! ত্বং যদা অভিবর্ষসি (পর্জ্জন্যরূপেণ বারি মুঞ্চসি), অথ (তদা বর্ষণানন্তরং) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) 'কামায় (ইচ্ছানুরূপং) অন্নং ভবিষ্যতি' ইতি (হেতোঃ) আনন্দরূপাঃ (অতিশয়েন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্যর্থঃ)। যদ্বা, 'প্রাণতে' ইত্যেকং পদং, বর্ষণানন্তরং প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্॥

হে প্রাণ তুমি যখন [মেঘরূপে বারি] বর্ষণ কর, তাহার পরই 'ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে' এই মনে করিয়া তোমার এই সকল প্রজা আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদা পর্জ্জন্যো ভূত্বা অভিবর্ষসি ত্বং, অথ তদা অন্নং প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অথবা প্রাণ! তে তব ইমাঃ প্রজাঃ স্বাত্মভূতাঃ ত্বদন্ন-সংবর্দ্ধিতাঃ ত্বদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেণ চানন্দরূপাঃ সুখং প্রাপ্তা ইব সত্যঃ তিষ্ঠন্তি। 'কামায় ইচ্ছাতোঽন্নং ভবিষ্যতি' ইত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তুমি যখন মেঘ হইয়া বর্ষণ কর, তখন এই প্রজাগণ প্রাণিত হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, (বাঁচিয়া থাকে)। অথবা হে প্রাণ! তোমার আত্মভূত এই প্রজাগণ তোমার অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেই আনন্দরূপ অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্ত হইয়াই যেন অবস্থান করে। [তাহাদের] অভিপ্রায় 'এই যে, [এখন] ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হইবে, [তাই তাহারা সুখী হয়]। ২৬ ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা * বিশ্বস্য সৎপতিঃ।

বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ, হে, প্রাণ! ত্বং ব্রাত্যঃ (প্রথমজত্বাদেব সংস্কারক-পিত্রাদেরভাবাৎ

---

* প্রাণৈকষিরত্তা বিশ্বস্যেতি বা পাঠঃ।

অসংস্কৃতঃ,) এক-ঋষিঃ (একর্ষিনামকোঽগ্নিঃ সন্) অত্তা (হবির্ভোক্তা) [তথা] বিশ্বস্য (জগতঃ) সৎপতিঃ (সাধীয়ান্ অধিপতিঃ) [অসি]। বয়ং (করণবর্গাঃ) আদ্যস্য (প্রথমজস্য) তব (প্রাণস্য) [ভক্ষণীয়স্য হবিষঃ,] দাতারঃ। ত্বং মাতরিশ্বনঃ (বায়োঃ) পিতা (জনকঃ), অথবা, হে মাতরিশ্বন্! ত্বং নঃ (অস্মাকং) পিতা [অসি]॥

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য (উপনয়নাদি সংস্কারহীন), একর্ষিনামক অগ্নিরূপে অত্তা (হবির্ভোক্তা), এবং জগতের উত্তম পতিস্বরূপ। আমরা আদি পুরুষ তোমার ভক্ষণীয় [হবিঃ] প্রদান করিয়া থাকি। হে মাতরিশ্বন্ (বায়ুরূপিন্) তুমি আমাদের পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা (কারণস্বরূপ)॥ ২৭ ॥ ১১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, প্রথমজত্বাদন্যস্য সংস্কর্তুরভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে প্রাণ এক ঋষিঃ ত্বম্ আথর্ব্বণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষিনামা অগ্নিঃ সন্ অত্তা সর্ব্বহবিষাম্। ত্বমেব বিশ্বস্য সর্ব্বস্য সতো বিদ্যমানস্য পতিঃ সৎপতিঃ, সাধুর্ব্বা পতিঃ সৎপতিঃ। বয়ং পুনরাদ্যস্য তব অদনীয়স্য হবিষো দাতারঃ। ত্বং পিতা মাতরিশ্ব! হে মাতরিশ্বন্ নোঽস্মাকম্। অথবা মাতরিশ্বনঃ বায়োঃ পিতা ত্বম্। অতশ্চ সর্ব্বস্যৈব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ হে প্রাণ, সর্ব্বপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার-কারক না থাকায়, তুমি সংস্কার-হীন ব্রাত্য (১৪), অভিপ্রায় এই যে, তুমি

---

(১৪) তাৎপর্য্য—ব্রাত্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি যদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টকালে উপনয়ন সংস্কার লাভ না করে, তাহা হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত, পাতকী; ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞদ্বারা তাহারা নিষ্কৃতিলাভ করে। আলোচ্য স্থলে, প্রাণ যখন প্রথমজাত, তৎকালে এমন কেহই ছিল না, যাহা দ্বারা প্রাণের বৈধসংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে। তাহার ফলে প্রাণের ব্রাত্যতা দোষ ঘটে; ব্রাত্যদোষদুষ্ট ব্যক্তি অপবিত্র হইলেও উক্ত শ্রুতি প্রাণস্তুতি প্রসঙ্গে যখন 'ব্রাত্য' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহা প্রাণের নিন্দাব্যঞ্জক হইতে পারে না; নিন্দা হইলে আর স্তুতি হয় না। এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রাণ ব্রাত্য—সংস্কারহীন হইলেও স্বভাবশুদ্ধ, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্য আর কোনপ্রকার সংস্কারের অপেক্ষা হয় না; সুতরাং তাহার পবিত্রতারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

তাদৃশ হইয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ। তুমি একঋষি অর্থাৎ আথর্ব্বণদিগের প্রসিদ্ধ একর্ষিনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্ঞীয় দ্রব্যের) ভোক্তা; তুমিই বিদ্যমান সমস্ত জগতের পতি—সৎপতি, অথবা সৎপতি অর্থ—সাধু (উৎকৃষ্ট) পতি। আমরা কিন্তু আদ্য বা প্রথমোৎপন্ন তোমার ভক্ষণীয় হবির দাতা। হে মাতরিশ্ব! (মাতরিশ্বন্ বায়ো)! তুমি আমাদের পিতা। অথবা তুমি মাতরিশ্বা—বায়ুর পিতা; এই কারণে সমস্ত জগৎসম্বন্ধেই [তাঁহার] পিতৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুসি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥২৮॥১২॥

[কিং বহুনা]—তে (তব) যা তনুঃ (বাক্‌শক্তিরূপা) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতা) যা (তনুঃ) শ্রোত্রে (শ্রবণেন্দ্রিয়ে), যা চ (অপি, তনুঃ) চক্ষুষি [প্রতিষ্ঠিতা], যা চ (অপি) মনসি (অন্তঃকরণে) সন্ততা (অনুগতা) [বর্ত্ততে]। তাং (তনুং) শিবাং (কল্যাণময়ীং) কুরু; মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণং মা কার্ষীঃ) [অত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাবঃ]॥

[হে প্রাণ!] তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত আছে]। আর যাহা মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে; তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—কল্যাণময় কর; উৎক্রমণ করিও না; অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, যা তে ত্বদীয়া তনুঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতা—বক্তৃত্বেন বদনচেষ্টাং কুর্ব্বতী। যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা মনসি সঙ্কল্পাদিব্যাপারেণ সন্ততা—সমনুগতা তনুঃ, তাং শিবাং শান্তাং কুরু, মা উৎক্রমীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ত্বদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বক্তৃরূপে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করে; যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত], আর যে তনু মনোমধ্যে সংকল্পাদি ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) শিব—প্রশান্ত কর ; উৎক্রান্ত হইও না, অর্থাৎ উৎক্রমণ দ্বারা তনুকে অমঙ্গলময়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥২৯॥১৩।

ইত্যথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

[বিশেষপ্রার্থনয়া প্রাণস্তুতিমুপসংহরতি প্রাণস্যেত্যাদিনা ।]—ত্রিদিবে (ত্রৈলোক্যে) যৎ প্রতিষ্ঠিতং, ইদং সর্ব্বং (বস্তু) প্রাণস্য (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকস্য তব) বশে (অধীনতায়াং) [বর্ত্ততে]। মাতা (জননী) পুত্রান্ ইব [অস্মান্] রক্ষস্ব (পালয়স্ব) ; নঃ (অস্মাকং) শ্রীঃ (সম্পদঃ), প্রজ্ঞাং (হিতবুদ্ধিং) চ বিধেহি (প্রযচ্ছ)। নেদানীং পূর্ব্ববদস্মাকং স্বাতন্ত্র্যমস্তি, ত্বদধীনা বয়ং, অতঃ অস্মৎকল্যাণং ত্বয়া সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ।

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। [হে প্রাণ !] মাতা যেরূপে পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [আমাদিগকে] রক্ষা কর ; এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং বহুনা, অস্মিন্ লোকে প্রাণস্যৈব বশে সর্ব্বমিদং যৎকিঞ্চিদুপভোগজাতং, ত্রিদিবে তৃতীয়স্যাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাদ্যুপভোগলক্ষণং, তস্যাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা। অতো মাতেব পুত্রান্ অস্মান্ রক্ষস্ব পালয়স্ব। ত্বন্নিমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বৎস্থিতিনিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং সর্ব্বাত্মতয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্তুত্যা গমিতমহিমা প্রাণঃ প্রজাপতিরেবেত্যবধৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ-যোগ্য বস্তু এবং ত্রিদিবে [অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও দেবভোগ্য যাহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক; সুতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বা প্রাণের অধীন। অতএব তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পুত্রগণের ন্যায় রক্ষা কর—পালন কর। যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রীও তোমার অধীন, [অতএব] সেই শ্রী (সম্পৎ) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান কর। এই বাক্যসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, বাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্ব্বপ্রকার স্তুতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজাপতিস্বরূপ, [তাহা হইতে পৃথক্ নহে] ॥ ২৯ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ।

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে? কেনোৎক্রমতে? কথং বাহ্যমভিধত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

[প্রাণস্য প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিশ্য তস্যৈব উপাসনার্থমুৎপত্ত্যাদি নির্দ্ধারয়িতুমুপক্রমতে]—অথেতি। অথ (বৈদর্ভিপ্রশ্নানন্তরং) আশ্বলায়নঃ কৌসল্যঃ হ (ঐতিহ্যে) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—ভগবন্! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)? কথং (কেন হেতুনা বা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (প্রবিশতি)? কথং (কেন প্রকারেণ বা) আত্মানং প্রবিভজ্য প্রাতিষ্ঠতে (শরীরে তিষ্ঠতি)? কেন বা (ব্যাপারবিশেষেণ) উৎক্রমতে (অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি)? কথং (কেন রূপেণ) বাহ্যং (অধিভূতং অধিদৈবতং চ) অভিধত্তে (ধারয়তি), কথং [বা] অধ্যাত্মং (শরীরেন্দ্রিয়াদি) [ধারয়তীতিশেষঃ]। ইতি (প্রশ্নসমাপ্তৌ) ॥

অনন্তর কৌসল্য আশ্বলায়ন ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্ম লাভ করে? কিরূপে এই শরীরে আগমন করে? কিরূপেই বা আপনাকে [পাঁচভাগে] বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে? কিরূপে উৎক্রমণ করে? (দেহ হইতে বহির্গত হয়?) এবং কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম (শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতি) ধারণ করে? ইতি শব্দটি (প্রশ্নসমাপ্তিসূচক) ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—প্রাণোহ্যেবং প্রাণৈঃ নির্দ্ধারিততত্ত্বৈঃ

উপলব্ধমহিমাপি সংহতত্বাৎ স্যাদস্য কার্য্যত্বম, অতঃ পৃচ্ছামি,—ভগবন্ কুতঃ কস্মাৎ কারণাদেষ যথাবধৃতঃ প্রাণো জায়তে? জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তিবিশেষেণ আয়াত্যস্মিন্ শরীরে; কিংনিমিত্তকমস্য শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ। প্রবিষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য প্রবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রমতে উৎক্রামতি। কথং বাহ্যম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধত্তে ধারয়তি? কথমধ্যাত্মম্ ইতি ধারয়তীতি শেষঃ॥ ৩০॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর কোসলবংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পূর্ব্বোক্তক্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্তৃক প্রাণ-মহিমা উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু (সাবয়বত্ব বশতঃ) ইহার কার্য্যত্ব (জন্যত্ব) সম্ভাবিত হইতে পারে; এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে ভগবন্! যথাবধৃত (পূর্ব্বে যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্মলাভ করে? জন্মলাভ করিয়াও কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে আগমন করে? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি? শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান করে? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বারা এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (বহির্গত হয়)? কিপ্রকারেই বা বাহ্য—অধিভূত ও অধিদৈবত বিষয়কে ধারণ করে? এবং অধ্যাত্ম (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিষয়কেই বা কিপ্রকারে ধারণ করে? ০॥ ১॥

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ ৩১॥ ২॥

সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (কৌসল্যায়) উবাচ—[ত্বং] অতিপ্রশ্নান্ (দুর্বিজ্ঞেয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি; [অতঃ ত্বং] ব্রহ্মিষ্ঠঃ (অতিশয়েন ব্রহ্মবিৎ) অসি (ভবসি) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) অহং তে (তুভ্যং) ব্রবীমি (প্রশ্নোত্তরং কথয়ামীতি ভাবঃ)॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—[তুমি] অতি দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, [অতএব তুমি] অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিৎ। এজন্য আমি তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ইত্যেবং পৃষ্টস্তস্মৈ স হোবাচ আচার্য্যঃ, প্রাণ এব তাবৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ বিষম-প্রশ্নার্হঃ, তস্যাপি জন্মাদি ত্বং পৃচ্ছসি,অতঃ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি। ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি অতি-শয়েন ত্বং ব্রহ্মবিদ্, অতস্তুষ্টোঽহং ; তস্মাত্তে তুভ্যং ব্রবীমি—যৎ পৃষ্টং ; শৃণু ॥৩১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য (পিপ্পলাদ) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রাণই দুর্জ্ঞেয়ত্বনিবন্ধন বিষম (কঠিন) প্রশ্নের বিষয় ; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছ। [অতএব তুমি] ব্রহ্মিষ্ঠ—অর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিৎ ; এজন্য আমি তুষ্ট [হইয়াছি], সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, [তাহা] তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ; শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে চ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্চ্ছরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

[ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ 'আত্মন' ইত্যাদিনা]।—এষঃ, (পূর্ব্বোক্তঃ) প্রাণঃ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। [তত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ]—পুরুষে (দেহে) [দেহনিমিত্তা] যথা ছায়া [জায়তে, তথা] এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতস্মিন্ (পুরুষে—পরমেশ্বরে) আততং (ব্যাপ্তং অনুগতমিত্যর্থঃ)। মনোকৃতেন (সংকল্পাদিনা) অস্মিন্ শরীরে আয়াতি (আগচ্ছতি) ॥

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পুরুষদেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, [সেইরূপ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে) আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত [কামাদি দ্বারা] এই স্থূল শরীরে আগমন করে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মনঃ পরস্মাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাৎ এষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে। কথং ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে,; তদ্বৎ এতস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়মনৃতরূপং তত্ত্বং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ। ছায়েব দেহে মনোকৃতেন মনঃকৃতেন মনঃসঙ্কল্পেচ্ছাদিনিষ্পন্নকর্ম্মনিমিত্তেন ইত্যেতৎ। বক্ষ্যতি হি—"পুণ্যেন পুণ্যম্" ইত্যাদি। "তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। আয়াতি আগচ্ছতি অস্মিন্ শরীরে॥ ৩২॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে। কিপ্রকারে ? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক তত্ত্বটিও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত—সমর্পিত (আছে); দেহ-গত-মনঃকৃত অর্থাৎ মানস সংকল্প ও ইচ্ছাদিদ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মানুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতি পরেও বলিবেন যে, 'পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে)' ইত্যাদি। আসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, [তাঁহার সূক্ষ্ম মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে।] অন্য শ্রুতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে॥ ৩২॥ ৩॥

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥ ৩৩॥ ৪॥

যথা সম্রাট্ (সার্ব্বভৌমঃ) এব অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্তান্ জনান্) 'এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠায় পালয়)" ইতি [কৃত্বা] বিনিযুঙ্‌ক্তে (নিয়োজয়তি)। এবমেব এষঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ (অপরান্) প্রাণান্ (চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক্ এব সন্নিধত্তে (স্ব-স্ববিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্তে)॥

সম্রাট্ যেরূপ 'এই সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর' বলিয়া অধিকৃত বা অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এই রূপই এই প্রাণও অপর প্রাণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে [স্ব স্ব বিষয়ে] নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যথা যেন প্রকারেণ রাজা সম্রাড়েব গ্রামাদিষু অধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে। কথম্? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি। এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ ; এষঃ মুখ্যঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষুরাদীন্ আত্মভেদাংশ্চ পৃথক্ পৃথগেব যথাস্থানং সন্নিধত্তে বিনিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে রাজা সম্রাট্ই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে ; কিরূপে (নিযুক্ত করে)? (তুমি) এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে 'অধিষ্ঠান কর,' [এইরূপে নিযুক্ত করে], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্যপ্রাণও অপর প্রাণ—চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে ; মধ্যে তু সমানঃ ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥৩৪॥৫॥

[তত্র চক্ষুরাদীনাং বিষয়-বিনিয়োগস্য সুগমত্বাৎ, তং পরিত্যজ্য মুখ্য প্রাণস্যৈব বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ]—পায়ূপস্থে ইত্যাদি। পায়ূপস্থে (পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্) অপানং (প্রাণভেদং) [বিনিযুঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতি শেষঃ]। মুখনাসিকাভ্যাং (সহ, মুখে নাসিকায়াং চ) [তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্নিধত্তে। মধ্যে (নাভৌ) তু (পুনঃ) সমানঃ [সন্নিধত্তে] ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সমানঃ) হুতং (ভুক্তং) অন্নং সমং নয়তি (রস-রুধিরাদি-

ভাবেন পরিণময়তি)। তস্মাৎ (প্রাণাগ্নেঃ) এতাঃ সপ্ত (দর্শন-শ্রবণ-মুখ-নাসিকাজন্যাঃ) অর্চ্চিষঃ (শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ) ভবন্তি॥

[উক্ত প্রাণই] অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে [নিযুক্ত করে]; এবং প্রাণ, নিজেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান আবার মধ্যস্থানে [নাভিতে] [অবস্থান করে]; কারণ, ইনিই [সমান বায়ুই] হুত (ভুক্ত) অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। তাঁহা হইতে (প্রাণাগ্নি হইতে) এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ॥৩৪॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র বিভাগঃ—পায়ূপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ পায়ূপস্থং, তস্মিন্। অপানম্ আত্মভেদং মূত্রপুরীষাদ্যপনয়নং কুর্ব্বন্ সন্নিধত্তে তিষ্ঠতি। তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং, তস্মিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মুখনাসিকাভ্যাং মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সম্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানয়োঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমানঃ অশিতং পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ। এষ হি যস্মাদ্যদেতৎ হুতং ভুক্তং পীতঞ্চ আত্মাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তম্ অন্নং সমং নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেন্ধনাদগ্নেরৌদর্য্যাৎ হৃদয়দেশং প্রাপ্তাৎ এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চ্চিষো দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্ত্যো ভবন্তি শীর্ষণ্যাঃ। প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণ-রূপাদিবিষয়প্রকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৪॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

নিয়োগবিষয়ে বিভাগ এইরূপ—যিনি মূত্র পুরীষাদি অপনয়ন করতঃ অবস্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অপান বায়ুকে [সম্রাট্রূপী প্রাণ] পায়ূপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে নিযুক্ত করেন। সেইরূপ সম্রাট্স্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও নাসিকা দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে—নাভিদেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী (রস-রুধিরাদিভাবে পরিণতিসাধন) 'সমান'-সংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে। যেহেতু এই

সমানই হুত—ভুক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায়; অশিত ও পীত বস্তুই যাহার ইন্ধন (কাষ্ঠ); হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্ত্তী এই সপ্ত-সংখ্যক অর্চ্চিঃ—দীপ্তি নির্গত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্যেষ আত্মা; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৩৫ ॥৬॥

কিঞ্চ, এষ আত্মা (জীবঃ) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে) হি (এব) [প্রকাশতে]। অত্র (হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (শিরাণাম্) এতৎ (বুদ্ধিগম্যং) একশতং (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং) একৈকস্যাং (একৈকস্যা নাড্যাঃ) শতং শতং (শাখানাড্যঃ)। প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি চ দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাভ্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ—দ্বাসপ্ততিঃ [একৈকস্যাং শাখানাড্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শাখানাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ]। আসু নাড়ীষু ব্যানঃ (তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ) চরতি ॥

এই জীবাত্মা হৃদয়ে [বাস করে]। এই হৃদয়ে এক শত একটী নাড়ী আছে; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে]; সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বায়াত্তর বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে; এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ॥৩৫॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

হৃদি হ্যেষ ইতি। পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা আত্মনা সংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাত্মেত্যর্থঃ। অত্র অস্মিন্ হৃদয়ে এতৎ একশতম্ একোত্তরশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং ভবতি। তাসাং শতং শতম্ একৈকস্যাঃ প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ। পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ দ্বে দ্বে সহস্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি। সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং

সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি। আসু নাড়ীষু ব্যানো বায়ুশ্চরতি। ব্যানো ব্যাপনাৎ। আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সর্ব্বতোগামিনীভিঃ নাড়ীভিঃ সর্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বর্ত্ততে। সন্ধিস্কন্ধমর্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপানবৃত্ত্যোশ্চ মধ্যে উদ্ভূতবৃত্তিঃ বীর্য্যবৎকর্ম্মকর্ত্তা ভবতি ॥৩৫॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

পদ্মের সদৃশ মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধ লিঙ্গরূপী জীবাত্মা [আছেন]। এই হৃদয়ে একশত-এক-সংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে; সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে। পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি দ্বাসপ্ততি, অর্থাৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার। সহস্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়াত্তর হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহস্রসংখ্যা রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। [সর্ব্বশরীর] ব্যাপক বলিয়া (ইহার নাম) ব্যান। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে। [শরীরের] সন্ধি, স্কন্ধদেশ ও মর্ম্মস্থান এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে এই ব্যানবায়ুর কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [এবং এই ব্যানবায়ুই] বীর্য্য-সাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে* ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৩৬॥৭॥

(ইদানীং "কেনোৎক্রমতে" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং উদানবায়োঃ সঞ্চরণস্থানমাহ—)অথেতি। অথ (অথেতি বৃত্তান্তরসূচকং), উদানঃ (উদানাখ্যঃ প্রাণ-

(*) তাৎপর্য্য।—ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত আছে যে, 'অথ' যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বলবান্ পুরুষ যখন ধনুর নম্রীকরণ ও যুদ্ধসম্পাদন প্রভৃতি শক্তিসাধ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস উভয়ই রুদ্ধ থাকে; এই কারণ প্রাণাপানের সন্ধিস্থানকে, ব্যান বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥

ভেদঃ) একয়া (একশততমরা সুষুম্নানাড্যা) ঊর্দ্ধঃ (ঊর্দ্ধগামী সন্) পুণ্যেন (কর্ম্মণা) [জীবং] পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং) নয়তি (প্রাপয়তি) ; পাপেন (কর্ম্মণা) পাপং (লোকং নরকাদিকং) [নয়তি]। উভাভ্যাং (তুল্যবলাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যাং) এব (নিশ্চয়ে) মনুষ্যলোকং (সুখ-দুঃখময়ং) [নয়তীতি শেষঃ]। [এতাবতা পুণ্যাধিক্যে শুভলোকং পাপাধিক্যে চ নরকং নয়তীতি সূচিতম্] ॥

উদানবায়ু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহা দ্বারা উর্দ্ধগামী হইয়া (জীবকে) পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে) লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ সমবল পুণ্য ও পাপ-দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥৩৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ যা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উর্দ্ধগা সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, তয়া একয়া ঊর্দ্ধঃ সন্ উদানো বায়ুঃ আপাদতল-মস্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কর্ম্মণা শাস্ত্র-বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি ; পাপেন তদ্বি-পরীতেন পাপং নরকং তির্য্যগ্‌যোন্যাদিলক্ষণম্। উভাভ্যাং সমপ্রধানাভ্যাং পুণ্য-পাপাভ্যামেব মনুষ্যলোকং নয়তীত্যনুবর্ত্ততে ॥৩৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর [উদানবায়ুর কার্য্য কথিত হইতেছে]—সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি উর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা উদানবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদির বাসস্থান (স্বর্গাদিলোক) প্রাপ্ত করায় ; আর তদ্‌বিপরীত পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোক—নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায়। উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। "নয়তি" (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি সর্ব্বত্র অনুবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্ট-ভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্ব্যানঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

["কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্" ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে। তত্র চ "এতদাত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে," ইত্যেতস্যোত্তরেণৈব অর্থাৎ প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাত্মমভিধত্তে, ইত্যধ্যাত্মবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তরং সম্পন্নং; তদিদানীং "কথং বাহ্যমভিধত্তে" ইত্যস্যোত্তরমাহ]—"আদিত্যঃ" ইত্যাদিনা।

আদিত্যঃ (সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষঃ) হ বৈ (ইত্যবধারণে প্রসিদ্ধৌ চ) বাহ্যঃ (অধিদৈবতরূপঃ) প্রাণঃ; হি (যস্মাৎ) এষঃ (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহ্যম্ অধ্যাত্মং) চাক্ষুষং (চক্ষুষি ভবং) প্রাণম্ অনুগৃহ্লানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্) উদয়তি (উদ্গচ্ছতি)। [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যভিমানিনী) যা দেবতা, সা এষা (দেবতা) পুরুষস্য (শিরঃপাণ্যাদিমতঃ) অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (স্বশক্ত্যা বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। অন্তরা (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে) যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বায়ুঃ), স সমানঃ (সমানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ সাধারণঃ] বায়ুঃ, [সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ (ব্যানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ) ॥

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহ্য প্রাণস্বরূপ; যেহেতু আদিত্য এই চাক্ষুষ প্রাণের প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অভিমানিনী যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীকৃত করিয়া রহিয়াছেন; আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু, তাহাই সমান বায়ুর অনুগ্রাহক, [আর এই যে, সাধারণ] বায়ু, [ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই] ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আদিত্যো হ বৈ প্রসিদ্ধো হ্যধিদৈবতং বাহ্যঃ প্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদ্গচ্ছতি। এষ হি এনম্ আধ্যাত্মিকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেন অনুগৃহ্লানো রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা, সৈষা পুরুষস্য অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টভ্য আকৃষ্য বশীকৃত্যাধ এব অপকর্ষণেন অনুগ্রহং কুর্ব্বতী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অন্যথা হি শরীরং গুরুত্বাৎ পতেৎ, সাবকাশে

বা উদ্গচ্ছেৎ। যদেতৎ অন্তরা মধ্যে দ্যাবাপৃথিব্যোঃ য আকাশঃ, তৎস্থো বায়ুরাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ। স সমানঃ—সমানমনুগৃহ্ণানো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ;, সমানস্য অন্তরাকাশস্থত্বসামান্যাৎ। ব্যানঃ—সামান্যেন চ যো বাহ্যো বায়ুঃ, স ব্যাপ্তিসামান্যাদ্ ব্যানমনুগৃহ্ণানো বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহ্য 'অর্থাৎ অধিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ; যেহেতু সেই এই (আদিত্য) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগৃহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদিত হন। সেইরূপ পৃথিবীর অভিমানিনী যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের (প্রাণিগণের) অপানবৃত্তিকে অবষ্টব্ধ বা আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া (স্ববশে রাখিয়া) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছেন; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ অধঃপতিত হইত, না হয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িত, [কিছুতেই স্থির থাকিত না]। আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ; মঞ্চস্থ পুরুষ যেরূপ 'মঞ্চ' বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও 'আকাশ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমান বায়ুও শরীরের মধ্যস্থলের আকাশে থাকে, তৎসাদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন। আর এই যে, সাধারণ বহির্জ্জগতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাৎ ব্যানবায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বা * উদানঃ, তস্মাদুপশান্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পাদ্যমানৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

'হ' ইত্যবধারণে, 'বৈ' প্রসিদ্ধৌ। তেজঃ (লোকপ্রসিদ্ধং তেজঃ এব) উদানঃ (উদানবৃত্তেরনুগ্রাহকঃ); তস্মাৎ (হেতোঃ) উপশান্ততেজাঃ (উপশান্তং

* তেজো হ বা ব উদানঃ ইতি বা পাঠঃ।

নিবৃত্তং স্বাভাবিকং তেজ উষ্মা যস্য, সঃ) মনসি (মনোবৃত্তৌ) সম্পদ্যমানৈঃ (তদধীনতামাপদ্যমানৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ) পুনর্ভবং (পুনর্জ্জন্ম, তৎকারণীভূতং মৃত্যুং) [প্রাপ্নোতি, ইতি শেষঃ] ॥

লোকপ্রসিদ্ধ তেজই উদানবায়ু; এজন্য, উপশান্ততেজাঃ (যাহার শরীরগত উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায়) সেই লোক মনেতে বিলীন বা মনোবৃত্তির অধীনতা-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পুনর্জ্জন্ম বা তৎকারণীভূত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্বাহ্যং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ—উদানং বায়ুমনুগৃহ্লাতি—স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ তেজঃস্বভাবো বাহ্যতেজোঽনুগৃহীত উৎক্রান্তিকর্ত্তা, তস্মাদ্ যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশান্ততেজা ভবতি; উপশান্তং স্বাভাবিকং তেজো যস্য সঃ, তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমূর্ষুং বিদ্যাৎ। স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে। কথম্? সহেন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ প্রবিশদ্ভির্ব্বাগাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তেজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান; অভিপ্রায় এই যে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করে; যেহেতু উৎক্রমণের কর্ত্তা * উদানবায়ু স্বভাবতই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত; সেই হেতু, সাধারণ লোক যখন উপশান্ততেজা হয়, অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উষ্মা যখন নষ্ট হইয়া যায়; তখন তাহাকে ক্ষীণায়ু মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে হয়। সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়; কি প্রকারে?—মনে সম্পদ্যমান—প্রবিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত † ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

---

* তাৎপর্য্য—মৃত্যুসময়ে জীব উদানবায়ুর সাহায্যেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে উদানবায়ুকে উৎক্রমণকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

† তাৎপর্য্য—জীব মৃত্যুকালে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পঞ্চপ্রাণ ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে 'তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতিসম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং।" এই সূত্রের অধিকরণে এ বিষয় বিবৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

এষঃ (জীবঃ) [মরণকালে] যচ্চিত্তঃ (যস্মিন্ শুভে অশুভে বা বিষয়ে চিত্তং অন্তঃকরণং যস্য, স তথোক্তঃ) ভবতি ; তেন চিত্তেন (চিত্তজাত-সংকল্পেন, তৎসাধনৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সন্) প্রাণং (মুখ্যপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি-শূন্যঃ সন্ তিষ্ঠতীত্যাশয়ঃ]। প্রাণঃ তেজসা (উদানবায়ুবৃত্ত্যা উষ্মণা) যুক্তঃ সন্ আত্মনা (ভোক্ত্রা জীবেন) সহ যথাসংকল্পিতং (চিন্তানুরূপং) লোকং (স্বর্গনরকাদি-রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ)। যদ্বা, আত্মনা স্বেন প্রাণেন সহ [জীবং] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ।

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয় ; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাত্মার সহিত সংকল্পানুযায়ী লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে লইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মরণকালে যচ্চিত্তো ভবতি, তেনৈষ জীবঃ চিত্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণং মুখ্যপ্রাণবৃত্তিমায়াতি। মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যৈব অব-তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয়ঃ—উচ্ছ্বসিতি জীবতীতি। স চ প্রাণ-স্তেজসা উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহাত্মনা স্বামিনা ভোক্ত্রা, স এবমুদানবৃত্ত্যৈব যুক্তঃ প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকর্ম্মবশাদ্ যথাসঙ্কল্পিতং যথাভিপ্রেতং লোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

[জীব] মৃত্যুসময়ে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সঙ্কল্প ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণকে—মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া যায়; কেবল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই বর্ত্তমান থাকে। তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখনও] উচ্ছ্বসিত—জীবিত আছে। সেই প্রাণ আবার তেজের সহিত—উদানবায়ু-বৃত্তির (উষ্মার)

সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্তা-প্রভুর সহিত [সম্মিলিত হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্তিযুক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে সেই ভোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুযায়ী লোকে লইয়া যায় * ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ; ন হাস্য প্রজা হীয়তে; অমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

[প্রাণ-বিজ্ঞানস্য ফলমাহ]—য এবমিতি। যঃ বিদ্বান্ (জ্ঞানী) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) প্রাণং বেদ (বিজানাতি); অস্য (প্রাণবিদুষঃ) প্রজা (সন্ততিঃ) ন হ (নৈব) হীয়তে (বিচ্ছিদ্যতে)। [মরণোত্তরঞ্চ চ সঃ] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ প্রাণসাধর্ম্ম্যযুক্তঃ) ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ ॥]

যে বিদ্বান্ এই প্রকারে প্রাণকে জানে, তাহার প্রজা (সন্তান) কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার বংশলোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্বিশিষ্টমুৎপত্ত্যাদিভিঃ প্রাণং বেদ জানাতি, তস্যেদং ফলমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ উচ্যতে—ন হ অস্য নৈবাস্য বিদুষঃ প্রজা পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিদ্যতে। পতিতে চ শরীরে প্রাণসাযুজ্যতয়া অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে সঙ্ক্ষেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"অথাস্য প্রযতঃ পুরুষস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ স্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।" [৬।৮।৬] অর্থাৎ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে এবং সেই তেজঃ পরদেবতা আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়লয় অর্থে—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিন্তা করিতে—নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে; পরে মনেরও ক্রিয়াশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও প্রাণের ক্রিয়া দেহস্পন্দন বর্ত্তমান থাকে; তাহাও যখন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও দৈহিক তেজ উষ্মা বিদ্যমান থাকে; অবশেষে সেই তেজঃ আত্মাকে আশ্রয় করে, তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয়।

ভাষ্যানুবাদ।

যে কোনও বিদ্বান্ লোক পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে প্রাণকে জানেন, তাঁহার ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—এই বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রজা—পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান নিশ্চয়ই হীন বা বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাভ করায় দেহপাতের পর [তিনি] অমৃত মরণরহিত হন। সেই এই বিষয়ে সংক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্লোক বা মন্ত্র আছে—॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতইতি ॥ ৪১ ॥১২ ॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—উৎপত্তিমিত্যাদি। উৎপত্তিং (প্রাণস্য—আগমনং জন্ম), আয়তিং (আয়াতিম্ আগমনং), স্থানং (পায়ুপ্রভৃতিস্থানেষু স্থিতিং), বিভুত্বং (ব্যাপকত্বং), [বাহ্যং সূর্য্যাদিরূপেণ] অধ্যাত্মং চ (চক্ষুরাদিরূপেণ) পঞ্চধা এব (পঞ্চপ্রকারৈরেব অবস্থাপনং) বিজ্ঞায় (বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) অমৃতং (অমরণভাবং) অশ্নুতে (লভতে)। [অধ্যায়সমাপ্তৌ দ্বিরুক্তিঃ] ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-ব্যাখ্যায়াং সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

[উপাসক] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম-ভেদে পঞ্চপ্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণস্য আয়তিম্ আগমনং মনোকৃতেন অস্মিন্ শরীরে, স্থানং স্থিতিঞ্চ পায়ূপস্থাদিস্থানেষু, বিভুত্বং চ স্বাম্যমেব সম্রাড়িব প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্। বাহ্যমাদিত্যাদিরূপেণাধ্যাত্মঞ্চৈব চক্ষুরাদ্যাকারেণাবস্থানং, বিজ্ঞায় এবং প্রাণম্ অমৃতম্ অশ্নুতে ইতি। বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি দ্বির্ব্বচনং প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত (ধর্ম্মাধর্ম্মফলে) এই শরীরে আগমন, স্থান—পায়ু ও উপস্থাদি স্থানে অবস্থান, এবং বিভুত্ব বা প্রভুত্ব, অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে স্থাপন; আর বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম-চক্ষুরাদি আকারে অবস্থান। [জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া অমৃত ভোগ করেন, ইতি। প্রশ্নার্থপরিসমাপ্তিসূচনার্থ "বিজ্ঞায় অমৃতমশ্নুতে" এই দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্যৈতৎ সুখং ভবতি? কস্মিন্নু সর্ব্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥ ৪২॥ ১॥

[অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পরবিদ্যাধিগম্যং শিবং শান্তং পুরুষং বক্তুমুপক্রমতে অথেত্যাদিনা।]—অথ (অপরবিদ্যাবিষয়ক-প্রশ্নসমাপ্ত্যনন্তরং) গার্গ্যঃ সৌর্য্যায়ণী হ (ঐতিহ্যসূচকং) এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! (পূজ্য!) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষগোচরে) পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমন্বিতে দেহে) কানি (করণানি) স্বপন্তি (স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে?) কানি (করণানি) জাগ্রতি? (অব্যাহতব্যাপারাস্তিষ্ঠন্তি?) এষঃ [কার্য্য-করণয়োর্মধ্যে] কতরঃ (কো নাম) দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? কস্য এতৎ (লোকপ্রসিদ্ধং সুখং) ভবতি? কস্মিন্ উ (অপি) সর্ব্বে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূতাঃ) ভবন্তি ইত্যর্থঃ॥

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্ এই [হস্তপদাদিযুক্ত] পুরুষে (দেহের মধ্যে) কাহারা নিদ্রা যায়? এই পুরুষে কাহারা জাগ্রৎ থাকে? এবং কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে? এই সুখানুভূতিই বা কাহার হয়? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?॥ ৪২॥ ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাগোচরং সর্ব্বং পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যম্। অথেদানীম্ অসাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম্ অবিষয়ং শিবং শান্তম্

* সাধ্যসাধনবিলক্ষণমিতি বা পাঠঃ।

অবিকৃতম্ অক্ষরং সত্যং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং সবাহ্যাভ্যন্তরম্ অজং বক্তব্যম্, ইত্যুত্তরং প্রশ্নত্রয়মারভ্যতে।

তত্র সুদীপ্তাদিবাগ্নের্যস্মাৎ পরস্মাদক্ষরাৎ সর্ব্বে ভাবা বিস্ফুলিঙ্গা ইব জায়ন্তে, তত্রৈব অপিযন্তীত্যুক্তম্ দ্বিতীয়ে মুণ্ডকে। কে তে সর্ব্বে ভাবা অক্ষরাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইব বিভজ্যন্তে? কথং বা বিভক্তাঃ সন্তস্তত্রৈবাপিযন্তি? কিংলক্ষণং বা তদক্ষরম্? ইতি, এতদ্‌বিবক্ষয়া অধুনা প্রশ্নানুদ্ভাবয়তি—

ভগবন্! এতস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি স্বপন্তি স্বাপং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারাদুপরমন্তে? কানি চাস্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং কুর্ব্বন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কতরঃ কার্য্য-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি? স্বপ্নো নাম জাগ্রদ্দর্শনান্নিবৃত্তস্য জাগ্রদ্‌বৎ অন্তঃশরীরে যদ্দর্শনম্। তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ? ইত্যভিপ্রায়ঃ। উপরতে চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে যৎ প্রসন্নং নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং সুখং, কস্য এতদ্ভবতি? তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারাদুপরতাঃ সন্তঃ কস্মিন্ উ সর্ব্বে সম্যগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যর্থঃ।

ননু ন্যস্তদাত্রাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাদুপরতানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাত্মন্যবতিষ্ঠন্ত-ইত্যেতদ্ যুক্তং, কুতঃ প্রাপ্তিঃ সুষুপ্তপুরুষাণাং করণানাং কস্মিংশ্চিদেকীভাবগমনা-শঙ্কায়াঃ প্রষ্টুঃ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা; যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পর-তন্ত্রাণি চ জাগ্রদ্‌বিষয়ে, তস্মাৎ স্বাপেঽপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিংশ্চিৎ সঙ্গতির্ন্যায্যেতি। তস্মাদাশঙ্কানুরূপ এব প্রশ্নোঽয়ম্—অত্র তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো যস্মিংশ্চ প্রলীনঃ সুষুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্‌বিশেষং বুভুৎসোঃ স কো নু স্যাদিতি কস্মিন্ সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী ইঁহাকে (পিপ্পলাদকে) প্রশ্ন করিলেন—প্রথম প্রশ্নত্রয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে) স্থূলবিষয়ক সাধ্য-সাধন লক্ষণান্বিত, অবিদ্যাধীন, অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি-সমাপ্ত করিয়া এখন অসাধনাত্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়—অতীন্দ্রিয়,

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিদ্যাগম্য সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বপদার্থের সহিত বলা আবশ্যক; এই জন্য পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয় আরব্ধ হইতেছে—

তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুণ্ডকে কথিত আছে যে, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমনি যে পরম অক্ষর (পরমেশ্বর) হইতে সর্ব্বপদার্থ জন্মলাভ করে; সেই অক্ষর হইতে বিভক্ত পদার্থসমূহ কে কে? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়? এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বা কিরূপ? এতৎ সমস্ত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন,—

ভগবন্! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) শয়ন করে—নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয়? এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়া থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপাররূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে? কার্য্য ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে? অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্ন অর্থ—জাগরণাবস্থা হইতে বিরত হইয়া, যে, জাগ্রদবস্থার ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে দর্শন, সেই দর্শন কার্য্যটি কি কোনও কার্য্যাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়? কিংবা কোনও করণাত্মক দেবতাকর্ত্তৃক? জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্ব্ব্যাপাররূপ বিমল অব্যাহত সুখানুভূতি, এই সুখ কাহার হয়? সেই সময়ে জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া (করণবর্গ) সকলেই সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবস্থিতি করে? অর্থাৎ মধুতে [অন্যান্য] রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় বিবেকের অযোগ্যভাবে (অপৃথক্‌ভাবে) প্রতিষ্ঠিত—সঙ্গত বা সম্যক্ অবস্থিত হয়?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দাত্র (দা) প্রভৃতি করণ-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়,

সুতরাং সুষুপ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তার আশঙ্কার কারণ কি? [না—] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ (জাগ্রৎ-সময়ে স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে তৎপর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন) থাকে; সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণবর্গের পরাধীনভাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত ভাবে থাকা ন্যায্য; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে; অধিকন্তু, এখানে সুষুপ্তি ও প্রলয়সময়ে কার্য্য দেহ বা প্রাণ, এবং করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁহাতে বিলীন হয়, তদ্গত বিশেষ ভাব জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়েই তিনি কে হন? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত হইয়া অবস্থিত হয়? [এই প্রশ্ন হইয়াছে], [কিন্তু প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হয় নাই] ৪২ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি; এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥৪৩॥২॥

[মনঃপ্রাণাতিরিক্তানি সর্ব্বাণি করণানি স্বপন্তি, ইত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ]—তস্মৈ ইতি। সঃ (আচার্য্যঃ) তস্মৈ (গার্গ্যায়) উবাচ (উক্তবান্)—হ (পুরাবৃত্তত্বসূচকং); হে গার্গ্য! যথা অস্তং গচ্ছতঃ (লোক-লোচনপথম্ অতিক্রামতঃ) অর্কস্য (সূর্য্যস্য) সর্ব্বা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতস্মিন্ (প্রত্যক্ষার্হে) তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি; পুনঃ উদয়তঃ (উদ্গচ্ছতঃ সতঃ) [অর্কস্য] তাঃ (মরীচয়ঃ) [অপি] পুনঃ প্রচরন্তি (সর্ব্বত্র প্রসরন্তি)। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) হ (এব) তৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (বাগাদিকং) সর্ব্বং (করণং) পরে (উৎকৃষ্টে) দেবে (দ্যোতমানে) মনসি (অন্তঃকরণে অর্কস্থানীয়ে) একীভবতি। তেন (একীভাবগমনেন হেতুনা) তর্হি (তদা) এষঃ (প্রত্যক্ষঃ) পুরুষঃ (প্রাণী) ন

শৃণোতি [শব্দং], ন পশ্যতি, [রূপং], ন জিঘ্রতি (গন্ধগ্রহণং ন করোতি) ন রসয়তে (রসং ন গৃহ্লাতি), ন স্পৃশতে (স্পর্শং নানুভবতি), ন অভিবদতে (বাচং ন উচ্চারয়তি), ন আদত্তে (বস্তুগ্রহণং ন করোতি), ন আনন্দয়তে (আনন্দং নানুভবতি), ন বিসৃজতে (ন ত্যজতি পুরীষাদিকং), ন ইয়ায়তে (ন চলতি), [অপিতু] স্বপিতি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকা ইতি শেষঃ]। [স্বাপসময়ে শ্রোত্র-চক্ষুর্ঘ্রাণরসনত্বগ্‌বাগ্‌-হস্তোপস্থপায়ু-পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-স্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবন্তীত্যাশয়ঃ] ॥

তিনি (পিপ্পলাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন—হে গার্গ্য ! সূর্য্য অস্তগমন করিবার সময়ে সূর্য্য-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) একীভূত হয়, [এবং] পুনশ্চ সূর্য্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয় ; তদ্রূপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয় ; সেই কারণেই তখন এই পুরুষ (প্রাণী) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, ঘ্রাণ করে না, রসাস্বাদন করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দানুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না ; [পরন্তু] [তখন তাহাকে লোকে] 'স্বপিতি' অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স হ উবাচ আচার্য্যঃ,—শৃণু হে গার্গ্য যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্। যথা মরীচয়ঃ রশ্ময়ঃ অর্কস্য আদিত্যস্য অস্তম্ অদর্শনং গচ্ছতঃ সর্ব্বা অশেষত এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে তেজোরাশিরূপে একীভবন্তি বিবেকানর্হত্বম্ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি; তা মরীচয়স্তস্যৈব অর্কস্য পুনঃপুনঃ উদয়ত উদ্গচ্ছত প্রচরন্তি বিকীর্য্যন্তে। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং বিষয়েন্দ্রিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে দ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তন্ত্রত্বাৎ পরো দেবো মনঃ, তস্মিন্ স্বপ্নকালে একীভবতি—মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি। জিজাগরিষোশ্চ রশ্মিবন্মণ্ডলাৎ মনস এব প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে। যস্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাদ্যুপলব্ধি-করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারাদুপরতানি, তেন তস্মাৎ তর্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এব দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে ন ইয়ায়তে, স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই আচার্য্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,—হে গার্গ্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ অস্ত—অদর্শনগামী আদিত্যের সমস্ত মরীচি অর্থাৎ রশ্মিসমূহ এই তেজোমণ্ডলে—তেজোরাশিতে একীভূত হয়, অর্থাৎ বিবেকের (পৃথক্ করিবার) অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সূর্য্যেরই বারংবার উদয়-কালে আবার সেই কিরণসমূহ প্রচারিত হয়—বিকীর্ণ হয়। এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্নসময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়নিচয়ও পর—উৎকৃষ্ট, দেব—দ্যোতমান মনে একীভাব লাভ করে,—তেজোমণ্ডলে মরীচির ন্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন; এই কারণে মন 'পর দেবতা' পদবাচ্য। জাগরণেচ্ছু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমণ্ডল হইতে রশ্মির ন্যায় মন হইতেই আবার নিজ নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহির্গত হয়। যেহেতু স্বপ্নসময়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি-সাধন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণোচিত ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি-নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আঘ্রাণ করে না, রসানুভব করে না, স্পর্শানুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দলাভ করে না, [পুরীষ] ত্যাগ করে না এবং গমন করে না। সাধারণ লোকে [ইহাকে] 'স্বপিতি' 'নিদ্রা যাইতেছে' এইরূপ বলিয়া থাকে ॥ * ॥ ৪৩ ॥ ২ ॥

* জাগ্রৎসময়ে সাধারণতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া মনের অধীন-ভাবে রূপদর্শনাদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; কিন্তু স্বপ্নসময়ে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালক মনে যাইয়া সমবেত হয়, তখন কাহাকেও আর পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না। তাহার ফলে তৎকালে একমাত্র মনেরই ক্রিয়াশক্তি থাকে, এবং জাগ্রৎকালীন সংস্কারানুসারে বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সন্দর্শন করে, বাহ্য কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ শ্রবণ করে না, চক্ষু রূপ দর্শন করে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে না, রসনা রসাস্বাদন করে

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনঃ, যদ্গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৪৪॥৩॥

["কানি অস্মিন্ শরীরে জাগ্রতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরপ্রসঙ্গেন প্রাণেষু অগ্নিত্রয়-দৃষ্টিমাহ]—'প্রাণাগ্নয়ঃ' ইত্যাদিনা। এতস্মিন্ পুরে (নবদ্বারে দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ (প্রাণরূপা অগ্নয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্ব্বদা জাগরণং কুর্ব্বন্তি)। এষঃ (অনুভূয়মানঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ) বৈ (এব) গার্হপত্যঃ (তদাখ্যঃ অগ্নিঃ,) ব্যানঃ (তদাখ্যঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ) অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) [ভবতি]। যৎ (যস্মাৎ) গার্হপত্যাৎ (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ). প্রণীয়তে—প্রণয়নাৎ আনয়নাৎ (হেতোঃ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ (তৎস্থলবর্ত্তী) ॥

'এই শরীরে কাহারা জাগ্রৎ থাকে ?' এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্নি-দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন। এই পুরে (দেহে) প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। [তন্মধ্যে] এই অপান বায়ুই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান-বায়ু অন্বাহার্য্য-পচন (দক্ষিণাগ্নি), [এবং] যেহেতু গার্হপত্য অগ্নিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবায়ু আহবনীয়স্থানীয় ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সুপ্তবৎসু শ্রোত্রাদিষু করণেষু এতস্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণাগ্নয়ঃ প্রাণাদি-পঞ্চবায়বঃ অগ্নয় ইব অগ্নয়ো জাগ্রতি। অগ্নিসামান্যং হি আহ—গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানঃ। কথং? ইত্যাহ—যস্মাৎ গার্হপত্যাৎ অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে ইতরোঽগ্নিঃ আবহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাৎ—প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ যথা, তথা সুপ্তস্যাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণো মুখনাসিকাভ্যাং সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ। ব্যানস্তু হৃদয়াৎ দক্ষিণসুষিরদ্বারেণ নির্গমাৎ দক্ষিণদিক্সম্বন্ধাৎ অন্বাহার্য্যপচনো দক্ষিণাগ্নিঃ ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

না, ত্বক্ কোনরূপ স্পর্শ অনুভব করে না, বাগিন্দ্রিয় কথা বলে না; হস্ত কোন বস্তু আহরণ করে না, উপস্থ আনন্দজনক ক্রিয়া করে না, পায়ু (মলদ্বার) পুরীষ ত্যাগ করে না এবং চরণও চলিতে পারে না। পরন্তু তখন শয়ন করিয়া থাকে বলিয়া অপর লোকে তদবস্থ পুরুষকে 'স্বপিতি' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পুনশ্চ যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন একে একে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে—নিজ নিজ স্থানে গমন করে।

ভাষ্যানুবাদ।

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া 'অগ্নি'-পদবাচ্য, সেই প্রাণাগ্নিসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রসুপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে। অগ্নির সহিত প্রাণের সাদৃশ্য বলিতেছেন—এই অপানই প্রসিদ্ধ গার্হপত্য অগ্নি; কিপ্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—যেহেতু [লোকপ্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্র যজ্ঞসময়ে 'আহবনীয়' নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই অগ্নিটি গার্হপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত (আহৃত) হয়, সেই প্রণয়ন হেতু—অর্থাৎ ইহা হইতে প্রণয়ন করা হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ করা হয়), এই জন্য গার্হপত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদবাচ্য; তেমনি সুপ্ত ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ ও নাসারন্ধ্রে সঞ্চরণ করে; এই জন্য প্রাণবায়ুটি 'আহবনীয়'-স্থলবর্ত্তী [এবং অপানবায়ু 'গার্হপত্য-স্থানপাতী]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া—দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ব্যানবায়ুটি 'অন্বাহার্য্য-পচন'-নামক দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয় * ॥ ৪৪ ॥ ৩ ॥

---

* 'অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ; উহা সাগ্নিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য। ঐ যজ্ঞে সাধারণতঃ তিন অগ্নির আবশ্যক হয়; (১) দক্ষিণাগ্নি, (২) গার্হপত্য, (৩) আবহনীয়। তন্মধ্যে দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণভাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখি আছে—"দত্তাস্য দক্ষিণাথাদৌ তৃপ্তিভূ'ত্বা যতোঽমরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততো ভবৎ।" অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণা দানের পর তৃপ্তিরূপ ধারণ করিয়া অমরগণকে দক্ষিণাভাগ প্রা করায়, সেই কারণে 'দক্ষিণাগ্নি' নাম হইয়াছে। 'গার্হপত্য' অগ্নিটি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হা কখনও নির্ব্বাপিত করিতে হয় না। যজ্ঞের সময় সেই 'গার্হপত্য' অগ্নি হইতে যে অগ্নিকে পৃথ করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'আহবনীয়' বলে। 'আহবনীয়' অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। আলোচ স্থলে 'ব্যান'বায়ুটি হৃদয় হইতে দক্ষিণভাগস্থ নাড়ীরন্ধ্রে সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্ষিণাগ্নিস্থানীয় অধোগামী 'অপান'বায়ুটি নিয়তই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহায্যেই 'প্রাণ'বায়ুর ক্রি সম্পাদিত হয়, এই কারণে 'অপান'বায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিস্থানীয় বলা হইয়াছে। আর প্র বায়ুটি অপান বায়ুর সাহায্যাপেক্ষী এবং আহার্য্য বস্তুনিচয় প্রথমতঃ উহাতেই আহৃত বা অপি হইয়া থাকে; এই কারণে প্রাণবায়ুকে 'আহবনীয়' বলা হইয়াছে। অথচ এই দেহে অপরা সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাদের ক্রিয়া বিরত হয় না; এই জন্য ব হইয়াছে যে, "প্রাণাগ্নয় এব জাগ্রতি।" অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে প্রাণরূপী অগ্নিসমূহই জাগরিত থা অপর সকলেই নিদ্রিত বা নির্ব্যাপার হইয়া পড়ে॥

যদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

[ইদানীমুচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-সমান-মন-উদানেষু ক্রমেণ আহুতি-অদৃষ্ট-যজমানেষ্টফলদৃষ্টি-বিধানার্থমাহ]—'যৎ' ইত্যাদি। যৎ (যস্মাৎ) [যো বায়ুরূপোঽগ্নিঃ], এতৌ উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (প্রাণস্য শরীরাদ্ বহির্গমনম্ উচ্ছ্বাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ, তৌ) আহুতী (আহুতিদ্বয়ং) [অগ্নিহোত্রাহুতিবৎ] সমং (শরীর ধারণোপযোগিতয়া যথাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়তি), ইতি (তস্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ (অদৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বা)। বাব (প্রসিদ্ধং) মনঃ হ (এব) যজমানঃ (আহুতিপ্রদাতা), উদানঃ (উর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব ইষ্টফলং (যজ্ঞফলং), [যতঃ] সঃ (উদানঃ) [সুষুপ্তিসময়ে] এনং (মনোনামকং) যজমানং অহরহঃ (প্রত্যহং) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপ্নাবস্থায়া অপসার্য্য স্বর্গমিব ব্রহ্মস্বভাবং পরমানন্দং প্রাপয়তীত্যর্থঃ) ॥

যেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপ এই আহুতিদ্বয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই কারণে, সেই সমান বায়ু [অদৃষ্টস্থানীয়], প্রসিদ্ধ মনই যজমানস্থানীয়, উদান বায়ুই যজ্ঞের ফলস্বরূপ, [কারণ], সেই উদানই মনোরূপী যজমানকে প্রত্যহ [সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া] ব্রহ্ম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ ৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্য যদ্ যস্মাদুচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহুতী ইব নিত্যং দ্বিত্বসামান্যাদেব তু এতৌ আহুতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বায়ুঃ অগ্নিস্থানীয়োঽপি হোতা চাহুত্যোর্নেতৃত্বাৎ। কোঽসৌ? স সমানঃ। অতশ্চ বিদুষঃ স্বাপোঽপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাদ্বিদ্বান্ ন 'অকর্ম্মী' ইত্যেবং মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। "সর্ব্বদা সর্ব্বাণি চ ভূতানি বিচিন্বন্ত্যপি স্বপতে," ইতি হি বাজসনেয়কে। অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিষু উপসংহৃত্য বাহ্যকরণানি বিষয়াংশ্চ অগ্নিহোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিষুঃ মনো হ বাব যজমানো জাগর্ত্তি। যজমানবৎ কার্য্যকরণেষু প্রাধান্যেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ব্রহ্ম প্রতি প্রস্থিতত্বাদ্

যজমানো মনঃ কল্প্যতে। ইষ্টফলং যাগফলমেব উদানো বায়ুঃ। উদাননিমিত্তত্বাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কথম্? স উদানঃ এনং মন-আখ্যং যজমানং স্বপ্নবৃত্তিরূপাদপি প্রচ্যাব্য অহরহঃ সুষুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং গময়তি। অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥৪৫॥৪ ॥

ভাবমনুবাদ।

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ন্যায় যে বায়ু অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের মত উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা সমতাপ্রাপ্ত করায়; এই বায়ু কে? [উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান-সংজ্ঞক বায়ু। [অগ্নিহোত্রাহুতির ন্যায় দ্বিত্বসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে [উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে] আহুতিদ্বয় [বলা হইয়াছে], এবং সমান বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আহুতিনেতা বলিয়া 'হোতা' [শব্দে অভিহিত হইয়াছে]। অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্নাবস্থাও অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্ত্তী। অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম-রহিত, এরূপ মনে করিতে নাই। বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদে) আছে, 'স্বপ্নসময়েও সমস্ত প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।' এই প্রাণাগ্নির জাগরণসময়ে মনোরূপী যজমান বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহৃত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্ঞীয়-স্বর্গ-ফলের ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদি-গত ব্যবহারে যজমানের ন্যায় মনেরই প্রাধান্য, এই কারণে স্বর্গতুল্য ব্রহ্মাভিমুখে প্রস্থান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয়। উদান বায়ুই যাগের ফলস্বরূপ; কারণ, যজ্ঞফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদান বায়ুই নিমিত্ত; কি প্রকারে? যে হেতু সেই উদান বায়ুই মনো-নামক যজ-মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, সুষুপ্তিসময়ে স্বর্গ-সদৃশ অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপিত করিয়া থাকে; এই কারণে উদান বায়ু যাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চানমুভূতঞ্চ * সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥৪৬॥৫॥

[ইদানীং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—অত্রেত্যাদিনা। এষঃ (সাক্ষিরূপঃ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা) অত্র স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়াং) মহিমানং (মহত্ত্বং স্ববিভূতিং বা) অনুভবতি। [অনুভবপ্রকারমেবাহ]—যৎ দৃষ্টংদৃষ্টং (জাগরণে যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষীকৃতং, তৎ) অনু (পশ্চাৎ, বাসনাবলেন স্বপ্নাবস্থায়াং) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি)। শ্রুতংশ্রুতমেব (জাগ্রৎকালীনং শ্রুতমেব সর্ব্বং) [পূর্ব্ববৎ] অনুশৃণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ (দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যনুভূতং (প্রকর্ষেণ অধিগতং বস্তু) পুনঃ পুনঃ (ভূয়োভূয়ঃ) প্রত্যনুভবতি (স্বপ্নে প্রত্যক্ষীকরোতি)। [কিং বহুনা], দৃষ্টং (চক্ষুষো বিষয়ীভূতং) চ, অদৃষ্টং চ (চক্ষুরবিষয়ীভূতং, জন্মান্তর-দৃষ্টমিতি ভাবঃ), [তথা] শ্রুতম্ (ইহৈব শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতম্) অশ্রুতম্ অনুভূতং (ঐহিকং) অনমুভূতং (জন্মান্তরীণং) চ সর্ব্বং পশ্যতি (অবগচ্ছতি)। [স্বয়মপি] সর্ব্বঃ (দেবাসুর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্যতি ॥

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীয় বিভূতি অনুভব করিয়া থাকে; [জাগ্রৎ সময়ে] যাহা যাহা দৃষ্ট, [তাহা] পশ্চাৎ দর্শন করে, সমস্ত শ্রুতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশান্তরে ও দিগন্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয় বারংবার অনুভব করে। [অধিক কি,] ঐহিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অনমুভূত, সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্বাত্মক হইয়া দর্শন করে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এবং বিদুষঃ শ্রোত্রাদ্যুপরমকালাদারভ্য যাবৎ সুপ্তোত্থিতো ভবতি, তাবৎ সর্ব্বযাগফলানুভব এব, 'নাবিদুষামিব অনর্থায়েতি বিদ্বত্তা স্তূয়তে। ন হি বিদুষ এব শ্রোত্রাদীনি স্বপন্তি, প্রাণাগ্নয়ো বা জাগ্রতি; জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ম্মনঃ স্বাতন্ত্র্য-

* 'সচ্চাসচ্চ'-ইত্যধিকং কচিৎ দৃশ্যতে।

মনুভবৎ অহরহঃ সুষুপ্তং বা প্রতিপদ্যতে। সমানং হি সর্ব্বপ্রাণিনাং পর্য্যায়েণ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিগমনং ; অতো বিদ্বত্তা-স্তুতিরেবেয়ম্ উপপদ্যতে। যৎ পৃষ্টং "কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ইতি ; তদাহ—

অত্র উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু দেহরক্ষায়ৈ জাগ্রৎসু প্রাণাদিবায়ুষু প্রাক্ সুষুপ্তি-প্রতিপত্তেঃ, এতস্মিন্ অন্তরালে এষ দেবঃ অর্করশ্মিবৎ স্বাত্মনি সংহৃতশ্রোত্রাদি-করণঃ স্বপ্নে মহিমানং বিভূতিং বিষয়-বিষয়িলক্ষণম্ অনেকাত্মভাবগমনম্ অনুভবতি প্রতিপদ্যতে।

ননু মহিমানুভবনে করণং মনোঽনুভবিতুঃ, তৎ কথং স্বাতন্ত্র্যেণ অনুভবতী-ত্যুচ্যতে ? স্বতন্ত্রো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ। নৈব দোষঃ ; ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাতন্ত্র্যস্য মন-উপাধি-কৃতত্বাৎ। ন হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমার্থতঃ স্বতঃ স্বপিতি জাগর্ত্তি বা। মন-উপাধিকৃতমেব তস্য জাগরণং স্বপ্নশ্চ ইত্যুক্তং বাজসনেয়কে—"সধীঃ স্বপ্নোভূত্বা ধ্যায়তীব, লেলায়-তীব" ইত্যাদি। তস্মাৎ মনসো বিভূত্যনুভবে স্বাতন্ত্র্যবচনং ন্যায্যমেব। মন-উপাধিসহিতত্বে স্বপ্নকালে ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্টং বাধ্যেত ইতি কেচিৎ। তন্ন, শ্রুত্যর্থাপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেষাম্। যস্মাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদি-ব্যবহারোঽপি আমোক্ষান্তঃ সর্ব্বোঽপি অবিদ্যাবিষয় এব মন-আদ্যুপাধিজনিতঃ। "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ, তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতি।" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতো মন্দব্রহ্মবিদামেব ইয়মাশঙ্কা ন তু একাত্মবিদাম্।

নন্বেবং সতি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি বিশেষণমনর্থকং ভবতি ? অত্রোচ্যতে—অত্যল্পমিদমুচ্যতে, "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে" ইতি অন্তর্হৃদয়পরিচ্ছেদকরণে সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিষ্টং বাধ্যেত; সত্যমেবম্ ; অয়ং দোষো যদ্যপি স্যাৎ, স্বপ্নে কেবলতয়া, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধং তদ্বিদপনীতং ভারস্যেতি চেৎ, ন ; "তত্রাপি পুরীততি নাড়ীষু শেতে" ইতি শ্রুতেঃ পুরীততি নাড়ীসম্বন্ধাৎ তত্রাপি পুরুষস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন অর্দ্ধভারাপনয়াভিপ্রায়ো মৃষৈব। কথং তর্হি "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ" ইতি ? অন্যশাখাত্বাৎ অনপেক্ষা সা শ্রুতিরিতি চেৎ, ন ; অর্থৈকত্বস্য ইষ্টত্বাৎ। একো হ্যাত্মা সর্ব্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপ-য়িষিতো বুভুৎসিতশ্চ। তস্মাদ্ যুক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টোপ-পত্তির্বক্তুম্ ; শ্রুতের্যথার্থতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ। এবং তর্হি শৃণু শ্রুত্যর্থং, হিত্বা

সর্ব্বমভিমানং; ন ত্বভিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যর্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সর্ব্বৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ।

যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্য দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন বাধ্যতে। এবং মনসি অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কর্ম্মনিমিত্তা বাসনা অবিদ্যয়া অন্যদ্বস্ত্বন্তরমিব পশ্যতঃ সর্ব্বকার্য্যকরণেভ্যঃ প্রবিবিক্তস্য দ্রষ্টুর্ব্বাসনাভ্যো দৃশ্যরূপাভ্যোঽন্যত্বেন স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্বং সুদর্পিতেনাপি তার্কিকেণ ন বারয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং— মনসি প্রলীনেষু করণেষ্বপ্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীতি।

কথং মহিমানমনুভবতীতি? উচ্যতে—যন্মিত্রং পুত্রাদি বা পূর্ব্বং দৃষ্টং, তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসম্ভূতং পুত্রং মিত্রমিব বা অবিদ্যয়া পশ্যতী-ত্যেবং মন্যতে। শৃণোতি তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়া অনুশৃণোতীব। দেশদিগন্তরৈশ্চ দেশান্তরৈর্দ্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তৎ প্রত্যনু-ভবতীব অবিদ্যয়া। তথা দৃষ্টঞ্চাস্মিন্ জন্মনি অদৃষ্টঞ্চ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ অত্যন্তা-দৃষ্টে বাসনানুপপত্তেঃ। এবং শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চ অস্মিন্ জন্মনি কেবলেন মনসা, অননুভূতঞ্চ মনসৈব জন্মান্তরেঽনুভূতমিত্যর্থঃ। সচ্চ পরমার্থোদকাদি। অসচ্চ মরীচ্যুদকাদি। কিং বহুনা, উক্তানুক্তং সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি সর্ব্বমনোবাসনোপাধিঃ সন্, এবং সর্ব্বকরণাত্মা মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরতি বা ব্যাপার-নিবৃত্তির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবৎ সুপ্তোত্থিত (জাগ্রৎ) হন, তাবৎ কাল (স্বপ্নসময়ে) নিশ্চয়ই তাঁহার যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে, অজ্ঞদিগের ন্যায় বিফলে যায় না; এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে। কারণ, কেবল জ্ঞানিগণেরই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়, অথবা প্রাণাগ্নিসমূহ জাগ্রৎ থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; কেননা পর্য্যায়ক্রমে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থালাভ, তাহা সর্ব্বপ্রাণীর

পক্ষেই সমান; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত। কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন? পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

এই দেহে সুষুপ্তি অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শ্রোত্রাদি (ইন্দ্রিয়-সমূহ) উপরত হয় এবং দেহরক্ষার জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগরিত থাকে, সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী সেই স্বপ্নসময়ে সূর্য্য যেরূপ রশ্মিসমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও (মন-উপাধিক জীবও) আপনাতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত করিয়া গ্রহণ-বিষয়-বিষয়িভাবাত্মক (যাহা গ্রহণ করা হয়, তাহা বিষয় আর যিনি করেন, তিনি বিষয়ী, তদ্ভাবাপন্ন) মহিমা—অনেক ভাবপ্রাপ্তিরূপ বিভূতি অনুভব করে—প্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবকর্ত্তার মহিমানুভবে মন হইতেছে সাধন; ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবই) একমাত্র স্বতন্ত্র; অতএব (মন যে) স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ জীবের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করে, ইহা বলা হইল কিরূপে? না—ইহা দোষ নহে; কারণ; ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও মনোরূপ উপাধিকৃত; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বপ্ন বা জাগরণ কিছুই নাই; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ সম্পাদিত হয়; একথা যজুর্ব্বেদেও উক্ত আছে—'ধী বা মনের সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দমানই' হয়, ইত্যাদি। অতএব বিভূতির অনুভবে যে, মনের স্বাতন্ত্র্যকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। কেহ কেহ বলেন যে, স্বপ্নসময়ে মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ভাব বা স্বপ্রকাশত্বের বাধা হয়; বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, শ্রুতির অর্থ না জানায়, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম হয় মাত্র। যে হেতু, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মের

ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিদ্যার বিষয়ীভূত এবং মনঃপ্রভৃতি উপাধি দ্বারা সমুৎপাদিত। 'যখন অন্যেরই মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ হয়, আর যখন ইহার (জ্ঞানীর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে!' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [ঐ কথা প্রমাণিত হয়]। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্মৈকত্বজ্ঞদিগের পক্ষে নহে।

ভাল, এরূপ হইলে ত 'এ সময় (স্বপ্নকালে) এই পুরুষ (জীব) স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়' এইরূপে বিশেষিত করা বিফল হয়! ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা বলা হইতেছে; কারণ, 'এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, [জীব] তাহাতে শয়ন করে', এই শ্রুতিতে যখন তাহার হৃদয়মধ্যে পরিচ্ছেদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই হৃদয়-পরিচ্ছেদ দ্বারা তাহার স্বয়ংজ্যোতির্ভাব ত আপনা হইতেই বাধিত হইতে পারে? যদি বল, হাঁ, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি স্বপ্নে (সুষুপ্তিকালে) যখন কেবল বা অসম্বদ্ধভাবে থাকে, তখনই তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে আরোপিত দোষের অর্দ্ধেক (কতকটা) অপনীত হইতে পারে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ-নামক নাড়ীতে শয়ন করে; এই শ্রুতিতে জীবের পুরীতৎ নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ সদ্ভাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায়] স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অর্দ্ধেক দোষ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা। ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়,; এ কথা হয় কিরূপে? যদি বল যে, জীবের যে স্বয়ংজ্যোতির্ম্ময়ত্ব, তাহা অপর শাখার (যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখার) কথা; সুতরাং অথর্ব্ববেদীয় এই উপনিষদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; না, তাহাও

বলা যায় না ; কারণ, [সকল উপনিষদের] অর্থগত ঐক্য সম্পাদনই অভিপ্রেত, (বিভিন্নার্থত্ব নহে)। আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞাপনীয় অর্থ এবং ঐ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলষিতও) বটে , অতএব স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়তার উপপাদন করা যুক্তিসঙ্গতই বটে ; কেননা, যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করাই শ্রুতির একমাত্র কার্য্য ; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশকতা স্বীকার করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর ; কারণ, যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ; তাহারা সকলে শত-বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সম্বন্ধ না থাকায় ঐ স্থানে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায় বলিয়া আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম (কামনা) ও তজ্জনিত কর্ম্মসমুদ্ভূত বাসনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ যে লোক কর্ম্মজনিত বাসনাকে অন্য বস্তুর ন্যায় দর্শন করেন, দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগ্ভূত সেই দ্রষ্টা দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন ; কাজেই তাঁহার সেই পার্থক্যনিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপতা, অতিশয় গর্ব্বান্বিত তার্কিকও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব করণসমূহ মনে বিলীন হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্নদর্শন করে, বলা হইয়াছে ; তাহা উত্তম কথাই হইয়াছে।

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুভব করে কি প্রকারে ?) ইহার উত্তর বলা হইতেছে—পূর্ব্বে (জাগরণসময়ে) যে মিত্র ও পুত্রাদি বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্‌বাসনায় বাসিত-চিত্ত ব্যক্তি অবিদ্যাবশতঃ সেই পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত পুত্র মিত্রকেই যেন দর্শন করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে—সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ও। দৃষ্ট

অর্থে, ইহজন্মে দৃষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে—জন্মান্তরে দৃষ্ট; কারণ, একেবারেই অদৃষ্ট পদার্থে বাসনা সমুৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ শ্রুত ও অশ্রুত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত অর্থাৎ জন্মান্তরে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত। 'সৎ' অর্থে—যথার্থ জল প্রভৃতি, আর 'অসৎ' অর্থে মরীচি-জল প্রভৃতি (মৃগতৃষ্ণাদি)। অধিকে প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্ব্ব হইয়া অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়া স্বপ্নসমূহ সন্দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে * এতৎ সুখং ভবতি ॥৪৭॥৬॥

[ইদানীং সুষুপ্তিদশাং বক্তুং 'কস্মৈতৎ সুখং ভবতি' ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ] স ইত্যাদি। সঃ (মনউপাধিকঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) তেজসা (সৌরেণ জ্যোতিষা) অভিভূতঃ (আক্রান্তঃ) ভবতি। অত্র (অস্যামবস্থায়াং) এষঃ দেবঃ (জীবঃ) স্বপ্নান্ (স্বপ্নদৃশ্যান্) ন পশ্যতি। অথ (কিন্তু) তদা (তস্মিন্ সুষুপ্তিসময়ে) এতস্মিন্ শরীরে এতৎ (অনির্ব্বচনীয়রূপং) সুখং (ব্রহ্মানন্দঃ) ভবতি (প্রকাশতে)। তস্যেতি শেষঃ]॥

সেই জীব যখন সৌরতেজে অভিভূত হয়, তখন এই অবস্থায় এই দ্যোতমান আত্মা স্বপ্ন দর্শন করেন না; পরন্তু, তখন [তাঁহার] এই শরীরে এইরূপ ব্রহ্মসুখ প্রকাশ পায় ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেণ চিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্ব্বতোঽভিভূতো ভবতি—তিরস্কৃতবাসনাদ্বারো ভবতি; তদা সহ করণৈর্মনসো রশ্ময়ো হৃদ্যুপসংহৃতা ভবন্তি। যদা মনো দার্ব্বগ্নিবৎ অবিশেষবিজ্ঞানরূপেণ কৃৎস্নং শরীরং ব্যাপ্য অবতিষ্ঠতে, তদা সুষুপ্তো ভবতি। অত্র

---

* অথৈতদস্মিঞ্ছরীরে ইতি বা পাঠঃ।

এতস্মিন্ কালে এষ মনআখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি, দর্শনদ্বারস্য নিরুদ্ধত্বা-ত্তেজসা। অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি, যদ্বিজ্ঞানং নিরাবাধম-বিশেষেণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে সময় সেই মনোরূপী দেবতা (প্রকাশশীল) নাড়ীগত চিত্ত-সংজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশন-শক্তিসমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। মন যে সময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামান্য চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই সময় [জীব] সুষুপ্ত হইয়া থাকে। তেজঃ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় এই মনোনামক দেবতা সেই সময় কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না; পরন্তু তখন এই শরীরে এইরূপ সুখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি শরীর-ব্যাপক নির্ব্বিশেষ ও অবাধ প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে * ॥৪৭॥৬॥

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৪৮॥৭॥

[ইদানীং দৃষ্টান্তেন সুষুপ্ত্যবস্থাং বিশদয়ন্ 'কস্মিন্নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ' ইত্যস্য পঞ্চমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ]—'স যথা' ইত্যাদিনা। হে সৌম্য, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) যথা (যদ্বৎ) বাসোবৃক্ষং (আবাসবৃক্ষং প্রতি) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ ধাবন্তি), এবং হ (তদ্বদেব) তৎ (বক্ষ্যমাণং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং) পরে (শ্রেষ্ঠে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (বিলয়ার্থং ধাবতি)॥

হে সৌম্য, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে,

---

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ জাগ্রৎকালীন সংস্কারের সাহায্যে মনেই বিবিধ দৃশ্যপদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংস্কারোদ্বোধের শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন মন আর পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং কোনরূপ দৃশ্য পদার্থও তাহার নিকট উপস্থিত হয় না—তখন কেবলই আত্মার আনন্দ স্বরূপটি প্রতীতিগোচর হইতে থাকে; ইহাই সুষুপ্তি অবস্থার অবস্থা।

ঠিক সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলেই পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বিলীন হয় ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতস্মিন্ কালে অবিদ্যা-কামকর্ম্মনিবন্ধনানি কার্য্য-করণানি শান্তানি ভবন্তি। তেষু শান্তেষু আত্মস্বরূপম্ উপাধিভিরন্যথা বিভাব্যমানম্ অদ্বয়ম্ একং শিবং শান্তং ভবতীতি; এতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাদ্যবিদ্যাকৃতমাত্রানুপ্রবেশেন দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—

স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থং বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি; এবং যথা দৃষ্টান্তো হ বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্ব্বং পরে আত্মনি অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই সময় (সুষুপ্তিকালে) অবিদ্যা ও তদধীন কাম ও কর্ম্মের বশবর্ত্তী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শান্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে। সেই দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণসমূহ প্রশান্ত হইলে পর [পূর্ব্বে] উপাধি-সমূহ দ্বারা যে আত্মস্বরূপ অন্যথা প্রতীত হইত, [তখন] তাহাই এক, অদ্বিতীয়, শিব ও শান্তস্বরূপ হইয়া থাকে। অবিদ্যাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বারা সেই শিব ও শান্তস্বরূপ প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্—পক্ষিগণ যে প্রকার বাসের জন্য বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক তদ্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে বলা হইবে) সমস্তই পর আত্মায় (অক্ষর পুরুষে) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥৪৮॥৭॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ

রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯,৮॥

[পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "তৎ সর্ব্বং" বিবৃণ্বন্ আহ]—"পৃথিবী" ইত্যাদি। পৃথিবী চ (স্থূলা পৃথিবী) পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মা গন্ধতন্মাত্রা) চ (অপি); আপঃ (স্থূলানি জলানি), আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা) চ, তেজঃ (স্থূলং) চ, তেজোমাত্রা (রূপতন্মাত্রা) চ, বায়ুঃ (স্থূলঃ) চ, বায়ুমাত্রা (বায়ুতন্মাত্রা) চ, আকাশঃ (স্থূলঃ) চ, আকাশমাত্রা (শব্দতন্মাত্রা) চ, চক্ষুঃ চ দ্রষ্টব্যং (রূপং) চ, শ্রোত্রং চ, শ্রোতব্যং (শব্দঃ) চ, ঘ্রাণং (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) চ, ঘ্রাতব্যং (গন্ধঃ) চ, রসঃ (রসনেন্দ্রিয়ং) চ, রসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক্ (স্পর্শগ্রাহকমিন্দ্রিয়ং) চ, স্পর্শয়িতব্যং (তদ্গ্রাহ্যং) চ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) চ, বক্তব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, হস্তৌ চ, আদাতব্যং (গ্রহণীয়ং) চ, উপস্থা (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, আনন্দয়িতব্যং (তদ্বিষয়ঃ) চ, পায়ুঃ (তদাখ্যমিন্দ্রিয়ং) চ, বিসর্জ্জয়িতব্যং (বিষ্ঠাদি) চ, পাদৌ চ, গন্তব্যং (স্থানং) চ, মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারঃ চ, অহংকর্ত্তব্যং চ, চিত্তং চ, চেতয়িতব্যং চ, তেজঃ (প্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিন্দ্রিয়াতিরিক্তা যা ত্বক্, সা) চ, বিদ্যোতয়িতব্যং (তৎপ্রকাশ্যং) চ, প্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিঃ সূত্রাত্মা) চ, বিধারয়িতব্যং (তস্মিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং) চ, [এতৎ সর্ব্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ]॥

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (গন্ধতন্মাত্র), জল ও রসতন্মাত্র, তেজঃ ও রূপতন্মাত্র, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ ও শব্দতন্মাত্র, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টব্য (রূপ), শ্রোত্র ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রেয়, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদ্য, ত্বক্ ও স্পর্শযোগ্য বস্তু, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও তদ্গ্রাহ্য বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও পরিত্যাজ্য (বিষ্ঠাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিষয়, তেজঃ ও তাহার প্রকাশ্য এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [এই সমস্তই আত্মাতে লীন হইয়া থাকে] ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ সর্ব্বম্?—পৃথিবী চ স্থূলা পঞ্চগুণা, তৎকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধ-তন্মাত্রা। তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ। তেজশ্চ, তেজোমাত্রা চ। বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ। আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ। স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভূতানীত্যর্থঃ। তথা চক্ষুশ্চ ইন্দ্রিয়ং রূপঞ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ। শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ। ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ। রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ। ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ। বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ। হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ। উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ। পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ। পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদর্থাশ্চোক্তাঃ। মনশ্চ পূর্ব্বোক্তম্। মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়াত্মিকা, বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং অহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ। তেজশ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক্, তয়াচ নির্ভাস্যো বিষয়ো বিদ্যোতয়িতব্যম্। প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রথনীয়ং, সর্ব্বং হি কার্য্যকরণজাতং পারার্থ্যেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই সমস্ত কি? [তাহা বলা হইতেছে,] পৃথিবী অর্থ—[শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই] পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থূল ও তদুৎপন্ন পার্থিব বস্তু, এবং পৃথিবীমাত্রা অর্থ—গন্ধতন্মাত্র। সেইরূপ, জল ও জলমাত্রা, বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতনিচয়। সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দ্রষ্টব্য বিষয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রোতব্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাতব্য (ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য), রস (রসনেন্দ্রিয়) ও রসয়িতব্য (আস্বাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্প্রাষ্টব্য, বাগিন্দ্রিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্দয়িতব্য, পায়ু ও পরিত্যাজ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য। [ইহা দ্বারা] জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল। (১) পূর্ব্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়—

---

(১) দেহাভ্যন্তরস্থ সুখ-দুঃখাদির উপলব্ধি-সাধন 'করণ'কে 'অন্তঃকরণ' বলে। অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তি বা ক্রিয়াভেদে চারিভাগে বিভক্ত—(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার; ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে সংকল্প বিকল্প বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ 'মনঃ'। 'ইহা এইরূপই' এবংবিধাকার নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি'। 'আমি ধনী, বিদ্বান্' ইত্যাদিরূপ অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ

মন্তব্য। বুদ্ধি অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোদ্ধব্য অর্থে বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কর্ত্তব্য, চিত্ত অর্থে চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িতব্য (চিত্তের বিষয়), ত্বক্ অর্থে—ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্, তাহা এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সূত্র (হিরণ্যগর্ভ) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাই এখানে 'প্রাণ' পদবাচ্য; সেই প্রাণ এবং তাঁহার বিধারণীয়; কারণ পরার্থত্ব বা পরোদ্দেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত নামরূপাত্মক সমস্ত কার্য্য-করণ-রাশি এই পর্য্যন্তই, [আর অধিক নাই] ॥৪৯॥৮

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥৯॥

[অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ]—এষ ইত্যাদিনা। এষঃ (উপাধিযুক্তঃ) হি (নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানকর্ত্তা), স্প্রষ্টা (স্পর্শকর্ত্তা) শ্রোতা (শ্রবণকর্ত্তা), ঘ্রাতা (গন্ধগ্রাহী), রসয়িতা (রসাস্বাদকর্ত্তা), মন্তা (মননকর্ত্তা) বোদ্ধা (অনুভবিতা) কর্ত্তা (ক্রিয়াসম্পাদকঃ) বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়াদি-পরিচালকঃ), পুরুষঃ (উপাধিপূর্ণত্বাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্যশ্চ) সঃ (উপাধিযুক্তঃ পুরুষঃ) পরে (সর্ব্বোত্তমে) অক্ষরে (কূটস্থে) আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (সম্যক্ প্রতিষ্ঠাং লভতে)॥

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, চিন্তাকারী, বোদ্ধা, কার্য্যকারী, ইন্দ্রিয়-পরিচালক ও পুরুষ পদবাচ্য। সেই পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর, আত্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯ ॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ-পরং যদাত্মস্বরূপং জলসূর্য্যকাদিবৎ ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্।

'অহঙ্কার'। স্মৃতিজনক অন্তঃকরণ 'চিত্ত'। বেদান্তকারিকার এই বিষয়টি অতি অল্প কথায় অভিহিত হইয়াছে "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্; সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" ইহার ভাব অগ্রেই উক্ত হইয়াছে।

এষঃ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণভূতং বুদ্ধ্যাদি, ইদন্তু বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তৃকারকরূপং, তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোক্তোপাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ। স চ জলসূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বস্ত সূর্য্যাদিপ্রবেশবজ্জগদাধারশেষে পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৫০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই কারণে, যে পরমাত্মা জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় 'কর্ত্তা ভোক্তা'রূপে [উপাধিমধ্যে] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদক, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানসম্পন্ন), কর্ত্তা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 'বিজ্ঞান' অর্থ জ্ঞান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্ত্তা —জ্ঞানের কর্ত্তৃকারক ; তদাত্মক বা তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃস্বভাব। এবং পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিপূর্ণ বলিয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য। জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্য্যে প্রবেশ হয়] তেমনি সেই পুরুষও জগদাধার পর অক্ষরে অর্থাৎ কূটস্থ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে, [উপাধি মধ্যে আর থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়] ॥৫০॥৯॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫১॥ ১০ ॥

[ইদানীং তদ্বিজ্ঞানফলমাহ]—যঃ (কশ্চিৎ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং) তং (পূর্ব্বোক্তং) অচ্ছায়ং (অজ্ঞানরহিতং), অশরীরম্ (স্থূল-সূক্ষ্মশরীররহিতম্), অলোহিতং (লোহিতাদিবর্ণরহিতং) শুভ্রম্ (নির্ম্মলম্) অক্ষরং (কূটস্থং পুরুষং) বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি) ; সঃ পরং অক্ষরং (পুরুষম্) এব প্রতিপদ্যতে (লভতে), হে সোম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান্] সঃ [বিদ্বান্) সর্ব্বজ্ঞঃ

(সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্) সর্ব্বঃ (সর্ব্বাত্মকঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যং) [অস্তীতি শেষঃ] ॥

যে কোন লোক সেই অবস্থায় (অজ্ঞানরহিত) স্থূলসূক্ষ্মশরীররহিত এবং লোহিতাদি গুণহীন, বিশুদ্ধ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম অক্ষরকেই লাভ করে। পুনশ্চ, হে সৌম্য, যে লোক [এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন], তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তার্থক এই বাক্য আছে ॥৫১॥১০।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ—পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত ইতি। এতদুচ্যতে—স যো হ বৈ তৎ সর্ব্বৈষণা বিনির্ম্মুক্তোঽচ্ছায়ং তমোবর্জ্জিতম্, অশরীরং নামরূপসর্ব্বোপাধি-শরীরবর্জ্জিতম্, অলোহিতং লোহিতাদি-সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সর্ব্ববিশেষণরহিতত্বাৎ অক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যম্। অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজানাতি। যস্তু সর্ব্বত্যাগী হে সৌম্য, সঃ সর্ব্বজ্ঞো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি। পূর্ব্বম-বিদ্যয়াঽসর্ব্বজ্ঞ আসীৎ, পুনর্ব্বিদ্যয়া অবিদ্যাপনয়ে সর্ব্বো ভবতি তদা। তৎ তস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি উক্তার্থসংগ্রাহকঃ ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষবিষয়ে একত্বজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-বিশিষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাই বলা হইতেছে— সর্ব্ববিধ কামনাবিহীন সেই যে লোক সেই অচ্ছায় অর্থাৎ তমঃ বা অজ্ঞানসম্বন্ধ-বর্জ্জিত, অশরীর—নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর-রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণবর্জ্জিত ; যে হেতু এই প্রকার, সেই হেতুই শুভ্র (নির্দ্দোষ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর [কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই], প্রাণ-রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তররহিত এবং অজ সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন। পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্ব্বত্যাগী তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহার অবিদিত কিছুই সম্ভবপর হয় না ; পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ; বিদ্যা বলে অবিদ্যা অপনীত হওয়ায়

তখন পুনশ্চ সর্ব্বাত্মক হন। এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১॥১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ ৫২।১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥৪॥

[তমেব শ্লোকমাহ]—'বিজ্ঞানাত্মা' ইত্যাদি। বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণোপলক্ষিতঃ) সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃভিরগ্ন্যাদিভিঃ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), ভূতানি (পৃথিব্যাদীনি) [চ] যত্র (যস্মিন্ অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি; হে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) তৎ অক্ষরং (আত্মানং) বেদয়তে (জানাতি), সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ সর্ব্বম্ এব আবিবেশ (আত্মত্বেন বিশতীত্যর্থঃ)। 'ইতি'-শব্দো মন্ত্র-সমাপ্তৌ ॥

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য), সমস্ত দেবতার সহিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ যাহাতে সম্যক্রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে; হে সৌম্য, যিনি সেই অক্ষরকে (পুরুষকে) জানেন, তিনি সর্ব্ব বস্তুতে প্রবেশ লাভ করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মকভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ অগ্ন্যাদিভিঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিশন্তি যত্র যস্মিন্নক্ষরে; তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু হে সৌম্য, প্রিয়দর্শন, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণসমূহ

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ যে অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে; হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত বস্তুতে প্রবেশ করেন; অর্থাৎ সর্ব্বময় হন ॥ ৫২॥১১ ॥

প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ।—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি, তস্মৈ স হোবাচ ॥৫৩।১॥

[অথেদানীং পরাপর-ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে]—অথেত্যাদি। অথ (গার্গ্য-প্রশ্নোত্তরানন্তরং) সত্যকামঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) শৈব্যঃ এনং (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল)—ভগবন্ (পূজ্য!) মনুষ্যেষু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ (কশ্চিৎ বিদ্বান্) হ বৈ (অবধারণ-প্রসিদ্ধি-দ্যোতকৌ নিপাতৌ), প্রায়ণান্তং (মরণপর্য্যন্তং) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওঙ্কারং (প্রণবাক্ষরং) অভিধ্যায়ীত (সর্ব্বতোভাবেন উপাসীত)। সঃ (উপাসকঃ) তেন (ওঙ্কারধ্যানেন) কতমং (বহুষু গন্তব্যস্থানেষু মধ্যে কং) লোকং (স্থান-বিশেষং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) জয়তি (অধিকরোতি); ইতি (ইত্থং পৃষ্টবতে) তস্মৈ (শৈব্যায়) সঃ (পিপ্পলাদঃ) উবাচ (উক্তবান্) ॥

গার্গ্যপ্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! মনুষ্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি জয় করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন? তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ। অথেদানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বেন ওঙ্কারস্য উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে—

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে তৎ অদ্ভুতমিব প্রায়ণান্তং মরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখ্যেন চিন্তয়েৎ। বাহ্য-

বিষয়েভ্য উপসংহৃতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাব ওঁকারে। আত্ম-প্রত্যয়সন্তানাবিচ্ছেদো, ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নির্ব্বাতস্থদীপশিখা-সমোঽভিধ্যানশব্দার্থঃ। সত্য ব্রহ্মচর্য্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সন্ন্যাস-শৌচ-সন্তোষা-মায়াবিত্বাদ্যনেক-যম-নিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ। কতমং বাব, অনেকে হি জ্ঞান-কর্ম্মভির্জ্জেতব্যা লোকাস্তিষ্ঠন্তি; তেষু তেন ওঙ্কারাভিধ্যানেন কতমং সঃ লোকং জয়তি? ইতি পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ পিপ্পলাদঃ॥ ৫৩॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর সত্যকাম শৈব্য ইহাঁকে প্রশ্ন করিলেন—ইতঃপর পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোনও লোক, আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত—মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তৎপর হইয়া, ওঙ্কারের ধ্যান বা চিন্তা করেন। বাহ্য বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া ওঙ্কারে সমাহিতচিত্ত (একাগ্রতাসম্পন্ন) হন; ধ্যান শব্দের অর্থ এই যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নহে, এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার ন্যায় (নিস্পন্দ) ও অবি-চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), সন্তোষ, অমায়া বা অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম-সম্পন্ন * ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি লাভ করে? জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই-বার) যোগ্য লোক ত বহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওঙ্কারের

* তাৎপর্য্য—যম ও নিয়মের বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপতঃ তাহার সূত্রটি এই—"অহিংসা, সত্য-অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহা যমাঃ" ॥ ২। ৩০ ॥ "শৌচ-সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ" ॥ ২ ॥ ৩২ ॥ ইহার বিশেষ বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য।

অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন্ লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয়? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে সেই পিপ্পলাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥

এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥৫৪।২॥

[কিমুবাচ? ইত্যাহ]—এতদিতি। হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব) পরং চ অপরং চ, (ব্রহ্ম, অক্ষরং পুরুষরূপং ব্রহ্ম পরং, প্রাণাখ্যং চ ব্রহ্ম অপরং, তদুভয়রূপং) [কিং তৎ] যৎ ওঙ্কারঃ (প্রণবঃ)। তস্মাৎ (ওঙ্কারস্য পরাপর-ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওঙ্কাররূপেণ) এব আয়তনেন (আশ্রয়েণ, ওঙ্কারাভিধ্যানেন ইত্যর্থঃ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে পরম্ অপরং বা ব্রহ্ম) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি), [পরাভিধ্যানেন পরম্ অপরাভিধ্যানেন চ অপরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাশয়ঃ] ॥

[কি বলিয়াছিলেন? তাহা কথিত হইতেছে]—হে সত্যকাম! যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ। সেই হেতু বিদ্বান্ লোক এই আশ্রয়াবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতদ্বৈ সত্যকাম, এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওঙ্কারপ্রতীকত্বাৎ পরং হি ব্রহ্ম শব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জ্জিতম্, অতো ন শক্যম্ অতীন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুম্; ওঙ্কারে তু বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমাস্থানীয়ে ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ; তথা অপরঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম—যদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে। তস্মাদেবং বিদ্বান্ এতেনৈব আত্মপ্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঁকারাভিধ্যানেন একতরং—পরমপরং বা অন্বেতি ব্রহ্মানুগচ্ছতি; নেদিষ্ঠং হ্যালম্বনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥ ৫৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

হে সত্যকাম, এই ব্রহ্ম পরও বটে, অপরও বটে। 'পুরুষ-

সংজ্ঞক সত্তা অক্ষরস্বরূপ যে, পর ব্রহ্ম, আর প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক যে অপর ব্রহ্ম, তদুভয় ওঙ্কারস্বরূপই ওঙ্কারাত্মকই বটে, (ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে); কারণ, ওঙ্কারই তদুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (*) সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না; এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় ওঙ্কারে যদি ভক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, ধ্যানকারী উপাসকগণের সম্বন্ধে তিনি (পরব্রহ্ম) প্রসন্ন হন এবং সেইরূপ অপর ব্রহ্মও [প্রসন্ন হন], ইহা শাস্ত্রপ্রামাণ্য হইতে জানা যায়। সেই হেতুই ওঙ্কারে পর ও অপর ব্রহ্মভাবের উপচার বা আরোপ করা হয়। অতএব, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ পুরুষ আত্মলাভের উপায়স্বরূপ এই ওঙ্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংবা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন; কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের অতিশয় সন্নিহিত বা অন্তরঙ্গ আলম্বন ॥৫৪॥২॥

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫।৩॥

[ইদানীম্ ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রকারমাহ]—স যদীত্যাদিনা। সঃ (ধ্যাতা) একমাত্রং (একা মাত্রা হ্রস্বরূপা যস্য, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং) অভিধ্যায়ীত (উপাস্তে);

---

* তাৎপর্য্য—ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে; 'প্রতীক' উপাসনা তাহাদেরই অন্যতম। কোন এক মহৎ বস্তুর একদেশকে অথবা সেই মহৎ বস্তুরই সংস্পৃষ্ট কোন বস্তুবিশেষকে যে, সেই মহৎ পদার্থজ্ঞানে উপাসনা করা, তাহার নাম 'প্রতীক'। যেমন—সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাসনা করা, কিংবা বিষ্ণুর নামকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা। প্রণবও ব্রহ্মের একটি প্রিয়তম নাম; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে ইহাকে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লীতেও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ" ॥ ১৭ ॥ "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। ১।২৭ এই পাতঞ্জল সূত্রেও ওঙ্কারকে ব্রহ্মের প্রিয় নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

সঃ (উপাসকঃ) তেন (একমাত্রোঙ্কারাভিধ্যানেন) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ সন্) তূর্ণং (শীঘ্রং) এব জগত্যাং (পৃথিব্যাং) অভিসম্পদ্যতে (আগচ্ছতি)। ঋচঃ (ঋগ্বেদরূপা প্রথমমাত্রা) তং (উপাসকং) মনুষ্যলোকং উপনয়ন্তে (প্রাপয়ন্তি)। সঃ (উপাসকঃ) তত্র (মনুষ্যলোকে) তপসা, ব্রহ্মচর্য্যেণ, শ্রদ্ধয়া (আস্তিকবুদ্ধ্যা) [চ] সম্পন্নঃ (যুক্তঃ সন্) মহিমানম্ (বিভূতিম্) অনুভবতি ; [ন কদাপি দুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রায়ঃ]।

সেই উপাসক যদি [ওঙ্কারকে] একমাত্রাযুক্তরূপে ধ্যান করেন, [তাহা হইলে] তিনি তাহা দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে আইসেন ; ঋক্‌সমূহ অর্থাৎ ঋগ্বেদরূপা সেই একমাত্রাই তাহাকে মনুষ্যলোকে গমন করায় ; তিনি সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন ; (কখনও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন না) ॥ ৫৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স যদ্যপি ওঙ্কারস্য সকলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন ভবতি, তথাপি ওঙ্কারাভিধানপ্রভাবাৎ বিশিষ্টামেব গতিং গচ্ছতি। এতদেকদেশজ্ঞানবৈগুণ্যতয়া ওঙ্কারশরণঃ কর্ম্মজ্ঞানোভয়ভ্রষ্টো ন দুর্গতিং গচ্ছতি ; কিন্তর্হি ? যদ্যপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত—একমাত্রং সদা ধ্যায়ীত ; স তেনৈব একমাত্রাবিশিষ্টোঙ্কারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তূর্ণং ক্ষিপ্রমেব জগত্যাং পৃথিব্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। কিং ?—মনুষ্যলোকম্। অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং সংভবন্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যলোকমেব ঋচ উপনয়ন্তে উপনিগময়ন্তি। ঋচ ঋগ্বেদরূপা হ্যোঙ্কারস্য প্রথমা একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র মনুষ্যজন্মনি দ্বিজাগ্র্যঃ সন্ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানং বিভূতিম্ অনুভবতি, ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি। যোগভ্রষ্টঃ কদাচিদপি ন দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৫৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

যদিও সে লোক ওঙ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি ওঙ্কারের অভিধান-প্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার একাংশ মাত্র-জ্ঞানরূপ অঙ্গহানি বশতঃ ওঙ্কার-শরণাপন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া দুর্গতি লাভ করে না। তবে কি হয়? —যদিও সে ওঙ্কারের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই ওঙ্কারের উপাসনা করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করুক; [তথাপি] সে তাহা দ্বারাই—একমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের অভিধ্যান-বলেই সংবেদিত অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্বেই জগতে—পৃথিবীতে সমাগত হয়। কি [প্রাপ্ত হয়]? মনুষ্যলোক [প্রাপ্ত হয়]। জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে ঋকসমূহ সেই সাধককে জগতে মনুষ্যলোকেই প্রাপ্ত করায়। ঋক্ অর্থ ওঙ্কারের ঋগ্বেদরূপা প্রথম একটি মাত্রা। তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য-জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, মহিমা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয় না; এবং যোগভ্রষ্ট (একদেশমাত্রজ্ঞ) ব্যক্তি কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩॥

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভি-রুন্নীয়তে সোমলোকম্।

স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬॥৪॥

অথ (পক্ষান্তরে) [ধ্যাতা] যদি দ্বিমাত্রেণ (দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ওঙ্কারং অভিধ্যায়ীত, তদা] মনসি (সোমদৈবতে অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে। সঃ (ধ্যাতা) [মরণানন্তরং] যজুর্ভিঃ (দ্বিমাত্রাত্মকৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং) সোমলোকং (চন্দ্রলোকং) উন্নীয়তে। সঃ সোমলোকে বিভূতিং (ভোগসম্পদং) অনুভূয় (ভুক্ত্বা) পুনঃ (ভূয়ঃ) আবর্ত্ততে (মনুষ্যলোকং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ)॥

[ধ্যানকারী] যদি দ্বিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্ব্বেদময় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়। সে [মৃত্যুর পর] [দ্বিতীয় মাত্রাত্মক] যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয়; সে সোম-লোকে সম্পদ্ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার [মনুষ্যলোকে] ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ পুনর্যদি দ্বিমাত্রাবিভাগজ্ঞো দ্বিমাত্রেণ বিশিষ্টমোঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্নাত্মকে মনসি মননীয়ে যজুর্ম্ময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে—একাগ্রতয়া আত্মভাবং গচ্ছতি। স এবং সম্পন্নো মৃতঃ অন্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়মাত্রারূপং দ্বিতীয়মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকং, সৌম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি তং যজূংষীত্যর্থঃ। স তত্র বিভূতিমনুভূয় সোমলোকে মনুষ্যলোকং প্রতি পুনরাবর্ত্ততে ॥৫৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে [ধ্যাতা] যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগজ্ঞ হইয়া দ্বিতীয় মাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারের ধ্যান করে, [তাহা হইলে] সে লোক মনেতে সম্পন্ন হয়। এখানে মন অর্থ—মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত) চন্দ্রদৈবতক স্বপ্নশীল যজুর্ব্বেদ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব লাভ করে। এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্রারূপী যজুর্ব্বেদকর্ত্তৃকই **অন্তরিক্ষ** অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমূহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত করায়। সে সেখানে বিভূতি অনুভব করিয়া, মনুষ্য-লোকাভিমুখে পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬॥৪॥

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ * পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত; স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫

যঃ পুনঃ এতং (ওঙ্কারং) ত্রিমাত্রেণ (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন) এব 'ওম্' ইত্যেতেন এব অক্ষরেণ পরং (সূর্য্যান্তর্গতং) পুরুষং অভিধ্যায়ীত; সঃ তেজসি (তেজোময়ে) সূর্য্যে সম্পন্নঃ (তদ্ভাবমাপন্নঃ) [ভবতি]। পাদোদরঃ (সর্পঃ) যথা (যদ্বৎ) ত্বচা (নির্ম্মোকেণ) বিনির্ম্মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে), এবং হ (এবমেব)

* ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ ইতি বা পাঠঃ।

বৈ সঃ (সূর্য্যাভিসম্পন্নঃ পুরুষঃ) পাপ্মনা (পাপেন) (বিনির্ম্মুক্তঃ সন্) সামভিঃ (ত্রিমাত্রাত্মকৈঃ) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য সত্যনামকং লোকং) উন্নীয়তে। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং (উৎকৃষ্টং) পুরিশয়ং (হৃদয়পুণ্ডরীকস্থং) পুরুষং (পরমাত্মানং) ঈক্ষতে (ধ্যানেন পশ্যতীত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণৌ) শ্লোকৌ (সংক্ষেপার্থকৌ মন্ত্রৌ) ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

কিন্তু, যে লোক ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় সূর্য্যে অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। পাদোদর (সর্প) যেরূপ ত্বক্ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোকও পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়। সেই লোক সামবেদকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, সে এই শ্রেষ্ঠ জীবসমষ্টিময় (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষাও উত্তম হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করে। এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে ॥ ৫৭ ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যঃ পুনঃ এতম ওঙ্কারং ত্রিমাত্রেণ ত্রিমাত্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিত্যেতেনৈব অক্ষরেণ প্রতীকত্বেন পরং সূর্য্যান্তর্গতং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভিধ্যানেন প্রতীকত্বেন হ্যালম্বনত্বং প্রকৃতমোঙ্কারস্য, "পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম" ইত্যভেদশ্রুতেঃ, ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ শ্রুতা বাধ্যেত অন্যথা। যদ্যপি তৃতীয়াভিধানত্বেন করণত্বম্ উপপদ্যতে, তথাপি প্রকৃতানুরোধাৎ 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষম্' ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" ইতি ন্যায়েন।

স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানঃ, মৃতোঽপি সূর্য্যাৎ সোমলোকাদিবৎ ন পুনরাবর্ত্ততে, কিন্তু সূর্য্যে সম্পন্নমাত্র এব। যথা পাদোদরঃ সর্পঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে জীর্ণত্বগ্বিনির্ম্মুক্তঃ স পুনর্নবো ভবতি, এবং হ বৈ এষ যথা দৃষ্টান্তঃ স পাপ্মনা সর্পত্বক্স্থানীয়েন অশুদ্ধিরূপেণ বিনির্ম্মুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ ঊর্দ্ধমুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং—হিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণো লোকং সত্যাখ্যম্। স হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং সংসারিণাং জীবানাম্ আত্মভূতঃ। স হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বভূতানাং, তস্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ, তস্মাৎ স জীবঘনঃ ; স বিদ্বান্ ত্রিমাত্রোঙ্কারাভিজ্ঞ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং

পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ং সর্ব্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ধ্যায়মানঃ। তং এতৌ অস্মিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ শ্লোকৌ মন্ত্রৌ ভবতঃ ॥৫৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরন্তু যে লোক মাত্রাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক প্রতীকভাবে ওঙ্কাররূপী সূর্য্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান করে, সেই অভিধ্যানের ফলে সেই সাধক ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীভূত) তৃতীয় মাত্রারূপী তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হয়, মৃত্যুর পরও চন্দ্র-লোকাদির ন্যায় সূর্য্য হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না; পরন্তু সূর্য্য রূপেই থাকে।"পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম" এই অভেদবোধক শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ওঙ্কারের অবলম্বনত্ব প্রতিপাদন করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওঙ্কারে সাধনত্ব প্রতি-পাদন করা নহে]। ইহা না হইলে বহুস্থলে ওঙ্কারে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি শ্রবণ করা যায়, তাহাও বাধিত হইয়া যায়। যদিও ['ওম্ ইত্যেতেন'], এই তৃতীয়া বিভক্তি অনুসারে ওঙ্কারের করণত্বও উপপন্ন হইতে পারে বটে, তথাপি, প্রস্তাবানুরোধে 'বংশের কল্যাণার্থ এক জনকে ত্যাগ করিবে', এই নিয়মানুসারে [তৃতীয়াকেই] দ্বিতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণত করিয়া 'ত্রিমাত্রং পরং পুরুষং' এইরূপ করিতে হইবে।

পাদোদর,—সর্প যেরূপ ত্বক্কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপই—ঠিক এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ, সেইরূপই—সর্পত্বক্স্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তৃতীয় মাত্রারূপ সামবেদসমূহকর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণ্য-গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহের আত্মস্বরূপ। কারণ, তিনিই লিঙ্গ-দেহরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; সমস্ত জীবই সেই লিঙ্গরূপী হিরণ্য-গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি 'জীবঘন' শব্দ-বাচ্য।

মাত্রাত্রয়াত্মক ওঙ্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারী পুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভরূপী উত্তম জীবঘন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সেই 'পরমাত্ম'-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে উক্তার্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭॥৫॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৫৮॥৬॥

[প্রথমমন্ত্রমাহ]—তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) মাত্রাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিষয়া যাভিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ (চেৎ) মৃত্যুমত্যঃ (ন তদুপাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অতিক্রামতি ইতিভাবঃ); অন্যোন্যসক্তাঃ (পরস্পরসম্বদ্ধাঃ) [চেৎ] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একস্মিন্ বিষয়ে প্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রযুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তাঃ—অনবিপ্রযুক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবেত্যর্থঃ)। বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিপুরুষবিষয়াসু) ক্রিয়াসু (ব্যাপারেষু) সম্যক্ (যথাযথং) প্রযুক্তাসু (সতীষু) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-ব্রহ্মবিৎ পুরুষঃ) ন কম্পতে (ন চলতি), [ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ]॥

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা (উপাসনাকালে) পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইলে, মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না—মৃত্যুমতীই থাকে; আর পরস্পরে সম্বন্ধ করিলেই উহারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না। যথোপযুক্তরূপে সম্পাদিত বাহ্য, আভ্যন্তর ও তন্মধ্যপাতী জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকা অকারোকার-মকারাখ্যাঃ ওঁকারস্য মাত্রাঃ, মৃত্যুমত্যঃ—মৃত্যুর্যাসাং বিদ্যতে, তা মৃত্যুমত্যঃ, মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবেত্যর্থঃ। তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ। কিঞ্চ অন্যোন্যসক্তাঃ ইতরে-

তরসম্বদ্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষেণ একৈকবিষয় এব প্রযুক্তা বিপ্রযুক্তাঃ, ন তথা বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ, কিং তর্হি? বিশেষেণ একস্মিন্ ধ্যানকালে তিসৃষু ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থান-পুরুষাভিধ্যানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু যুক্তাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ ধ্যানকালে প্রযোজিতাসু ন কম্পতে ন চলতি জ্ঞো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞঃ ওঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। ন তস্যৈবংবিদশ্চলনমুপপদ্যতে। যস্মাজ্জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈর্মাত্রা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কাররূপেণ দৃষ্টাঃ, স হ্যেবং বিদ্বান্ সর্ব্বাত্মভূত ওঙ্কারময়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ॥৫৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকারনামক মাত্রাত্রয় (এই তিনটি মাত্রা) আত্মার ধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত [হইলেও উহারা] মৃত্যুমতী—মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহারা মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন থাকে। পরন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত অর্থাৎ যথাযথভাবে আরব্ধ বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান (আশ্রয়) ও তৎকালীন পুরু-ষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয়] অন্যোন্য-সক্ত অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধভাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী—ওঙ্কারের উক্ত বিভাগজ্ঞ যোগী কম্পিত অর্থাৎ ভয়ে বিচলিত হন না। (১) উক্ত-

(১) তাৎপর্য্য—ওঙ্কারের মধ্যে অ, উ, ম্, এই তিনটি বর্ণ আছে; এই বর্ণত্রয়কেই এখানে 'মাত্রা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা আছে, তাহা নাদবিন্দু-স্বরূপ, উহা তুরীয় ব্রহ্মরূপী। এখানে তাহার কথা আলোচ্য নহে।

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে 'অ'কার পৃথিবী, ঋগ্বেদ ও জাগ্রৎস্থানাদিস্বরূপ। 'উ'কার—অন্তরিক্ষ, যজুর্ব্বেদ, ও স্বপ্নস্থানাদিস্বরূপ। আর 'ম'কার স্বর্গ, সামবেদ ও সুষুপ্তিস্থানাদিস্বরূপ। এই ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা পর ব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে; তন্মধ্যে, উপাসক যদি এই মাত্রাত্রয়কে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আলম্বন করিয়া এক একটির উপাসনা করে, তাহা হইলে সেই উপাসনার তদুপযুক্ত অপর ব্রহ্মলোক লাভ করে,' আর যদি সমষ্টি-রূপে উপাসনা করে, তাহার ফলে পরব্রহ্মকে লাভ করে। এখানে এই জন্যই শ্রুতি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে 'মৃত্যুমতী' বলিয়াছেন। সে কথার অভিপ্রায় এই যে,

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত পুরুষগণ (জীবগণ) স্বস্ব স্থান সহ এক যোগে মাত্রাত্রয়রূপ ওঙ্কার স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে; সর্ব্বভূতে আত্মভাবাপন্ন ও ওঙ্কারময় উক্ত বিদ্বান্ কি হেতুতে কোথায় বা বিচলিত হইবে? "অনবিপ্রযুক্ত" কথার অর্থ এইরূপ—একই বিষয়ে বিশেষভাবে যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত; যাহা সেরূপ নহে—একই বিষয়ে প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত; যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধ্যানসময়ে একই বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৫৮॥৬॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং (১)
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ।৫৯॥৭॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥৫॥

[ইদানীং দ্বিতীয়ং মন্ত্রমাহ]—ঋগ্ভিরিত্যাদি। ঋগ্ভিঃ (প্রথমমাত্রারূপৈঃ) এতং লোকং (মনুষ্যলোকং), যজুর্ভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রারূপৈঃ) অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষস্থং সোমলোকমিত্যর্থঃ) কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ) যৎ (স্থানং) বেদয়ন্তে (জানন্তি)। সামভিঃ (তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ) তৎ [ব্রহ্মলোকাখ্যং স্থানং) অন্বেতি (প্রাপ্নোতি) [বিদ্বানিতি শেষঃ], [কিং বহুনা] বিদ্বান্ (ওঙ্কারস্য মাত্রাবিভাগজ্ঞঃ) ওঙ্কারেণ আয়তনেন (আলম্বনেন) যৎ তৎ (বেদান্তপ্রসিদ্ধং) শান্তম্ (রাগাদিদোষ-রহিতম্) অজরম্ (জরারহিতম্) অমৃতম্ (মরণাদিদোষরহিতম্), অভয়ং (দ্বৈতা-

মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় যে ফললাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল; আর মাত্রাত্রয়কে এক সঙ্গে আলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল নহে—স্থায়ী; এই কারণেই তদুপাসক ব্যক্তি আর মৃত্যুভয়ে ভীত হন না; তিনি ক্রমে শাশ্বত ব্রহ্মে বিলীন হন।

(১) "স সামভিঃ" ইতি কচিৎ পাঠঃ, স তু ভাষ্য-টীকয়োরপরিগৃহীতত্বাৎ পরিত্যক্তঃ।

ভাবাৎ ভয়বর্জ্জিতং) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্ম), তৎ চ (তদপি) [অন্বেতীতি শেষঃ], [অপি শব্দাৎ অপরং ব্রহ্মাপি অন্বেতীত্যাশয়ঃ]।

ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, যাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ) অবগত আছেন। [অধিক কি,] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঙ্কারালম্বন দ্বারাই সেই যে, শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৫॥৭॥]

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সর্ব্বার্থসংগ্রহার্থো দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ঋগ্ভিঃ এতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্। যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্। সামভিঃ যৎ তদ্ব্রহ্মলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো মেধাবিনো বিদ্যাবন্ত এব নাবিদ্বাংসো বেদয়ন্তে। তং ত্রিবিধং লোকম্ ওঙ্কারেণ সাধনেন অপরব্রহ্মলক্ষণম্ অন্বেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান্। তেনৈব ওঙ্কারেণ যত্তৎ পরং ব্রহ্মাক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং শান্তং বিমুক্তজাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিবিশেষং সর্ব্বপ্রপঞ্চ-বিবর্জ্জিতম ; অতএব অজরং জরাবর্জ্জিতম্ অমৃতং মৃত্যুবর্জ্জিতমেব। যস্মাৎ জরাদি বিক্রিয়ারহিতম্ অতঃ অভয়ম্, যস্মাদেবাভয়ং, তস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম্। তদপি ওঙ্কারেণৈব আয়তনেন গমনসাধনেন অন্বেতীত্যর্থঃ। ইতি শব্দো বাক্যপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

উক্ত সর্ব্বার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই—ঋক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত এই লোক, যজুঃসমূহ দ্বারা চন্দ্রাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষ লোক এবং সামসমূহ দ্বারা সেই স্থান [প্রাপ্ত হন], যাহা কেবল কবি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত-গণ ভিন্ন অপণ্ডিতগণ জানে না। বিদ্বান্ পুরুষ সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারা অপর ব্রহ্মরূপ ত্রিবিধ স্থান প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কার সাধন দ্বারাই সেই

যে অক্ষর, সত্যস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষ অবস্থাবর্জ্জিত, এই কারণেই অজর জরাবর্জ্জিত এবং নিশ্চয়ই অমৃত— মৃত্যুরহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয়; যেহেতু অভয়, সেই হেতুই পর অর্থাৎ যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ব্রহ্মকেও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন দ্বারাই লাভ করেন। 'ইতি' শব্দটি বাক্য-পরিসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥৫৯॥৭॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্ত ॥৫॥

প্রশ্নোপনিষৎ।

অথ ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ।

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত,—ষোড়শ-কলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ? তমহং কুমারমব্রুবং, নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং, কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি; যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি—কাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

[ইদানীং মুণ্ডকোপনিষদুক্তয়োঃ "গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" ইতি, "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" ইত্যেতয়োর্মন্ত্রয়োর্বিস্তরার্থং ষষ্ঠঃ প্রশ্ন আরভ্যতে।]—অথ (শৈব্যপ্রশ্নানন্তরং) সুকেশা নাম ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজতনয়ঃ) হ (কিল) এনং) (পিপ্পলাদং) পপ্রচ্ছ,—ভগবন্ কৌসল্যঃ (কোসলাধিপতিঃ) হিরণ্যনাভঃ (তন্নামকঃ) রাজপুত্রঃ (ক্ষত্রিয়কুমারঃ) মাং (ভারদ্বাজং) উপেত্য (অভ্যাগত্য) এতং (বক্ষ্যমাণং) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্),—হে ভারদ্বাজ, [ত্বং] ষোড়শকলং (ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা যস্য; তং) পুরুষং বেত্থ (জানাসি?) [ইতি]। অহং তং কুমারম্ (রাজপুত্রম্) অব্রুবং (উক্তবান্)—অহম্ ইমং (তদুক্তং পুরুষং) ন বেদ (জানামি), অহং যদি ইমম্ অবেদিষম্ (জ্ঞাতবান্ [illegible]) [তর্হি] তে (তুভ্যং) কথং ন অবক্ষ্যম্ (ন কথয়েয়ম্)? ইতি। যঃ (পুরুষঃ) অনৃতং (অসত্যং) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এষঃ বৈ (নিশ্চয়ে) সমূলঃ (মূলেন শুভকর্ম্ম-জ্ঞানাদিনা সহ বর্ত্ততে যঃ, সঃ সমূলঃ) বৈ (এব) পরিশুষ্যতি (ইহলোক-পরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে), তস্মাৎ (হেতোঃ) অনৃতং (অসত্যং) বক্তুং ন অর্হামি (শক্নোমি)। সঃ (রাজকুমারঃ) তূষ্ণীং (অসম্ভাষ্য কিঞ্চিৎ)

রথম্ আরুহ্য প্রবব্রাজ (প্রস্থিতঃ)। [অহমপি] ত্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি (যৎ), অসৌ (কথিতঃ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [বর্ত্ততে] ইতি ॥

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর সুকেশানামক ভারদ্বাজ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কোসলাধিপতি 'হিরণ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে ভারদ্বাজ! [আপনি] ষোড়শ-কলা (অবয়ব)-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন?' আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'না—আমি ইঁহাকে (পুরুষকে) জানি না; আমি যদি ইহাকে জানিতাম, [তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদি জানিতাম, তবে নিশ্চয়ই বলিতাম। যে লোক অসত্য বলে, সে সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না। তিনি চুপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। [এখন] আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—'সেই পুরুষ কোথায় থাকেন?' ইতি ॥ ৫০ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথ হ এনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—সমস্তং জগৎ কার্য্যকারণলক্ষণং সহ বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্ অক্ষরে সুষুপ্তিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্। তৎসামর্থ্যাৎ প্রলয়েঽপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে। জগৎ তত এবোৎপদ্যত ইতি চ সিদ্ধং ভবতি; ন হ্যকারণে কার্য্যস্য সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে। উক্তঞ্চ 'আত্মন এব প্রাণো জায়তে' ইতি। জগতশ্চ যন্মূলং, তৎ-পরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্ব্বোপনিষদাং নিশ্চিতোঽর্থঃ। অনন্তরঞ্চ উক্তং "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি" ইতি। বক্তব্যঞ্চ ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং বিজ্ঞেয়মিতি। তদর্থোঽয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে।

বৃত্তান্তাখ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্য দুর্লভত্বখ্যাপনেন * তল্লব্ধ্যর্থং মুমুক্ষূণাং যত্নবিশেষোৎ-পাদনার্থম্। হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াং ভবঃ কৌসল্যঃ রাজপুত্রঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ মাম্ উপেত্য উপগম্য এতম্ উচ্যমানং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত। ষোড়শ-কলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিদ্যাধ্যারোপিতরূপা যস্মিন্ পুরুষে, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ, তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ বিজানাসি? তমহং রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্টবন্তম্ অব্রবম্ উক্তবানস্মি নাহমিমং বেদ যৎ ত্বং পৃচ্ছসীতি। এবমুক্তবত্যপি ময়ি অজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্। যদি

* জ্ঞাপনেনেতি বা পাঠঃ।

কথঞ্চিৎ অহম্ ইমং ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষং বিদিতবানস্মি, কথম্ 'অত্যন্ত-শিষ্যগুণবতেঽর্থিনে তে তুভ্যং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ব্রূয়ামিত্যর্থঃ। ভূয়োঽপি অপ্রত্যয়মেবালক্ষ্য প্রত্যায়য়িতুম্ অব্রবম্—সমূলঃ সহ মূলেন বৈ, এষোঽন্যথা সন্তমাত্মানম্ অন্যথা কুর্ব্বন্ যঃ অনৃতম্ অযথাভূতার্থম্ অভিবদতি, স পরিশুষ্যতি শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যতে বিনশ্যতি। যত এবং জানে তস্মাৎ নার্হামি অহমনৃতং বক্তুং মূঢ়বৎ। স রাজপুত্রঃ এবং প্রত্যায়িতঃ তূষ্ণীং ব্রীড়িতঃ রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রগতবান্ যথাগতমেব। অতো ন্যায়ত উপসন্নায় যোগ্যায় জানতা বিদ্যা বক্তব্যৈব, অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং সর্ব্বাস্বপি অবস্থাসু ইত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি। তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ত্বেন শল্যমিব মে হৃদি স্থিতং, কাসৌ বর্ত্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি॥ ৫০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর ভরদ্বাজ-তনয় সুকেশা ইহাঁকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন—সুষুপ্তি-সময়ে কার্য্য-কারণাত্মক সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানাত্মা জীবের সহিত পরম অক্ষর ব্রহ্মে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, এই জগৎ প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাহা হইতেই [পুনশ্চ] উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠা বা বিলয় হইতে পারে না। 'আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়' এই কথাও [শ্রুতিতে] উক্ত আছে। জগতের যাহা মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের নিশ্চিত বা সিদ্ধান্তিত অর্থ। অব্যবহিত পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হন'। সুতরাং, পুরুষসংজ্ঞক সেই সত্য অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা বলা উচিত; সেই উদ্দেশেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকায় বিজ্ঞানের দুর্লভতা জ্ঞাপন করায় তদুদ্দেশে যে মুমুক্ষুগণের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক, তৎপ্রতিপাদনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে।

হে ভগবন্ কোসলাদেশোৎপন্ন—কৌসল্য-রাজপুত্র অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, হিরণ্যনাভ আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মা নিরবয়ব হইলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে অবয়বেরই ষোলটি অংশ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে; সেই ষোড়শ-সংখ্যক কলা বা অবয়ব যে পুরুষে অবস্থিত আছে, হে ভারদ্বাজ! সেই ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজ-কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, 'তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি জানি না।' আমি একথা বলিলেও তিনি আমার অজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ আমি যে তাহা জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম—'আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত এই পুরুষকে কিছুমাত্র জানিতাম, [তাহা হইলে] অত্যন্ত শিষ্যগুণসম্পন্ন ও শিক্ষার্থী তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ অবশ্যই বলিতাম। পুনশ্চ তাঁহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনার্থ বলিয়াছি-লাম—'যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাৎ একপ্রকারের আপনাকে অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথা বলে; এই সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মূলের (শুভ কর্ম্মাদির) সহিত শোষ প্রাপ্ত হয়,—ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু আমি ইহা জানি, সেই হেতু আমি মূঢ়ের ন্যায় মিথ্যা বলিতে পারি না'। এইরূপে বিশ্বাস লাভ করিয়া সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিতভাবে রথে আরোহণ করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিদ্যা উপদেশ করা জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই মিথ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ-বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় আছেন? ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত রহিয়াছে; ॥৫০॥১॥

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ, যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ৫।২ ॥

[ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রশ্নোত্তরমবতারয়িতুং উপক্রমতে তস্মৈ ইত্যাদিনা]—সঃ (পিপ্পলাদঃ) তস্মৈ (ভারদ্বাজায়) উবাচ (উক্তবান্) হ (কিল)—হে সোম্য ! সঃ (ষোড়শকলঃ) পুরুষঃ ইহ (প্রত্যক্ষগোচরে) অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরে হৃৎপদ্মমধ্যে) এব [বর্ত্ততে] ; যস্মিন্ (পুরুষে) এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) ষোড়শকলাঃ (কং—ব্রহ্ম লীয়তে তিরস্ক্রিয়তে যাভিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ) প্রভবন্তি (প্রকর্ষেণ জায়ন্তে) ইতি ॥

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে সোম্য ! যে পুরুষে এই ষোড়শ কলা প্রকৃষ্টরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্ত্তমান] রহিয়াছেন ॥ ৫।২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মৈ স হেবাচ—ইহৈব অন্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে হে সোম্য স পুরুষঃ, ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ঃ। যস্মিন্ এতাঃ উচ্যমানাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যাঃ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্ত ইতি। ষোড়শভিঃ কলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিষ্কলঃ পুরুষো লক্ষ্যতেঽবিদ্যয়া ইতি, তদুপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া স পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্য, ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে। প্রাণাদীনাম্ অত্যন্ত-নির্ব্বিশেষে হ্যদ্বয়ে শুদ্ধে তত্ত্বে ন শক্যঃ অধ্যারোপমন্তরেণ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদনাদি-ব্যবহারঃ কর্ত্তুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যন্তে অবিদ্যাবিষয়াঃ ; চৈতন্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সর্ব্বদা লক্ষ্যন্তে। অতএব ভ্রান্তাঃ কেচিৎ অগ্নিসংযোগাদ্ ঘৃতমিব ঘটাদ্যাকারেণ চৈতন্যমেব প্রতিক্ষণং জায়তে নশ্যতীতি ; তন্নিরোধে শূন্যমেব সর্ব্বমিতি অপরে। ঘটাদিবিষয়ং চৈতন্যং চেতয়িতুর্নিত্যস্য আত্মনোঽনিত্যং জায়তে বিনশ্যতীত্যপরে। চৈতন্যং ভূতধর্ম্ম ইতি লৌকায়তিকাঃ।

অনপায়োপজনধর্ম্মকচৈতন্যম্ আত্মৈব নামরূপাদ্যুপাধিধর্ম্মৈঃ প্রত্যবভাসতে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্বরূপব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতন্যস্যাব্যভিচারাৎ যথা যথা যো যঃ পদার্থো বিজ্ঞায়তে, তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেব তস্য তস্য চৈতন্যস্যাব্যভি-

চারিত্বম্ বস্তুতত্ত্বং চ ভবতি কিঞ্চিৎ, ন জায়ত ইতি চানুপপন্নম্। রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুরিতিবৎ। ব্যভিচরতি তু জ্ঞেয়ং জ্ঞানং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি। জ্ঞেয়াভাবেঽপি জ্ঞেয়ান্তরে ভাবাজ্জ্ঞানস্য; ন হি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি কস্যচিৎ, সুষুপ্তেঽদর্শনাজ্জ্ঞানস্যাপি সুষুপ্তেঽভাবাজ্জ্ঞেয়বজ্ জ্ঞানস্বরূপস্য ব্যভিচার ইতি চেৎ, ন; জ্ঞেয়াবভাসকস্য জ্ঞানস্যালোকবজ্ জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ স্বব্যঙ্গ্যাভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষুপ্তে বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ। ন হ্যন্ধকারে চক্ষুষা রূপানুপলব্ধৌ চক্ষুষোঽভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুং বৈনাশিকেন। বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ, যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্যাভাবঃ কেন কল্প্যত ইতি ব্যক্তব্যম্ বৈনাশিকেন।

তদভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদনুপপত্তেঃ। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াব্যতিরিক্তত্বাজ্জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ, ন। অভাবস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ অভাবোঽপি জ্ঞেয়োঽভ্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈর্নিত্যশ্চ। তদব্যতিরিক্তঞ্চেৎ জ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং স্যাৎ, তদভাবস্য চ জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং চ বাঙ্মাত্রমেব, ন পরমার্থতোঽভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্য। ন চ নিত্যস্য জ্ঞানস্য অভাব-নামমাত্রাধ্যারোপে কিঞ্চিৎ নশ্ছিন্নম্।

অথাভাবো জ্ঞেয়োঽপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ, ন; তর্হি জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ। জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ; ন; শব্দমাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ। জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরেকত্বঞ্চেৎ অভ্যুপগম্যতে, জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং ন, ইতি তু শব্দমাত্রমেতৎ, বহ্নিরগ্নিব্যতিরিক্তঃ অগ্নির্ন বহ্নিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যতে। জ্ঞেয়ব্যতিরেকে তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানুপপত্তিঃ সিদ্ধা।

জ্ঞেয়াভাবেঽদর্শনাৎ অভাবো জ্ঞানস্যেতি চেৎ, ন; সুষুপ্তে জ্ঞপ্ত্যভ্যুপগমাৎ। বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে হি সুষুপ্তেঽপি বিজ্ঞানাস্তিত্বম্; তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যুপগম্যতে জ্ঞানস্য স্বেনৈবেতি চেৎ, ন; ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ। সিদ্ধং হ্যভাববিজ্ঞেয়বিষয়স্য জ্ঞানস্য অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরেকাৎ জ্ঞেয়-জ্ঞানয়োরন্যত্বম্। ন হি তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরন্যথা কর্তুং শক্যতে বৈনাশিকশতৈরপি। জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বমেবেতি। তদপ্যন্যেন তদপ্যন্যেনেতি ত্বৎপক্ষেঽতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; তদ্বিভাগোপপত্তেঃ সর্বস্য। যদা হি সর্বং জ্ঞেয়ং কস্যচিৎ তদা তদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং

জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়ো বিভাগ এবাভ্যুপগম্যতেঽবৈনাশিকৈঃ, ন তৃতীয়স্তদ্বিষয় ইত্যনবস্থানুপপত্তিঃ।

জ্ঞানস্য স্বেনৈবাবিজ্ঞেয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ, সোঽপি দোষস্তস্যৈবাস্তু, কিং তন্নিবর্হণেনাস্মাকম্? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ, অবশ্যঞ্চ বৈনাশিকানাং জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেন অনবস্থানিবার্য্যা; সমান এবাস্মৎ দোষ ইতি চেৎ, ন; জ্ঞানস্যৈকত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বদেশকালপুরুষাদ্যবস্থাস্বেকমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিভেদাৎ সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিম্ববদনেকধা অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ। তথা চেহেদমুচ্যতে।

নন্বু শ্রুতেরিহৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎ পুরুষ ইতি, ন; প্রাণাদি-কলাকারণত্বাৎ ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলানাং কারণত্বং প্রতিপত্তুং শক্নুয়াৎ। কলাকার্য্যত্বাচ্চ শরীরস্য; ন হি পুরুষকার্য্যাণাং কলানাং কার্য্যং সৎ শরীরং কারণ-কারণং স্বস্য পুরুষং কুণ্ডবদরমিব অভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ। বীজ-বৃক্ষাদিবৎ স্যাদিতি চেৎ; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৎকার্য্যঞ্চ ফলং স্বকারণ-কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাম্রাদি, তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্য্যাৎ শরীরং স্বকারণ-কারণমপীতি চেৎ, ন; অন্যত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ। দৃষ্টান্তে কারণবীজাদ্বৃক্ষফল-সংবৃতানি অন্যান্যেব বীজানি; দার্ষ্টান্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেঽভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রূয়তে। বীজ-বৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ স্যাদাধারাধেয়ত্বম্; নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বাশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ; এতেন আকাশস্যাপি শরীরাধারত্বম্ অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণস্য পুরুষস্য; তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ। কিং দৃষ্টান্তেন বচনাৎ স্যাদিতি চেৎ, ন; বচনস্যাকারকত্বাৎ। ন হি বচনং বস্তুনোঽন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিন্তর্হি যথাভূতার্থাবদ্যোতনে। তস্মাদন্তঃশরীর ইত্যেতদ্বচনম্ 'অণ্ড-স্যান্তর্ব্ব্যোম' ইতিবচ্চ দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি-লিঙ্গৈঃ অন্তঃ-শরীরে পরিচ্ছিন্ন ইব হ্যুপলভ্যতে পুরুষঃ, উপলভ্যতে চ, অত উচ্যতে 'অন্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ' ইতি। ন পুনরাকাশকারণভূতঃ সন্ কুণ্ড-বদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োঽপি; কিমুত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ॥৬।২॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি তাহাকে বলিলেন,—হে সৌম্য! কথ্যমান এই প্রাণাদি ষোড়শ-সংখ্যক কলা যাহাতে (যে পুরুষে) সংভূত বা সমুৎপন্ন হইয়া

থাকে; সেই পুরুষকে এই শরীরাভ্যন্তরেই হৃৎপদ্ম-মধ্যগত আকাশে জানিতে হইবে, অন্য দেশে নহে। স্বভাবতঃ কলাহীন—নিষ্কল পুরুষও অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপ উক্ত কলাসমূহ দ্বারা 'সকল'—কলাযুক্ত বলিয়াই যেন প্রতীত হয়। অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপনীত করিয়া সেই পুরুষকে কেবল (কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে) প্রদর্শন করা আবশ্যক; এই নিমিত্ত কলাসমূহকে তাহা হইতে উৎপন্ন বলা হইতেছে। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্বে (ব্রহ্মে) অধ্যারোপ ব্যতিরেকে কখনই প্রাণাদিকলার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণেই অবিদ্যার বিষয়ীভূত কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই কলাসমূহকে উৎপন্ন, স্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এই জন্যই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [মনে করিয়া থাকে যে,] অগ্নি-সংযোগে ঘৃত যেরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যই প্রতিক্ষণে ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১) অপরে বলে যে, [সুষুপ্তকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শূন্য (অসৎ) হইয়া পড়ে। (২) অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িতা

---

(১) তাৎপর্য্য—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত; তাঁহারা বলেন ঘৃত যেমন অগ্নি-সংযোগে কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক 'অহম্' আকার বুদ্ধি-বিজ্ঞানই ('আলয়-বিজ্ঞানই') পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার সহযোগে ঘটপটাদি বিষয়াকার ধারণ করে, বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই। ইহার অনুকূলে যুক্তি এই যে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পৃথক্ উপলব্ধিও হইত; তাহা যখন হয় না বা হইতে পারে না, তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তাও থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহ্য বিষয়, উভয়েই এক অভিন্ন পদার্থ। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীল-তদ্ধিয়োঃ।" অর্থাৎ এক-সঙ্গেই প্রতীতি হইবার নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ।

(২) তাৎপর্য্য—ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের কথা; তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের অভাবে সমস্তই শূন্যে পর্য্যবসিত হয়; শূন্যই জগতের সার তত্ত্ব; সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং সে সময় কোন বিষয়ও থাকে না; অতএব জ্ঞানই বল, আর বিষয়ই বল, সকলেরই শেষ পরিণাম শূন্য; সমস্ত বস্তুই যখন বিনাশশীল, তখন বিনাশোত্তরকালে সমস্ত বস্তুরই শূন্যে পর্য্যবসান হওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ, ঘটাদি বিষয়ে তাহার অনিত্য বিজ্ঞান সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকায়তিক বা নাস্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়া কিছু নাই (৪)।

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।' 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ।' 'বিজ্ঞানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে—' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থসমূহ স্বরূপতই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের কালে পট না থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একটা না একটা বিষয় নিশ্চয়ই থাকিবে। এই হেতু [বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে জ্ঞানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞায়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ তদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই; সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের অব্যভিচারিত্ব ও বস্তুত্ব বা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, এই কথার ন্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহা বিজ্ঞাত হয় না, ইহাও উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু, [কোন একটী] জ্ঞেয়ের অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই জ্ঞেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞেয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা

---

(৩) তাৎপর্য্য—ইহা নৈয়ায়িকগণের মত—ইহাদের কথা এই যে, নিত্য আত্মাই একমাত্র বোধশক্তি-সম্পন্ন; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে নূতন নূতন বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, আবার পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়; জ্ঞান ও বিষয় এক নহে॥

(৪) তাৎপর্য্য—ইহা দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণের মত; তাঁহারা এই স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে মদ্যশক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ ভূতের দেহাকারে পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্য এই দেহেরই ধর্ম্ম তদতিরিক্ত চৈতন্যসম্পন্ন আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করিবারও প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানের অবিষয় হইয়া থাকিতে পারে না (৫)। কেননা, জ্ঞানের অভাবে কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না; কারণ, [জ্ঞান-রহিত] সুষুপ্তি দশায় ঐরূপ দেখা যায় না। যদি বল, সুষুপ্তি সময়ে যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্ঞেয়ের ন্যায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যভিচার হইল? না,—আলোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যঞ্জক, জ্ঞেয়-প্রকাশক জ্ঞানও তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র, সুতরাং নিজের প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না; সেইরূপ সুষুপ্তিসময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব উপপাদন করা যাইতে পারে না। কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও) চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না। যদি বল, বৈনাশিক ত জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনাই করেন? ভাল, যাহার সাহায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করিয়া থাকেন সেই বিজ্ঞানেরও অভাব কাহার সাহায্যে কল্পনা করা হয়; ইহা বৈনাশিকের বলা আবশ্যক।

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও যখন জ্ঞেয়, অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন জ্ঞেয়াভাবকেও অবশ্যই জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সদ্ভাব না থাকিলে তাহা হইবে কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত

(৫) তাৎপর্য্য—জ্ঞান ও তদ্বিষয়, এতদুভয়ের সহোপলম্ভ বা অব্যভিচারে এক সময় অবস্থিতির কথা সত্য কি না; তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে—আপাত-দৃষ্টিতে যদিও জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ের অব্যভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কোনও নিয়ম নাই; উভয়ের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। বিষয় থাকিলেই তদ্বিষয়ে কাহারও না কাহার জ্ঞান অবশ্যই থাকিবে, জ্ঞান ছাড়িয়া কখনই বিষয় আসিতে পারে না, কেননা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং তাদৃশ বস্তু নাই বলিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে সেরূপ কথা বলে না; বিষয় ছাড়িয়াও জ্ঞান থাকিতে পারে ও থাকে। যে বিষয় বর্ত্তমান নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় জ্ঞান পদার্থটা ব্যভিচারী নহে; তবে জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক; সুতরাং সেই ব্যঞ্জকের অভাবে তদাত্মা জ্ঞান প্রকাশ পায় না মাত্র; কিন্তু, তা বলিয়া জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না।

নহে, তখন কাজেই জ্ঞেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে হইবে ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বৈনাশিকেরা অভাবকেও জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং [তাঁহাদের মতে] অভাবও জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়.; এখন সেই অভাবাত্মক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই অভাব যখন জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানেরই স্বরূপ, তখন 'অভাব' একটা কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি অনিত্যও নহে কিংবা অভাবস্বরূপও নহে। আর নিত্য জ্ঞানের উপর অভাব বলিয়া একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাত্মক নহে) ; না,—তাহা হইলে জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে। যদি বল, জ্ঞেয়ই জ্ঞান হইতে পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্ত নহে ; না,—ইহা কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই) ; সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একত্ব বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবল 'জ্ঞেয়' পদার্থটি জ্ঞানাতিরিক্ত, আর 'জ্ঞান পদার্থটি' জ্ঞেয়াতিরিক্ত নহে ; ইহা কেবল, 'বহ্নি অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহ্নি হইতে পৃথক্ বা অতিরিক্ত নহে' এইরূপ কথার ন্যায় শব্দের প্রভেদ মাত্র (৬) আর জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে [সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়] জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।

যদি বল জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই [সুষুপ্তি প্রভৃতি] সময়ে জ্ঞানের অভাব [কল্পনা করা হয়] ; না,

(৬) তাৎপর্য্য—জ্ঞান যদি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয়কেও অবশ্যই জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ে অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ একই স্থানে স্বভাববিরুদ্ধ ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। অতএব, হয়, জ্ঞান, জ্ঞেয়, উভয়কেই অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, উভয়ের অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই ইহাকে 'শব্দগত ভেদমাত্র' বলা হইয়াছে॥

—তাহা কল্পনা করিতে পার না ; কারণ, সুষুপ্তি-দশায়ও জ্ঞানের সদ্ভাব স্বীকার করা হয়। বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞানের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সে সময়েও জ্ঞান যে, নিজেই নিজের জ্ঞেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ [পূর্ব্বেই] সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, অভাবই যাহার বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞান যখন বিজ্ঞেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন, তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়ের অন্যত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতেছে। আর শত শত বৈনাশিকও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদকে) পুনর্ব্বার অন্যথা [অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না। [ভাল কথা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করিলে ত] তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অন্য অন্য জ্ঞানের অঙ্গীকার করায় 'অনবস্থা দোষ' উপস্থিত হইতে পারে ? না ; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়াতিরিক্ত জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপই থাকে ; সুতরাং (জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ ; সুতরাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) দুটী মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আর স্বীকার করেন না, সুতরাং তাহাদের মতে 'অনবস্থা' দোষও হইতে পারে না (৭)।

(৭) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জ্ঞান যদি 'জ্ঞেয়' হইতে অতিরিক্তই হয়, তাহা হইলে ত একটি জ্ঞান যখন জ্ঞেয় হইল, তখন তাহার প্রকাশের জন্য অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই জ্ঞানের জন্যও অপর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে ; এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়। তদুত্তরে ভেদবাদী ভাষ্যকার বলিতেছেন,—না, অনবস্থা দোষ হয় না, কারণ, আমাদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুইটিমাত্র বিভাগ।

যদি বল, জ্ঞান যদি আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে ত [জ্ঞানময় ব্রহ্মের] সর্ব্বজ্ঞতার বাধা ঘটে? না,—এই দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, (আমার পক্ষে নহে); সুতরাং তন্নিবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু, বৈনাশিক-দিগকে যখন জ্ঞানের জ্ঞেয়স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন জ্ঞানের জ্ঞেয়রূপতা স্বীকার হেতুই 'অনবস্থা' দোষটিও তাহাদের মতেই উপস্থিত হয়। যদি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় না হইলে ত 'অনবস্থা'দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে? সুতরাং এই 'অনবস্থা' দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান? না,—জ্ঞানের একত্বনিবন্ধন এ-দোষ হইতে পারে না; অর্থাৎ জ্ঞানের যদি ভেদ স্বীকার করা হইত, তাহা হইলেই 'অনবস্থা' দোষ সম্ভাবিত হইত; ভেদ না থাকায় 'অনবস্থা' দোষেরও সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যাদি বিম্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্ব-পুরুষে সর্ব্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ভেদানুসারে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। [বস্তুতঃ জ্ঞান—এক] কাজেই উক্ত 'অনবস্থা' দোষের সম্ভাবনা নাই। তদনুসারেই এই শ্রুতিতে [আত্মায়] এই কলাধ্যারোপের কথা উক্ত হইয়াছে।

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) থাকে; পুরুষও সেইরূপই শরীরাভ্যন্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করেন— না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই একমাত্র বিবক্ষিত, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব নহে। কেননা, শরীর-পরিচ্ছিন্ন পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধাদি কলাসমূহের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই শরীর উক্ত কলা হইতে সমুৎপন্ন;

যখনই একটি জ্ঞান জ্ঞেয়শ্রেণীভুক্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জ্ঞেয়শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে তখন তাহারও জ্ঞেয়ত্বই হইবে, অপর জ্ঞানে তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ বিভাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

এই শরীর পুরুষ-জন্য কলা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার নিজেরই কারণীভূত (শরীরের কারণ—কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই) পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার ন্যায় অভ্যন্তরস্থ বা কবলিত করিতে পারে না। যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক ?—বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ হইতে আবার আম্রাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেই আম্রাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বৃক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অভ্যন্তরস্থ করিয়া রাখে, তদ্রূপ পুরুষ কারণ হইলেও শরীর তাহাকে অবশ্যই আবৃত করিতে পারে ! না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অন্যত্ব (ভেদ) ও সাবয়বত্বই তাহার বাধক হেতু। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজসমূহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কিন্তু দার্ষ্টান্তিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [তৎকার্য্যের কার্য্যস্বরূপ] শরীরে অভ্যন্তরীকৃত (কবলিত) বলিয়া পরিশ্রুত হইতেছে। বিশেষতঃ বীজ ও বৃক্ষাদি পদার্থসমূহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [উভয়ই] সাবয়ব ; [সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক অনুরূপ হইতেছে] ইহা দ্বারা [প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন আকাশাধারত্বই অর্থাৎ আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীভূত পুরুষের অনাধারত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি ? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনুরূপ হয় না। যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি ? বচনেই বলে হইবে ! না,—কারণ, বচন ত আর কারক (উৎপাদক) নহে, [উহা জ্ঞাপক মাত্র] ; বচন কখনই কোন বস্তুর উৎপাদনে যত্নবান্ (সমর্থ) হয় না ; পরন্তু, যথাযথরূপে বর্তমান বস্তুর প্রকাশনে যত্নপর হয় মাত্র। অতএব "অন্তঃশরীরে" এই বাক্যের অর্থ, 'ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আকাশ' এই বাক্যের অর্থের ন্যায় বুঝিতে হইবে (৮)। উপলব্ধি হেতুও

(৮) তাৎপর্য্য 'অন্তেতি, অণ্ডকারণস্য ব্যোম্নো যথা তদন্তঃস্থত্বেন তদন্তর্গতত্বপ্রতীতিঃ।

[ঐরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান) ও বিজ্ঞানাদি চিহ্ন দ্বারা পুরুষ শরীরাভ্যন্তরে যেন পরিচ্ছিন্নের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে.; এই [ভ্রান্ত] উপলব্ধি বশতই কথিত হইতেছে যে, 'হে সৌম্য! পুরুষ এই শরীরাভ্যন্তরে [বাস করেন] ;' নচেৎ পুরুষ আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণ্ড-বদরের ন্যায় শরীর-পরিচ্ছিন্ন হন, মূঢ় ব্যক্তিও মনে মনেও এ কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথা কি? ॥ ৫১॥২ ॥

স ঈক্ষাঞ্চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৫২ । ৩ ॥

[ইদানীং কলানাং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ]—স ঈক্ষামিত্যাদি। সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) ঈক্ষাং (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)—কস্মিন্)—কর্তৃ-বিশেষে) উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [অপি] উৎক্রান্তঃ (বহির্গতঃ) ভবিষ্যামি ; কস্মিন্ (কর্তৃবিশেষে) বা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্থে সতি) প্রতিষ্ঠাস্যামি (অহম্ অপি স্থিতঃ ভবেয়ম্) ; ইতি শব্দঃ (চিন্তাপ্রকারপ্রদর্শন-সমাপ্তৌ) ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [দেহ হইতে] উৎক্রান্ত হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব ; ইতি ॥ ৫২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং, পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ, স চান্যার্থোঽপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ স্যাদিত্যত ইদমুচ্যতে—

চেতনপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিরিত্যেবমর্থং চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্টো যো ভারদ্বাজেন, স ঈক্ষাঞ্চক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, সৃষ্টিফলক্রমাদি-বিষয়ম্। কথমিতি? উচ্যতে—কস্মিন্ কর্তৃবিশেষে দেহাদুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো

ত্বমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত আকাশ কখনই অণ্ডমধ্যে থাকিতে পারে না, তথাপি আকাশ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ওত প্রোতভাবে থাকায় আকাশকে যেরূপ অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকায়, পুরুষকে শরীরাভ্যন্তরস্থ বলা হইয়াছে।

ভবিষ্যাম্যহম্, এবং কস্মিন্ বা শরীরে প্রতিষ্ঠিতে অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যামিত্যর্থঃ॥

নন্বাত্মা অকর্ত্তা, প্রধানং কর্ত্তৃ; অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং প্রবর্ত্ততে মহদাদ্যাকারেণ। তত্রেদমনুপপন্নং পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ঈক্ষাপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্ববচনং, সত্ত্বাদিগুণসাম্যে প্রধানে প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্ত্তরি সতি ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তিষু বা পরমাণুষু সৎসু আত্মনোঽপি একাত্বেন কর্ত্তৃত্বে সাধনাভাবাৎ। আত্মনি আত্মনি অনর্থকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেশ্চ; ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্ব্বকারী আত্মনোঽনর্থং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্ব্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত্তমানেঽচেতনে প্রধানে চেতনবদুপচারোঽয়ং "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইত্যাদিঃ। যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে রাজেতি, তদ্বৎ। ন, আত্মনো ভোক্তৃত্ববৎ কর্ত্তৃত্বোপপত্তেঃ। যথা সাংখ্যস্য চিন্মাত্রস্য অপরিণামিনোঽপি আত্মনো ভোক্তৃত্বং, তদ্বৎ বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপূর্ব্বকং জগৎকর্ত্তৃত্বম্ উপপন্নং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ।

তত্ত্বান্তরপরিণাম আত্মনোঽনিত্যত্বাশুদ্ধত্বানেকত্বনিমিত্তো, ন চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া, অতঃ পুরুষস্য স্বাত্মন্যেব ভোক্তৃত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায়। ভবতাং পুনর্ব্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে তত্ত্বান্তরপরিণাম এব, ইত্যাত্মনোঽনিত্যত্বাদিসর্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; একস্যাপি আত্মনোঽবিদ্যাবিষয়নাম-রূপোপাধ্যনুপাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাৎ, অবিদ্যাকৃতনাম-রূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোঽভ্যুপগম্যতে, আত্মনো বন্ধ-মোক্ষাদিশাস্ত্রকৃত-সংব্যবহারায়। পরমার্থতোঽনুপাধিকৃতঞ্চ তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়মুপাদেয়ং সর্ব্বতার্কিকবুদ্ধ্যনবগাহ্যমভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ স্যাৎ, অদ্বৈতত্বাৎ সর্ব্বভাবানাম্।

সাঙ্খ্যাস্তু অবিদ্যাধ্যারোপিতমেব পুরুষে কর্ত্তৃত্বং ক্রিয়া-কারকং ফলঞ্চেতি কল্পয়িত্বা আগমবাহ্যত্বাৎ পুনস্ততস্ত্রস্যন্তঃ পরমার্থত এব ভোক্তৃত্বং পুরুষস্যেচ্ছন্তি। তত্ত্বান্তরঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোঽন্যতার্কিক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ সন্তো বিহন্যন্তে; তথেতরে তার্কিকাঃ সাঙ্খ্যৈঃ, ইত্যেবং পরস্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোঽন্যোন্যং বিরুধ্যমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বাদ্দূরমেবাপকৃষ্যন্তে, অতস্তন্মতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ত্বমেকত্বদর্শনং প্রতি আদরবন্তো মুমুক্ষবঃ স্যুঃ, ইতি তার্কিকমত-দোষপ্রদর্শনং কিঞ্চিদুচ্যতেঽস্মাভিঃ, ন তু তার্কিকবৎ তাৎপর্য্যেণ।

তথৈতদত্রোক্তম্—"বিবদৎস্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোদ্ভবকারণম্।

তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ সুখং নির্ব্বাতি বেদবিৎ।"

কিঞ্চ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বয়োর্ব্বিক্রিয়য়োর্ব্বিশেষানুপপত্তিঃ। কা নামাসৌ কর্ত্তৃত্বাৎ জাত্যন্তরভূতা ভোক্তৃত্ববিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতো ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্প্যতে, ন কর্ত্তা। প্রধানন্তু কর্ত্ত্রেব ন ভোক্ত্রিতি। নম্বুক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব; স চ স্বাত্মস্থো বিক্রিয়তে ভুঞ্জানঃ, ন তত্ত্বান্তরপরিণামেন; প্রধানং তু তত্ত্বান্তরপরিণামেন বিক্রিয়তে, অতোঽনেকম্ অশুদ্ধম্ অচেতনঞ্চ ইত্যাদিধর্ম্মবৎ; তদ্বিপরীতঃ পুরুষঃ। নাঽসৌ বিশেষঃ, বাঙ্মাত্রত্বাৎ; প্রাগভোগোৎপত্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বং নাম বিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ অপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেৎ; মহদাদ্যাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং ততোঽপেত্য পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে ইতি, অস্যাং কল্পনায়াং ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ইতি বাঙ্মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্ব্বিশিষ্টবিক্রিয়া কল্প্যতে।

অথ ভোগকালেঽপি চিন্মাত্র এব প্রাগ্বৎ পুরুষ ইতি চেৎ, ন; তর্হি পরমার্থতো ভোগঃ পুরুষস্য। অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্য বিক্রিয়া পরমার্থৈব, তেন ভোগঃ পুরুষস্যেতি চেৎ, ন; প্রধানস্যাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবত্ত্বাদ্‌ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ। চিন্মাত্রস্যৈব বিক্রিয়া ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ; ঔষ্ণ্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবতাম্ অগ্ন্যাদীনাম্ অভোক্তৃত্বে হেত্বনুপপত্তিঃ। প্রধান-পুরুষয়োর্দ্বয়োর্যুগপদ্ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; প্রধানস্য পারার্থ্যানুপপত্তেঃ। ন হি ভোক্ত্রোর্দ্বয়োরিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপপদ্যতে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে। ভোগধর্ম্মবতি সত্ত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষস্য চৈতন্যপ্রতিবিম্বোদয়াদবিক্রিয়স্য পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমিতি চেৎ, ন; পুরুষস্য বিশেষাভাবে ভোক্তৃত্বকল্পনানর্থক্যাৎ। ভোগরূপশ্চেদনর্থঃ পুরুষস্য নাস্তি, সদা নির্ব্বিশেষত্বাৎ পুরুষস্য, কস্যাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তে? অবিদ্যাধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ? পরমার্থতঃ পুরুষো ভোক্তৈব, ন কর্ত্তা; প্রধানং কর্ত্ত্রেব, ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বস্ত্বন্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কল্পনা আগমবাহ্যা ব্যর্থা নির্হেতুকা চ, ইতি নাদর্ত্তব্যা মুমুক্ষুভিঃ।

একত্বেঽপি শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ, ন; অভাবাৎ—সৎসু হি শাস্ত্রপ্রণেত্রাদিষু তৎফলার্থিষু চ শাস্ত্রস্য প্রণয়নমনর্থকং সার্থকং বা ইতি বিকল্পনা স্যাৎ। ন হ্যাত্মৈকত্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়স্ততো ভিন্নাঃ সন্তি, তদভাবে এবং বিকল্প-

নৈব অনুপপন্না। অভ্যুপগতে আত্মৈকত্বে প্রমাণার্থশ্চ অভ্যুপগতো ভবতা যদা আত্মৈকত্বমভ্যুপগচ্ছতা। তদভ্যুপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যুপপত্তিঞ্চাহ অন্যত্র পরমার্থবস্তুস্বরূপাৎ অবিদ্যাবিষয়ে—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যাদি—বিস্তরতো বাজসনেয়কে।

অত্রচ বিভক্তে বিদ্যাহবিদ্যে পরাপরে ইত্যাদাবেব শাস্ত্রস্য; অতো ন তার্কিক-বাদ-ভটপ্রবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুপ্তে ইহাত্মৈকত্ববিষয়ে ইতি। এতেন অবিদ্যাকৃতনাম-রূপাদ্যুপাধিকৃতানেকশক্তিসাধনকৃতভেদবত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্বে সাধনাদ্যভাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈরুক্ত আত্মানর্থকর্ত্তৃত্বাদি-দোষশ্চ। যস্তু দৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি কর্ত্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্ত্তেতি, সোহত্রানুপপন্নঃ; "স ঈক্ষাঞ্চক্রে" ইতি শ্রুতের্মুখ্যার্থবাধনাৎ প্রমাণভূতায়াঃ। তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্য, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি। ইহ ত্বচেতনস্য মুক্ত-বদ্ধ-পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-দেশ-কালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বন্ধ-মোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষং প্রতি প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে; যথোক্তসর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্ত্তৃত্বপক্ষে তু উপপন্না ॥৬॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাদুর্ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশেই কলার প্রাদুর্ভাব [বর্ণিত হইয়াছে]। যদিও উহা পুরুষের বিশেষণার্থই পরি-শ্রুত হউক, তথাপি তাহার (প্রাদুর্ভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে; তন্নিরূপণার্থ ইহা কথিত হইতেছে—

সৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্ব্বক, অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে যে, কখনই সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্তৃক ষোড়শ কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; সেই পুরুষ ঈক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার? বলা যাইতেছে—কোন্ বিশিষ্ট কর্ত্তাটি দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে, আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব,

এবং শরীরে কে বা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ কাহার স্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ?

ভাল, আত্মায় ত কর্ত্তৃত্ব নাই ; প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব ; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া, মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে, সত্ত্বাদি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই (প্রকৃতিই) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একত্ব-নিবন্ধন আত্মার কর্ত্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। (৯) বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্ত্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন হয় না। কারণ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই আপনার অনর্থকর বা দুঃখজনক কার্য্য করে না। অতএব, চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্ব্বক প্রবৃত্তিরই অনুরূপ ; এই কারণেই অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ, তাহা যেমন রাজার সর্ব্বার্থসাধক ভৃত্যে (মন্ত্রিপ্রভৃতিতে) 'রাজ' শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অনুরূপ। না ; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপ উপপন্ন হয় কর্ত্তৃত্বও সেইরূপই উপপন্ন হইতে পারে।

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত

---

(৯) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যবাদীরা বলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি ; আর নিত্য প্রকাশস্বরূপ পুরুষই আত্মা। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে প্রকৃতিই মহত্তত্ত্ব-অহঙ্কার-তত্ত্বাদি-ক্রমে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদাসীন, ক্রিয়াশক্তি-বিহীন, পঙ্গু ; প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্পাদনে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেষিকগণ বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতুর্ব্বিধ পরমাণু, সে গুলি জড় পদার্থ হইলেও ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুঞ্জ জগদাকারে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই দুই মতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও [ব্রহ্মের] ঈক্ষাপূর্ব্বক জগৎকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। (১০)

যদি বল, আত্মার যে, অপর কোনও তত্ত্বরূপে (মহৎ অহঙ্কারাদি রূপে) পরিণতি, তাহাই তাঁহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক হইয়া থাকে; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, পুরুষের কেবলই স্বগত ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলেও চিন্মাত্রস্বরূপের বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেদবাদী স্বমতে [আত্মার] সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে? কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বাদি দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে! না; তাহা হইতে পারে না; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিদ্যাসহ-যোগে বিষয় (শব্দাদি)ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব-নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, (স্বরূপতঃ নহে)। বস্তুতঃ [আত্মাতে যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, তাহা নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমুৎপাদিত বলিয়াই স্বীকার করা হয়। আর আত্মার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধি-কৃত (যাহা উপাধি দ্বারা উৎপাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, অদ্বিতীয়, সমস্ত তার্কিক-বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় (অবশ্যগ্রাহ্য), অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিত্ব ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ ঐ প্রকার এক অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। তৎকালে সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততত্ত্বে পর্য্য-

---

(১০) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হয় না, কিন্তু তথাপি তাহার ভোগ স্বীকার করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুদ্ধি যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব-পাতকেই সাংখ্যকারগণ পুরুষের ভোগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ভোগসত্ত্বেও তাঁহাদের মতে পুরুষের কিছুমাত্র বিকার—স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সাংখ্যমতে আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও যদি ভোক্তা হইতে পারেন, এবং ভোক্তা হইয়াও যদি নির্ব্বিকারই থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বেদান্তের দোষ কি?

বসিত হইয়া যায়; সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও ফলগত ভেদ থাকে না; (নিবৃত্ত হইয়া যায়)।

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও তৎফলকে অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনন্তর এই কল্পনা বেদবিহিত নহে, এই জন্য তাহা হইতে ভীত হইয়া, পুরুষের যথার্থ ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন (স্বীকার করেন); এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তার্কিকগণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘর্ষ লাভ করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন; সেইরূপ অপর তার্কিকগণও আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন] এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসার্থী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরুদ্ধার্থ দর্শন করে [বিরোধ করে]। তাহার ফলে নিশ্চয়ই [তাহারা] পরমার্থ-তত্ত্ব বা সত্যবস্তু হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু-গণ সে সকল মতে অনাদরপূর্বক যাহাতে বেদান্তবেদ্য যথার্থ বস্তু একত্ব দর্শনে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, সেই উদ্দেশেই আমরা তার্কিক-মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ বলিতেছি; কিন্তু তার্কিকগণের ন্যায় কেবল দোষ-প্রদর্শনোদ্দেশেই নহে। সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত আছে, [অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে] বেদবিৎ ব্যক্তি [ভেদদর্শনরূপ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি পরস্পর বিবদমান পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন; এবং তাহাদের নিকট হইতে সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সুখে শান্তি লাভ করেন। (১১)

---

(১১) তাৎপর্য্য—বিরোধোদ্ভবকারণমিতি, পারমার্থিকতা-ভেদদর্শনমিত্যর্থঃ। সংরক্ষিতেতি, ভেদদর্শনন্তু পরস্পরোক্তদোষগ্রস্তত্বাদদ্বৈতমেব নির্দুষ্টমিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্ব্বাতি—সর্ব্ব-বিকল্পেভ্য উপশান্তো ভবতীত্যর্থঃ। [আনন্দগিরিঃ]।

অর্থাৎ ভেদদর্শনকে পারমার্থিক মনে করাই বিরোধোৎপত্তির কারণ। ভেদদর্শন সম্বন্ধে যখন সমস্ত দ্বৈতবাদীরা একমত নহেন, পরন্তু পরস্পরের মধ্যে অনেকপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত হয়, তখন অদ্বৈততত্ত্বই নির্দ্দোষ; এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ক হইতে বিরত হন—শান্তি লাভ করেন॥

আরও এক কথা,—ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। [প্রথমতঃ] কর্তৃত্ব হইতে ভিন্ন-জাতীয় ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট এই 'বিক্রিয়া' বা বিকার পদার্থটা কি? যাহার বলে তুমি কল্পনা করিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা—কর্তা নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্তা, ভোক্তা নহে। ভাল, পূর্ব্বেইত উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম বশতঃ যে, বিকারযুক্ত হন, তাহা নহে। 'প্রধান' কিন্তু অন্য পদার্থাকারেই পরিণত হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রধান—অনেকত্ব, অশুদ্ধি ও অচেতনত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক তাহার বিপরীত! [না] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র; সুতরাং ইহা বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য] হইতে পারে না। কারণ, ভোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পুরুষ কেবলই চিন্মাত্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোৎ-পত্তির সময়ে যদি সেই পুরুষেরই আবার ভোক্তৃত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, আবার ভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে, প্রধানও ত মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [প্রলয়কালে] স্বরূপে অবস্থান করে; সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় [প্রধান ও পুরুষের মধ্যে] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না; কাজেই প্রধান ও পুরুষের বিকার ধর্ম্মটি বিশিষ্ট বা বিভিন্নপ্রকার [একরূপ নহে], এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই)।

যদি বল,—ভোগকালেও পুরুষ পূর্ব্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, [প্রধান সেরূপ থাকে না], তাহা হইলে পুরুষের ভোগ আর পারমার্থিক [সত্য] হইল না। আর যদি বল, ভোগকালে চিন্মাত্র পুরুষের সত্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং তাহা দ্বারাই পুরুষের ভোগ

[সম্পন্ন হয়] ; না ;—তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার থাকায়, তাহারও ভোক্তৃত্ব হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের বিকারই ভোক্তৃত্ব বা ভোগ পদবাচ্য (অচেতনের বিকার নহে) ; [তাহা হইলেও] উষ্ণতা প্রভৃতি অসাধারণ (যাহা অন্যত্র থাকে না, এতাদৃশ) ধর্ম্মশালী অগ্নি প্রভৃতির ভোক্তৃত্ব না থাকিবার কোন কারণই দৃষ্ট হয় না ; অর্থাৎ তাহা হইলে, অগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই ভোক্তৃত্ব ঘটিতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উভয়েরই যে এক সঙ্গে ভোক্তৃত্ব, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, একথা বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতির পরার্থত্ব-সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না। (১২)। কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্য্যে গুণ-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রূপ দুইটি ভোক্তারও পরস্পরের মধ্যে গুণ-প্রধানভাব (একটি প্রধান, অপরটি তাহার অধীন, এরূপ) হইতে পারে না। আর যদি বল, ভোগ-ধর্ম্মযুক্ত (ভোগসমর্থ) সত্ত্বপ্রধান চিত্তে যে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তৃত্ব,—প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই থাকে। না ; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুৎপন্ন না হইলে, তাহাতে ভোক্তৃত্ব কল্পনা নিরর্থক। কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই (পরিত্যাগার্হ বিষয়ই) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্ব্বদাই নির্বিশেষ, তখন কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শাস্ত্র প্রণীত হইয়া থাকে ? যদি বল, [বাস্তবিক অনর্থ না থাকিলেও] অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মোক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া থাকে,

---

(১২) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে বলা হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুক্ত, তৎসমস্তই পরার্থ। শয্যা, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত সংহত পদার্থই অপর একজন ভোক্তার উদ্দেশে নির্ম্মিত ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাতময় প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের কোনও ভোগ নাই ; কেবল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাহার একমাত্র কার্য্য, সুতরাং প্রকৃতিকে 'পরার্থ' বলা হইয়া থাকে।

তাহা হইলেও পুরুষ পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্ত্তা নহে; আর প্রধানও পরমার্থতঃ কর্ত্তাই বটে, ভোক্তা নহে,—এবং পুরুষ হইতে পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অযৌক্তিকই হইল; সুতরাং মুমুক্ষুগণের ইহা আদরণীয় নহে।

ভাল, একত্বপক্ষেও [অদ্বৈতবাদেও]'ত শাস্ত্র প্রণয়ন নিরর্থক হয়? না;—এ পক্ষে শাস্ত্রাদির অভাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। কেন না, শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্ত্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থী বর্ত্তমান থাকিলেই 'অনর্থক' বা 'সার্থক' কল্পনা হইতে পারে; কারণ, আত্মৈকত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্ত্তা হইতে পৃথগ্‌ভূত কোনও শাস্ত্র-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; সুতরাং প্রণেতৃপ্রভৃতির অভাবে উক্তপ্রকারে বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি যখন আত্মৈকত্ব অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তোমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রেরও সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্ব্বোক্ত সার্থকত্ব-নিরর্থকত্ব বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইহা—'যে অবস্থায় ইহার (মুমুক্ষুর) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও [আছে] 'যে অবস্থায় দ্বৈতের মতই হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে' ইত্যাদি শাস্ত্র আবার পরমার্থ বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—অবিদ্যাবস্থায় শাস্ত্রপ্রণয়নাদির উপপত্তিও সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।

আর এখানেও পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয় দুইটি পৃথক্‌-ভাবেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু-সংরক্ষিত এই আত্মৈকত্ব-বিষয়ে তার্কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার নাই। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপাদি উপাধি-জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত

হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায় নাই বলিয়া, পর পক্ষকর্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থ-কর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। আর, যে, রাজার সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধক ভৃত্যে 'রাজা' ও 'কর্ত্তা' ইত্যাদি ব্যবহারের আরোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে, 'তিনি' ঈক্ষণ [চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির মুখ্যার্থটি বাধিত হইয়া পড়ে। আর যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্য অচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুসারে বন্ধন ও মোক্ষরূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা উপপন্ন হয় না; কিন্তু যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পক্ষে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়; [সুতরাং সৃষ্টি-প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধন অচেতন প্রধানের গৌণার্থক "ঈক্ষণ" কল্পনা করা যাইতে পারে না] (১৩) ॥৫২॥৩॥

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

সঃ (ষোড়শকলঃ পুরুষঃ) প্রাণম্ (সূত্রাত্মানং হিরণ্যগর্ভম্) অসৃজত (সৃষ্টবান্); প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [সৃষ্টবান্]; [ততশ্চ] খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ং (শ্রোত্রাদি) মনঃ (অন্তঃকরণং) অন্নং (ব্রীহ্যাদি), অন্নাৎ বীর্য্যং (শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্রিয়-শোষকং)

---

(১৩) তাৎপর্য্য—"তদৈক্ষত" শ্রুতিতে অভিহিত 'ঈক্ষণ' পদের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াও যে সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপাদন করা যাইতে পারে না, তাহা ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ১ম পাদে পঞ্চম সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত অধিকরণে বিশেষরূপে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে।

মন্ত্রাঃ (ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বরূপাঃ) কর্ম্ম (যজ্ঞাদিরূপং), লোকাঃ (কর্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাদ্যাঃ), লোকেষু চ (অপি) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিরূপং) চ (অপি) [এতাঃ কলাঃ তেন সৃষ্টা ইতি শেষঃ] ॥

সেই ষোড়শকল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার [সৃষ্টি করিলেন] ; [তাহার পর] আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ধান্যাদি), অন্ন হইতে বীর্য্য (বল), তপস্যা, মন্ত্র, (ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ,) কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), স্বর্গাদি লোকসমূহ, এবং লোকসমূহের মধ্যে নাম (সংজ্ঞা) [এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন] ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ঈশ্বরেণেব সর্ব্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে। কথং ? সঃ পুরুষ উক্ত-প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণং হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্বপ্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাত্মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। ততঃ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ ; ততঃ কর্ম্মফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অসৃজত। খং শব্দ-গুণকং, বায়ুং স্বেন স্পর্শগুণেন শব্দগুণেন চ বিশিষ্টং দ্বিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন রূপেণ পূর্ব্বগুণাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপো রসেন গুণেন অসাধারণেন পূর্ব্বগুণানুপ্রবেশেন চ চতুর্গুণাঃ। তথা গন্ধগুণেন পূর্ব্ব-গুণানুপ্রবেশেন চ পঞ্চগুণা পৃথিবী। তথা তৈরেব ভূতৈরারব্ধম্ ইন্দ্রিয়ং দ্বিপ্রকারং বুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মার্থঞ্চ দশসঙ্খ্যাকম্। তস্য চেশ্বরমন্তস্থং সংশয়-সঙ্কল্প-লক্ষণং মনঃ। এবং প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্ট্বা তৎস্থিত্যর্থং ব্রীহিযবাদি-লক্ষণমন্নম্ ; ততশ্চ অন্নাৎ অদ্যমানাদ্ বীর্য্যং সামর্থ্যং বলং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনম্। তদ্বীর্য্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনং সঙ্কীর্য্যমাণানাম্ ; মন্ত্রাঃ তপো-বিশুদ্ধান্তর্ব্বহিঃকরণেভ্যঃ কর্ম্মসাধনভূতা ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ততঃ কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। ততো লোকাঃ কর্ম্মণাং ফলম্। তেষু চ লোকেষু সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদি। এবমেতাঃ কলাঃ প্রাণিনাম্ অবিদ্যাদিদোষ-বীজাপেক্ষয়া সৃষ্টাঃ, তৈমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টা ইব দ্বিচন্দ্র-মশক-মক্ষিকাদ্যাঃ, স্বপ্নদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্ব্বপদার্থাঃ ; পুনস্তস্মিন্নেব পুরুষে প্রলীয়ন্তে হিত্বা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে?—সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন; সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্মফলোপভোগের সাধনাশ্রয় [জগতের] কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন। শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ শব্দ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্ব্বোক্ত [কারণগত] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুণত্রয়বিশিষ্ট জ্যোতিঃ (তেজঃ), সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রস এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গুণত্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, (স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণবিশিষ্ট পৃথিবী (১); সেইরূপ সেই ভূতসমূহের দ্বারাই সমুৎপাদিত, জ্ঞান-সম্পাদক, ও কার্য্যসম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভু বা পরিচালক, সংশয় ও সংকল্প-লক্ষণান্বিত দেহমধ্যস্থ মনঃ; এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্রক্ষার্থ ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্তি-সাধন বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীর্য্য-

---

(১) সৃষ্টিক্রমের সাধারণ নিয়ম এই যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নিজস্ব এক একটি বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়; তাহা ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হয়। তদনুসারে প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ—শব্দ। আকাশোৎপন্ন বায়ুর দুইটি গুণ, স্বীয়গুণ—স্পর্শ, আর কারণ-গুণ—শব্দ। বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, স্বীয়-গুণ—রূপ, আর কারণ-গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুণ—রস, ও কারণ গুণ—শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ। জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, স্বীয় গুণ—গন্ধ এবং কারণগুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ইহা দ্বারাই সাধারণভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইল।

সম্পন্ন ও পাপসমন্বিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্যা এবং উক্ত-তপস্যা দ্বারা যাহাদের বাহ্য ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য কর্ম্মসাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদরূপী মন্ত্রসমূহ, অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম; তাহার পর কর্ম্মফলস্বরূপ লোকসমূহ; সেই লোকমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম, তৈমিরিক-রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দ্বিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি সৃষ্ট হয়, স্বপ্ন-দর্শনে যেরূপ বহু পদার্থ সৃষ্ট হয়, (২) সেইরূপ প্রাণীর সৃষ্টি বীজভূত অবিদ্যা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মাদি) কারণানুসারে উক্ত কলাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং নামরূপাদি বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়া থাকে ॥৫৩॥৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫॥৫॥

[ইদানীং কলানাং স্বোপাদানভূতে পুরুষে বিলয়নমাহ]—যথেতি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা—সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রঃ অয়নং আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তাঃ) স্যন্দমানাঃ (চলন্ত্যঃ) ইমাঃ (প্রত্যক্ষগম্যাঃ) নদ্যঃ সমুদ্রং (স্বকারণং সাগরং) প্রাপ্য অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তদ্ভাবং প্রতিপদ্যন্তে); [তথা] তাসাং (নদীনাং) নাম-রূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ—আশ্রয়ানুরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে (নশ্যতঃ), 'সমুদ্রঃ' ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [জনৈরিতি

(২) 'তৈমিরিক' চক্ষুরোগ-বিশেষ; ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরা প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে। তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির স্থানে দুইটি দেখে; চক্ষু টিপিয়া ধরিলে মশকটাকেও সময়ে সময়ে মক্ষিকার ন্যায় বৃহৎ দেখা যায়। স্বপ্নের অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত।

শেষঃ]। এবং (দৃষ্টান্তানুরূপং) এব (নিশ্চয়ে) অস্য (প্রকৃতস্য) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্ব্বতঃ দর্শনকর্ত্তুঃ) পুরুষস্য (আত্মনঃ) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষাশ্রিতাঃ) ষোড়শ কলাঃ পুরুষং (স্বোৎপত্তিস্থানং) প্রাপ্য (পুরুষাত্মভাবম্ উপগম্য) অস্তং গচ্ছন্তি। [তদা] আসাং (কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাদ্যা সংজ্ঞা, স্বরূপঞ্চ) ভিদ্যেতে (বিলুপ্যেতে) ; 'পুরুষঃ' ইত্যেবং প্রোচ্যতে (কথ্যতে) [তত্ত্ববিদ্ভিঃ]। [তদানীং] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) এষঃ (কলাবিৎ) অকলঃ (ত্যক্তকলাভিমানঃ) অমৃতঃ (মৃত্যুরহিতঃ) [চ] ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তীত্যর্থঃ)॥

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ—চলস্বভাব ও সমুদ্রাত্মক নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, [তখন] 'সমুদ্র' বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ; ঠিক সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টৃস্বরূপ এই আত্মার পুরুষায়ত্ত এই ষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, সে সকলের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায় ; [তখন] কেবল 'পুরুষ' এইমাত্রই বলা হইয়া থাকে। সেই এই কলাবিৎ ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক বা মন্ত্র আছে ॥ ৫৪ ॥৫॥]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং স দৃষ্টান্তঃ ? যথা লোকে ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ স্রবন্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাত্মভাবো যাসাং তাঃ, সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য উপগম্য অস্তং নামরূপ-তিরস্কারং গচ্ছন্তি। তাসাঞ্চ অস্তং গতানাং ভিদ্যেতে বিনশ্যেতে নাম-রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদিলক্ষণে ; তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তদ্বস্তু উদক-লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। উক্তলক্ষণস্য প্রকৃতস্য অস্য পুরুষস্য পরিদ্রষ্টুঃ পরি—সমন্তাদ্ দ্রষ্টুর্দর্শনস্য কর্ত্তুঃ স্বরূপভূতস্য, যথা অর্কঃ স্বাত্মপ্রকাশস্য কর্ত্তা সর্ব্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনামিব সমুদ্রঃ পুরুষোঽয়নম্ আত্মভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ, পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য পুরুষাত্মভাবমুপগম্য তথৈবাস্তং গচ্ছন্তি। ভিদ্যেতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং প্রাণাদ্যাখ্যা রূপঞ্চ যথাস্বম্। ভেদে চ নাম-রূপয়োর্যদনষ্টং তত্ত্বং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। য এবং বিদ্বান্ গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ

বিদ্যয়া প্রবিলাপিতাসু অবিদ্যাকাম-কর্ম্মজনিতাসু প্রাণাদিকলাসু অকলঃ, অবিদ্যা-কৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুঃ, তদপগমেঽকলত্বাদেব অমৃতো ভবতি তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার? জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহাদের অয়ন—গতি অর্থাৎ আত্মস্বভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্যন্দমান—প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া—উপগত হইয়া নাম ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমূহের 'গঙ্গা যমুনা' ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; [তখন] তদুভয়ের অভেদকালে 'সমুদ্র' অর্থাৎ 'উহা জলময় পদার্থ' এইরূপই বলা হইয়া থাকে। এইপ্রকার, অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, [তদ্রূপ] সূর্য্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তেমনি সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টা এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও—স্বস্বরূপ আত্মারও—নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, তদ্রূপ পুরুষই যে সমস্ত কলার 'অয়ন' আত্মভাব (অভেদ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ করিয়া, অস্ত গমন করে। এই কলাসমূহের প্রাণাদি নাম ও যথা-যোগ্য রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর, যাহা অবিনষ্ট তত্ত্ব (বস্তু) থাকে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে 'পুরুষ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিদ্বান্ অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক যাহার নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্ বিদ্যা দ্বারা (জ্ঞানবলে) অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মজনিত প্রাণাদি কলানিচয় প্রকৃষ্টরূপে বিলাপিত হইলে পর, 'অকল' (কলাতে অভিমানশূন্য) হন; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিদ্যা; অতএব অবিদ্যার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন 'অমৃত' (মৃত্যুরহিত চিরজীবী) হন। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—॥৫৪॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ
পরিব্যথা ইতি।৫৫॥৬।

[শ্লোকমাহ]—'অরা'ইত্যাদিনা। রথনাভৌ (রথচক্রস্য নাভিরন্ধ্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব কলাঃ (উক্তাঃ প্রাণাদ্যাঃ) যস্মিন্ (পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (প্রকর্ষেণ জন্মস্থিতিলয়েম্বপি স্থিতাঃ)। বেদ্যং (অবশ্যজ্ঞেয়ং) তং পুরুষং বেদ (বিজানীয়াৎ) [জিজ্ঞাসুরিতি শেষঃ]। ভো শিষ্যাঃ! যথা (যেন বেদনেন) মৃত্যুঃ বঃ (যুষ্মান্) মা পরিব্যথাঃ (ন পীড়য়েৎ) ইতি শব্দঃ শ্লোকসমাপ্তৌ ॥

রথের নাভিরন্ধ্রে [সংস্থিত] অর (শলাকা)-সমূহের ন্যায় উক্ত কলাসমূহ যে পুরুষে আশ্রিত রহিয়াছে, বেদনীয় সেই পুরুষকে অবশ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃত্যু তোমাদিগকে [অপর প্রাণীর ন্যায়] ব্যথিত না করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্য নাভৌ যথা প্রবেশিতাঃ তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা, তথেত্যর্থঃ। কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু, তং পুরুষং কলানামাত্মভূতং বেদ্যং বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুরিশয়নাদ্বা বেদ জানীয়াৎ। যথা হে শিষ্যা বো যুষ্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু। ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুষঃ, মৃত্যুনিমিত্তাং ব্যথামাপন্না দুঃখিন এব যূয়ং স্থ। অতস্তন্মাভূদ্ যুষ্মাকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৫॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

রথচক্রেরই অঙ্গীয় 'অর' (শলাকা)-সমূহ যেরূপ রথনাভিতে রথ-চক্রের নাভিতে (চক্রমধ্যস্থ রন্ধ্রে) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ প্রাণাদি কলাসমূহও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়-সময়ে যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসমূহের আশ্রয়ীভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে—পূর্ণত্ব হেতু কিংবা হৃৎপদ্ম-পুরে অবস্থান হেতু 'পুরুষ' পদবাচ্য জানিবে। হে শিষ্যগণ! যাহাতে মৃত্যু তোমা-

দিগকে ব্যথিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না করে। আর যদি পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫ ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭

[প্রক্রান্তাং বিদ্যামুপসংহরন্ আহ]—তানিত্যাদি। [সঃ পিপ্পলাদঃ] তান্ (শিষ্যান্) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—অহং এতাবৎ (এতৎপর্য্যন্তং) এব (নিশ্চিতং) এতৎ (পৃষ্টং) পরং ব্রহ্ম বেদ (বেদ্মি), অতঃ (অস্মাৎ) পরং (অধিকং—অবশিষ্টং) ন অস্তি (নৈবাস্তীতি ভাবঃ) ইতি ॥

এখন প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহার করিতেছেন—[পিপ্পলাদ ঋষি] তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমি এই পর ব্রহ্ম এই পর্য্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত আর [ব্রহ্মতত্ত্ব] নাই ॥৫৬॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তান্ এবমনুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিপ্পলাদঃ কিল, এতাবদেব বেদ্যং পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ। নাতঃ অস্মাৎ পরম্ অস্তি প্রকৃষ্টতরং বেদিতব্যম্ ইত্যেবমুক্তবান্—শিষ্যাণাম্ অবিদিতশেষাস্তিত্বাশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থঞ্চ ॥৫৬॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

পিপ্পলাদ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি; ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞাতব্য নাই; শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও আছে, এই শঙ্কানিবৃত্তির জন্য এবং তাহাদের কৃতার্থতা-বুদ্ধি সমুৎপাদনের জন্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭॥

তে তমর্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥৫৭॥৮

ইত্যথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

[তে (শিষ্যা ভারদ্বাজাদয়ঃ) তং (পিপ্পলাদং), অর্চ্চয়ন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) [উবাচ] ত্বং হি (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মাকং) পিতা (ব্রহ্মশরীরস্য জনকঃ); যঃ [ত্বং] অস্মাকং (অস্মান্) অবিদ্যায়াঃ (বিপরীতবুদ্ধিরূপাৎ অজ্ঞানাৎ) পরং (অতীতং) পারং (মোক্ষরূপং) তারয়সি (প্রাপয়সি) ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ)। পরম ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকেভ্যঃ) নমঃ। [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং, আদরাতিশয়ার্থং বা]

সেয়মল্পমদোপেতা শ্রীশঙ্করমতানুগা।
প্রশ্নোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

সেই শিষ্যগণ তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—তুমিই আমাদের পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান) প্রাপ্ত করাইতেছ। ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পরমর্ষিগণের উদ্দেশে নমস্কার। গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭॥৮।]

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ততস্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো বিদ্যানিষ্ক্রয়ম-পশ্যন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ? ইত্যুচ্যতে—অর্চ্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পা-ঞ্জলিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা। কিমূচুরিত্যাহ—ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্য বিদ্যয়া জনয়িতৃত্বাৎ নিত্যস্য অজরামরস্য অভয়স্য যস্ত্বমেব অস্মাকম্-অবিদ্যায়া বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিদ্যামহোদধে-বিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়সি অস্মান্ ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাস্মান্ প্রত্যুপপন্নমিতরস্মাৎ। ইতরোঽপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি, তথাপি স প্রপূজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্?—আত্যন্তিকাভয়দাতু-রিত্যভিপ্রায়ঃ। নমঃ পরমঋষিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যঃ। নমঃ পরমঋষিভ্য ইতি দ্বির্ব্বচনমাদরার্থম্ ॥৫৭॥৮॥

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষ্যম্।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণপ্রশ্নোপনিষ-
দ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ত সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়া লব্ধ বিদ্যার নিষ্ক্রয়—প্রতিদান বা মূল্য কিছু না দেখিয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা

বলা হইতেছে—সেই গুরুকে অর্চ্চনা করতঃ অর্থাৎ পাদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পূজা করতঃ কি করিয়াছিলেন? তাহা বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা; কারণ, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর ব্রহ্মশরীরের উৎপাদক। যে তুমি আমাদিগকে বিপরীত জ্ঞানাত্মক অবিদ্যা হইতে—জন্ম, জরা, মরণ, রোগ ও দুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্যা-সাগর হইতে বিদ্যারূপ ভেলা দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের ন্যায়—যাহা হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ-নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছে। অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর অপেক্ষা তোমারই পিতৃত্ব সম্যক্ উপপন্ন বা সুসঙ্গত। অভিপ্রায় এই যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সমুৎপাদন করেন তথাপি তিনি জগতে পূজ্যতম, কিন্তু যিনি অত্যন্তিক অভয়প্রদাতা, তাঁহার পূজ্যতমত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরম ঋষিগণ (পরমর্ষিগণ) উদ্দেশে নমস্কার। আদরার্থ নমস্কারের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ※ ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ ※ ॥

শান্তি-পাঠঃ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥※

ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

শান্তি পাঠ।

হে দেবগণ! আমরা কর্ণে যেন শুভ (সংবাদ) শ্রবণ করি, চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞশীল ও স্তুতিপরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থশরীরে দেবহিতকর যে আয়ুঃ, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ ০ ॥

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ।

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎ-
কৃতপদভাষ্য সমেতা।

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক ও অনুবাদক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

সত্বাধিকারী ও প্রকাশক—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার।
২।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৩১ সাল।

আভাস।

পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল; অথর্ব্বশাখায় যে অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ আছে, উক্ত মুণ্ডকোপনিষৎখানি তাহাদের অন্যতম। অথর্ব্বপরিশিষ্টে অথর্ব্বশাখীয় উপনিষদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ—(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) ক্ষুরিকা, (৫) চূলিকা, (৬) অথর্ব্বশিরা, (৭) অথর্ব্বশিখা, (৮) গর্ভোপনিষৎ, (৯) মহোপনিষৎ, (১০) ব্রহ্মোপনিষৎ, (১১) প্রাণাগ্নিহোত্র, (১২) নাদবিন্দু, (১৩) ব্রহ্মবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতত্ত্ব, (১৯) নীলরুদ্র, (২০) কালাগ্নিরুদ্র, (২১) তাপিনী, (২২) একদণ্ডী, (২৩) সন্ন্যাসবিধি, (২৪) আরুণি, (২৫) হংস, (২৬) পরমহংস, (২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদে এতগুলি উপনিষৎসত্ত্বে আচার্য্য শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই দুই খানি মাত্র আথর্ব্বণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর হৃদয়গত অভিলাষ; ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই; কারণ উপনিষৎ-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উপজীব্য—উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুসুমরাশি একত্র সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে গ্রন্থন করাই ব্রহ্মসূত্রের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য যদি সেই উপনিষৎ-শাস্ত্রগুলি উপেক্ষা করিয়া, কেবল ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতেন—শুধু যুক্তিযোগে আপনার অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হয়ত অনেকেই তাঁহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত অবৈদিক সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তিসহ হইলেও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব-শঙ্কায় সজ্জনের সমাদরণীয় হয় না।

পক্ষান্তরে—স্বমত সমর্থনের জন্য উপনিষদ-বাক্যরাশি উদ্ধৃত করিলেও

সেই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ কিনা, তদ্বিষয়েও কেহ নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এই কারণেই উপনিষদের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বা ঐকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্ব্বাদৌ উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক্ পৃথক্ এক একটি উপনিষদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় পর্য্যায়ক্রমে সেই সকলের সার-সংকলনপূর্ব্বক সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তবে এরূপও দুই একটি উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়, আচার্য্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথর্ব্বশাখায় অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও একমাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্মসূত্রে পরিগৃহীত হয় নাই; পরন্তু মুণ্ডকোপনিষদেরই "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।" (১।২।২১) সূত্রটি বিরচিত হইয়াছে; কাজেই মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যা করা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। মুণ্ডকের সহিত প্রশ্নোপনিষদের যে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই সাক্ষাৎপরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের সহিত যে, প্রশ্নোপনিষদের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাও ব্রহ্মসূত্রের অনুপযোগী হয় নাই।

প্রশ্নের ন্যায় মুণ্ডকেও প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে পরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষ এই যে, প্রশ্নে ছয় জনে ক্রমে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, মুণ্ডকে একমাত্র শৌনক ঋষি প্রশ্নকর্ত্তা, অঙ্গিরা ঋষি তাহার উত্তরদাতা। প্রষ্টব্য বিষয়— এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোনও পদার্থ আছে কি, যাহা একটি-মাত্র জানিলেই অপরাপর সমস্ত পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়?

তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন,—জগতে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় দুইটি—'পরা বিদ্যা' ও 'অপরা বিদ্যা।'

অপরা বিদ্যার স্বরূপ, বিষয় ও ফল যথাযথভাবে জানিতে না পারিলে, তদ্বিষয়ে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলেও পরা বিদ্যা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে।

সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে সন্নিহিত রহিয়াছেন; তাঁহার সেই সর্ব্বাত্মভাব গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করা, তাহাই অপরা বিদ্যার বিষয়। পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তি এবং পরিমিত সুখ-সম্ভোগ তাহার ফল। ঋক্, যজুঃ, সামাদি কর্ম্মপর বেদভাগ উক্তবিধ উপদেশে পরিপূর্ণ; এই জন্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রগুলিকেও 'অপরা বিদ্যা' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আর যে বিদ্যাদ্বারা দৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব অক্ষর পর ব্রহ্মের কূটস্থ সত্যত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা; পরা বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন পদার্থ। প্রথমোক্ত অপরা বিদ্যার ফলে তীব্র বৈরাগ্য না হইলে, এই পরা বিদ্যায় প্রবৃত্তি হয় না; এই কারণে প্রথমে অপরা বিদ্যা এবং পরে পরা বিদ্যা তদানুষঙ্গিক বিষয়গুলি পর পর সন্নিবেশিত ও সমর্থিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

সম্পাদক।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় ও সূচী।

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে শ্রুতি—শ্রুতিপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে—

দ্বিতীয় খণ্ডে—

সূচিপত্র সমাপ্ত।

অথর্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা।

অথ প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ-সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া দেবগণের হিতকর যে আয়ু, তাহা যেন ভোগ করিতে পাই ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

ওঁ ॥ 'ব্রহ্মা দেবানাম্' ইত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ (১)।

---

(১) 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতয় আথর্ব্বণবেদস্য বহ্ব্য উপনিষদঃ সন্তি; তাসাং শারীরকেঽনুপযোগিত্বেন অব্যাচিখ্যাসিতত্বাৎ 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ' ইত্যাদ্যধিকরণোপযোগিতয়া মুণ্ডকস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্য প্রতীকমাদত্তে—ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষদ্" ইতি, * * *।

ননু ইয়মুপনিষদ্ মন্ত্ররূপা; মন্ত্রাণাঞ্চ "ঈশেত্বা" ইত্যাদীনাং কর্ম্মসম্বন্ধেনৈব প্রয়োজনবত্ত্বম্। এতেষাং চ মন্ত্রাণাং কর্ম্মসু বিনিয়োজক-প্রমাণানুপলম্ভেন তৎসম্বন্ধাসম্ভবাৎ নিষ্প্রয়ো

অস্তাশ্চ (২) বিদ্যা-সম্প্রদায়কর্ত্তৃ-পারম্পর্য্যলক্ষণ-সম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্যর্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধি-প্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি ; স্তুত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিনা। অত্র চ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ ঋগ্বেদাদিলক্ষণায়াং বিধি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিদ্যাদিদোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপর-বিদ্যা-ভেদকরণপূর্ব্বকম্ "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ" ইত্যা-দিনা ; তথা পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব্ব-সাধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদ-লভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ "পরীক্ষ্য লোকান্" ইত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চ অসকৃদ্‌ব্রবীতি "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি, "পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি চ।

জনত্বাদ্ ব্যাচিখ্যাসিতত্বং ন সম্ভবতি ; ইতি শঙ্কমানস্যোত্তরং—সত্যং কর্ম্মসম্বন্ধাভাবেঽপি ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশন-সামর্থ্যাৎ বিদ্যয়া সম্বন্ধো ভবিষ্যতি। ইতি আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে, অথর্ব্ববেদমধ্যে 'ব্রহ্মোপনিষৎ' 'গর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষৎ আছে ; কিন্তু শারীরক-সূত্র বেদান্তদর্শনে ঐ সকল উপনিষদের সাক্ষাৎ উপযোগিতা না থাকায় সে সকলের ব্যাখ্যায় কোন প্রয়োজন নাই ; অথচ, "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" (১।২।২১) এই শারীরক সূত্রে মুণ্ডক শ্রুতি পরিগৃহীত হওয়ায় অবশ্য ব্যাখ্যেয় হইতেছে ; এই কারণে ভাষ্যকার "ব্রহ্মা দেবানাং" ও "আথর্ব্বণোপনিষৎ" শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই উপনিষৎটি যখন মন্ত্রাত্মক, অথচ "ঈশে ত্বা" ইত্যাদি সমস্ত মন্ত্রই যখন ক্রিয়া-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে, তখন এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহ ক্রিয়া-সম্বন্ধ রাহিত্যনিবন্ধন নিশ্চয়ই নিরর্থক ; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাখ্যার যোগ্য হইতে পারে না ; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, এতদুক্ত মন্ত্রসমূহের কর্ম্মসম্বন্ধ বা ক্রিয়াতে বিনিযোগ না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক বলিয়া বিদ্যার সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ লাভ করিবে ; [ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ব নিবন্ধনই ব্যাখ্যেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়েছে।

(২) অস্যাশ্চেতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকা এব পুরুষাঃ, নতু উৎপ্রেক্ষয়া নির্ম্মাতারঃ ; সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বমপি নাধুনাতনং, যেনানাশ্বাসঃ স্যাৎ ; কিন্তু, অনাদিপারম্পর্য্যাগতম্ ততোঽনাদি-প্রসিদ্ধ-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষসম্বন্ধঃ সম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বপারম্পর্য্য লক্ষণ এব, তমাদাবেব আহেত্যর্থঃ। আনন্দগিরিঃ।

অভিপ্রায় এই যে আচার্য্যপদারূঢ় পুরুষগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা করিয়া এই বিদ্যা সৃষ্টি করেন নাই ; পরন্তু, গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ক্রমে জনসমাজে প্রবর্ত্তনা বা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। সেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনাও যে আধুনিক,—যাহার ফলে বিদ্যায় অশ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুরু-শিষ্যপারম্পর্য্যক্রমে আগত। ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক উপনিষৎসমূহের সহিত আচার্য্যগণের এই মাত্র সম্বন্ধ যে, তাঁহারা সম্প্রদায় সংস্থাপনপূর্ব্বক শিষ্য প্রশিষ্য এই ক্রমে বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন মাত্র। উপনিষদের প্রারম্ভেই সেই সম্প্রদায়পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধটি "ব্রহ্মা দেবানাম্" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন।

জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং, ন কর্ম্মসহিতেতি "ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ" "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইতি চ ব্রুবন্ দর্শয়তি। বিদ্যা-কর্ম্মবিরোধাচ্চ; ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-দর্শনেন সহ কর্ম্ম স্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবাদনিয়তনিমিত্তত্বাৎ কাল সঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদি লিঙ্গং, ন তৎস্থিতং ন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সদ্ভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি।

এবমুক্তসম্বন্ধ-প্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পাক্ষরং গ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপযন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ, তেষাং গর্ভজন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ অত্যন্তমবসাদয়তি—বিনাশয়তি, ইত্যুপনিষৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ॥

ভাষ্যাবতরণিকা।

"ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি উপনিষৎটি অথর্ব্ব-বেদীয় উপনিষৎ। শ্রুতি নিজেই স্তুতির (প্রশংসার) উদ্দেশে ইহার বিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের পারম্পর্য্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন; তাহার ক্রম বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, এই বিদ্যা পরম পুরুষার্থ মোক্ষসাধন; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ অতিকষ্টে প্রভূত পরিশ্রমে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপ শ্রোতৃগণের হৃদয়ে রুচিসমুৎপাদনার্থ বিদ্যার প্রশংসা করিতেছেন। কারণ প্রশংসা দ্বারা মনঃপ্রিয় হইলেই বিদ্যাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, [নচেৎ নহে]

প্রয়োজনের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সাধ্য-সাধন-রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যা সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ইহা "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইবে। এখানে কেবলই বিধি-নিষেধ প্রতিপাদনে তৎপর, অপর—শব্দবাচ্য ঋগ্বেদাদি বিদ্যাতে

(অপরা বিদ্যাতে) যে, সংসার-কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ নিবর্ত্তিত হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ নিরূপণপূর্ব্বক 'যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান', ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; অনন্তর 'কর্ম্মফল-সমূহ পরীক্ষা করিয়া' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য) সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছেন। তাহার পর 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন', এবং 'সকলে পরমামৃতস্বরূপ-প্রাপ্ত বিমুক্ত হন'। এই সকল বাক্যেও বিদ্যার প্রয়োজন বারংবার বলিতেছেন ।

যদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য ; তথাপি ব্রহ্মবিদ্যা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ-সাধন হয়, কর্ম্ম-সহকারে হয় না, ইহাও 'সংন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক [যাহারা] ভৈক্ষ্যচর্য্যা আচরণ করেন' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু ; কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বানুভূতির সহিত একত্র কর্ম্ম সম্পাদন করা স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের কোন নিয়ম নাই ; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বা উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না ; এই কারণে কালবিশেষ দ্বারাও উহার সঙ্কোচ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

গৃহস্থগণের সম্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সূচক নিদর্শন দেখা যায়, তাহা কখনই পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্থিরতর নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও আলোক ও অন্ধকারের একত্র সদ্ভাব সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; ঐরূপ সূচক বাক্যের আর কথা কি ? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কথিত হইল, সেই উপনিষদের (এই মুণ্ডকোপনিষদের) অল্পাক্ষরযুক্ত (অনতিবিস্তীর্ণ) বিবরণ গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি-পুরঃসর এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্ম-ভাবে আশ্রয় করেন, ইহা তাঁহাদের গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার-কারণীভূত অবিদ্যাপ্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যা] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয়। কারণ, উপ+নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ করা হইয়া থাকে (৩)।

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ॥
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

[প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্করসম্মতিম্।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে ॥

বিশ্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), ভুবনস্য (উৎপন্নস্য চ জগতঃ) গোপ্তা (পালকঃ) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভঃ) দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং), প্রথমঃ [সন্] সংবভূব (প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ব্রহ্মা) অথর্ব্বায় (অথর্ব্বনাম্নে) জ্যেষ্ঠ-পুত্রায় সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাসাং বিদ্যানামভিব্যক্তি-হেতুভূতাং) ব্রহ্মবিদ্যাং 'ব্রহ্মবিষয়াং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং বা বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং) প্রাহ (অকথয়ৎ) ॥ ১

সমস্ত জগতের কর্ত্তা (উৎপাদক) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক ব্রহ্মা দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অথর্ব্বনামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্ববিদ্যার আকর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ো মহান্ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বান্ অন্যানতিশেত ইতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা

(৩) তাৎপর্য্য—'সদ্'ধাতুর অর্থ—বিনাশ গত ও অবসাদন। উপ অর্থ—শীঘ্র বা সামীপ্য; 'নি' অর্থ—নিশ্চয় ও নিঃশেষ। এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় সেবকগণের জন্ম-জরাদি দুঃখ বিনষ্ট করে; সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার অবসাদন করে, এবং ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি সম্পাদন করে বলিয়া 'উপনিষৎ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্বভূব অভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা, যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। "যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ"ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তা উৎপাদয়িতা। ভুবনস্য উৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং, "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বা অগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং সর্ব্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাং সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যা-বেদ্যং বা বস্তু অনয়ৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি বিদ্যাম্। অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায়—জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, অনেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বম্ অথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠঃ ; তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ উক্তবান্॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাতিশায়ী মহান্ প্রভু ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মপরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই। কারণ, মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ) অতীন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য।' [তিনি] বিশ্বের—সমস্ত জগতের কর্ত্তা—উৎপাদক, এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা—পালনকর্ত্তা। উক্ত বিশেষণটি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রশংসার্থ [প্রযুক্ত হইয়াছে]। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত সেই ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—ব্রহ্ম-বিদ্যা; পরেই 'যাহা দ্বারা সত্য অক্ষর পুরুষকে জানা যায়' এইরূপ বিশেষণ থাকায় এই বিদ্যাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম জাত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহা 'ব্রহ্মবিদ্যা' পদবাচ্য।

সর্ব্ববিদ্যার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথবা 'যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমত (অচিন্তিত) বিষয়ও মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়', এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, অন্যান্য বিদ্যা-দ্বারা যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসমুদয়ও বিজ্ঞাত হয়; এই জন্যই সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়রূপা—'সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা' পদবাচ্য হয়। অবশ্য, 'সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' এই বিশেষণটি বিদ্যার প্রশংসা-সূচক মাত্র, সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপা সেই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠ-পুত্র অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বহুবিধ সৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে কোন একটি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই 'অথর্ব্ব' ঋষি সৃষ্ট হইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ; সেই পুত্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় (†) প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

[ইদানীং বিদ্যায়াঃ সম্প্রদায়পারম্পর্য্যমাহ]—"অথর্ব্বণে" ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা (আদিপুরুষঃ অথর্ব্বণে (অথর্ব্বসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) যাং (ব্রহ্মবিদ্যাং) প্রবদেত (প্রোক্তবান্); অথর্ব্বা (ব্রহ্মশিষ্যঃ) পুরা (প্রথমং) তাং (ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাং) ব্রহ্মবিদ্যাম্ অঙ্গিরে (তন্নামকায় ঋষয়ে) উবাচ (উক্তবান্)। সঃ (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজবংশজাতায়) সত্যবহায় (তন্নামধেয়ায়) প্রাহ [তাং ব্রহ্মবিদ্যামিতি শেষঃ]। ভারদ্বাজঃ [পুনঃ] পরাবরাং (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্য্যাৎ অবরেণ অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরঃসংজ্ঞকায় ঋষয়ে) [প্রোবাচ ইতি শেষঃ] ॥ ২

এখন ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ক্রম বলা হইতেছে—আদি পুরুষ ব্রহ্মা অথর্ব্বন্ ঋষিকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম সেই বিদ্যা অঙ্গির্-নামক ঋষিকে বলেন; তিনি ভরদ্বাজবংশীয় সত্যবহকে বলেন; ভারদ্বাজ

† সত্যবাহায়' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু হইতে পরবর্ত্তী শিষ্যগণকর্ত্তৃক লব্ধ এই বিদ্যা অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যাম্ এতাম্ অথর্ব্বণে প্রবদেত প্রাবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা, তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাম্ অথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বম্ উবাচ উক্তবান্ অঙ্গিরে অঙ্গীর্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনাম্নে প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা, পরাবরসর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্ম-বিদ্যা অথর্ব্বকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা হইতে লব্ধ সেই বিদ্যাকেই আবার অথর্ব্বা প্রথমে অঙ্গির্-নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন; অঙ্গির্ আবার ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে অর্থাৎ সত্যবহ-নামক ঋষির উদ্দেশে বলেন; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরসনামক স্বীয় শিষ্য কিংবা পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবরা বিদ্যা বলিয়াছিলেন। 'পরাবরা" অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব [আচার্য্য] হইতে অবর—শিষ্যগণকর্ত্তৃক প্রাপ্তা; অথবা পরাবিদ্যা ও অবরা বিদ্যার যাহা যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে। [শেষ বাক্যে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও] পূর্ব্বোক্ত 'প্রাহ' (বলিয়াছিলেন) এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

মহাশালঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ) শৌনকঃ (শুনকনন্দনঃ) হ (ঐতিহ্যসূচকং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) বিধিবৎ (যথাবিধি) উপসন্নঃ (উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরসং (তন্নামকং ভারদ্বাজশিষ্যং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)। নু (প্রশ্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ (ভগবন্.) কস্মিন্ (বস্তুনি) বিজ্ঞাতে [সতি] ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (জগৎ) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞানগোচরং) ভবতি ? ইতি ॥ ৩

গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপস্থিত হইয়া অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, —ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত (জগৎ) বিজ্ঞাত হয়? ৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থঃ অঙ্গিরসং ভারদ্বাজ-শিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ; উপসন্ন উপগতঃ সন্, পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। শৌনকাঙ্গিরসোঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাক্ বিধিবদ্বিশেষণাভাবাৎ উপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মর্য্যাদাকরণার্থং বিশেষণম্। মধ্যদীপিকান্যায়ার্থং বা বিশেষণম্, অস্মদাদিষ্বপি উপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে, ভগবো হে ভগবন্ সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতম অবগতং ভবতীতি 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতি,' ইতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুতবান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা, লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সন্তি হি লোকে সুবর্ণাদিশকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিং নু অস্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈকং কারণং, যত্রৈকস্মিন্ (ক) বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

নন্ববিদিতে হি 'কস্মিন্' ইতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ; 'কিমস্তি তৎ' ইতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ; সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ; যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। ন, অক্ষরবাহুল্যাদায়াস-ভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব—কিমস্তি তদ্ যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।

মহাশাল অর্থৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুত্র—শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট যথাবিধি—শাস্ত্রানুসারে উপসন্ন বা উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—শৌনক ও অঙ্গিরার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বে 'বিধিবৎ' বিশেষণ না থাকায় জানা যায় যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সম্বন্ধে 'উপসদন'-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যকতা ছিল না। [এখান হইতেই যে, উপসদন-পদ্ধতি আরব্ধ হইল, এই] সীমা নির্দ্দেশার্থ, অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয়, তখন 'মধ্যদীপিকা' ন্যায়ে 'বিধিবৎ' বিশেষণটি

(ক) যদেকস্মিন্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

[প্রদত্ত হইয়াছে] (৪)। কি ? [বলিয়াছিলেন ?] তাহা বলিতে-ছেন "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে"। এখানে 'নু' শব্দের অর্থ বিতর্ক (সংশয়) ; হে ভগবঃ !—ভগবন্! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে, এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত—অবগত হইয়া থাকে। একটি জানিলেই যে, সর্ব্ববিৎ হওয়া যায়, শৌনক এইরূপ শিষ্টপ্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানিতেন ; তাই তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'কোন্টি' এইরূপ বিতর্কপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ সুবর্ণত্বাদির একত্ব-বিজ্ঞানে সুবর্ণাদির অংশগত ভেদসমূহ অবগত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ আছে কি, যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে বিষয় জানা নাই, তদ্বিষয়ে ত 'কস্মিন্' (কোন্টি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে না? পরন্তু তখন 'সেরূপ কি কিছু আছে ?' এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয়। কেমনা, অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্বিষয়ে 'কস্মিন্' (কোন্টি) এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন হইতে পারে; যেমন 'কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?' [এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [ঐরূপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায় ; সুতরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই ভয়ে [এই প্রকার] অল্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় যে, এমন পদার্থ কি আছে, একটি মাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্ববিৎ হইতে পারা যায় (৫) ॥ ৩ ॥

(৪) তাৎপর্য্য—মধ্যস্থলে দীপ থাকিলে সে যেমন উভয় দিকই প্রকাশ করে, সেইরূপ এই 'বিধিবৎ' বিশেষণটিও শৌনক ও তৎপরবর্ত্তী শিষ্যদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে।

(৫) তাৎপর্য্য—প্রশ্নকর্ত্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জানা থাকে, তদ্বিষয়েই বিশেষ জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে 'কোন্টি' (কস্মিন্) ইত্যাদি প্রকার কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে ;

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

[শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তস্মৈ" ইত্যাদিনা ।]—সঃ (অঙ্গিরাঃ) হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (শৌনকায়) উবাচ (উক্তবান্)—যৎ ব্রহ্মবিদঃ (বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ) হ স্ম (কিল) পরা (পরমাত্মবিষয়া) চ, অপরা (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বিষয়া) চ (অপি); এব (নিশ্চয়ে) দ্বে (পরাপরা-লক্ষণে) বিদ্যে (জ্ঞানরূপে) বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদন্তি (কথয়ন্তি) [বদন্তি স্ম (উক্তবন্তঃ, ইতি বা)] ॥ ৪

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ (বেদতাৎপর্য্য-বেত্তারা) এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরা ও অপরা, এই দুইটি বিদ্যা অবশ্য জানিতে হয় ॥ ৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তস্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিতি? উচ্যতে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্‌ব্রহ্মবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে? ইত্যাহ—পরা চ পরমাত্মবিদ্যা, অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফলবিষয়া।

নমু 'কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্ববিদ্ভবতি' ইতি শৌনকেন পৃষ্টম্; তস্মিন্ বক্তব্যেঽ-পৃষ্টমাহ অঙ্গিরা "দ্বে বিদ্যে" ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ, ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যা, অবিদ্যা সা নিরাকর্ত্তব্যা; তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ

পরন্তু, যাহার যে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিজ্ঞাত বিষয়ে কোন্ বিশেষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়েই প্রশ্ন হইতে পারে। যেমন,—যে লোক কখনও পশু জানে না; সে কখনই জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, 'কোন পশুটি কিরূপ? বরং এরূপ কোন প্রাণী আছে কি, যাহার নাম পশু? এইরূপ প্রশ্ন করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আলোচ্য স্থলেও সেই কথা; কারণ, শৌনক যদি পূর্ব্বে জানিতেন যে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি ঐ বিষয় জানিলে আর শিষ্যভাবে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন না হইয়া প্রশ্ন হইতে পারিত যে, ভগবন্, এরূপ কোনও কিছু আছে কি? একটিমাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে,—হাঁ কথা সত্য বটে, কিন্তু শ্রুতি এত-অধিক কথা বলিতে নারাজ; তাই গ্রন্থলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় 'কস্মিন্' এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছেন।

তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদ্ ইতি; 'নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতি' ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ।

আবার সেই অঙ্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন; কি? [তাহা] বলা হইতেছে,—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে, ইহা ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ বলিয়া থাকেন। সেই দুইটি কি? তাহা বলিতেছেন—পরা ও অপরা। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যা পরা, আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তৎসাধনবিষয়ক বিদ্যা অপরা।

ভাল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কোন্‌টি বিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়; এখানে তাহাই বলা আবশ্যক; কিন্তু অঙ্গিরা তাহা না বলিয়া 'দুইটি বিদ্যা' ইত্যাদি অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছেন! না,—এ দোষ হয় না; কারণ প্রশ্নোত্তরটি ক্রম-সাপেক্ষ। [অভিপ্রায় এই যে,—অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই বটে; কেন না, অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্তুতঃ কোন তত্ত্বই বিদিত হয় না। অতএব 'প্রথমকল্পিত (অসৎ) পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়'; এই নিয়মানুসারে অপরা বিদ্যার প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। [উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা বিদ্যার বিষয় বর্ণিত হইবে] ॥ ৪

তত্রাপরা— ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা— যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

[ইদানীং পরাপরবিদ্যয়োঃ স্বরূপং বিভজ্যাহ তত্রেতি।]—তত্র (তয়োঃ পরাপরয়োঃ মধ্যে) অপরা [বিদ্যা] [উচ্যতে]। [কা সা ? ইত্যাহ] ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ, [এতে চত্বারো বেদাঃ] শিক্ষা

(বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ (কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রৌতসূত্রগ্রন্থঃ), ব্যাকরণং, নিরুক্তং (বৈদিকশব্দানাম্ অর্থপ্রকাশকং), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, [এতানি ষট্ বেদাঙ্গানি]' ইতি, (ইতি শব্দঃ অপরা বিদ্যা সমাপ্তিসূচকঃ) [অপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি যথাযোগম্ অত্রৈবান্তর্ভাব্যানি ইত্যাশয়ঃ] । অথ (অনন্তরং) পরা [বিদ্যা] [উচ্যতে]. [কা সা ? ইত্যাহ] যয়া (বিদ্যয়া) তৎ (অনন্তরমেব কথ্যমানং) অক্ষরং (ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অভিন্নতয়া প্রাপ্যতে) ॥৫

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে [প্রথমে] অপরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে,—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তত্র কা অপরা ? ইত্যুচ্যতে—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ ইত্যঙ্গানি ষট্ এষা অপরাবিদ্যা উক্তা (খ)। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে—যয়া তৎ বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে, অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য চ (গ) ভেদোঽস্তি ; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্।

ননু ঋগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ ? "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' (ঘ) ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদনাদেয়া স্যাৎ ; উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্করণমনর্থকম্ "অথ পরা" ইতি। ন ; বেদ্যবিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপনিষদ্বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্যধিগমেঽপি যত্নান্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ। সম্ভবতীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যা ইতি কথনঞ্চেতি ॥ ৫ ॥

(খ) সঙ্গতোঽপি 'উক্তা' ইতি পাঠঃ বহুষু পুস্তকেষু নোপলভ্যতে ॥

(গ) 'নার্থস্য ভেদঃ' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(ঘ) 'যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ' ইত্যংশঃ সাধীয়ানপি বহুষু পুস্তকেষু পরিত্যক্তঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে অপরা কি? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই চারিটি বেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর এখন পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কারণ 'অধি' পূর্ব্বক 'গম' ধাতুর 'প্রাপ্তি' অর্থই প্রায়িক; আর পরমাত্মলাভ ও অবগতির যে অর্থগতও কোন ভেদ আছে, তাহা নাই: কারণ, পরপ্রাপ্তি অর্থ অবিদ্যাধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নহে।

ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত হইল, তাহা হইলে উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-সাধনই বা হয় কিরূপে? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন যে, 'বেদবহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি, এবং যে কোনও অসৎ জ্ঞানোপদেশ, [তৎসমস্ত উপেক্ষণীয়]।' তৎসমস্তই অসদুপদেশ; সুতরাং নিষ্ফল; নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং উপনিষৎ-সমূহেরও কি ঋগ্বেদাদি-বাহ্যতা হইতে পারে? আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে "অথ পরা" বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। না—পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হয় না; কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত (বক্তার—শ্রুতির অভিপ্রেত)। অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্য যে, অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে 'পরা বিদ্যা' বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই কেবল শব্দসমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর-ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সম্ভবই হয় না, ইহার প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক্‌করণ, এবং 'পরাবিদ্যা' নাম-করণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ ।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

[পরাং বিদ্যাং বিশেষয়িতুম্ অক্ষরস্বরূপমাহ—যৎ তদিত্যাদি ।] —যৎ তৎ (বক্ষ্যমাণ) অদ্রেশ্যম্ (অদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্), অগ্রাহ্যম্ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্), অগোত্রম্ (গোত্রং বংশঃ মূলমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্,), অবর্ণম্ (রূপাদিহীনম্), অচক্ষুঃশ্রোত্রং (চক্ষুঃকর্ণহীনম্), [পুনশ্চ] তৎ অপাণিপাদং (পাণিপাদবর্জ্জিতং), নিত্যং (অবিনাশি), বিভুং (বিবিধাকারং), সর্ব্বগতং (ব্যাপকং), সুসূক্ষ্মং । [কিঞ্চ,] তৎ (অক্ষরম্) অব্যয়ং (অপচয়োপচয়রহিতং), যৎ (উক্তলক্ষণং) ভূতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অক্ষরং) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) [পরবিদ্যয়া] পরিপশ্যন্তি (সর্ব্বতঃ অবগচ্ছন্তি) [সা 'পরা বিদ্যা' ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৬

ধীর বিবেকিগণ [এই পরা বিদ্যা দ্বারা] সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (মূলরহিত) নীরূপ, এবং চক্ষুঃ-কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম, সেই যে ভূতযোনি (সর্ব্বকারণ) অক্ষরকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥ ৬

শাঙ্কর-ভাষ্যম্

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থজ্ঞানকালাদন্য-ত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্তি অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণঃ, ন তথাত্র পরবিদ্যাবিষয়ে ; বাক্যার্থজ্ঞান-সমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি, কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতি-রিক্তাভাবাৎ । তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি—যত্তদদ্রেশ্য-মিত্যাদিনা ।

বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে—যত্তদিতি । অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ, দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ । অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ । অগোত্রং—গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যর্থান্তরম্, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ । ন হি তস্য মূলমস্তি, যেনান্বিতং স্যাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণম্ অক্ষরম্

অচক্ষুঃশ্রোত্রং—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে কারণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্য-মানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি-চেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং, তদিহ 'অচক্ষুঃশ্রোত্রম্' ইতি বার্য্যতে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ।

কিঞ্চ, তদপাণিপাদং—কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ অতো নিত্যমবিনাশি, বিভুং—বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তপ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদি স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায়্বাদীনামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদব্যয়ম্ উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণে ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোষাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবংলক্ষণং ভূত-যোনিং ভূতানাং কারণং—পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং, পরি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে, সা পরা বিদ্যেতি সমুচ্চয়ার্থঃ॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

বিধিবিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মোপদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্ত্তা প্রভৃতি অনেকানেক কারক বা ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক হয়, এবং বিধিবাক্যের অর্থ প্রতীতি ছাড়া সময়ান্তরে অনুষ্ঠেয় অগ্নি-হোত্রাদিরূপ আরও বিষয় থাকে; এই পরবিদ্যা-বিষয়ে সেরূপ কিছু নাই; পরন্তু বাক্যার্থ জ্ঞানের সমকালেই তদর্থ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ, ইহাতে শব্দার্থ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্ত্তব্যতা নাই। এইজন্য এখানে "যৎ তৎ অদ্রেশ্যং" ইত্যাদি বিশেষণে বিশে-ষিত অক্ষর ব্রহ্ম নির্দ্দেশের দ্বারা সেই পরা বিদ্যাকে বিশেষিত করিতেছেন।

পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়া (মনে করিয়া) প্রসিদ্ধের ন্যায় 'যৎ তৎ' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্রেশ্য অদৃশ্য, অর্থাৎ [চক্ষুঃ প্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য; কারণ, বাহ্যবিষয়ক

জ্ঞান পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অগোত্র—গোত্র, বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই; [সুতরাং] অগোত্র অর্থ—নিরন্বয় বা মূলরহিত। অভিপ্রায় এই যে, তিনিই সকলের মূল, তাঁহার আর কোনও মূল নাই—যাহার সহিত অন্বিত (কার্য্যরূপে সম্বদ্ধ) হইতে পারেন। যাহা বর্ণনার যোগ্য, তাহা বর্ণ—স্থূলত্বাদি কিংবা শুক্লত্বাদি বস্তু-ধর্ম্মসমূহ; কোনপ্রকার বর্ণ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অবর্ণ ও 'অক্ষর' পদবাচ্য; অচক্ষুঃ-শ্রোত্র—নাম ও রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কর্ণ ইন্দ্রিয় দুইটি সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ; সেই ইন্দ্রিয় দুইটি যাঁহার নাই, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র। [অভিপ্রায় এই যে,] 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন'; ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেষিত করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্যকারিতা সম্ভাবিত হইয়াছিল; এখানে 'অচক্ষুঃশ্রোত্র' বিশেষণ দ্বারা তাহাই নিবারিত করা হইল; কারণ, 'তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন এবং কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন', ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ দেখা যায়।

অপিচ, তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কর্ম্মসাধন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়হীন। যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাঁহার গ্রাহকও কিছু নাই; অতএব তিনি নিত্য—বিনাশ-রহিত, বিভু—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত নানাবিধ প্রাণিভেদে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য বিভু—সর্ব্বগত আকাশ-বৎ ব্যাপক। যেহেতু স্থূলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্ম্মরহিত; অতএব, সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ শব্দাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ; তাহা না থাকায় তিনি অতি সূক্ষ্ম (৬)।

(৬) তাৎপর্য্য—দেখা যায়, আকাশাদি পাঁচটি ভূতের মধ্যে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার স্থূলতাও তত অধিক; আকাশের একটিমাত্র গুণ—শব্দ, সেই জন্য আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম; বায়ুর দুটিগুণ—শব্দ ও স্পর্শ, এই জন্য আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল; তেজের গুণ তিনটি—

আরও এক কথা, তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধর্ম্মসম্পন্ন বলিয়াই তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয়; অঙ্গহীনের পক্ষে শরীরের ন্যায় স্বীয় অংশের অপচয়াত্মক ব্যয় কখনই সম্ভবপর হয় না, এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়, তেমন ক্ষয়ও তাঁহার সম্ভব হয় না; তিনি যখন নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপক, তখন গুণাপচয় দ্বারাও তাঁহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী যেরূপ স্থাবর-জঙ্গমসমূহের কারণ, তিনিও তদ্রূপ সমস্তভূতের যোনি—কারণ; এবম্ভূত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ ধীসম্পন্ন বিবেকিগণ পরি—সর্ব্বতোভাবে—সকলের আত্মভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা'; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥৬॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭

[অথ অক্ষরস্য ভূতযোনিত্বং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন্ আহ] —যথেত্যাদি। যথা ঊর্ণনাভিঃ (লূতাকীটঃ) [বাহ্যসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্তূন্]—সৃজতে (উৎপাদয়তি); [পুনঃ] গৃহ্নতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষধয়ঃ (তৃণলতাদীনি) পৃথিব্যাং (ভূমৌ) সম্ভবন্তি (সমুৎপদ্যন্তে), যথা চ সতঃ (জীবতঃ) পুরুষাৎ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাৎ) কেশ-লোমানি (কেশা লোমানি চ) [সম্ভবন্তি]; তথা ইহ (সংসারে) অক্ষরাৎ (ব্রহ্মণঃ) বিশ্বং (কৃৎস্নং জগৎ) সম্ভবতি (উৎপদ্যতে) ॥৭

ঊর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি

—শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ; সুতরাং বায়ু অপেক্ষা ও তেজের স্থূলতা অধিক; এইরূপ জলের চারিটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; সুতরাং তেজ অপেক্ষাও জল স্থূল; পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ, সেই জন্য পৃথিবীর স্থূলতাও সর্ব্বপেক্ষা অধিক। এই নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, শব্দাদি গুণসম্বন্ধই স্থূলতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ; অক্ষর ব্রহ্মে শব্দাদি গুণ নাই, কাজেই তাঁহাকে 'সুসূক্ষ্ম' বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে; পৃথিবীতে যেরূপ ওষধিসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম-সমূহ সমুৎপন্ন হয়; সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥৭

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

ভূতযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্; তৎ কথং ভূতযোনিত্বম্ ইত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তৈঃ,—যথা লোকে প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভির্লূতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ এব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব গৃহ্ণতে চ গৃহ্ণাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি; যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদি-স্থাবরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি সম্ভবন্তি; যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাঃ, তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্ যথোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্। ৭

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে অক্ষরকে "ভূতযোনি' বলা হইয়াছে; সেই ভূতযোনিত্ব কি প্রকারে হইতে পারে, এখন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা কথিত হইতেছে—লোকপ্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি অর্থাৎ লূতাকীট যেরূপ অপর কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই সৃষ্টি করে, অর্থাৎ স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তন্তুরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে (ভক্ষণ করে); এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরপর্য্যন্ত ওষধিসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়; জীবৎপুরুষ (দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অর্থাৎ কেশ ও লোম সম্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ত-নিরপেক্ষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অনা-য়াসে অর্থপ্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[উৎপত্তি-ক্রমবিবক্ষয়া আহ]—তপসেতি। ব্রহ্ম (ভূতযোনিরক্ষরং) তপসা জ্ঞানেন) চীয়তে (উপচীয়তে—সৃষ্টি-সমুন্মুখং ভবতি) ; ততঃ (তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ) অন্নম্ (জীবভোগার্হমব্যাকৃতম্) অভিজায়তে, (উৎপদ্যতে) ; অন্নাৎ (অব্যাকৃতাৎ) প্রাণঃ (সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভঃ) ; [তস্মাচ্চ প্রাণাৎ] মনঃ (সংকল্পবিকল্পধর্ম্মকং) ; [তস্মাচ্চ মনসঃ] সত্যং [আপেক্ষিকসত্যরূপং সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং), [তস্মাচ্চ সত্যাৎ] লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ সপ্ত) ; [তেষু চ] কর্ম্মাণি (বর্ণাশ্রমাদ্যুচিতানি) ; কর্ম্মসু চ অমৃতম্ (অমৃতায়মানং কর্ম্মফলম্) [অভিজায়তে ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে] ॥

এই শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,—তপস্যা অর্থাৎ উৎপাদনোপযোগী জ্ঞান দ্বারা [উক্ত ভূতযোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন ; সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) হিরণ্যগর্ভ হইতে মনঃ (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্যনামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, [লোকেতে আবার কর্ম্ম) এবং কর্ম্ম হইতে আবার অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয় ॥ ৮

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং, তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে, ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে—তপসা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপাদয়িষ্যদিদং জগৎ অঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি, পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়া উপচিতাৎ ততো ব্রহ্মণোঽন্নং—অদ্যতে ভুজ্যতে ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং কারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চ অব্যাকৃতাৎ চিকীর্ষিতাবস্থাৎ অন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতঃ জগৎসাধারণঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মা অভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাৎ মনো মনআখ্যং সঙ্কল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াদ্যাত্মকম্ অভিজায়তে। ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকাৎ মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভি-

জায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাৎ ভূতপঞ্চকাৎ অণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদি-প্রাণি-বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষু অমৃতং কর্ম্মজং ফলম্; যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি, তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা এইক্রমানুসারে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বদর-মুষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় এক সঙ্গে নহে; এই জন্য সেই ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ হইতেছে।—উক্ত ভূতযোনি ব্রহ্ম তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা যেরূপ পুত্র সমুৎপাদনার্থ আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অঙ্কুর-সদৃশ এই জগৎ-সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন, তাহা অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত অথচ যাহাকে ব্যক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্ন হইতে প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম লাভ করেন; এই প্রাণই সর্ব্বজগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যা কামনা ও তদনুগত কর্ম্মসমষ্টিরূপ বীজের অঙ্কুরস্বরূপ এবং জগতের আত্মা। সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প-বিকল্প, সংশয় ও নির্ণয়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়; সেই সংকল্পাদি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতেও সত্য—অর্থাৎ 'সত্য'নামক আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ সৃষ্ট হয়; সেই সমস্ত লোকে আবার মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী নানাবিধ কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কর্ম্মফল [সমুৎপন্ন হয়]; যে পর্য্যন্ত শতকোটি কল্পেও কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ

তৎফলও বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ যতকাল কর্ম্ম, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে ; এই কারণে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' [বলা হইল] (৭ ॥৮॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

[ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরন্ বক্ষ্যমাণমর্থমাহ]—য ইত্যাদি। যঃ (অক্ষরাখ্যঃ পরমেশ্বরঃ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সামান্যতঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ), সর্ব্ববিৎ (বিশেষভাবেন চ সর্ব্বং বেত্তীত্যর্থঃ)। যস্য (অক্ষরস্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানমেব) তপঃ (তপঃ-ফলপ্রদায়কম্), তস্মাৎ (অক্ষরাৎ) এতৎ (উক্তলক্ষণং) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভাখ্যং) নাম (দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি), রূপং (শুক্লকৃষ্ণাদি) অন্নং (ভক্ষণীয়ং ধান্যাদিকং চ) জায়তে (উৎপদ্যতে)। ৯

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, সেই অক্ষর ব্রহ্ম

---

(৭) তাৎপর্য্য—অন্যত্র কথিত আছে যে, "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥" কর্ম্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে সমুদায়ের ক্ষয় হয় না; অর্থাৎ কর্ম্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকে থাকিতে হয়, ফলভোগ সমাপ্ত হইলে কর্ম্ম আপনই বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যকে স্বীয় কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে,—মনুষ্যমাত্রেরই তিনপ্রকার কর্ম্ম আছে, (১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে, এখনও যাহাদের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'সঞ্চিত' বলে; আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'প্রারব্ধ' বলে, আর এই দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'ক্রিয়মাণ' বলে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না, শত কোটি কল্পেও উহাদের উচ্ছেদ হইবেনা; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদয়ে 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' কর্ম্মসমূহ দগ্ধবীজের ন্যায় ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে তাহারা থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে গণ্য হয়; তখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ-নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে; ভোগ শেষে কর্ম্ম ক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পতন হয়। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।" আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন, এখানে কর্ম্মফলকে 'অমৃত' বলা হইয়াছে।

হইতে এই পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্ম, নাম (সংজ্ঞা) শুক্লাদি রূপ ও ধান্যাদি অন্ন সমুৎপন্ন হয়॥ ৯

ইতি প্রথম-মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড।

শাঙ্কর ভাষ্যম্।

উক্তমেবার্থমুপসংজিহীর্ষুর্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ—য উক্তলক্ষণঃ অক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ; বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তস্মাদ্ যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নাম 'অসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তঃ' ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ 'ইদং শুক্লং নীলম্' ইত্যাদি, অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই মন্ত্রটি পূর্ব্বকথিত বিষয়ের উপসংহার পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বিষয় বলিতেছেন—পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক যিনি সামান্যরূপে সমস্ত জানেন বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ' এবং বিশেষরূপেও সমস্ত জানেন বলিয়া 'সর্ব্ববিৎ,' 'জ্ঞানময়' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞান-পরিণতিই যাঁহার অনায়াসাত্মক তপস্যা, যথোক্তপ্রকার সেই সর্ব্বজ্ঞ (অক্ষর) হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্ম জন্ম লাভ করেন। অপিচ, দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি নাম, এই শুক্ল-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি অন্নও তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বমন্ত্রোল্লিখিত ক্রমানুসারেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে; সুতরাং তাহা হইলে, আর বিরোধ রহিল না (৮)॥ ৯॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্॥ ১॥

---

(৮) তাৎপর্য্য—অষ্টম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথমে অন্ন হইল, তাহার পর অন্যান্য সমস্ত হইল। এখানে সর্ব্বশেষে অন্নের উল্লেখ থাকায় বিরোধ আশঙ্কাও হইয়াছিল; সেই জন্য বলিলেন এখানে ক্রমোল্লেখ প্রধান নহে—পূর্ব্বক্রমেই উৎপত্তি বুঝিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে আর কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥

তৎ (প্রকৃতং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং। [কিং তৎ?] কবয়ঃ (মনীষিণঃ) মন্ত্রেষু (নিহিতানি) যানি কর্ম্মাণি অপশ্যন্ (দৃষ্টবন্তঃ), ত্রেতায়াং (ত্রয়ীলক্ষণায়াং) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃত্তানি)। [হে শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভিলাষিণঃ সন্তঃ) তানি (কর্ম্মাণি) নিয়তং (নিত্যং) আচরথ (অনুতিষ্ঠত)। বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতস্য (সম্যক্ অনুষ্ঠিতস্য) লোকে (ফলপ্রাপ্তৌ) এষঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ॥ ১০ ॥ ১

ইহাই সেই সত্য বস্তু; কবিগণ (পণ্ডিতগণ) মন্ত্রমধ্যে যাহা দর্শন করিয়াছেন। সেই ঋষিদৃষ্ট কর্ম্মসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে), বহুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে। [হে শিষ্যগণ,] তোমরা সত্যকাম হইয়া সেই কর্ম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফললাভের পথ বা উপায় ॥ ১০ ॥ ১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা 'ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদিনা। 'যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদিনা—"নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি সা পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরম্ অনয়োর্ব্বিদ্যয়ো-বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসার-মোক্ষৌ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্রাদিসাধন-ক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ-সম্বন্ধঃ, তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতো-

হভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপরবিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ; তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তিঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্" ইত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যতে, ইতি তৎ প্রদর্শয়ন্নাহ—তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্। কিং তৎ? মন্ত্রেষু ঋগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো বশিষ্ঠাদয়ো যানি অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ তানি চ বেদবিহিতানি ঋষিদৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি সংপ্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি; অতো যূয়ং তানি আচরথ নির্ব্বর্ত্তয়ত নিয়তং নিত্যং, সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ সুকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে—ফলনিমিত্তং, লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতানি অগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি, তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ॥ ১০॥ ১

ভাষ্যানুবাদ।

'ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ' ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হইয়াছে। আর 'সেই যে অদৃশ্য' ইত্যাদি 'নাম, রূপ ও অন্ন সমুৎপন্ন হয়,' ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরসংজ্ঞক পুরুষকে জানা যায়, তাহাই 'পরা বিদ্যা', ঐ বাক্যে পরা বিদ্যা সম্বন্ধে আরও যাহা বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরা ও অপরা বিদ্যার দ্বিবিধ বিষয়—মোক্ষ ও সংসার পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে।

তন্মধ্যে নদী-স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমাণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন, কর্ত্তা প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপূর্ণ এবং অনাদি, অনন্ত(১) দুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই অপরা বিদ্যার বিষয়;

(১) তাৎপর্য্য—প্রকৃতপক্ষে সংসার অনিত্য হইলেও—ব্রহ্মজ্ঞানে বিনাশশীল হইলেও কবে যে তাহার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত না থাকায় সংসারকে 'অনন্ত' বলা হইয়া থাকে।

সংসার, দুঃখময় বলিয়া প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য; আর সেই দুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহাই পরা বিদ্যার বিষয়। উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও ক্ষয়বর্জ্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি-রূপ অদ্বিতীয় পরমানন্দ স্বরূপ। প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় বিজ্ঞাত হইলে সহজেই তাহা হইতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে; এই কারণে প্রথমেই অবিদ্যার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম করা হইয়াছে। 'কর্ম্ম-সঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এ কথা বলা হইবে। বিচার্য্য বিষয় নির্দ্দেশ না করিলে, কখনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না; এই কারণে সেই সেই বিষয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন—সেই এই বস্তুটি সত্য অর্থাৎ অবিতথরূপ। সেই বস্তুটি কি? না—বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অর্থাৎ মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদি মন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম দর্শন করিয়াছেন। কর্ম্মসমূহ মন্ত্র দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে; [এই কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে।] নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থ সাধক এই যে সেই সত্য; বেদবিহিত এবং ঋষিদৃষ্ট সেই কর্ম্মসমূহ ত্রেতায় অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রয়ে বহুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্মিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত; অথবা ত্রেতা-যুগে বহুলভাবে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়া—যথাযথ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা সম্পাদন কর। সুকৃত অর্থাৎ তোমার নিজের সম্পাদিত কর্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ—উপযুক্ত উপায়। যাহা অবলোকন করা হয়—দর্শন করা হয় অর্থাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্থে 'লোক'

---

(১০) তাৎপর্য্য—ঋগ্বেদাবিহিতঃ পদার্থঃ—হৌত্রম, যজুর্ব্বেদবিহিতঃ আধ্বর্য্যবম, সামবেদ-বিহিতঃ ঔদ্গাত্রম্ ইতি আনন্দগিরিঃ। অর্থাৎ ঋগ্বেদবিহিত বিষয়কে হৌত্র, যজুর্ব্বেদবিহিত বিষয়কে আধ্বর্য্যব, আর সামবেদবিহিত বিষয়কে ঔদ্গাত্র বলে। এতদনুসারে ঋগ্বেদবিৎ—হোতা, যজুর্ব্বেদবিৎ—অধ্বর্য্যু আর সামবেদবিৎ—উদ্গাতা নামে অভিহিত হন।

শব্দে কর্ম্মফল কথিত হইয়া থাকে। ইহা সেই লোকপ্রাপ্তির পথ। এই যে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্ব-নিবন্ধন সেই কর্ম্মসমূহই এই পথ ॥ ১০ ॥১

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ১১ ॥ ২

[প্রথমং তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহ্রিয়তে]—'যদা' ইত্যাদিনা। যদা (যস্মিন্‌কালে) সমিদ্ধে (কাষ্ঠাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে (অগ্নৌ) অর্চ্চিঃ (শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি); তদা (তস্মিন্‌কালে) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (আজ্যভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়স্য দক্ষিণোত্তর-পার্শ্বয়োঃ আজ্যভাগৌ হূয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ) আহুতীঃ (সায়ংপ্রাতঃ আহুতিদ্বয়ং) প্রতিপাদয়েৎ (প্রক্ষিপেৎ) ॥১১॥২

প্রজ্বলিত অগ্নিতে যে সময় শিখামণ্ডল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতি সমপণ করিবে ॥ ১১॥২

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তত্র অগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক্ ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্তে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিঃ; তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষি আজ্যভাগৌ আজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেৎ দেবতামুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতি-প্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্‌করণং দুষ্করম্, বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি ॥ ১১ ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ।

তন্মধ্যে উদাহরণার্থ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রই উল্লিখিত হইতেছে; কারণ, উহাই সমস্ত কর্ম্মের প্রথম। তাহা কি প্রকার?—নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান—চলনশীল হয়, সেই সময় অগ্নিশিখা চলৎ থাকিতে থাকিতে, আজ্যভাগদ্বয়ের

মধ্যে অর্থাৎ অর্পণযোগ্য স্থানে দেবতার উদ্দেশ করিয়া আহুতি সকল নিক্ষেপ করিবে। অনেক দিনের আহুতির বহুত্ব ধরিয়া মূলে 'আহুতি' শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [নচেৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে সায়ং ও প্রাতঃকালীন্ আহুতিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ।] যথোপযুক্ত আহুতি প্রক্ষেপাদি স্বরূপ এই কর্ম্মপথই লোকপ্রাপ্তির উপায়। কিন্তু তাহার যথাযথ-ভাবে অনুষ্ঠান বড় দুষ্কর ; কারণ, ইহাতে অনেকপ্রকার বিপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১॥২

যস্যাগ্নিহোত্রদর্শমপৌর্ণমাস-
মচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩

[অগ্নিহোত্রস্য অযথানুষ্ঠানে দোষমাহ]—যস্যেতি। যস্য (অগ্নিহোত্রিণঃ) অগ্নি-হোত্রং (তদাখ্যং যাগকর্ম্ম) অদর্শম্ (অমাবস্যাকর্ত্তব্য-'দর্শ'নামক-কর্ম্মরহিতম্) অপৌর্ণমাসম্ (পৌর্ণমাসীবিহিত-'পৌর্ণমাস'সংজ্ঞক-কর্ম্মবর্জ্জিতম্), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্ম্মাস্য কর্ম্মরহিতম্) অনাগ্রয়ণং (শরদাদি-কর্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং), তথা অতিথিবর্জ্জিতম্ (অতিথিপূজনরহিতম্), অহুতম্ (যথাকালে হোমরহিতম্), অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-বলিকর্ম্মরহিতম্), অবিধিনা (শাস্ত্রোক্তবিধানম্ অনাদৃত্য) হুতং চ [ভবতি], তৎ অগ্নিহোত্রং | তস্য (কর্ত্তুঃ) আ সপ্তমান্ (সপ্তমপর্য্যন্তান্) লোকান্ (ভূরাদীন্ কর্ম্মফলরূপান্) হিনস্তি (বিনাশয়তি—নিবারয়তীতি যাবৎ) | অতঃ সাবধানেন অগ্নিহোত্রং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়ঃ]। ১২ ॥ ৩

যাহার 'অগ্নিহোত্র'যাগ 'দর্শ' ও 'পৌর্ণমাস' যাগ-রহিত হয়, চাতুর্ম্মাস্য ও আগ্রয়ণ-যাগশূন্য এবং অতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হুত না হয়, বৈশ্বদেব কর্ম্মশূন্য এবং অবিধিপূর্ব্বক হুত হয়, সেই অগ্নিহোত্র যাগই তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক (কর্ম্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২॥৩

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথম্ ? যস্যাগ্নিহোত্রিণঃ অগ্নিহোত্রম্ অদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতম্। অগ্নি-

হোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য—অগ্নিহোত্রিসম্বন্ধ্যগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি; তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথা অপৌর্ণমাসম্ ইত্যাদিষ্বপি অগ্নিহোত্র-বিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্; অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাৎ। অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিষু কর্ত্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য তৎ তথা। অতিথিবর্জ্জিতঞ্চ অতিথিপূজনঞ্চ অহন্যহন্যক্রিয়মাণং যস্য। স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালে অহুতম্। অদর্শাদিবৎ অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতম্। হূয়মানমপি অবিধিনা হুতং, ন যথাহুতমিত্যেতৎ।

এবং দুঃসম্পাদিতম্ অসম্পাদিতম্ অগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যুচ্যতে—আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতান্ তস্য কর্ত্তুর্লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীব আয়াসমাত্রফলত্বাৎ। সম্যক্‌ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপ্যেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত লোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে। তে লোকা এবম্ভূতেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা তু অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্যন্ত ইব, আয়াসমাত্রস্তু অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে। পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা সম্বধ্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে? অর্থাৎ বিপৎ সম্ভব হয় কি প্রকারে? [তাহা কথিত হইতেছে], যে অগ্নিহোত্রীর 'অগ্নিহোত্র' যাগটি অদর্শ—'দর্শ-' নামক কর্ম্মবর্জ্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে 'দর্শ' যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জন্য [দর্শ যাগটি যেন] অগ্নিহোত্রীর অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রের বিশেষণেরই মত প্রতীত হয়; তদ্রূপে ক্রিয়মাণ না হয়; 'অপৌর্ণমাস' প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে; কারণ, অগ্নিহোত্রাঙ্গ বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ উভয়ই অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ। অপৌর্ণমাস অর্থাৎ 'পৌর্ণমাস'-নামক কর্ম্মরহিত। অচাতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যনামক কর্ম্মবর্জ্জিত, অনাগ্রয়ণ—আগ্রয়ণ কর্ম্মটি শরদাদি ঋতুতে কর্ত্তব্য; যে অগ্নিহোত্রে তাহা অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ। অতিথিবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রত্যহ

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কর্ম্মের ন্যায় বৈশ্বদেব কর্ম্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না; আর হোম করা হইলেও যথাবিধি হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হুত হয় না।

এইভাবে দুঃসম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কি করিয়া থাকে? তাহা কথিত হইতেছে—সেই কর্ম্মকর্ত্তার আ সপ্তম অর্থাৎ সপ্তমের সহিত লোকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে; কেবল কষ্টমাত্র সার বলিয়া যেন [সপ্ত লোককে] হিংসাই করে, [এইরূপ বুঝিতে হইবে]। কর্ম্মসমূহ যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল কর্ম্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উক্তপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই থাকে, এই কারণে, হিংসা করে বলা হইতেছে। অথবা, পিণ্ডদানাদি দ্বারা সম্বধ্যমান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং [গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা] উপক্রিয়মাণ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র (যজমানকে লইয়া এই সপ্ত লোক) আর নিজের উপকার যাহা দ্বারা হয় এই সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না; এই কারণে 'হিংসা করে' বলা হইয়াছে ॥১২॥৩

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ ৪

[হবির্গ্রহণসমর্থা অগ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ]—কালীত্যাদিনা। কালী, করালী চ, মনোজবা চ সুলোহিতা, যা চ (অপি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গবতী) দেবী (সর্ব্বতঃ প্রোজ্জ্বলা) বিশ্বরুচী চ, লেলায়মানাঃ (চপলা হবির্গ্রহণসমর্থাঃ) ইতি (এতাঃ) সপ্ত জিহ্বাঃ [দহনস্যেতি শেষঃ]। ॥১৩॥৪

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বা প্রোজ্জ্বলা বিশ্বরুচী, এই সাতটি অগ্নির লেলায়মান বা চঞ্চল জিহ্বা॥ ১৩।৪

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ।। ১৩।। ৪

ভাষ্যানুবাদ।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, আর যে সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দ্যোতমানা বিশ্বরুচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি জিহ্বা আছে। 'কালী' হইতে 'বিশ্বরুচী' পর্য্যন্ত এই সাতটি অগ্নি-জিহ্বা লেলায়মান অর্থাৎ হবির আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ॥১৩॥৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥ ১৪ ॥ ৫

[ইদানীং তৎপ্রয়োগমাহ]—এতেষ্বিতি। যঃ (অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্বাভেদেষু) চরতে (কর্ম্ম আচরতি); এতাঃ (অগ্নিহোত্রিণা সম্পাদিতাঃ) আহুতয়ঃ হি (নিশ্চয়ে) যথাকালং (যস্য কর্ম্মণঃ যঃ কালঃ, তং কালম্ অনতিক্রম্য) সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ [ভূত্বা] আদদায়ন্ (যজমানম্ আদদানাঃ সত্যঃ) তং (দেশং) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (স্বর্গে) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) দেবানাং পতিঃ (ইন্দ্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি)॥১৪॥৫

যে অগ্নিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহ্বাসমূহে হোমকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই আহুতি সমূহই যথাকালে সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত করায়, যেথানে অর্থাৎ যে স্বর্গে সর্ব্বোপরি অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস করেন॥১৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

এতেষু অগ্নিজিহ্বাভেদেষু যঃ অগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্ম আচরতি অগ্নিহোত্রাদিকং

ভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালঃ তং কালম্ অনতিক্রম্য যথাকালং যজমানমাদদায়ন্ আদদানা আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি। এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নির্ব্বর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা, রশ্মিদ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ সর্ব্বানুপরি অধিবসতীত্যধিবাসঃ ॥১৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এইসকল অগ্নিজিহ্বাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যজমানসম্পাদিত অর্থাৎ যজমানকর্ত্তৃক যে সকল আহুতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাকালে যজমানকে আদানপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেখানে—যে স্বর্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাস করিয়া থাকেন, সেই স্থান প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১৫ ॥ ৬

[ইদানীং সূর্য্যরশ্মিদ্বারকবহনপ্রকারমাহ]—এহ্যেহীত্যাদি। সুবর্চ্চসঃ (দীপ্তিমত্যঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) 'এহি এহি' ইতি [আহ্বয়ন্ত্যঃ], অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (স্তুত্যাদিভিঃ পূজয়ন্ত্যঃ), এষঃ (নির্দ্দিশ্যমানঃ) পুণ্যঃ (পবিত্রঃ) ব্রহ্মলোকঃ (স্বর্গফলরূপঃ) বঃ (যুষ্মাকং) সুকৃতঃ (পন্থাঃ ফলস্বরূপঃ) [এবং] প্রিয়াং বাচং (বাক্যং) অভিবদন্ত্যঃ (কথয়ন্ত্যঃ চ) [সত্যঃ] সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (দ্বারভূতৈঃ) তং যজমানং বহন্তি (স্বর্গং গময়ন্তীত্যর্থঃ) ॥১৫॥৬

দীপ্তিসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ 'এস এস' বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া এবং এই পবিত্র ব্রহ্মলোক তোমাদের কর্ম্মলব্ধ ফল, এইরূপ প্রিয়বাক্য কথনপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীতি? উচ্যতে—এহি এহি ইতি আহ্বয়ন্ত্যঃ তং যজমানম্ আহুতয়ঃ সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাং বাচং স্তুত্যাদি-লক্ষণাম্ অভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চ এষ বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

কিপ্রকারে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে? তাহা কথিত হইতেছে—সুবর্চ্চস্ অর্থাৎ দীপ্তিমতী আহুতিসমূহ সেই যজমানকে 'এস এস' বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক, আর স্তবাদিরূপ প্রিয়—ইষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক এবং অর্চ্চনা—পূজা করিতে করিতে এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের সুকৃত—কর্ম্মফলস্বরূপ, এইপ্রকার প্রিয়-বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে। প্রকরণানুসারে এখানে ব্রহ্মলোক অর্থ—স্বর্গ ॥ ১৫ ॥ ৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭

[জ্ঞানরহিতস্য কর্ম্মণো নিন্দার্থমাহ]—প্লবাঃ ইতি। যেষু (অষ্টাদশসু যজ্ঞরূপেষু) অবরং (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিকৃষ্টং) কর্ম্ম উক্তং (শাস্ত্রেণ বিহিতং); হি (যস্মাৎ) এতে অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিজঃ, যজমানঃ, পত্নী চ, ইত্যষ্টাদশ-সংখ্যাকাঃ) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ) [অথবা, এতে যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ প্লবাঃ সংসার-সন্তরণোপায়াঃ] অদৃঢ়াঃ (অস্থিরাঃ); [তস্মাৎ প্লবন্তে ফলেন সহ বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ]। যে মূঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ) এতৎ (জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োরূপং) অভিনন্দন্তি (বহু মন্যন্তে); তে (মূঢ়াঃ) পুনঃ এব (ভূয়োভূয়ঃ) জরা-মৃত্যুং (জরাং চ মৃত্যুং চ) অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) [ন পুনর্মুক্তিম্, ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥১৬॥৭

এই যে, অষ্টাদশ ঋত্বিক্সাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব (সংসার-সাগরোত্তরণের ভেলা) যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; ইহা দৃঢ়তর নহে—বিনাশশীল। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি ইহাকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না) ॥ ১৬ ॥ ৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম এতাবৎফলম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যম্, অতঃ অসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে—প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ এতে অদৃঢ়াঃ অস্থিরাঃ যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ ষোড়শ ঋত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্ম উক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ, যেষু অষ্টাদশসু অবরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষাম্ অবরকর্ম্মাশ্রয়াণাম্ অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম্ম; কুণ্ডবিনাশাদিব (১১) ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ; যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ ইতি যে অভিনন্দন্তি অভিহৃষ্যন্তি অবিবেকিনো মূঢ়াঃ, অতস্তে জরাং চ মৃত্যুং চ জরামৃত্যুং, কঞ্চিৎ কালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেব অপিযন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭

'এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম্ম, ইহার ফলও এই পর্য্যন্ত—অবিদ্যা ও কামকর্ম্মপ্রসূত; অতএব অসার—দুঃখনিদান, এইজন্য ইহার নিন্দা করা হইতেছে—'প্লব' অর্থ—বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের আশ্রয়ে আশ্রিত অবর—জ্ঞানরহিত কেবল কর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ—ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও তৎপত্নী, এই অষ্টাদশসংখ্যক যজ্ঞরূপ যজ্ঞের নিরূপক—অর্থাৎ যজ্ঞনির্ব্বাহক যাজ্ঞিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োন্মুখ); অতএব, কুণ্ডের (পাত্রবিশেষের) বিনাশে যেরূপ সেই কুণ্ডস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত অবর-কর্ম্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তা-হেতু তৎসাধ্য (তাহাদের নিষ্পাদিত) কর্ম্মও ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু মূঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্ত-প্রকার কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমকল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর

(১১) কুণ্ডবিনাশাদিবৎ, ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

করে; অতএব, তাহারা কিয়ৎকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ ৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১৭ ॥ ৮

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যামধ্যে) বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং [এব] ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং মন্যন্তে) জঙ্ঘন্যমানাঃ (রোগাদিভিঃ ভৃশং পুনঃ পুনর্বা পীড্যমানাঃ) মূঢ়াঃ (অবিবেকাঃ) অন্ধেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) অন্ধাঃ যথা (অন্ধা ইব) পরিয়ন্তি (বিভ্রমন্তি—বিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ) ॥১৭॥৮

অবিদ্যামধ্যে বাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড্যমান মূঢ় ব্যক্তিরা অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ভ্রমণ করে ॥ ১৭ ॥ ৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানাঃ অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং 'বয়মেব ধীরাঃ ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তঃ, তে চ জঙ্ঘন্যমানাঃ জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিয়ন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাৎ অন্ধেনৈব অচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গাঃ যথা লোকে অন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্তকণ্টকাদৌ পতন্তি, তদ্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 'আমরা ধীর, বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি,' এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত—সম্মানিত করে; সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি জঙ্ঘন্যমান হইয়া—জরা ও রোগাদি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা পীড্যমান হইয়া পরিভ্রমণ করে। দর্শনশক্তি না থাকায় অন্ধকর্ত্তৃক অর্থাৎ অক্ষিহীনকর্ত্তৃক নীয়মান—প্রদর্শিতপথ

অন্ধ—চক্ষুরহিত লোকসমুহ যেরূপ গর্ত্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ— ॥১৭॥৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমান
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং (অজ্ঞানবহুলব্যাপারে) বহুধা (নানাপ্রকারেণ) বর্ত্তমানাঃ বালাঃ (অবিবেকিনঃ) বয়ং কৃতার্থাঃ (কৃতকৃত্যাঃ) ইতি (এবং) অভিমন্যন্তি (অভিমানং কুর্ব্বন্তি)। যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মিণঃ (জ্ঞানরহিত-কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) রাগাৎ (ফলাসক্তেঃ হেতোঃ) ন প্রবেদয়ন্তি (তত্ত্বং ন জানন্তি), তেন [তস্মাৎ] ক্ষীণলোকাঃ (ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ) [অতএব] আতুরাঃ (দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ) চ্যবন্তে (স্বর্গাৎ পতন্তীত্যর্থঃ) ॥১৮॥৯

নানাপ্রকারে অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মূঢ়গণ) অভিমান করিয়া থাকে যে, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।' যেহেতু কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিরা ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ত্ব) জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বর্গাদি লোক-ভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥১৮॥৯

শঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবম্ অভিমন্যন্তি অভিমান্যন্তে অভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ যদ্ যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং, তেন কারণেন আতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ।

নানাপ্রকারে অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান বালকগণ অর্থাৎ অজ্ঞ-লোকেরা 'আমরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়াছি,' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু এইপ্রকার

কর্ম্মিগণ রাগবশতঃ অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনুরাগজনিত অভিভব বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না; সেইহেতু ক্ষীণলোক কর্ম্মফল (অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক) ক্ষয়ের পর আতুর—দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে॥ ১৮॥ ৯

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ ১৯—১০

কিঞ্চ, প্রমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্ত্তং—স্মার্ত্তং বাপীকূপাদিদান-লক্ষণং কর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ সন্তঃ) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণং) [অস্তীতি] ন বেদয়ন্তে (বুধ্যন্তে)। তে (প্রমূঢ়াঃ) সুকৃতে (কর্ম্মলব্ধে) নাকস্য পৃষ্ঠে (স্বর্গোপরি) অনুভূত্বা (ফলম্ অনুভূয়) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যাখ্যং) হীনতরং (ইতোঽপি নিকৃষ্টং লোকং) বা (অপি) আবিশন্তি,—তত্র জায়ন্তে ইত্যর্থঃ॥১৯॥১০

অত্যন্ত মূঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে; অপর শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা পুণ্যলব্ধ স্বর্গপৃষ্ঠে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া এই লোকে কিংবা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট লোকে প্রবেশ করে॥১৯॥১০

শঙ্করভাষ্যম্।

ইষ্টাপূর্ত্তম্—ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তং কর্ম্ম, মন্যমানা এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তঃ, অন্যৎ আত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবান্ধবাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াঃ; তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনে অনুভূত্বা অনুভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষম্ অস্মাৎ হীনতরং বা তির্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি॥ ১৯॥ ১০

ভাষ্যানুবাদ।

ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থে—শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম্ম, আর পূর্ত্ত অর্থে স্মৃতিবিহিত বাপী-কূপ-তড়াগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢ়গণ অর্থাৎ

পুত্র, পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা, উক্ত ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকেই নিরতিশয় পুরুষার্থ-সাধন—বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে করে—চিন্তা করে, তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধন আত্মজ্ঞান জানিতে পারে না। তাহারা সুকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গের উপরিস্থানে কর্ম্মফল অনুভব করিয়া, পুনর্ব্বার এই মনুষ্যলোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর তির্য্যগ্‌যোনি ও নরকাদি-স্থানে নিজ নিজ কর্ম্মশেষানুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥ ১৯ ॥ ১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে,
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১

[ইদানীং জ্ঞানবতাং ফলমাহ]—'তপঃ', ইত্যাদিনা। যে হি শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়াঃ বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ (ভিক্ষামাত্রোপজীবাঃ) অরণ্যে [বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ] বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানবন্তঃ গৃহস্থাঃ চ) তপঃশ্রদ্ধে—[তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা (হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা) তে তপঃশ্রদ্ধে] উপবসন্তি (সেবন্তে), তে বিরজাঃ (বিরজস্কাঃ পুণ্যপাপরহিতাঃ সন্তঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (উত্তরেণ পথা) যত্র (যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ) হি সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অব্যয়াত্মা (যাবৎস সারস্থায়ী) অমৃতঃ পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভঃ) [বর্ত্ততে]; [তত্র] প্রয়ান্তি (গচ্ছন্তি)।

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া যে সমস্ত সংযতেন্দ্রিয়

---

(১২) মানুষ নিজ নিজ শুভকর্ম্মানুসারে স্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিষয় ভোগ করে। কর্ম্মফল যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপরিমিত হইতে পারে না; সেই ভোগ পরিমিত এবং পরিমিত কালের জন্য; সেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হয়; তখন যাহার যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহার তদনুসারে গতি হয়, কেহ বা মনুষ্যলোকে, কেহ বা তির্য্যগ্‌ যোনিতে, কেহ বা একেবারে নরকে প্রবেশ করে। জীবের কর্ম্মশেষই তাহার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" অর্থাৎ কর্ম্মীরা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন যে সকল গৃহস্থ তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন, তাঁহারা সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে—যেখানে সেই অব্যয়-স্বরূপ অমৃতপুরুষ হিরণ্যগর্ভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০॥১১

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ, তপঃশ্রদ্ধে হি—তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তে অরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবসন্ত্যরণ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তরেণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ-পুণ্যপাপকর্ম্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রযান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ অমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎসংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ।

নন্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিৎ? ন, "ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ; অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি। বিরজস্ত্বন্তু আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফল-ভেদভিন্নং দ্বৈতম্ এতাবদেব যৎ হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ২০ ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষান্তরে, যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, আর বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও তপস্যা ও শ্রদ্ধার—তপ অর্থ—নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্ম, আর শ্রদ্ধা অর্থ হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতদুভয়ের সেবা করেন। বান-প্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ; এইজন্য ভৈক্ষচর্য্যা তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিহিত। তাঁহারা বিরজস্ক অর্থাৎ পুণ্যপাপরহিত

হইয়া সূর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন —যে সত্যলোকাদি স্থানে অমৃত ও অব্যয়াত্মা স্বভাবতঃ বিকার বা ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই প্রথমোৎপন্ন-পুরুষ হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন। অপর বিদ্যা দ্বারা এই পর্য্যন্ত সংসারগতি লাভ করা যায়।

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন? না—ইহা হইতে পারে না; কারণ, 'এখানেই সমস্ত কামনা বিলীন হইয়া যায়।' 'সেই ধীরগণ সর্ব্বগত ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বস্বরূপে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না]; অপ্রাসঙ্গিকতাও অপর হেতু—এখানে অপর বিদ্যার প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে অকস্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। তবে এখানে যে, বিরজস্কতা বলা হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ কর্ম্মিগণের অপেক্ষা বিরজস্কতামাত্র। সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিদ্যার দ্বৈত ফল এই হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এতদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই। দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনুও বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা' বিশ্বস্রষ্টা (মরীচি প্রভৃতি) ধর্ম্ম, মহান্ (হিরণ্যগর্ভ) ও প্রকৃতি, এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাত্ত্বিক গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ২০ ॥ ১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২১ ॥ ১২

[অথেদানীং ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বৈরাগ্যপ্রকারমাহ]—পরীক্ষ্যেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জনঃ, ব্রাহ্মণজাতির্বা) কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মণা নিষ্পাদিতান্) লোকান্ (ফলানি) পরীক্ষ্য (অনিত্যতয়া অবধার্য্য) [সংসারে] অকৃতঃ (নিত্যঃ পদার্থঃ)

নাস্তি, [সর্ব্বমেব কৃতমিত্যাশয়ঃ], কৃতেন (অনিত্যেন) [নাস্তি মে প্রয়োজনম্; ইতি] অথবা কৃতেন (কর্ম্মণা) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ) নাস্তি (ন ভবতি, ইতি কৃত্বা) নির্ব্বেদম্ (বৈরাগ্যম্) আয়াৎ (গচ্ছেৎ)। তদ্বিজ্ঞানার্থং (তস্য সত্যব্রহ্মণঃ জ্ঞানার্থং) সঃ (নির্ব্বিণ্ণঃ) সমিৎপাণিঃ (উপায়নহস্তঃ সন্) শ্রোত্রিয়ং (বেদজ্ঞং) ব্রহ্মনিষ্ঠং (ব্রহ্মণি তৎপরং) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ (সর্ব্বতঃ শরণং গচ্ছেৎ) ॥২১॥১২॥

ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জ্জিত লোকসমূহ (ফলসমূহ) পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্য-অসার বলিয়া অবধারণ করিয়া – জগতে অকৃত (নিত্য) কোন বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতেও আমার প্রয়োজন নাই ; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে। সেই বৈরাগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১॥১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্য-সাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাৎ বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়া-মধিকারপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে—পরীক্ষ্য যদেতদ্ ঋগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভা-বিকাবিদ্যাকাম-কর্ম্মদোষবৎ-পুরুষানুষ্ঠেয়ম্, অবিদ্যাদিদোষবন্তম্ এব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাৎ, তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতাঃ, যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথাত্ম্যেন অবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরে-তরোৎপত্তিনিমিত্তান্ অনেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্ মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব-নগরাকার-স্বপ্ন-জলবুদ্বুদফেনসমান্ প্রতিক্ষণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যা-কামদোষ-প্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তিতান্ ইত্যেতৎ।—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ ইতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে—নির্ব্বেদং, নিঃপূর্ব্বো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে; বৈরাগ্যম্ আয়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি অকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ, কর্ম্মকৃতত্বাচ্চ অনিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বন্তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাৎ চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যম্ উৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যং বা ; নাতঃপরং কর্ম্মণো

বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কূটস্থেন অচলেন ধ্রুবেণার্থেন অর্থী, ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াসবহুলেন অনর্থসাধনেন, ইত্যেবং নির্ব্বিণ্ণোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যৎ, তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নম্ অভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতৎ "গুরুমেব" ইত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ, শ্রোত্রিয়ম্ অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি, কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি, কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।

অনন্তর, সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য কথিত হইতেছে—এই যে ঋগ্বেদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব-সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদি দোষ-সম্পন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, কেন না, অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্যই ঐ সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। [সেই সকল কর্ম্ম ও] তদনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণগম্য লোকসমূহ, আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লঙ্ঘন-দোষ জনিত যে নরক, তির্য্যক্ ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যথাযথরূপে অবধারণ করিয়া, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়াত্মক, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের হেতুভূত বহু শতসহস্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ভের ন্যায় অসার মায়া মরীচিকা-জল, গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্বুদের ফেনতুল্য এবং প্রতিক্ষণ ধ্বংসোন্মুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ম্মময়দোষপ্রসূত, ধর্ম্মাধর্ম্মজনক সংসারের গন্তব্য লোকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া—ব্রাহ্মণ, সর্ব্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার; এইজন্য ব্রাহ্মণের

উল্লেখ হইয়াছে। লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া কি করিবে? তাহা বলা হইতেছে—(এখানে নির্ পূর্ব্বক বিদ্‌ধাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে—অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে।—এখন সেই বৈরাগ্যেরই প্রকার (বিশেষ ধর্ম্ম) প্রদর্শিত হইতেছে—এই সংসারে অকৃত (নিত্য) কোন পদার্থ নাই ; কেন না, সমস্ত লোকই কর্ম্ম-নিষ্পাদিত ; কর্ম্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য। অভিপ্রায় এই যে, [জগতে] কিছুমাত্র নিত্য পদার্থ নাই। আর কর্ম্মমাত্রই অনিত্য ফলের সাধক, যেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য, (১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্ম্মের বিষয় নাই অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব অর্থাৎ স্থিরতর অর্থের প্রার্থী,—তদ্বিপরীতের প্রার্থী নহি ; অতএব, ক্লেশবহুল অনর্থসাধক কৃত—কর্ম্মে প্রয়োজন কি ? এইরূপে নির্ব্বেদযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত নিত্য যে পদ (ব্রহ্মপদ), তদ্বিজ্ঞানার্থ—বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য শম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই অধিগত (প্রাপ্ত) হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা করিতে নাই, ইহা জ্ঞাপন করাই “গুরুমেব” এই অবধারণের অভিপ্রায়। সমিৎপাণি অর্থ—হস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ করিয়া ; শ্রোত্রিয় অর্থ—অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রার্থ-সম্পন্ন ; ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ—সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ ইত্যাদি। কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কর্ম্মীর পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠতা কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই ব্রাহ্মণ যথাবিধি উপস্থিত

---

(১৩) ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত—কর্ম্ম উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য, এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত ; এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম নাই ! তন্মধ্যে কর্ত্তার চেষ্টায় যাহা অভিনবরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ‘উৎপাদ্য’। ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয় তাহা ‘আপ্য’। ক্রিয়া দ্বারা যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহা ‘বিকার্য্য’। আর ক্রিয়া দ্বারা যাহার কোনরূপ গুণাধান বা দোষাপনয়ন হয়, তাহা ‘সংস্কার্য্য’।

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়া সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২১॥১২॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥

সঃ বিদ্বান্ (গুরুঃ) উপসন্নায় (সমীপমাগতায়) সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় (দম্ভ-দ্বেষাদিদোষরহিতমনসে) শমান্বিতায় (সংযতবহিরিন্দ্রিয়ায়) তস্মৈ (জিজ্ঞাসবে), যেন (যয়া বিদ্যয়া) সত্যম্ অক্ষরং (কূটস্থং) পুরুষং বেদ (বিজানাতি); তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) প্রোবাচ (প্রব্রূয়াৎ) [ইত্যয়ং বিধিঃ] ॥২২॥১৩॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত (যাহার চিত্ত হইতে দম্ভদ্বেষাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে), শমগুণান্বিত সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যাহা দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবেন ॥২২॥১৩॥

ইতি প্রথমমুণ্ডক-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুঃ ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায়। সম্যগ্ যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায় উপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায়; সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া চ পরয়া অক্ষরম্ অদ্রেশ্যাদিবিশেষণং, তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাচ্চ, সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণাৎ অক্ষতত্বাৎ অক্ষয়ত্বাচ্চ, বেদ বিজানাতি; তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ। আচার্য্যস্যাপি অয়মেব নিয়মঃ, যৎ ন্যায় প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-নিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ ॥২০॥১৩॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ২।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমং মুণ্ডকং সমাপ্তম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সেই বিদ্বান্—ব্রহ্মবিৎ গুরু উপসন্ন—সমীপাগত, সম্যক্—শাস্ত্রানুসারে প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ দর্পাদি-দোষবর্জ্জিত, শমান্বিত অর্থাৎ যাহার বহিরিন্দ্রিয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যযুক্ত, সেই শিষ্যের উদ্দেশে—যে বিজ্ঞান বা যে পরাবিদ্যা দ্বারা অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জানা যায়; সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথরূপে বলিবে অর্থাৎ তাহার উপদেশ দিবে। সেই অক্ষরই: পূর্ণত্ব ও হৃদয়পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ' শব্দবাচ্য; সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ স্বভাবতঃ পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক; আর ক্ষরণ—স্বরূপপ্রচ্যুতি হয় না, ক্ষত হয় না, অথবা বিনষ্ট হয় না বলিয়া অক্ষর পদবাচ্য।

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিদ্যা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার করা যে, আচার্য্যের পক্ষেও অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়ম, ["প্রব্রূয়াৎ"] শব্দে তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ॥ ২২॥১৩ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥২৩॥১॥

[ইদানীং পরবিদ্যাবিষয়ং সত্যং পুরুষং বোধয়িতুমুপক্রমতে]—তদেতদিত্যাদিনা। তৎ (পূর্ব্বোক্তং পুরুষাখ্যম্ অক্ষরং) সত্যং (অনাপেক্ষিকসত্যস্বরূপং)। [দুর্জ্ঞেয়ং তৎ কথং প্রতিপদ্যেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ]—যথা সুদীপ্তাৎ (প্রজ্বলিতাৎ) পাবকাৎ (বহ্নেঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্রা অগ্ন্যবয়বাঃ) স্বরূপাঃ (অগ্নিসজাতীয়া এব) সহস্রশঃ (অনেকশঃ) প্রভবন্তে (জায়ন্তে); হে সোম্য, তথা বিবিধাঃ (অনেকপ্রকারাঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) অক্ষরাৎ (সত্যাৎ পুরুষাৎ) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) তত্র (অক্ষরে) এব অপিযন্তি (লীয়ন্তে) চ ॥২৩॥১॥

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যস্বরূপ, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপন্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ-সমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥২৩॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মাৎ মূলাৎ অক্ষরাৎ সম্ভবতি, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ; স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং, তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পরবিদ্যা-

বিষয়ং, পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ। তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্; অবিদ্যা-বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরৎ। অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যম্ অক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্? ইতি দৃষ্টান্তমাহ—যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্ঠু দীপ্তাৎ ইদ্ধাৎ পাবকাৎ অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোঽনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নি-সলক্ষণা এব, তথা উক্তলক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনু বিধীয়-মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আকাশাদিবৎ ঘটাদি-পরিচ্ছিন্নাঃ সুষির-ভেদা ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনু ভবন্তি; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধি প্রভবমনু প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরে অপিযন্তি দেহোপাধিবিলয়মনু লীয়ন্তে ঘটাদিবিলয়মন্বিব সুষিরভেদাঃ। যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তি-প্রলয়-নিমিত্তত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যাপি নামরূপকৃতদেহোপাধিনিমিত্তমেব জীবোৎপত্তিপ্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥২৩॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর বিদ্যার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছে, সেই সংসারের যাহা সারভূত; অক্ষর-সংজ্ঞক যে মূল কারণ হইতে এই সংসার সম্ভূত হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্বরূপ। যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাহাই পরবিদ্যার বিষয়। তাহার নির্দ্দেশের জন্যই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত যে কর্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য; কিন্তু পরবিদ্যার বিষয় এই সত্যই [পারমার্থিক সত্য]; কারণ পারমার্থিক সত্তাই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ। পরবিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই সত্য—যথাভূত বস্তু অপর বিদ্যার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য; সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তখন তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারা যায় কিরূপে? এই জন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—সুদীপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রজ্বলিত পাবক—অগ্নি হইতে যেরূপ সরূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহস্রশঃ—অনেকানেক বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য! তদ্রূপ উক্তপ্রকার অক্ষর হইতেও বিবিধ—নানাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয়

বলিয়া নানাবিধ ভাবসমূহ জীবগণ—আকাশাদি যেরূপ ঘটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নানাবিধ নাম-রূপকৃত দেহরূপ উপাধির জন্ম অনুসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীনছিদ্রভেদ সমূহ বিলীন হয়, ঠিক সেইরূপ বিলীন হইয়া থাকে। আকাশ যে ছিদ্রভেদের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হয়, ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমনি অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩॥১॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২-॥২॥

[সঃ অক্ষরঃ] পুরুষঃ হি (নিশ্চয়ে) দিব্যঃ (দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা), অমূর্ত্তঃ (মূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ বাহ্যেন আভ্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত্তমানঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), অপ্রাণঃ (ক্রিয়াশক্তিমৎপ্রাণবৃত্তিহীনঃ), অমনাঃ (জ্ঞানশক্তিযুক্তমনোবৃত্তিবর্জ্জিতঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ), পরতঃ (স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ) অক্ষরাৎ (অনুচ্ছেদস্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ), পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥২৪॥২॥

সেই অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মূর্ত্তিহীন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, অজ (জন্মরহিত , প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর-পদবাচ্য অব্যক্ত হইতেও পর ॥২৪॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

নামরূপবীজভূতাৎ অব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাৎ অক্ষরাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ—

দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌকিকো বা। হি যস্মাৎ অমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ, পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য

জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ; যথা জলবুদ্বুদাদের্বায়্বাদিঃ; যথা নভঃচ্ছিদ্র-ভেদানাং ঘটাদিঃ। সর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, অতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনাম্ অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেষু * সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং, তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থ-স্বরূপদৃষ্টীনাম্ অপ্রাণঃ অবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবান্ চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্ অসৌ অপ্রাণঃ। তথা অমনাঃ—অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপি অবিদ্য-মানং যস্মিন্ সোঽয়মমনাঃ। অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ; যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি। যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ, অতোঽক্ষরান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেন উপ-লক্ষ্যমানত্বাৎ পরং তত্ত্বং তদুপাধিলক্ষণম্ অব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্যঃ তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্ত্বং তস্যেতি উচ্যতে—যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি, তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং স্যাৎ, ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি। অতোঽ-প্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ, যথা অনুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ ॥২॥২

ভাষ্যানুবাদ।

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজস্বরূপ যে, অব্যাকৃত বা অব্যক্তসংজ্ঞক পর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার আকারবর্জ্জিত, 'নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

তিনি দিব্য অর্থাৎ দ্যুতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অথবা দিবে—আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা অলৌকিকস্বরূপ। যেহেতু

* যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টিভেদেষু ইতি কচিৎ দৃশ্যতে।

অমূর্ত্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ কিংবা পুরে শয়ান (হৃৎপদ্মে স্থিত), সবাহ্যাভ্যন্তর অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত বর্ত্তমান (ভিতরে বাহিরে, সর্ব্বত্র অবস্থিত); অজ—কোনও কারণ হইতে জন্মে না; জলবুদ্বুদাদির যেরূপ বায়ু প্রভৃতি কারণ,এবং আকাশ ছিদ্রভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ; তদ্রূপ অপর কোন জন্ম নিমিত্ত না থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় [তিনি অজ]। বস্তুর যতপ্রকার বিকার আছে, জন্মই তাহাদের মূল বা প্রথম; সুতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু সবাহ্যাভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই জরা মৃত্যু ও ক্ষয়-রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়স্বরূপ।

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিদ্যা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন দেহে সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতিভাত হয়, আকাশ যেরূপ তল ও মলিনত্বাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ। তাহা হইলেও যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের নিকট অপ্রাণ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনস্বভাব বায়ু (প্রাণবায়ু) যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি 'অপ্রাণ। অনেকপ্রকার জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন সংকল্পাদিস্বভাবক মনও যাঁহাতে বিদ্যমান নাই, তিনি অমনাঃ। অপ্রাণ ও অমনা বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহও (দর্শনাদিও) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। যেমন অপর শ্রুতিতেও আছে, 'যেন ধ্যানই করে, যেন গমনই করে'। যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইল; অতএব শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ। অতএব নামরূপ বীজাত্মক উপাধি দ্বারা যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে— সমস্ত কার্য্য-কারণভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা স্থিরতর বলিয়া 'অক্ষর' পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত

অব্যক্ত, নিরুপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও পর—শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ-নামক অক্ষর যাহাতে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত; তাহার অপ্রাণত্বাদি ধর্ম্ম হয় কিরূপে? বলিতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষের ন্যায় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যমান প্রাণাদি দ্বারা পুরুষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হইতে পারিত; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ত কখনই প্রাণাদি বিদ্যমান থাকিতে পারে না; অতএব যেমন পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত দেবদত্ত অপুত্রক থাকে, তেমনি পুরুষও অপ্রাণাদি বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪॥২॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥২৫॥৩॥

এতস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, খং (আকাশং) বায়ুঃ, জ্যোতিঃ (তেজঃ), আপঃ (জলানি) বিশ্বস্য ধারিণী (ভূতধাত্রী) পৃথিবী চ জায়তে (উৎপদ্যতে) ॥২৫॥৩॥

প্রাণ, মনঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী এই পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হয় ॥২৫॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ এতস্মাদেব পুরুষাৎ নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ জায়তে উৎপদ্যতে অবিদ্যাবিষয়ো বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়েণ অনৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাৎ, অপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনের পুত্রেণ সপুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চ এতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরুপচরিতম্ অপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তঃ, তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ। যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি, তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি খমাকাশং, বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ। আপ উদকম্। পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ধারিণী; এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ॥২৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু নাম-রূপের বীজরূপ উপাধি-লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে যে, বিকার বা কার্য্য মাত্রই বাক্যারব্ধ নাম মাত্রই মিথ্যা। অপুত্রক ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা পুত্রবত্তা হয় না, তেমনি অবিদ্যার বিষয়ীভূত মিথ্যাভূত সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে না। এইরূপ মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা হইতেই জন্ম-লাভ করিয়া থাকে। এই কারণে ইহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত্তা সিদ্ধ হইল। উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায়ও বুঝিতে হইবে। যেমন করণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয়-বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ– আকাশ, আবহাদি বাহ্য বায়ু জ্যোতি—অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার পূর্ব্ব পূর্ব্বগুণ-সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৫॥৩॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥২৬॥৪॥

অস্য (যস্য পুরুষস্য) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা (শিরঃ), চন্দ্রসূর্য্যৌ চক্ষুষী, দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) শ্রোত্রে (কর্ণৌ), বেদাঃ চ বাগ্ বিবৃতাঃ (বাগিন্দ্রিয়ং) বায়ুঃ প্রাণঃ, বিশ্বং, (নিখিলং জগৎ) হৃদয়ং (অন্তঃকরণং), পদ্ভ্যাং পৃথিবী [জাতা], এষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মস্বরূপঃ) ॥২৬।৪॥

অগ্নি (দ্যুলোক) যাহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ শ্রোত্রদ্বয় বেদ সমূহ বাগ্ বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়), বায়ু প্রাণস্বরূপ, এবং সমস্ত জগৎ যাহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী যাহার পাদদ্বয় হইতে জাত; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ॥২৬।৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সাঙ্ক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষঃ সত্যং "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ" ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রবৃত্তে; সঙ্ক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি।

যোহি প্রথমজাৎ প্রাণাৎ হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অণ্ডস্যান্তর্ব্বিরাট্, স তত্ত্বান্তরিতত্বেন লক্ষ্যমাণোঽপি এতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়তে এতন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ বিশিনষ্টি—অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চন্দ্রসূর্য্যৌ; যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ, 'অস্য' ইত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা। দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাক্ বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ যস্য। বায়ুঃ প্রাণো যস্য। হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগৎ অস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ, মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা। স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বকরণাত্মা॥ ২৬॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

"দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত নির্ব্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরূপণ করিয়া পুনর্ব্বার সবিস্তরে তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। কেন না, সূত্র-ভাষ্যোক্তি ন্যায়ে অর্থাৎ সূত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, ভাষ্যে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মানুসারে বক্তব্য পদার্থ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলিয়া পশ্চাৎ বিস্তৃত ভাবে বলিলে সহজেই বুদ্ধিগম্য হয়।

প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [আপাত দৃষ্টিতে] পৃথক তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎস্বরূপও বটে, ইহা প্রতিপাদনার্থই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

অগ্নি অর্থ দ্যুলোক,' হে গৌতম, এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ' এই শ্রুতিই তাহার হেতু বা প্রমাণ। [এই অগ্নি] যাঁহার মূর্দ্ধা—উত্তমাঙ্গ—মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য [যাঁহার চক্ষুর্দ্বয়; পরবর্ত্তী 'অস্য' পদটিকে 'যস্য' রূপে পরিণত (যস্য) করিয়া 'যস্য' পদটির সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ যাঁহার কর্ণদ্বয়।: বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত—প্রসিদ্ধ বেদ সমুদায় যাঁহার বাক্ (বাগিন্দ্রিয়)। আবহাদি বায়ু যাঁহার প্রাণ, বিশ্ব সমস্ত জগৎ ইঁহার অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়—অন্তঃকরণ; কারণ, সমস্ত জগৎই অন্তঃকরণের (ইচ্ছাশক্তির) বিকার বা পরিণাম; কেন না সুষুপ্তি সময়ে মনেই সমস্ত বস্তুর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রৎসময়ে আবার মন হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গত হয়। যাঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী জন্মিয়াছে। প্রথম শরীরধারী এবং ত্রৈলোক্য-দেহরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্যাপক অনন্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা। কারণ, তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মনন কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদিরূপে) সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ॥২৬॥৪॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥২৭॥৫॥

[ইদানীং তস্মাদেব পুরুষাৎ পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তিমাহ]—তস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাৎ (পুরুষাৎ) অগ্নিঃ (দ্যুলোকঃ) [জায়তে]; সূর্য্যঃ যস্য (দ্যুলোকস্য) সমিধঃ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ); সোমাৎ (সোমসম্পৃক্তাৎ দ্যুলোকাৎ) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) [সম্প্রসূতঃ], [পর্জ্জন্যাৎ) ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) পৃথিব্যাং [সম্প্রসূতাঃ]; [ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ) যোষিতায়াং (যোষিতি) রেতঃ সিঞ্চতি (ত্যজতি), পুরুষাৎ বহ্বীঃ (বহ্ব্যঃ অনেকাঃ) প্রজাঃ সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্না ভবন্তি)।

সূর্য্য যাহার কাষ্ঠ-স্থানীয়, সেই অগ্নি (দ্যুলোক) এই পুরুষ হইতে জন্ম লাভ

করে; দ্যুলোক-সম্বন্ধ সোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধি সমূহ জন্মে; অনন্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে; পুরুষ হইতে বহুতর প্রজা উৎপন্ন হয় ॥২৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাঃ তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে—

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশেষ্যতে—সমিধো যস্য সূর্য্যঃ, সমিধ ইব সমিধঃ; সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকঃ সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাগ্নের্নিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবং ক্রমেণ বহ্বীর্ব্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ ॥২৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাগ্নি(১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে; ইহা কথিত হইতেছে—

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চাগ্নি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—শ্বেতকেতু নামক এক ঋষিকুমার পঞ্চালরাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রবহণনামক রাজা শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি"। পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ পদবাচ্য হয় অর্থাৎ মানুষদেহ লাভ করে, তাহা তুমি জান কি? শ্বেতকতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন;তখন গৌতম নিজেই প্রবহণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন—তদুত্তরে প্রবহণ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অসৌ বাব গৌতম! "অগ্নিঃ" অর্থাৎ হে গৌতম! এই যে দ্যুলোক দর্শন করিতেছ, ইহা একটি প্রসিদ্ধ অগ্নি, এইরূপে দ্যু, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটি পদার্থকে পাঁচটি অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞানকে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান, যজ্ঞে সোম, ঘৃত প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আহুত হয়, তৎসমস্তই জলীয় ভাগে পূর্ণ। যাঁহারা সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কাল-কবলে পতিত হন, তাঁহারা যজ্ঞীয় সেই জলীয় ভাগ সহকারে পুণ্যবলে

সেই পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরূপ অগ্নি (সমুৎপন্ন হয়),সেই অগ্নিকে বিশেষিত করা হইতেছে—সূর্য্য যাহার (দ্যুলোকের) সমিধ্, সমিধ্ অর্থ সমিধের ন্যায় ; কেননা, সূর্য্য দ্বারাই দ্যুলোক সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) হইয়া থাকে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নি হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পর্জ্জন্য (মেঘ) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই পর্জ্জন্য হইতে আবার পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ব্রীহি যবাদি) সমুৎপন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত এবং দেহের উপাদান স্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পুরুষরূপ অগ্নি যোষিতে অর্থাৎ যোষারূপ অগ্নিতে—স্ত্রীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥২৭॥৫॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥২৮॥৬॥

[কিঞ্চ], তস্মাৎ (পুরুষাৎ) ঋচঃ (গায়ত্র্যাদি ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ) সাম (স্তোভাদি গীতিযুক্তং), যজূংষি (অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি), দীক্ষাঃ (মৌঞ্জীধারণাদি-নিয়মাঃ), সর্ব্বে যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ), ক্রতবঃ (সযূপাঃ) দক্ষিণাঃ চ (গো-সুবর্ণাদ্যাঃ), সংবৎসরঃ চ (দ্বাদশ মাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা), যজমানঃ (যজ্ঞকর্ত্তা), লোকাঃ (কর্ম্মফলানি) যত্র (যেষু লোকেষু) সোমঃ (চন্দ্রঃ) পবতে (পুণাতি), যত্র চ সূর্য্যঃ তপতি (প্রকাশয়তি) ॥

চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; নির্দ্দিষ্টকাল উপযুক্ত সুখভোগ করিয়া যখন প্রচ্যুত হন, তখন, প্রথমে দ্যুলোকে পতিত হন, পরে মেঘাকারে অবস্থিত হন, তাহার পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি যবাদি শস্যাকারে পরিণত হন ; অন্নরূপে পুরুষগত হইয়া আবার শুক্ররূপে পরিণত হন, অবশেষে শুক্ররূপেই যোষিতে নিহিত হন। সেই যোষিতই পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন। উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে আহুতি এবং তদাধার দ্যুলোক পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচটিকে আহবনীয় পাঁচটি অগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ রহস্য জানিতে হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আরও, সেই পুরুষ হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্র, দীক্ষা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত ক্রতু, যজ্ঞীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) সমস্ত কর্ম্মফল—যেখানে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন ॥২৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ,—কথম্? তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ; সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোভাদিগীতিবিশিষ্টম্; যজুংষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি; এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণাঃ কর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে অগ্নিহোত্রাদয়ঃ। ক্রতবঃ সযূপাঃ। দক্ষিণাশ্চ একগবাদ্যা অপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কালঃ কর্ম্মাঙ্গভূতঃ। যজমানশ্চ কর্ত্তা, লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাঃ তে বিশেষ্যন্তে—সোমো যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্, যত্র চ যেষু সূর্য্যস্তপতি; তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদ-বিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥২৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয়া থাকে], ইহা বলিতেছেন—কি প্রকারে? সেই পুরুষ হইতে ঋক্-সমূহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে (শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই 'গায়ত্রী' প্রভৃতি ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্র সকল; সামকে—(গেয় সামাংশবিশেষকে) 'ভক্তি' বলে; সেই পঞ্চ বা সপ্তভক্তিযুক্ত স্তোভাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ; যজুঃসমূহ, অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরে যে সকলের পাদ সমাপ্তি, সেই বাক্যসমূহ; এই প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র। দীক্ষা—যজ্ঞকর্ত্তার মৌঞ্জী (মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত কাঞ্চীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ। অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুসমূহ—যাহাতে যূপের ব্যবহার আছে। দক্ষিণা—একটি মাত্র গোপ্রভৃতি হইতে অপরিমিত সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত; সংবৎসর—কর্ম্মাঙ্গভূত-কাল; যজমান—কর্ম্মকর্ত্তা; লোকসমূহ—যজমানের কর্ম্মফলসমূহ;

সেই লোকসমূহকেও বিশেষিত করা হইতেছে—যে সমস্ত লোকে সোম (চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লোকসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত লোকে সূর্য্য তাপ দেন; সেই লোকসমূহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ-মার্গ-গম্য এবং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ কর্ত্তাদের কর্ম্মফলস্বরূপ ॥২১॥৬॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥২১॥৭॥

[অপিচ], তস্মাৎ চ (পুরুষাৎ) (এব) দেবাঃ (কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্নাঃ)। [তদ্‌যথা] সাধ্যাঃ (দেবতাবিশেষাঃ), মনুষ্যাঃ (কর্ম্মাধিকারিণঃ), পশবঃ গ্রাম্যা আরণ্যাশ্চ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ), প্রাণাপানৌ (এতেষাং জীবনং), ব্রীহি-যবৌ (হোমার্থৌ); তপঃ (কর্ম্মাঙ্গং, স্বতন্ত্রং চ); শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আস্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ) সত্যং (অনৃতবর্জ্জনং, যথার্থভাষণং), চ ব্রহ্মচর্য্যং (বীর্য্যধারণং), বিধিঃ (কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ) চ (অপি) ॥২১॥৭॥

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ-সমূহ নানা প্রকারে প্রসূত হইয়াছে। [যথা] সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ ঐ সকলের জীবন, ধান্য ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্যব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ॥২১॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্প্রসূতাঃ সম্যক্ প্রসূতাঃ—সাধ্যা দেববিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ, বয়াংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাং প্রাণাপানৌ, ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ; তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণং, স্বতন্ত্রঞ্চ, ফলসাধনম্; শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জ্জনং যথাভূতার্থবচনঞ্চ অপীড়াকরম্; ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ; বিধিশ্চ ইতিকর্ত্তব্যতা ॥ ২১ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই পুরুষ হইতে কর্ম্মাঙ্গভূত দেবতাসমূহ বহু প্রকারে অর্থাৎ বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যক্‌রূপে প্রসূত হইয়াছে—সাধ্যগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কর্ম্মাধিকারিসমূহ, গ্রাম্য ও আরণ্য পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন.প্রাণ ও অপান, হবির নিমিত্ত ব্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ—কর্ম্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা পুরুষের সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ্‌ভাবে ফলসাধন; শ্রদ্ধা—যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই চিত্তপ্রসাদকর আস্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য—সত্য অর্থ মিথ্যা পরিত্যাগ এবং পরের অপীড়াকর যথার্থ কথন; ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুন-বর্জ্জন, এবং বিধি—ইতিকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ কর্ম্মপদ্ধতি ॥২৯॥৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥

[কিঞ্চ,] তস্মাৎ (পুরুষাৎ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণ্যানি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি), সপ্ত অর্চ্চিষঃ (দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়প্রকাশনানি), সপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ), তথা সপ্ত হোমাঃ (স্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি), ইমে (অনুভূয়মানাঃ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দ্রিয়স্থানানি), যেষু (লোকেষু) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) চরন্তি (বিচরন্তি বর্ত্তন্তে ইতি যাবৎ) [বিধাত্রা] নিহিতাঃ (প্রতিদেহং স্থাপিতাঃ) [এতে] সপ্ত সপ্ত গুহাশয়াঃ (গুহায়াং দেহে স্থিতাঃ) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) প্রভবন্তি (জায়ন্তে) ॥৩০॥৮॥

মস্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি, সপ্তপ্রকার বিষয়, এবং সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক-জ্ঞান) সাতটি ইন্দ্রিয়-স্থান,—যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে; বিধাতাকর্ত্তৃক [প্রতিদেহে] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৩০॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্ত অর্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ; বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাঃ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি. "যদস্য বিজ্ঞানং, তজ্জুহোতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ, সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি, যেষু চরন্তি সঞ্চরন্তি প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ। প্রাণা যেষু চরন্তীতি প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরতে ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ, অবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥৩০॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ (মস্তকস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) প্রাদুর্ভূত হয়। সেই ইন্দ্রিয়-সমূহের সাত প্রকার অর্চ্চিঃ—দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়-প্রকাশন সেইরূপ সপ্ত সমিধ অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সমূহ দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সপ্ত-প্রকার হোম অর্থাৎ সেই সকল বিষয়-বিষয়ক জ্ঞান; যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'ইহার যে, এই বিষয়-বিজ্ঞান, তাহাই হোম করা হয়।' অপিচ, এই সাতপ্রকার লোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্থান—ইন্দ্রিয়গণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে, এই বিশেষণ থাকায় ['লোক' শব্দে ইন্দ্রিয়-স্থান বুঝিতে হইবে]। 'প্রাণ সমূহ যে সকল স্থানে 'বিচরণ করে' এই প্রাণ বিশেষণটি [প্রাণ শব্দের] প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থ [প্রদত্ত হইয়াছে]। গুহাতে—শরীরে কিংবা স্বপ্ন সময়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, এই জন্য গুহাশয়, এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে। আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন ও কর্ম্মফল, আর অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-সাধন

ও কর্ম্মফল, এ সমস্তই সেই সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য ॥৩০॥৮॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে-
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) চ (অপি) অতঃ (অস্মাদেব পুরুষাৎ) [জায়ন্তে]। সর্ব্বরূপাঃ (বহুরূপাঃ) সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) চ অতঃ (পুরুষাৎ) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি), সর্ব্বাঃ ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) রসঃ চ (মধুরাদিকঃ) অতঃ (পুরুষাৎ) [জায়ন্তে], এষঃ অন্তরাত্মা (সূক্ষ্মং শরীরং) যেন (রসেন হেতুনা) ভূতৈঃ (আকাশাদিভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) হি (নিশ্চয়ে) ॥৩১॥৯॥

এই পুরুষ হইতেই সমস্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত [সম্ভূত হয়]। নানাবিধ নদীসমূহও ইহা হইতেই প্রবাহিত হয়। সমস্ত ওষধি ও রস ইহা হইতেই [প্রাদুর্ভূত হয়], এই অন্তরাত্মা—সূক্ষ্ম শরীর যে রসে আকাশাদি পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে ॥৩১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষারাদ্যাঃ, গিরয়শ্চ হিমবদাদয়ঃ অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্‌বিধঃ, যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্য আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা ॥৩১॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি) সমস্ত সমুদ্র [উৎপন্ন হয়], এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বত এই পুরুষ হইতেই [উৎপন্ন হয়]; গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বরূপ— বহুবিধ সিন্ধু—নদীসমূহ স্রবমান অর্থাৎ প্রবাহিত হয়। এই পুরুষ হইতেই ব্রীহি যবাদি সমস্ত ওষধি

এবং মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস, যে রসের বলে স্থূল পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া অন্তরাত্মা—লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর ও আত্মার মধ্যবর্ত্তি-ভাবে সূক্ষ্ম শরীর অবস্থান করে; এই জন্য তাহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥৩১॥৯॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্‌।
এতদ্‌ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥১॥

[প্রকৃতমুপসংহরন্‌ আহ]—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব (অবধারণে) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বং, ন পুরুষাদতিরিক্তং কিঞ্চন অস্তীতি ভাবঃ)। [তদেব বিশ্বং দর্শয়ন্‌ আহ। কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি), তপঃ (জ্ঞানং), তপঃকার্য্যঞ্চ এতৎ সর্ব্বম্‌, অতঃ] গুহায়াং (হৃদয়ে) নিহিতং (স্থিতং) পরামৃতং (পরম্‌ অমৃতং চ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মৈব) এতৎ (সর্ব্বং) [ইতি] যঃ (পুরুষঃ) বেদ (জানাতি); হে সোম্য প্রিয়দর্শন, সঃ অবিদ্যা-গ্রন্থিং (অবিদ্যা-বন্ধং) বিকিরতি (বিক্ষিপতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ) ইহ ॥৩২॥১০॥

পূর্ব্বোক্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান এই সর্ব্বোত্তম অমৃত ব্রহ্মেরই স্বরূপ। হে সৌম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে ॥৩২॥১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌।

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্‌, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্‌; অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সর্ব্বম্‌। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি। এতস্মিন্‌ হি পরস্মিন্‌ আত্মনি

সর্ব্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবেদং বিশ্বং নান্যদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি কিং পুনরিদং বিশ্বম্? ইত্যুচ্যতে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং, তৎকৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্বীদং সর্ব্বম্; তচ্চৈতদ্ব্রহ্মণঃ কার্য্যং, তস্মাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম পরামৃতং পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং, স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিং গ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপ-নিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসূত হইয়াছে। অতএবই বাক্যারব্ধ নামাত্মক বিকার বস্তু মিথ্যা, পুরুষই একমাত্র সত্য; অতএব পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ব্বাত্মক। অর্থাৎ পুরুষ হইতে পৃথক্ বিশ্ব নামে কিছু নাই। অতএব, 'ভগবন্, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়,' এই যে প্রশ্ন উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত হইল। কেননা, সর্ব্বকারণ, পরমাত্মাস্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত হইলেই 'একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই, এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।' এই বিশ্বটিই বা কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ম্ম অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, তপঃ—জ্ঞান, জ্ঞানজনিত ফল কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ই বটে; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য। সেই এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্য্য; সুতরাং পরামৃত অর্থাৎ পর ও অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মই এ সমস্ত, এবং আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ, যে লোক সর্ব্বপ্রাণীর গুহায়—হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মকে জানে, হে সৌম্য—প্রিয়দর্শন, সেই লোক এবংপ্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্যা-গ্রন্থিকে অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়ীভূত অধর্ম্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও মৃত্যুর পর নহে—জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥৩২॥১০॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥৩৩॥১॥

আবিঃ (প্রকাশময়ং) সন্নিহিতং সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতং, গুহাচরং (গুহাশয়ং) নাম (প্রসিদ্ধৌ) মহৎ (নিরতিশয়ং) পদং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং বস্তু)। অত্র (অস্মিন্ ব্রহ্মণি) এজৎ (চলনস্বভাবং পক্ষিপ্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাদিমৎ মনুষ্যাদি), [কিং বহুনা,—] যৎ নিমিষৎ (নিমেষং কুর্ব্বৎ) (চকারাৎ অনিমিষৎ—নিমেষরহিতং) চ, এতৎ (সর্ব্বং) [অত্রএব] সমর্পিতং (সম্যক্ স্থাপিতং)। [হে শিষ্যাঃ,] এতৎ (সর্ব্বাস্পদভূতং ব্রহ্ম) সদসৎ (সৎ—মূর্ত্তস্বরূপং, অসৎ—অমূর্ত্তস্বরূপং চ) বরেণ্যং (বরণীয়ং সর্ব্বস্য প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ), প্রজানাং (জনানাং) বিজ্ঞানাৎ (বিষয়জ্ঞানাৎ) পরম্ (অতিরিক্তং, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ), যৎ বরিষ্ঠং (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যূয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥৩৩॥১

প্রকাশময়, সর্ব্বত্র সন্নিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ যে মহৎ পদ (সকলের আশ্রয়নীয় বস্তু); চলনশীল পক্ষ্যাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [অধিক কি] নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এ সমস্তই ইহাতে সমর্পিত হইয়াছে। [হে শিষ্যগণ, তোমরা] জানিও এই ব্রহ্মই সৎ ও অসৎস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের জ্ঞানের অতীত এবং যাহা শ্রেষ্ঠরূপ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অরূপং সৎ অক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে—আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভিঃ জ্বলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ শব্দাদীন্ উপলভমানবদবভাসতে দর্শন-শ্রবণমনন-বিজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরাবির্ভূতং সল্লক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্।

যদেতদাবির্ভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্‌গুহাচরং নাম, গুহায়াং চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ;

কথং তন্মহৎপদমিতি? উচ্যতে—যতঃ অত্র অস্মিন্ ব্রহ্মণি এতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব অরাঃ—এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি, প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি, নিমিষচ্চ যন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ যচ্চানিমিষৎ 'চ'শব্দাৎ, সম মেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ যদাস্পদং সর্ব্বং, জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাম্; সদসৎস্বরূপম্, সদসতোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ম্; পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ; যল্লৌকিকবিজ্ঞানা-গোচরমিত্যর্থঃ। যদ্ বরিষ্ঠং বরতমং, সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু; তদ্ধি একং ব্রহ্ম অতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ॥ ২৩॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে হইবে? ইহা বলা হইতেছে—আবিঃ—প্রকাশস্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরে আছে—বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি দ্বারা উজ্জ্বল হন এব দীপ্তিমান হন; তদনুসারে [আত্মা] শব্দাদি বিষয়সমূহ উপলব্ধি করেন বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি উপাধিগত ধর্ম্মসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া লক্ষিত হন। এই যে প্রকাশস্বভাব ও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণিহৃদয়ে সম্যক্ অবস্থিত ব্রহ্ম; তাহাই আবার গুহাচর নামে অর্থাৎ গুহাতে সঞ্চরণ করে, এই জন্য দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম্ম দ্বারা 'গুহাচর' নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু মহৎ এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ত্বহেতু পদ শব্দবাচ্য।

ভাল, তিনি মহৎ পদ কি প্রকারে? [উত্তর] বলা হইতেছে।—যেহেতু রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে, তেমনি এই ব্রহ্মে এই সমস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে—'এজৎ'

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণৎ যাহারা প্রাণ ধারণ করে—মনুষ্য-পশু প্রভৃতি, নিমিষৎ যাহারা নিমেষকার্য্যকারী এবং 'চ' শব্দ হইতে অনিমিষৎ ও (নিমেষরহিতও) বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ব্রহ্মাই সমর্পিত আছে। এ সমস্ত যাহাতে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও—তিনিই তোমাদের আত্মা এবং সদসৎস্বরূপ; কেন না, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত্তা নাই। বরণ্য--বরণীয়; কারণ নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের প্রার্থনীয়। পরে অর্থে—ব্যতিরিক্ত, 'প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে' এই ব্যবহিত বাক্যের সহিত এই 'পর' শব্দের সম্বন্ধ; ইহার অর্থ এই যে, যিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয়; যিনি বরিষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ॥৩৩॥১॥

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৪॥২

যৎ অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমৎ) যৎ অণুভ্যঃ চ (অপি) অণু (সূক্ষ্মং), যস্মিন্ লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) লোকিনঃ (তল্লোকবাসিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) তৎ এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) ব্রহ্ম; সঃ প্রাণঃ, তৎ উ (অপি) বাঙ্মনঃ (বাক্ চ মনঃ চ সর্ব্বকরণাত্মক ইতিভাবঃ) তৎ এতৎ (উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থভূতং); তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং), তৎ (ব্রহ্ম) বেদ্ধব্যং (মনসা গ্রহণীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি) হে সোম্য; (প্রিয়দর্শন) ॥৩৪॥২॥

যাহা দীপ্তিমান্ এবং অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম) যাহাতে ভূরাদি লোক সমূহ ও তল্লোকবাসিগণ (অবস্থিত); তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ ও মনঃস্বরূপ; তিনিই সত্যস্বরূপ; তিনিই অমৃতস্বরূপ, হে সৌম্য তাঁহাকেই বেদ্ধব্য বলিয়া জানিবে ॥৩৪॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমৎ ; তদ্দীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদ্ অণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপি অণু চ সূক্ষ্মম্। 'চ'শব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽপি অতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিন্ লোকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ; চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ ; তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়ম্ অক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণঃ তদু বাঙ্মনো বাক্‌চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি তদু অন্তশ্চৈতন্যম্ ; চৈতন্যাশ্রয়ো হি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসঙ্ঘাতঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিতথম্ ; অতঃ অমৃতম্ অবিনাশি, তৎ বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ ; তস্মিন্ মনসঃ সমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব ॥৩৪॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, যিনি অর্চ্চিমৎ—দীপ্তিসম্পন্ন ; দীপ্তমান্ আদিত্য প্রভৃতিও তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্তিমান্। আরও এক কথা, শ্যামাকাদি অণু অপেক্ষাও অণু—সূক্ষ্ম, [শ্যামাক এক প্রকার ক্ষুদ্র শস্য]। 'চ' শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, স্থূল পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থূল। ভূরাদি লোকসমূহ এবং যাহারা সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারা ও) যাহাতে নিহিত—অবস্থিত। কারণ, সকলেই চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, ইহাই সেই সর্ব্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্ ও মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ ; প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্যে আশ্রিত ; সুতরাং চৈতন্যস্থ ইহা "[তিনি] প্রাণেরও প্রাণ" এই অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়]। প্রাণাদির অন্তঃস্থ যে অক্ষর চৈতন্য, তিনিই এই সত্য অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ ; অতএব অমৃত-বিনাশরহিত। তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে। হে সৌম্য, যেহেতু এই প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ঔপনিষদং (উপনিষৎসু এব জ্ঞাতং) মহাস্ত্রং (মহৎ অস্ত্রং) ধনুঃ গৃহীত্বা সমাদায়) [তস্মিন্] উপাসা নিশিতং (অবিচ্ছেদধ্যানেন সূক্ষ্মীকৃতং) শরং সংদধীত (সন্ধানং কুর্য্যাৎ)। হে সোম্য, আযম্য (ধনুরাকৃষ্য-- সান্তঃকরণানি ইন্দ্রিয়াণি স্বস্ব বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্ত্য) তদ্ভাবগতেন (তস্মিন্ ব্রহ্মণি ভাবঃ তন্ময়তা, তদ্গতেন) চেতসা (মনসা) লক্ষ্যং (বেদ্ধব্যং) তৎ এব অক্ষরং (পুরুষং) বিদ্ধি (অবগচ্ছ) ॥৩৫॥৩

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদ্‌বেদ্য মহাস্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপাসনা-শোধিত শর সংযোজিত কর, শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তাপ্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর পুরুষকে বেদ্ধব্য বলিয়া জানিও ॥ ৩৫॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং বেদ্ধব্যমিতি উচ্যতে—ধনুঃ ইষ্বাসনং গৃহীত্বা আদায় ঔপনিষদম্ উপনিষৎসু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ মহাস্ত্রং ধনুঃ, তস্মিন্ শরম্; কিংবিশিষ্টমিত্যাহ—উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং, সংস্কৃতমিত্যেতৎ; সন্দধীত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চ আযম্য আকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্‌বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাবর্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনেব ধনুষ আযমনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনা ভাবঃ, তদ্গতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

কি প্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে, ঔপনিষদ উপনিষৎপ্রভব অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহৎ অস্ত্রস্বরূপ ধনু যাহাদ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক্ ধ্যান দ্বারা তনূকৃত (সূক্ষ্মতাপ্রাপিত) সংস্কারসমন্বিত শরের সন্ধান

করিবে (শর-যোজনা করিবে); সন্ধানের পর আযমন করিয়া—আক-র্ষণ করিয়া—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া—অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধনুর আকর্ষণ হয়, তেমন আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই ঐরূপ অর্থ করিতে হইল। তদ্ভাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে ভাবনা—ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিত্ত দ্বারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ উক্তরূপ অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর ॥৩৫।৩॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥৪॥

[ইদানীং প্রাগুক্তং ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো নির্দ্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা]। প্রণবঃ ওঙ্কারঃ) ধনুঃ (শরাধিষ্ঠানং), আত্মা (চিদাভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ (বাণঃ), তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম লক্ষ্যং (বেধ্যং), যদ্বা, তস্য (শরস্য) লক্ষ্যং—(তল্লক্ষ্যং ইত্যেকং পদং); উচ্যতে (কথ্যতে)। [তৎ চ] অপ্রমত্তেন (প্রমাদ-রহিতেন সতা) বেদ্ধব্যম্ (অনুভবনীয়ম্); [অতএব সাধকঃ] শরবৎ (শরইব) তন্ময়ঃ (তদেকাগ্রঃ) ভবেৎ (স্যাদিত্যর্থঃ) ॥৩৬॥৪॥]

এখন পূর্ব্বোক্ত ধনুঃশরাদি শব্দার্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—প্রণব ধনু, স্বয়ং চিদাভাস আত্মা তাহার শর; আর পরব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য (বেধ্য) বলিয়া কথিত হন; প্রমাদহীন—মনোযোগী হইয়া সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য শরের ন্যায় তন্ময় (লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র) হইতে হইবে ॥ ৩৬॥ ৪ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদুক্তং ধনুরাদি, তদুচ্যতে—প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ। যথা ইষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ; প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে; যথা ধনুষা অস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ। শরো হ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব জলে সূর্য্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-সাক্ষিতয়া; স শর ইব আত্মন্যেব অর্পিতোঽক্ষরে ব্রহ্মণি; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃসমাধিৎ-

সুভিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ তত্রৈবং সতি অপ্রমত্তেন বাহ্যবিষয়োপলব্ধি-তৃষ্ণা-প্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। তত দ্বেধনাৎ ঊর্দ্ধং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি; তথা দেহাত্মনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

ধনুঃ প্রভৃতি বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন—প্রণব—ওঙ্কার ধনুঃস্বরূপ। ইষাসন (যাহা দ্বারা ইষু—বাণ নিক্ষিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়, তেমনি ওঙ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূপী শরের প্রবেশ-কারণ; কেন না, প্রণবকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে আত্মার সংস্কার বা দোষাপনয়ন হয়, তখন ধনুঃ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ [আত্মারূপ শরও] বিনা বাধায় অক্ষরে অবস্থিত হয়। অতএব প্রণবই ধনু অর্থাৎ ধনুঃসদৃশ। আত্মা শর-স্বরূপ; জলে যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধি-প্রতিবিম্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে 'আত্মা' পদবাচ্য। সেই আত্মা শরের ন্যায় নিজেই আত্মস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মে সমর্পিত হয়; এই জন্যই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের ন্যায় তাহাতেও যাঁহারা মনঃ সমাধান করেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন স্থির হইল, তখন অপ্রমত্তভাবে—বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণা ও প্রমাদ-বর্জ্জিত ভাবে অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়—একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম লক্ষ্যকে বেধ করিতে হইবে। এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পরে শরের ন্যায় তন্ময় হইবে অভিপ্রায় এই যে, লক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া—তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাওয়াই যেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল,- তেমনি

[এখানেও] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি— তৎস্বরূপতা লাভরূপ ফল সম্পাদন করিবে ॥৩৬॥৪॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মান-
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৩৭॥৫॥

কিঞ্চ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), পৃথিবী, অন্তরিক্ষং (আকাশং), মনঃ (অন্তঃকরণং) চ সর্ব্বৈঃ (অন্যৈঃ) প্রাণৈঃ (করণৈঃ) সহ যস্মিন্ (অক্ষরে পুরুষে) ওতং (সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিতং)। [হে শিষ্যাঃ, যূয়ং] তম্ এব একং (কেবলং) আত্মানং (অক্ষরং) জানথ (জানীত অবগচ্ছত); অন্যাঃ (অপরবিদ্যারূপাঃ) বাচঃ (বচনানি) বিমুঞ্চথ (ত্যজত); [যস্মাৎ] এষঃ (অক্ষরঃ পুরুষঃ) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) সেতুঃ (প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ॥৩৭॥৫॥

দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে [হে শিষ্যগণ] কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর; ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু (প্রাপ্তির উপায়) ॥৩৭॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ ওতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈঃ অন্যৈঃ সর্ব্বৈঃ, তমেব সর্ব্বাশ্রয়ম্ একম্ অদ্বিতীয়ং জানথ জানীত হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ, জ্ঞাত্বা চান্যা বাচঃ অপরবিদ্যারূপাঃ বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যতঃ অমৃতস্য এষ সেতুঃ, এতদাত্মজ্ঞানম্ অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে সেতুঃ, সংসারমহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি॥ ৩৭॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

অক্ষর দুজ্ঞেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ সেই অক্ষরেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে অক্ষর পুরুষে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ করণবর্গের সহিত ওত—সমর্পিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে—তোমাদের ও সমস্ত প্রাণির প্রত্যেক চৈতন্যকে (পরমাত্মাকে) জান, এবং জানিয়া অপর বিদ্যাসম্পর্কিত অপর বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর; এবং সেই অপর বিদ্যা-প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন [পরিত্যাগ কর]; যেহেতু ইনি অমৃতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ; এই হেতু সেই আত্মতত্ত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন 'তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর পথ নাই॥' ৩৭॥৫॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৮॥৬॥

রথনাভৌ (রথস্য নাভিচক্রে) অরাঃ (শলাকাঃ) ইব নাড্যঃ (দেহবর্ত্তিন্যঃ নাড়িকাঃ) যত্র (যস্মিন্ হৃদয়ে) সংহতাঃ (সন্নিবিষ্টাঃ)। বহুধা (ক্রোধহর্ষাদিভিঃ) জায়মানঃ (প্রতীতঃ) স এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা অন্তঃ (তস্য হৃদয়স্য মধ্যে) চরতে (চরতি)। [তৎ] আত্মানং 'ওম্' ইত্যেবং (ওঙ্কারালম্বনত্বেন) ধ্যায়থ (চিন্তয়ত); [হে শিষ্যাঃ]; বঃ (যুষ্মাকং) তমসঃ পরস্তাৎ (অবিদ্যান্ধকাররহিতায়) পারায় (সংসার-সাগরস্য পরতীরায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বস্তি (বিঘ্নাভাবঃ) [অস্তু ইতি শেষঃ] ॥৩৮॥৬॥

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ যেখানে (হৃদয়ে) সংহত বা সন্নিবিষ্ট আছে; শোকহর্ষাদি নানাবিধ ভাবে প্রকাশমান সেই এই

আত্মাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন, [হে শিষ্যগণ, তোমরা] সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে ধ্যান কর ; অজ্ঞানের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের কল্যাণ হউক, —বিঘ্ন নিবৃত্ত হউক ॥৩৮॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, অরা ইব,যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরাঃ,এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাড্যঃ, তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধি-প্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বহুধা অনেকধা ক্রোধহর্ষাদি-প্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাৎ ; বদন্তি হি লৌকিকাঃ 'হৃষ্টোজাতঃ, ক্রুদ্ধো জাতঃ' ইতি। তমাত্মানম্ ওমিত্যেবম্ ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা। শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ—স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলায়। পরস্তাৎ কস্মাৎ? অবিদ্যা-তমসঃ, অবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপ-গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ

আরও, অর-সমূহ (শলাকাসমূহ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্যক্ প্রবিষ্ট থাকে ; বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত আত্মা বহুধা অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাকায় অন্তঃকরণ-গত ক্রোধহর্ষাদি প্রত্যয়যোগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়া সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে। এই জন্যই জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে, [অমুক ব্যক্তি] হৃষ্ট হইয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে 'ওম্' ইত্যাকারে অর্থাৎ ওঙ্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া কথিত কল্পনানুসারে ধ্যান কর—চিন্তা কর। উক্ত হইয়াছে অভিজ্ঞ আচার্য্য শিষ্যগণকে অবশ্য বলিবেন, শিষ্যগণও যখন ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, তখন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আচার্য্য

* পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্ ইত্যাধিকঃ কচিৎ দৃশ্যতে।

তাহাদের নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন যে, তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিঘ্নের অভাব হউক। কাহার পর ?—অবিদ্যা-অন্ধকারের। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপ লাভের জন্য [স্বস্তি হউক] ॥৩৮॥৬॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৯ ।৭॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ভুবি (জগতি) যস্য এষঃ (বুদ্ধিস্থঃ) মহিমা [অনু-ভূয়তে]। এষ আত্মা দিব্যে (প্রকাশময়ে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ অভিব্যক্তি-স্থানে) ব্যোমনি (হৃদয়াকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অভিব্যক্তঃ) ॥৩৯।৭॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এবং জগতে যাঁহার এই মহিমা (বিভূতি [অনুভূত হইতেছে]। এই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুর আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয়ঃ, স কস্মিন্ বর্ত্ততে ? ইত্যাহ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্ববিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি—যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ। কোঽসৌ মহিমা ? যস্যেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য শাসনে অলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ; যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি; তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্; তথা ঋতবঃ, অয়নে অব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি; তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে, স এষ মহিমা, ভুবি লোকে যস্য; স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবংমহিমা দেবঃ। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণো হ্যত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং তস্মিন্ যদ্ব্যোম, তস্মিন্ ব্যোমনি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। নহ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্যথা সম্ভবতি ॥ ৩৯ ॥৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সংসার-সাগর পার হইয়া অজ্ঞানতীত ও পরবিদ্যায় বিষয়ীভূত যাঁহাকে পাইতে হইবে, তিনি কোথায় থাকেন ? এই আকাঙ্ক্ষায়

বলিতেছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হই-য়াছে। পুনশ্চ তাঁহাকে বিশেষিত করিতেছেন—যাঁহার এই প্রসিদ্ধ মহিমা—বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) ; এই মহিমা কি ?—দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে (স্থানচ্যুত হইতেছে না); যাঁহার শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের) ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন ; যাঁহার শাসনে নদী ও সমুদ্র-সমূহ স্ব স্ব স্থান অতিক্রম করিতেছেনা : এবং যাঁহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ-নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে। সেইরূপ ঋতুসমূহ, অয়নদ্বয় (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) এবং বৎসর-সমূহ যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতেছে না, সেই রূপ কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাঁহার শাসনে নিজ নিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,—জগতে যাঁহার এইরূপ মহিমা, এবংবিধ মহিমান্বিত সেই দেবতাই এই সর্ব্বজ্ঞ দিব্য—প্রকাশসম্পন্ন অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সর্ব্ববিধ জ্ঞানাত্মক প্রকাশযুক্ত ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে), কেন না, ব্রহ্মই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্ব্বদা অভিব্যক্ত আছেন ; এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃৎপদ্ম; তন্মধ্যে যে আকাশ,হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলব্ধির বিষয় হন। নচেৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্মের অন্যপ্রকার গমন কিংবা আগমন অথবা স্থিতিজ অন্যপ্রকার সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৯॥৭॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৪০৮॥

কিঞ্চ, মনোময়ঃ (মনউপাধিকঃ) প্রাণ-শরীরনেতা (প্রাণং চ সূক্ষ্মং শরীরং চ অস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং নয়তীত্যর্থঃ) । [সঃ পুরুষঃ] হৃদয়ং সন্নিধায় (হৃৎপদ্মে অবস্থায়) অন্নে (অন্নোপচিতে দেহে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিতঃ) [অস্তি] । ধীরাঃ) বিবেকিনঃ) তদ্বিজ্ঞানেন (তদাত্মভাবানুভবেন) যৎ আনন্দরূপম্

(সর্ব্বদুঃখসম্পর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে), [তৎ] পরিপশ্যন্তি (সম্যক্ অনুভবন্তীত্যর্থঃ) ॥৪০॥৮॥

মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, [সেই পুরুষ] হৃদয় অবলম্বন করিয়া অন্নপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাঁহার অনুভূতিবলে আনন্দ স্বরূপ যে অমৃত (ব্রহ্ম) প্রতিভাত হন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৪০॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা, প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তস্যায়ং নেতা—অস্মাৎ স্থূলাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ অন্নে ভুজ্যমানান্ন-বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিণ্ডরূপেঽন্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য, হৃদয়াবস্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ, ন হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে। তৎ আত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন শম-দম-ধ্যান-সর্ব্বত্যাগ-বৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণং সুখরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥৪০॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমূহদ্বারাই অনুভব-গোচর হন, এই জন্য মনোময় [পদবাচ্য]; কারণ মন তাঁহার উপাধি (সুতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, এতদুভয়ের এই স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্ত্তা, হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্ডরীকরন্ধ্রে সন্নিবেশিত করিয়া; অন্নে অর্থাৎ উপভুক্ত অন্নের পরিণামাত্মক এবং প্রতিদিন বৃদ্ধি-হ্রাসভাগী এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত। আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই যথার্থ স্থিতি, নচেৎ অন্ন মধ্যে কখনই আত্মার স্থিতি হইতে পারে না। বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ এবং শম, দম, ধ্যান, সর্ব্বত্যাগ ও বৈরাগ্য-সমুদ্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা বিবেকিগণ সর্ব্বতো-ভাবে সম্পূর্ণরূপে সেই আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, যে আনন্দরূপ

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দুঃখ-যন্ত্রণারহিত ও অমৃতস্বরূপ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে ॥৪০॥৮॥

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৪১॥৯॥

তস্মিন্ (প্রস্তাবিতে) পরাবরে (কারণরূপেণ পরং শ্রেষ্ঠং, কার্য্যরূপেণ অবরং হীনং চ)। (যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যস্মাৎ, তৎ পরাবরং— সর্ব্বোত্তমং, তস্মিন্) দৃষ্টে (সাক্ষাৎকৃতে সতি) অস্য (সাক্ষাৎকর্ত্তুঃ) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (হৃদয়গতা অবিদ্যাহঙ্কারবাসনা) ভিদ্যতে (বিনশ্যতি), সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ আত্মা দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোঽনিত্যো বা ? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিদ্যন্তে (বিচ্ছেদমাপদ্যন্তে নশ্যন্তীত্যর্থঃ)। কর্ম্মাণি চ (প্রারব্ধেতরাণি) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাবমাপদ্যন্তে) ॥৪১॥৯॥

সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১ ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য ফলমিদমভিধীয়তে—হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিদ্যা-বাসনাময়ঃ বুদ্ধ্যাশ্রয়ঃ কামঃ, "কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ, নাত্মাশ্রয়ঃ ; ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমুপযাতি। ছিদ্যন্তে সর্ব্বে জ্ঞেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ লৌকিকানাম্ আ-মরণাৎ গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জন্মান্তরে চ অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি ; ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাৎ। তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা, তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১॥৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই পরমাত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে—হৃদয়গ্রন্থি

অর্থে—অবিদ্যা-বাসনা অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠা কামনা; কারণ, অন্যত্র—'ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কামনা' এই শ্রুতিতে ['কাম'কে বুদ্ধিনিষ্ঠ বলা আছে]। এই কামনা বুদ্ধিগত—আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়-গ্রন্থি] ভেদপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। অতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে,মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাস্রোতের ন্যায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'এই অবিদ্যা ও সংশয়শূন্য ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত—যে সমস্ত কর্ম্ম এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম এই বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, সেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারব্ধ-ফলক কর্ম্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না]। যাহা কারণরূপে পর—শ্রেষ্ঠ, আর কার্য্যরূপে অবর—হীন, 'সেই সর্ব্বজ্ঞ অসংসারী, পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে—আমি তৎস্বরূপ' ইত্যাকারে সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় [সেই দ্রষ্টা] মুক্তি লাভ করে ॥৪১॥৯॥

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৪২॥১০

[উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য বক্তুমুপক্রমতে 'হিরণ্ময়ে' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়েণ]।—হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) পরে (শ্রেষ্ঠে) কোশে (কোশবৎ অবস্থিতিস্থানে) বিরজং (বিরজস্কং রজোমলরহিতং), নিষ্কলং (নিরংশং) ব্রহ্ম [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] । তৎ (ব্রহ্ম) শুভ্রং (শুদ্ধং) ; তৎ জ্যোতিষাং (অগ্ন্যাদীনামপি) জ্যোতিঃ (প্রকাশকং);

---

(১৫) তাৎপর্য্য—ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতে সুখ, দুঃখ ও কামনা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি আত্মনিষ্ঠ (মনের ধর্ম্ম নহে) ; তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, 'কাম' ধর্ম্মটি বুদ্ধির,—আত্মার নহে ।

আত্মবিদঃ (বিবেকিনঃ) যৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) [তদেব তত্ত্বম্ ইতি ভাবঃ] ॥৪২॥১০॥

রজোদোষরহিত ও কলা বা অংশশূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পরম কোশে (স্থানে) [অবস্থিত আছেন]। তিনি শুদ্ধ ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ ; আত্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উক্তস্যৈব অর্থস্য সঙ্ক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি—হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশে কোশ ইব অসেঃ ; আত্মস্বরূপোপলব্ধিস্থানত্বাৎ, পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ, তস্মিন্ বিরজম্ অবিদ্যাদ্যশেষদোষ-রজোমলবর্জ্জিতং, ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ, নিষ্কলং—নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মাৎ বিরজং নিষ্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনামগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বম্ অন্তর্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্য-জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতিঃ যদন্যানবভাস্যম্ আত্মজ্যোতিঃ, তদ্‌যৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো-বিদুঃ বিজানন্তি, তে আত্মবিদঃ তদ্বিদুঃ আত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিঃ, তস্মাৎ ত এব তদ্‌বিদুঃ, নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥৪২॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছে—হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ ; কেননা, উহাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান; অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহা 'পর' ; তাহার মধ্যে বিরজ—অবিদ্যাপ্রভৃতি রজোময় সমস্তদোষ-রহিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বহেতু এবং সর্ব্বাত্মকত্বহেতু ব্রহ্ম, নিষ্কল - যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে, অর্থাৎ নিরবয়ব। যেহেতু বিরজ ও নিষ্কল, অতএব তিনি শুভ্র: অর্থাৎ শুদ্ধ ; স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকাশক অগ্নিপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিপ্রভৃতির যে জ্যোতিঃ,

তাহারও কারণ সেই অন্তঃস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য। আর সেই জ্যোতিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, যাহা অন্যের প্রকাশ্য হয় না। যে সকল বিবেকী পুরুষ শব্দাদি-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই আত্মবিৎ, আত্ম-জ্ঞানানুবর্ত্তী সেই আত্মবিদ্‌গণই তাঁহাকে জানেন। যেহেতু উঁহাই পর জ্যোতিঃ, অতএব তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন,— কিন্তু বাহ্যার্থ-বিষয়ক জ্ঞানানুবর্ত্তীরা নহে ॥৪২॥১০॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥৪৩॥১১॥

তত্র (জ্যোতিষি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ), চন্দ্র-তারকং (চন্দ্রশ্চ তারকা চ) [ন ভাতি]; ইমাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (প্রকাশয়ন্তি), অয়ং (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ কুতঃ? [তৎপ্রকাশয়েয়ুঃ ইতি শেষঃ।] [কিং বহুনা] ভান্তং (স্বতঃপ্রকাশং) তৎ (পরমাত্মানং) এব অনু (অনুসৃত্য) সর্ব্বং (সূর্য্যাদিকং জগৎ) ভাতি (প্রকাশতে); তস্য (পরমাত্মনঃ) [এব] ভাসা (দীপ্ত্যা) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিভাতি (প্রকাশতে, ন স্বতঃ) ॥৪৩॥১১॥

সেই পরম জ্যোতিতে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র এবং তারকাগণও প্রকাশ পায় না, এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি? [অধিক কি,] স্বপ্রকাশ তাঁহারই অনুগত হইয়া সকলে প্রকাশ পায়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥৪৩॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইত্যুচ্যতে—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি; তৎ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমন্যৎ অনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ অস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা; যদিদং জগদ্ভাতি, তৎ তমেব পরমেশ্বরং স্বতো ভারূপত্বাৎ ভান্তং

দীপ্যমানম্ অনুভাতি অনুদীপ্যতে। যথা জলমুল্মুকাদি বা অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তম্ অনু দহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগৎ বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা; অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো, বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি; ঘটাদীনাম্ অন্যাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, ভারূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥৪৩॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

তিনি জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও স্বস্বরূপ সেই ব্রহ্মেতে প্রকাশ পান না, অর্থাৎ সূর্য্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। কারণ, সূর্য্য তাঁহার দীপ্তিতেই অপর অনাত্ম-বস্তুসমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই। সেইরূপ চন্দ্র তারাও [প্রকাশ পায়] না; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ পায় না, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি আর কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? অধিক আর কি বলিব; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা কেবল স্বভাবতঃ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরের প্রভার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। জল ও দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নির সংযোগে তদনুগতভাবেই দাহ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনা হইতে নহে, তদ্রূপ। সেই যে, এই সূর্য্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহা একমাত্র তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জন্য-পদার্থগত বিবিধ দীপ্তি দ্বারা এইরূপে সামান্য ও বিশেষাকারে প্রকাশ পান; এই কারণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশরূপতা পরিজ্ঞাত হয়; কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অপরের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। স্বতঃ প্রকাশহীন ঘটাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় না, অথচ প্রকাশমান আদিত্যাদির অন্যাবভাসকতা দেখা যায় ॥৪৩॥১১॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৪৪॥ .২॥

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইদম্ (প্রাগুক্তলক্ষণম্) অমৃতং (নিত্যস্বরূপং) ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (অগ্রে), ব্রহ্ম পশ্চাৎ, [তথা] ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে ভাগে), উত্তরেণ (উত্তরস্মিন্ ভাগে) চ, অধঃ (অধস্তাৎ) ঊর্দ্ধং ('উপরিভাগে) চ প্রসৃতং (ব্যাপ্তং) [কিং বহুনা,] ইদং বরিষ্ঠং (মহৎ) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম এব, (ন ব্রহ্মান্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তীত্যাশয়ঃ) ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাদ্ভাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও ব্রহ্মস্বরূপই বটে ॥ ৪৪ ॥১২

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম, তদেব সত্যং, সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যৎ পুরস্তাৎ অগ্রে ঽব্রহ্মেবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চাদ্ব্রহ্ম, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা উত্তরেণ, তথৈব অধস্তাৎ ঊর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদিব কার্য্যাকারেণ প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবৎ অবভাসমানম্। কিং বহুনা, ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ। ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৪৪ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সত্য; তদ্বিকার আর যাহা কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারব্ধ নাম

মাত্র—মিথ্যাভূত; এই বিষয়টি কারণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীয় এই মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন—এই যে সম্মুখে অবিদ্যাদৃষ্টি দিগের নিকট অব্রহ্মবৎ প্রতিভাসমান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপই; সেইরূপ পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত পদার্থও ব্রহ্মস্বরূপ; সেইরূপ দক্ষিণে, সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ এবং ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মই নাম-রূপবিশিষ্টবৎ প্রতিভাসমান হইয়া অন্যপদার্থাকারে প্রসৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে; রজ্জুতে যেরূপ অজ্ঞানাত্মক সর্পপ্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ অব্রহ্মবুদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্যপদার্থ; ইহাই বেদের উপদেশ ॥৪৪॥১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত। ১ ॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পরা বিদ্যোক্তা—যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্ অধিগম্যতে; যদধিগমে হৃদয়-গ্রন্থ্যাদি-সংসারকারণস্য আত্যন্তিকো বিনাশঃ স্যাৎ। তদ্দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরাদ্যুপাদানকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থ উত্তরগ্রন্থারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে, অত্যন্ত দুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যতে—

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের আত্যন্তিক বিধ্বংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যস্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা যায়, সেই পরা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। আর সেই পুরুষ দর্শনের উপায় ভূত যে যোগ, তাহাও ধনুঃপ্রভৃতির গ্রহণ কল্পনাদ্বারা কথিত হইয়াছে। ইতঃপর সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্যক; তদুদ্দেশেই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত তত্ত্বেরও প্রকারান্তরে নিরূপণ করা হইতেছে; কারণ এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন,—সহজে বুদ্ধি-গম্য হয় না; এইজন্য পূর্ব্বাবধারিত পরমার্থ বস্তুর অবধারণার্থ সূত্রস্থানীয় (সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক) মন্ত্রটির উল্লেখ করা হইতেছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৪৫॥ ১॥

সযুজা (সযুজৌ সর্ব্বদা সংযুক্তৌ), সখায়া (সখায়ৌ সমানস্বভাবৌ তুল্যাভিব্যক্তিস্থানৌ ইতি যাবৎ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ, পক্ষিসাধর্ম্ম্যাৎ পক্ষিণৌ জীবেশ্বরৌ) সমানং (অবিশেষম্ একং) বৃক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং) পরিষস্বজাতে (পরিষক্তবন্তৌ)। তয়োঃ (পক্ষিণোঃ মধ্যে) অন্যঃ (একঃ—

জীবঃ) স্বাদু (প্রিয়ং) পিপ্পলম্ (কর্ম্মফলম্) অত্তি (ভুঙ্‌ক্তে). অন্যঃ (অপরঃ - ঈশ্বরঃ) তু (পুনঃ) অনশ্নন্ (ফলমভুঞ্জানঃ সন্) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ জীবভোগং পশ্যতি । ঈশ্বরস্তু সাক্ষিতয়া পশ্যত্যেব কেবলং নাশ্নাতীতি ভাবঃ] ॥৪৫॥১

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছেন ; তদুভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র ॥৪৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্বা দ্বৌ, সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ, সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ, এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানম্ অবিশেষম্ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া, একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষ্বক্তবন্তৌ ; সুপর্ণাবিব একং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্।

অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়ঃ, তং পরিষ্বক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব অবিদ্যাকাম-কর্ম্মবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষ্বক্তয়োঃ অন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধিবৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদু অনেকবিচিত্রবেদনাস্বাদরূপং স্বাদু অত্তি ভক্ষয়তি উপভুঙ্‌ক্তে অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বোপাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্য-ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স তু অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্ দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥৪৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বা অর্থ দুই, সুপর্ণা অর্থ নিয়ম্য-নিয়ামক ভাব-প্রাপ্তিরূপ উত্তম পতনসম্পন্ন—সুপর্ণদ্বয়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বলা হইয়াছে ; [ইহারা] সযুজা অর্থাৎ সর্ব্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং সখা অর্থাৎ সমান নামধারী উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান ; ইহারা এবংভূত হইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়া, সমান—অবিশেষিত অর্থাৎ এক, বৃক্ষের ন্যায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই

বৃক্ষপদবাচ্য; দুইটি পক্ষী যেরূপ ফলোপভোগের জন্য একটি বৃক্ষে অধিষ্ঠান করে, তদ্রূপ সেই শরীর বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে।

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির মূল উর্দ্ধ দিকে, শাখাসমূহ অধোদিকে, অব্যক্তপ্রকৃতিরূপ মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মফল ইহাতে আশ্রিত। অবিদ্যা ও কামকর্ম্ম-বাসনার আশ্রয়ীভূত, লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্মা ও ঈশ্বর পক্ষীর ন্যায় উক্ত বৃক্ষে পরিষ্বক্ত আছেন। তদুভয়ের মধ্যে অন্য—একটি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বাদু অর্থাৎ—অনেকপ্রকার বৈচিত্রবিশিষ্ট অনুভবাত্মক স্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্ম-সম্পাদিত সুখ-দুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে—উপভোগ করিয়া থাকে। অপর—অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব-সম্পন্ন সত্ত্বোপাধি (প্রকৃতির সত্ত্বাংশসংবলিত) সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভোগ করেন না। কারণ, এই ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরূপে ভোগ্য ও ভোক্তা জীব, এতদুভয়ের প্রেরক। সেই অভোক্তা অন্যটি (ঈশ্বরটি) [ভোগ করেন না,] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার ন্যায় কেবল দর্শন করাই তাঁহার প্রেরকত্ব [তদ্ভিন্ন অপর কোনও কার্য্য করেন না।]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥২॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একস্মিন্) বৃক্ষে (দেহে) নিমগ্নঃ (অধিষ্ঠাতা সন্) অনীশয়া (অনৈশ্বর্য্যেণ অবিদ্যয়া ঈশ্বরত্বতিরোধানেন) মুহ্যমানঃ (অহমস্মি কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহং প্রাপ্তঃ সন্) শোচতি (শোকং করোতি দুঃখীয়তি ইত্যর্থঃ)। [সঃ] যদা [ধ্যায়মানঃ ধ্যানপরায়ণঃ সন্)] জুষ্টম্ (যোগিজন-সেবিতম্) অন্যম্ (ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বিলক্ষণম্) ঈশম্ (ঈশ্বরম্), অস্য (ঈশ্বরস্য)

ইতি (ইত্থং বিশ্বব্যাপিনং) মহিমানং (বিভূতিং) [চ] পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি) [তদা] বীতশোকঃ (সংসার-ক্লেশাৎ বিমুক্তঃ) [ভবতি] । অথবা, [তদা] বীতশোকঃ [সন্ অস্য (পরমেশ্বরস্য) মহিমানম্ ইতি (এতি — প্রাপ্নোতি, তদ্রূপো ভবতীত্যাশয়ঃ) ॥৪৬॥২॥

জীব (ঈশ্বরের সহিত) একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থিত হইয়াও অনৈশ্বর্য্যবশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে। সেই জীবই যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া যোগিজনসেবিত জীব-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে, এবং তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্লেশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যা-কামকর্ম্ম-ফলরাগাদি-গুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নঃ—নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ, 'অয়মেবাহম্, অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা, কৃশঃ স্থূলো গুণবান্ নির্গুণঃ সুখী দুঃখী'-ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ; অতোঽনীশয়া, ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং পুত্রো মম বিনষ্টঃ মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে, মুহ্যমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়া অন্তশ্চিন্তামাপদ্য-মানঃ । স এবং প্রেততির্য্যঙ্মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজবংজবীভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেক-জন্মসু শুদ্ধধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসা সত্য-ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈ-র্যোগমার্গৈঃ কর্ম্মিভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানঃ অন্যং বৃক্ষোপাধি-লক্ষণাদ্বিলক্ষণম্ ঈশম্ অসংসারিণম্ অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যত্যীতম্ ঈশং সর্ব্বস্য জগতঃ অয়মহমস্ম্যাত্মা, সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনিতো-পাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মা, ইতি মহিমানং বিভূতিং চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্য ইতি যদৈবং দ্রষ্টা, তদা বীতশোকো ভবতি—সর্ব্বস্মাৎ শোকসাগরাৎ বিপ্রমুচ্যতে, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও তৎফলস্বরূপ বিষয়ে অনুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত পুরুষ

—জীব সমুদ্রজলে নিমগ্ন অলাবুর (লাউর ন্যায়) নিমগ্ন হইয়া নিঃসংশয়রূপে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া 'এই দেহই আমি, আমি ইহার পুত্র, ইহার পৌত্র, কৃশ, স্থূল, গুণবান্ নির্গুণ, সুখী, দুঃখী, ইত্যাকার প্রতীতিসম্পন্ন এবং 'এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জন্মে, মরে এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, অনীশাবশতঃ অর্থাৎ কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,—'আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, ভার্য্যা মারাগিয়াছে; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? এই প্রকার দীনভাবের নাম 'অনীশা'; এই অনীশা বশতঃ মুহ্যমান হইয়া —অবিবেক-নিবন্ধন বহুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা হৃদয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া, শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্তাপিত হইয়া থাকে। সেই পুরুষ এই প্রকারে প্রেত-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব প্রাপ্ত হইয়া, বহু জন্মে কখনও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য (বীর্য্যধারণ), সর্ব্ববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন অনেকানেক যোগী ও কর্ম্মিগণ-সেবিত, অন্য—উক্ত বৃক্ষোপাধি জীব হইতে বিভিন্নরূপ ঈশকে—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুর অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত, কিন্তু অবিদ্যাকৃত মায়োপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মায়াত্মক নহে'; এইরূপে [দর্শন করে] এবং 'এই জগৎ আমি যে পরমেশ্বর আমারই মহিমা, এই

(১৫) তাৎপর্য্য—শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন বুঝিতে হইবে। শম—অন্তঃকরণসংযম। দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম। উপরতি—নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণকে পুনর্ব্বার বিষয়ে যাইতে না দেওয়া। তিতিক্ষা—সুখদুঃখাদি সহিষ্ণুতা। সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন [তাঁহার] মহিমা—ঐশ্বর্য্যও দর্শন করেন, তখন বীতশোক হন, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হন—ফল কথা, কৃতকৃত্য হন ॥৪৬॥২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৪৭॥৩॥

কিঞ্চ], যদা পশ্যঃ (পশ্যতীতি পশ্যঃ দ্রষ্টা বিদ্বান্) [সাধকঃ] রুক্মবর্ণং (জ্যোতির্ম্ময়ং) কর্ত্তারং (জগৎস্রষ্টারং) ব্রহ্মযোনিম্ (ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্য অপি কারণম্) ঈশং প্রভুং (পুরুষং (পরমেশ্বরং) পশ্যতে (পশ্যতি), তদা (তস্মিন্ কালে সঃ] বিদ্বান্ (জ্ঞানী সাধকঃ) পুণ্য-পাপে বিধূয় (নিরাকৃত্য) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং , সাম্যম্ (অভেদরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) । [সাম্যস্য পরমত্বং তৎস্বারূপ্যমেব, অন্যথা 'সাম্যম্' ইত্যেব ব্রূয়াদিতি ভাবঃ] ॥৪৭॥৩॥

দ্র। সাধক যখন সুবর্ণাভ কর্ত্তা ও ব্রহ্ম-যোনি (ব্রহ্মারও উৎপাদক) ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া [ব্রহ্মের সহিত] নিরতিশয় সাম্য (অভেদভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৪৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ, রুক্মবর্ণং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবং, রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি ; কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্রহ্মযোনিঃ তং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণো বা অপরস্য যোনিম্ ; স যদা চৈবং পশ্যতি, তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধনভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং ; দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতঃ অর্বাঞ্চ্যেব, অতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥৪৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপর মন্ত্রও উক্ত অর্থই প্রকাশ করিতেছে—যে সময় পশ্য অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান্ সাধক, রুক্মবর্ণ—স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, অথবা রুক্মের (সুবর্ণের) ন্যায় ইঁহার জ্যোতিও অবিনাশী, [অতএব রুক্মবর্ণ] সমস্ত জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন; [যিনি কারণভূত ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মযোনি], অথবা অ-পর ব্রহ্মের যোনি (কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের 'কারণ)। সেই সাধক যখন এইরূপ দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শী বিদ্বান্ বন্ধনস্বরূপ পুণ্যপাপময় কর্ম্ম, সমূলে বিদূরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া, নিরঞ্জন—নির্লেপ অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যদপেক্ষা আর অধিক নাই এমন অদ্বয়াত্মক,—সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবর্ত্তী বা অপকৃষ্ট; অতএব, এই পরম সাম্য অদ্বয়াত্মক [বুঝিতে হইবে], সেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥৪৭॥৩॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্ম-ক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪৮॥৪॥

যঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বভূতৈঃ (সর্ব্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্ব্বভূতস্থঃ) বিভাতি ; এষঃ হি (নিশ্চয়ে) প্রাণঃ (প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থঃ)। [এ ংভূতং তং] বিদ্বান্ (জানন্ পুরুষঃ) অতিবাদী (অন্যান্ সর্ব্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবাদী) ন ভবতে (ভবতি), [সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ]॥ এষঃ (বিদ্বান্) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া যস্য, সঃ), আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ যস্য, সঃ), ক্রিয়াবান্ এষঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ॥৪৮॥৪॥

যিনি সর্ব্বভূতস্থ, নিশ্চয় তিনিই প্রাণের প্রাণস্বরূপ। এরূপভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ; সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না। পরন্তু, তিনি আত্মাতেই

ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন; জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৪৮॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরঃ, হি এষ প্রকৃতঃ সর্ব্বভূতৈঃ ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ; ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন 'অয়মহমস্মি' ইতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেতি অতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্, সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ সর্ব্বং যদা আত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমন্যদ্দৃষ্টমস্তি, স তদতীত্য বদতি; অয়ন্তু বিদ্বান্ আত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি; নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি; অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চ আত্মক্রীড়ঃ আত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু স আত্মক্রীড়ঃ। তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব চ রতিঃ রমণং প্রীতির্যস্য, স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা; রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য, সোঽয়ং ক্রিয়া-বান্। সমাসপাঠে আত্মরতিরেব ক্রিয়া অস্য বিদ্যত ইতি বহুব্রীহি-মতুবর্থয়োরন্য-তরোঽতিরিচ্যতে।

কেচিত্তু অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম-ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি তচ্চ, 'এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ; ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড় আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্তঃ। কশ্চিৎ কচিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্রীড়ো ভবতি, বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিতমেবৈতৎ 'অনেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্'। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", "সন্ন্যাসযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞান-ধ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসম্ভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবংলক্ষণো নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥৪৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এই যে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেশ্বরই

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত; সর্ব্বভূতস্থ—সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ হইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন। "সর্ব্বভূতৈঃ" এই স্থলে ইত্থংভূতে (উপলক্ষণ-বিশেষণে) তৃতীয়া হইয়াছে। [যে লোক] এইরূপে সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে 'আমি এতৎস্বরূপ' এই প্রকারে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিষয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হন, তিনি কখনই হন না;—কি? অতিবাদী (হন না)। অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব, সে লোক অতিবাদী; কিন্তু যে লোক প্রাণের প্রাণস্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন, তিনি অতিবাদী হইতে পারেন না। সমস্তই আত্মস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছুই নাই; ইহা যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন? পরন্তু, অপর বস্তু যাহার দৃষ্টিগোচর হয়, সেইলোকই সেই বস্তুনিচয় অতিক্রম করিয়া বলিয়া থাকে। কিন্তু, এই বিদ্বান্ পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না, আর কিছুই শ্রবণ করেন না এবং আর কিছুই জানেন না; অতএব অতিবাদীও হন না।

অপিচ, তিনি আত্মক্রীড়—আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া—পুত্র দারাদি অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্রীড়; সেইরূপ আত্মরতি—আত্মাতেই যাঁহার রতি অর্থাৎ রমণ—প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়া হয় বাহিরের বস্তু দ্বারা; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্য-সাধনের অপেক্ষা থাকে না, উহা কেবল বাহ্য বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) এইমাত্র বিশেষ। সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, যাঁহার জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসযুক্ত পাঠে অর্থাৎ 'আত্মরতি-ক্রিয়াবান্' এইরূপ সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিত পাঠ থাকিলে [অর্থ এইরূপ যে,] যাঁহার একমাত্র আত্মরতি-স্বরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান আছে; অতএব এ পক্ষে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয়, এই দুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হইয়া পড়ে। (১৬)

(১৬) তাৎপর্য্য—বহুব্রীহি সমাসে যে অর্থ বুঝায়, মতুপ্ প্রত্যয়েও সেই অর্থই বুঝায় এই

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যার সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ“আত্মরতি-ক্রিয়াবান্”এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর' বাক্যের সহিত ইঁহাদের মতটি বিরুদ্ধ হয়; কেননা, যে লোক বাহ্য সাধনসাধ্য ক্রিয়াবান্, সে লোক কখনই আত্মক্রীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় না। বাহ্যক্রিয়া ও আত্মক্রীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে লোক বাহ্যক্রিয়া হইতে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে; সেইরূপ কোন কোন লোকই আত্মক্রীড় হইয়া থাকেন। কেন না, অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব ইহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল,' এইরূপ কথা অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমাত্র। 'অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর' 'সংন্যাস-যোগ হইতে' ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু। প্রসিদ্ধ নিয়ম-লঙ্ঘনকারী না হইয়া যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তপ্রকার অনতিবাদী, আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌-গণের মধ্যে বরিষ্ঠ—প্রধান ॥৪৮॥৪॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৪৯॥৫॥

[তত্ত্বজ্ঞানসহকারীণি সাধনান্যাহ]—সত্যেনেতি। এষঃ (প্রকৃতঃ) হি জ্যোতি-র্ম্ময়ঃ (হিরণ্ময়ঃ) শুভ্রঃ (শুদ্ধঃ) আত্মা হি (নিশ্চয়ে) অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে - হৃদয়-পুণ্ডরীকে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সত্যেন (অনৃত-ত্যাগেন) তপসা (মনসঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ একাগ্রতয়া) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বীর্য্যধারণেন) সম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ত্ব-

---

কারণেই বহুব্রীহি সমাস হলে আর মতুপ্ প্রত্যয় (বৎ ও মৎ) করা চলে না। এখানে 'আত্মরতি ক্রিয়াবান্' এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতুপ্ প্রত্যয় দুইই করিতে হয়; সুতরাং একটির অর্থ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

দর্শনেন) [চ] লভ্যঃ (প্রাপ্তব্যঃ), [ন অন্যথা ।] যং (আত্মানং ক্ষীণদোষাঃ বিধূতরাগাদিচিত্তমলাঃ) যতয়ঃ (সংযমিনঃ সন্ন্যাসিনঃ) পশ্যন্তি (উপলভন্তে) ॥৩।১।৫

এখন তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী সাধন সমূহ কথিত হইতেছে—এই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় আত্মাকে শরীর মধ্যেই হৃদয় পুণ্ডরীকে সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা (মন প্রভৃতির একাগ্রতা), যথার্থ আত্মদর্শন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিতে হয় ; ক্ষীণদোষ (নির্ম্মলহৃদয়) যতিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৫॥"

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি—সত্যেন অনৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ কিঞ্চ, তপসা হি ইন্দ্রিয়মনঃ-একাগ্রতয়া। 'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মরণাৎ। তদ্ধি অনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপঃ, নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি। এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ সর্ব্বত্র। সম্যগ্জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সর্ব্বদা ; নিত্যং সত্যেন, নিত্যং তপসা, নিত্যং সম্যগ্জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র। নিত্যশব্দোঽন্তর্দীপিকান্যায়েনানুষক্তব্যঃ। বক্ষ্যতি চ "ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ," ইতি। কোঽসাবাত্মা, য এতৈঃ সাধনৈঃ লভ্যঃ? ইতি উচ্যতে অন্তঃশরীরে, অন্তর্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধঃ, যমাত্মানং পশ্যন্তি উপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ। ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে, সত্যাদিসাধনস্তুত্যর্থোঽয়মর্থবাদঃ ॥৩।১।৫॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) তত্ত্বজ্ঞান-সহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি সাধন সমূহ বিহিত হইতেছে—সত্য দ্বারা—অনৃত ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [আত্মাকে] লাভ করিতে হয়—পাইতে হয়। অপিচ ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ; কারণ স্মৃতিতে আছে—'মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা। অনুকূলভাবে আত্মদর্শনে আভিমুখ্য সম্পাদন

করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্যা; কিন্তু, তদ্ভিন্ন চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্যা] নহে। 'এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে' সর্ব্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা—যথাযথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অর্থাৎ মৈথুন-পরিত্যাগ দ্বারা, নিত্য অর্থ—সর্ব্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যবর্ত্তী দীপের ন্যায় একই নিত্য শব্দের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। পরেও বলিবেন যে, 'যে সকল ব্যক্তিতে কৌটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া (ছল) নাই' ইতি। যাহাকে এই সাধনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে, সেই আত্মা কোথায় আছেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে হৃৎ-পদ্মাকাশে; জ্যোতির্ম্ময়—সুবর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ (নির্দ্দোষ); ক্ষীণদোষ অর্থাৎ যাহাদের চিত্তগত ক্রোধাদি মল দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্নপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু সাময়িক সত্যাদি সাধন-সমূহ দ্বারা লাভ করেন না। উক্ত সত্যাদি সাধনের প্রশংসার্থ এই অর্থবাদ উক্ত হইল (১৭) ॥৫০॥৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৫০॥৬॥

সত্যম্ (অনৃতত্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী) এব (নিশ্চয়ে) জয়তে (জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), অনৃতং (অসত্যং, অর্থাৎ অনৃতবাদী) ন [জয়তি], অর্থাৎ

(১৭) তাৎপর্য্য—কোন বিধিবাক্যের প্রশংসাপর কিংবা কোন নিষেধ বাক্যস্থ নিষেধ্যের নিন্দাব্যঞ্জক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বাক্য বলে। অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য নাই, বিধি ও নিষেধের শক্তি-বর্দ্ধনই উহার উদ্দেশ্য॥

পরাজয়তে]। [যতঃ] বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) দেবযানঃ (দেবযানসংজ্ঞক উত্তরায়ণঃ) পন্থাঃ সত্যেন [লভ্য ইতি শেষঃ] ; হি (নিশ্চয়ে) আপ্তকামাঃ (বীতস্পৃহাঃ) ঋষয়ঃ যেন (দেবযানাখ্যেন পথা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সত্যস্য (সাধনভূতস্য) পরমং (প্রকৃষ্টং) নিধানং (পুরুষার্থলক্ষণং ফলং) [অস্তি], তত্র আক্রমন্তি (আক্রমন্তে, গচ্ছন্তি) ; [স সত্যেন বিততঃ পন্থা ইতি সম্বন্ধঃ] ॥৫॥৬

সত্যেরই জয়, অসত্যের নহে ; কারণ, দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায় ; আপ্তকাম (বাসনাবিহীন) ঋষিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের পরম উৎকৃষ্ট নিধান বা ফল যেখানে আছে, সেখানে গমন করেন ॥৫॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্যর্থঃ। ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবাদ্যভিভূয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ ; অতঃসিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধনত্বম্। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপি অবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। কথম্? সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ. যেন পথা হি আক্রমন্তি আক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্, তৎ পরমার্থতত্ত্বং সত্যস্য উত্তমসাধনস্য সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ত্ততে। তত্র চ যেন পথা আক্রমন্তি, স সত্যেন বিতত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৫১॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

সত্যই অর্থাৎ সত্যবান্ই জয় লাভ করেন, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্বী নহে। কেন না, পুরুষে অনাশ্রিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয় কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না ; লোক-ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে যে, সত্যবাদিকর্ত্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয় ইহার বৈপরীত্য হয় না। অতএব সত্যের প্রবল সাধনত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ সাধনমধ্যে সত্যের যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কিন্তু

প্রকারে ?—সত্য অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নিষ্ঠা দ্বারা দেবযান-নামক পথটি বিতত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আপ্তকাম অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভোগতৃষ্ণারহিত ঋষিগণ অর্থাৎ কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও (১৮) অসত্যবর্জ্জিত দ্রষ্টৃগণ যেখানে উৎকৃষ্ট সাধন সত্যের সাধ্য বা ফলস্বরূপ সেই পরমার্থ সত্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যাহা পুরুষার্থ রূপে (পুরুষের প্রার্থনীয় ফলরূপে) নিহিত [রক্ষিত] হয়, তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যে পথ দ্বারা আক্রমণ করেন, তাহাই সেই সত্যলভ্য বিস্তীর্ণ পথ ॥ ৫১॥৬॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৩।৭॥

[ইদানীং তস্য ধর্ম্মং স্বরূপঞ্চ বক্তুমুপক্রমতে] ‘বৃহৎ’ ইত্যাদিনা। - তৎ (ব্রহ্ম) বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম (অলৌকিকম, ইন্দ্রিয়াদ্যগোচরম্) অচিন্ত্যরূপং (চিন্তয়িতুমশক্যং) চ, [কিঞ্চ] তৎ (ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ চ (অপি) সূক্ষ্মতরং (অতিশয় সূক্ষ্মং) বিভাতি (প্রকাশতে)। [তথা অজ্ঞানাং পক্ষে] তৎ (ব্রহ্ম) দূরাৎ সুদূরে (অতিশয়বিপ্রকৃষ্টদেশে,) [বর্ত্ততে] ; [জ্ঞানিনাং পুনঃ] ইহ (দেহে) অন্তিকে চ (সমীপে চ [বর্ত্ততে]। পশ্যৎসু (তদ্দর্শিষু চেতনেষু জনেষু) ইহ (দেহে) এব গুহায়াং (হৃৎপদ্মে) নিহিতং (নিশ্চয়েন স্থিতমস্তি ইত্যর্থঃ) ॥

সেই ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বরূপ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান। বিশেষতঃ

---

(১৮) তাৎপর্য্য—কুহকং—পরবঞ্চনং। অন্তরন্যথং গৃহীত্বা বহিরন্যথাপ্রকাশনং—মায়া। শাঠ্যং—বিভবানুসারেণ অপ্রদানম্। অহঙ্কারঃ—মিথ্যাভিমানঃ। দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। অনৃতম্—অযথাদৃষ্টভাষণম্। [আনন্দগিরিঃ]।

কুহক অর্থ—পরকে বঞ্চনা করা। মায়া অর্থ—মনে একরকম ভাব রাখিয়া বাহিরে তাহার অন্যরকম প্রকাশ করা। শাঠ্য—সম্পদের অনুরূপ দান না করা। অহঙ্কার—মিথ্যা অভিমান। দম্ভ—ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণমাত্রে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। অনৃত—অনুভবের বিপরীত—মিথ্যা কথা বলা।

দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই—গুহাতে—হৃৎপদ্মে নিহিত আছেন ॥৫৩॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিং তৎ কিংধর্ম্মকং তৎ? ইত্যুচ্যতে—বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্মসত্যাদি-সাধনং সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরম্. অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং, নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্মমস্য সর্ব্বকারণত্বাৎ, বিভাতি বিবিধমাদিত্য-চন্দ্রাদ্যাকারেণ ভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তা-গম্যত্বাৎ তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ, বিদুষামাত্মত্বাৎ। সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশ-স্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতৎ, নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া-বত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ, তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সৎ ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ

তিনি কে এবং তাঁহার ধর্ম্ম কি? তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্তুটি, যাঁহাকে সত্যাদি সাধন দ্বারা লাভ করা যায়, এই কারণে তিনি বৃহৎ—মহৎ. দিব্য—স্বপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই জন্যই তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারা যায় না; তজ্জন্য তিনি অচিন্ত্য-রূপ, সূক্ষ্ম আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি সূক্ষ্মতর, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ; এই নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন—আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে নানাভাবে দীপ্তি পাইতেছেন। আরও, সেই ব্রহ্ম বিদ্যাহীনদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য; এই জন্য দূর হইতেও অর্থাৎ ব্যবহিত দেশ হইতেও দূরে (ব্যবহিত দেশে) বর্ত্তমান; অথচ সমীপে—এই দেহেও বর্ত্তমান; কেন না, তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ; [আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই] এবং সর্ব্ববস্তুর অন্তরস্থ কারণ; শ্রুতিতে তাঁহাকে আকাশেরও অন্তরস্থ বলা আছে। ইহ লোকে পশ্যৎ অর্থাৎ চৈতন্যসম্পন্ন বস্তুতে নিহিত—স্থিত, অর্থাৎ যোগিজন কর্ত্তৃক

দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হন, কোথায়? না—গুহায়—বুদ্ধিতে। কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগূঢ় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি অবিদ্যায় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে থাকিলেও অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৫৪॥৮॥

[তৎ আত্মতত্ত্বং] [রূপাদ্যভাবাৎ] চক্ষুষা ন গৃহ্যতে; [অনির্বাচ্যত্বাৎ] বাচা বচনেন ন (গৃহ্যতে); অন্যৈঃ দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ন [গৃহ্যতে], ; তপসা (তপশ্চরণেন) কর্ম্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) বা (অপি) [ন গৃহ্যতে] ; [তর্হি কেন গৃহ্যতে ? ইত্যাহ] —[আদৌ] জ্ঞান-প্রসাদেন (রাগাদি-মলাপনয়নাৎ জ্ঞানস্য বুদ্ধিবৃত্তেঃ যঃ প্রসাদঃ নৈর্ম্মল্যং, তেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণঃ) [ভবতি] ; ততঃ (তস্মাৎ অনন্তরং) ধ্যায়মানঃ (চিন্তয়ন্ সন্) তং (প্রকৃতং) নিষ্কলং (নিরবয়বম্ আত্মানং) পশ্যতে (পশ্যতি, সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ) ॥৫৪॥৮॥

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না এবং তপস্যা কিংবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৫৪॥৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

পুনরপি অসাধারণেঽপি অসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে—যস্মাৎ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহ্যতে বাচা অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চান্যৈর্দ্দেবৈঃ ইতরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকেন অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধন-মিত্যাহ।—জ্ঞানপ্রসাদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং

বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি নিত্যসন্নিহিত-মপি আত্মতত্ত্বং, মলাবনদ্ধমিবাদর্শং, বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাৎ আদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ, ততঃ তস্মাত্তু তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্ উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিন্তয়ন্ ॥ ৫৮॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

পুনর্ব্বার তাঁহার উপলব্ধির অসাধারণ সাধনের মধ্যেও আবার অসাধারণ (বিশেষ) সাধন বলিতেছেন। যে হেতু রূপ না থাকায় কেহই তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না,অনির্ব্বচনীয়তা হেতু বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না,অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে। তপস্যা সর্ব্ব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্যা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না। ভাল, তাঁহাকে গ্রহণ করার উপায় কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা ; অভিপ্রায় এই যে,সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ;কিন্তু, তাহা হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন:দর্পণের ন্যায় এবং কলুষিত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার ফলে নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। [স্বচ্ছ] আদর্শ ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত রাগাদি মলোৎপন্ন কলুষতা শূন্য হইয়া প্রসন্ন, নির্ম্মল ও শান্ত ভাবে অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। যেহেতু সেই জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে উপযুক্ত, সেই হেতু ধ্যায়মান হইয়া অর্থাৎ [পূর্ব্বোক্ত] সত্যাদি সাধন-সম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্র মনে ধ্যান—চিন্তা করিতে করিতে নিষ্কাম অর্থাৎ সর্ব্ব-

প্রকার অবয়বভেদ রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করেন, অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥৫৪॥৮॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥৫৫॥৯॥

প্রাণঃ (বায়ুঃ) যস্মিন্ (শরীরে) পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিরূপেণ) সংবিবেশ (সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) [অস্তি] [তস্মিন্ শরীরে] এষঃ অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) আত্মা চেতসা (বিশুদ্ধেন জ্ঞানেন) বেদিতব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ)। প্রজানাং (জনানাং) সর্ব্বং চিত্তং (অন্তঃকরণং) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা] ওতং (ব্যাপ্তং) [অস্তি] যস্মিন্ চ (চিত্তে) বিশুদ্ধে (নির্ম্মলে সতি) এষঃ (প্রকৃতঃ আত্মা) বিভবতি (আত্মানং প্রকাশয়তি) ॥৫৫॥৯॥

প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই উক্ত সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সেই চেতনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই উক্ত আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫৫॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যমাত্মানম্ এবং পশ্যতি এষোঽণুঃ সূক্ষ্মঃ আত্মা চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। ক্বাসৌ? যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টঃ, তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্যঃ? ইত্যাহ—প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈঃ চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানাম্ ওতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন, কাষ্ঠমিব চাগ্নিনা। সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্তে শুদ্ধে বিভবতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥৫৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে যে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অণু—সূক্ষ্ম; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। তিনি কোথায়? প্রাণবায়ু পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণাপানাদি বিভিন্নাকারে যে শরীরে সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—স্নেহ—নবনীত দ্বারা ক্ষীর যেরূপ এবং অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ যেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়নিচয়ের সহিত যাহা দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; কারণ, সংসারে প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্ব্বকথিত আত্মা বিশেষরূপে স্বস্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন।৫৫॥৯॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্‌ভূতিকামঃ ॥৫৬॥ ১০॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমাহ] যংযমিত্যাদিনা। বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (শুদ্ধান্তঃকরণঃ আত্মজ্ঞঃ) মনসা যং যং লোকং। স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি (সংকল্পয়তি, স্বস্মৈ পরস্মৈ বা চিন্তয়তি), যান্ কামান্ (ভোগান্) চ (অপি, কাময়তে (প্রার্থয়তে); [সঃ] তং তং (স্বসংকল্পিতং লোকং তান্ (প্রার্থিতান্) কামান্ (ভোগান্) চ জয়তে (লভতে)। তস্মাৎ [হেতোঃ] ভূতিকামঃ (আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) আত্মজ্ঞং (পুরুষং) অর্চ্চয়েৎ হি (পূজয়েৎ এব) ॥৫৬।১০॥

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (স্বর্গাদি স্থান) মনে মনে কামনা করেন,

এবং যে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন ; তিনি সেই সমস্ত লোক ও সেই সমস্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ লাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ॥৫ ॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তি-লক্ষণং ফলমাহ—যং যং লোকং পিত্রাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেৎ ইতি, বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিৎ নির্ম্মলান্তঃকরণঃ, কাময়তে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগান্ তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাৎ বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারা-দিভিঃ ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সর্ব্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানেন, তাঁহার সর্ব্বাত্মকর্তা-নিবন্ধনই যে সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা বলিতেছেন—বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষীণক্লেশ—নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে যে লোক সংকল্প করেন—'আমার (নিজের) কিংবা অপরের হউক,' এইরূপ কামনা করেন এবং যে সমস্ত কাম—ভোগ্য বিষয় কামনা করেন—প্রার্থনা করেন ; [তিনি] সেই সেই লোক জয় করেন—প্রাপ্ত হন এবং সেই সমস্ত সংকল্পিত ভোগও [প্রাপ্ত হন]। সেই হেতু—বিদ্বানের সত্য-সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে—আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে- অর্চ্চনা করিবেন অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন শুশ্রূষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পূজা করিবেন ; সেইজন্য তিনি পূজার যোগ্য ॥ ৬॥১০॥

ইতি তৃতীর মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় মুণ্ডকে।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥১॥

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্টং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং ধাম (সর্ব্বজগদাশ্রয়ং) বেদ (জানাতি), যত্র (যস্মিন্) (ব্রহ্মধাম্নি) বিশ্বং (জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম্) [অস্তি] [যচ্চ] শুভ্রং (শুদ্ধং) ভাতি (স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে) অথবা, বিশ্বং যত্র নিহিতং [সৎ] ভাতি (সদ্রূপেণ) প্রকাশতে [শুভ্রমিতি পদং পুরুষমিত্যস্য বিশেষণং] যে (জনাঃ) অকামাঃ (ভোগতৃষ্ণারহিতাঃ সন্তঃ) [তং] পুরুষম্ (আত্মজ্ঞম্) উপাসতে (সেবন্তে) তে ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং) শুক্রং (শুক্র-পরিণাম-ভূতং শরীরম্) অতিবর্ত্তন্তি (অতীত্য গচ্ছন্তি) [ন স ভূয়োঽপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ] ॥৫৭॥১॥

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে জানেন যে ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া এই আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা এই শুক্রসম্ভূত শরীর অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥৫৭॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যস্মাৎ স বেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্ব-কামানাম্ আশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগৎ নিহিত-মর্পিতং; যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্। তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি অকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে

শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্ত্তন্তি অতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি। "ন পুনঃ ক রতিং করোতি" ইতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু তিনি (আত্মজ্ঞ) পরম—উৎকৃষ্ট ধাম—সমস্ত কামনার আশ্রয় বা আস্পদ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রহ্মরূপের আশ্রয়ে বিশ্ব অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ নিহিত অর্থাৎ অর্পিত [আছে], এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান। যাঁহারা অকাম অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যস্পৃহাবর্জ্জিত—মুমুক্ষু হইয়া এবংবিধ আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই ন্যায় উপাসনা করেন, সেই ধীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই যে, শুক্র অর্থাৎ মনুষ্যত্বলাভের বীজভূত এই যে প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান (শুক্র, তাহা) অতিক্রম করিয়া যান; অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর যোনি প্রাপ্ত হন না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সে আর কোথাও পুনর্ব্বার রতি করে না"; অতএব, সেই আত্মজ্ঞকে পূজা করিবে ৫৭॥১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥৫৮॥২॥

যঃ (জনঃ) মন্যমানঃ (বিষয়গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (দৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্। কাময়তে প্রার্থয়তে); সঃ [জনঃ] [তৈঃ] কামভিঃ (কামৈঃ) তত্র তত্র (যত্র যত্র কামনা ভবতি) জায়তে (উৎপদ্যতে)। পর্য্যাপ্তকামস্য (পূর্ণকামস্য) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যাদোষাপনয়াৎ প্রাপ্তাত্মযাথার্থ্যস্য) তু পুনঃ। সর্ব্বে কামাঃ (প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগেচ্ছাঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) এব (নিশ্চয়ে) প্রবিলীয়ন্তি (প্রবিলীয়ন্তে, নশ্যন্তীত্যর্থঃ) ॥৫৮॥২॥

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করিয়া কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে; সে কামনা দ্বারা [আকৃষ্ট হইয়াই যেন] সেই সকল প্রার্থিত স্থানে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহার কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মার

যথার্থ রূপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায় ॥৫৮॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি।—কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানঃ তদ্গুণাংশ্চিন্তয়ানঃ প্রার্থয়তে, স তৈঃ কামভিঃ কামৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র; যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তাঃ কামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি, তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্বেষ্টিতো জায়তে। যস্ত পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্ততঃ আপ্তাঃ কামা যস্য, তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনঃ অবিদ্যালক্ষণাৎ অপররূপাৎ অপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্ম বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে বিলয়মুপযান্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশাৎ ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।

মুমুক্ষু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধান সাধন, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যে ব্যক্তি কামসমূহ—ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় সমূহ মনে করিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা করে—পাইতে প্রর্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়-বাসনার সহিত সেই সেই স্থানে জন্মলাভ করে; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্তভূত কামনাসমূহ পুরুষকে যে সকল কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেই সকল কামনায় পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্য্যাপ্তকাম, অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় যাঁহার সর্ব্বদিকে (সর্ব্ববিষয়ক) কামনাসমূহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্য্যাপ্তকাম সেই পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মার অর্থাৎ অবিদ্যাবশে আত্মা যেন অন্য রকমই হইয়া গিয়াছে যে, এখন বিদ্যা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে অপসারিত করিয়া, আত্মাকে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বরূপাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, তিনিই কৃতাত্মা; তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত

সমস্ত কামনা এই শরীর সত্ত্বেই বিলয় প্রাপ্ত হয়—বিনষ্ট হইয়া যায়। অভিপ্রায় এই যে, জীবের সমস্ত জন্মহেতু বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ব্বার আর জন্মে না ॥৫৮॥২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
 ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
 স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৫৯॥৩

অয়ং (প্রকৃতঃ আত্মা) প্রবচনেন শাস্ত্রব্যাখ্যানবাহুল্যেন) লভ্যঃ (প্রাপ্তি-যোগ্যঃ) ন [ভবতি] মেধয়া (শাস্ত্রার্থধারণশক্ত্যা) ন [লভ্যঃ ভবতি]; বহুনা (ভূয়সা) শ্রুতেন (গুরুমুখাৎ শ্রবণেন) [চ] ন [লভ্যঃ ভবতি]। [তর্হি কথং লভ্যঃ? ইত্যাহ]—এষঃ (উপাসকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং) বৃণুতে (প্রাপ্তুমিচ্ছতি) তেন (বরণেন) লভ্যঃ [পরমাত্মা ইতি শেষঃ]। অথবা, এষঃ (উপাসকঃ) (যমেব বৃণুতে (পরমাত্মানং প্রাপ্তুমিচ্ছতি), ['যম্' ইতি ক্রিয়াবিশেষণত্বেঽপি পুংস্ত্বং ছান্দসম্]। তেন (বরণেন) [অস্তুৎ সমানম্]। আত্মা তস্মৈ (সাধকায়) স্বাং (স্বীয়াং) তনূং (স্বরূপং) বিবৃণুতে (প্রকাশয়তীত্যর্থঃ)॥

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না; মেধা দ্বারা নহে; এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না; পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। অথবা, এই উপাসক যে, তাঁহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বারা অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসনা, তাহা দ্বারাই লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥৫৯॥৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরম আত্মলাভঃ, তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়াঃ বাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে—যোঽয়মাত্মা ব্যাখ্যাতঃ, যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থঃ, নাসৌ বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা ন মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা ন বহুনা শ্রুতেন—নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইতি? উচ্যতে,—যমেব পরমাত্মানম্ এষঃ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি, তেন বরণেন এষঃ পরমাত্মা লভ্যঃ, নান্যেন সাধনান্তরেণ,—নিত্য-লব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশোঽসৌ বিদুষ আত্মলাভঃ ইতি উচ্যতে,—তস্যৈষ আত্মা

অবিদ্যাসংচ্ছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বং স্বরূপং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদন্যত্যাগেন আত্মলাভ-প্রার্থনৈব আত্ম-লাভ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯॥৩॥

ভাল, এইরূপে সর্ব্বলাভ অপেক্ষা যদি আত্মলাভ সর্ব্বোত্তম হয়, তাহা হইলে তাহার লাভের জন্য প্রভূত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন;—যে আত্মা বর্ণিত হইল, এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ, এই আত্মা বহুপরিমাণে বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা লাভ-যোগ্য নহে; সেইরূপ (কেবল) মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি দ্বারাও নহে; এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভূত-পরিমাণে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নহে (লাভযোগ্য হয় না)। তাহা হইলে, কিসের দ্বারা লভ্য ? তাহা কথিত হইতেছে এই বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চয়রূপে যাহাকে বরণ করেন—পাইতে ইচ্ছা করেন, এই পরমাত্মা সেই বরণ দ্বারাই লাভযোগ্য হন, অপর সাধন দ্বারা নহে; কারণ তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বদাই লব্ধ আছে। বিদ্বানের এই আত্মলাভটি কি প্রকার ? তাহা কথিত হইতেছে—এই আত্মা অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনু অর্থাৎ স্বীয় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট বিবৃত করেন—প্রকাশ করেন, অর্থাৎ আলোকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় বিদ্যা (জ্ঞান) উপস্থিত হইলেও [আত্মস্বরূপ] আবির্ভূত হয় (অনুভব-গোচর হয়)। অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের সাধন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥৫৯॥৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৬০॥৪

[ইদানীম্ অন্যান্যপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তুমুপক্রমতে]—নায়মিত্যাদিনা। অয়ং (বর্ণিতঃ) আত্মা বলহীনেন (আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বলরহিতেন) ন লভ্যঃ; প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রণিধানাৎ) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ)

তপসঃ (জ্ঞানাৎ) [যদ্বা,] অলিঙ্গাৎ (বৈরাগ্যাৎ) তপসঃ (কায়ক্লেশমাত্রাৎ) চ (অপি) ন [লভ্যঃ] ; য বিদ্বান্ (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্তৈঃ বলা-প্রমাদরাহিত্য-সসন্ন্যাস-জ্ঞানৈঃ) উপায়ৈঃ (সাধনৈঃ) যততে (তৎপরঃ সন্ প্রার্থয়তে) ; তস্য (বিদুষঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম (সর্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম ;) বিশতে (প্রবিশতি) ॥৬০।৪॥

এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিংবা সংন্যাস-রহিত তপস্যা (জ্ঞান বা কায়ক্লেশ) হইতেও [ইহার লাভ হয়] না। পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংন্যাস-সহকৃত তপস্যা দ্বারা) যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥৬০।৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাস-সহিতানি। যস্মাৎ ন অয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্য-হীনেন লভ্যঃ ; নাপি লৌকিকপুত্রপশ্বাদিবিষয়াসঙ্গনিমিত্তাৎ প্রমাদাৎ, তথা তপসো বাপি অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্ ; লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ ; সন্ন্যাস-রহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈঃ উপায়ৈঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে তৎপরঃ সন্ প্রযততে। যস্তু বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ, তস্য বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥৬০॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস-সহিত তপস্যা, এ সমস্তও আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন। যে হেতু, এই আত্মা বলহীন কর্ত্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তিহীন কর্ত্তৃক লভ্য নহে ; আর ঐহিক পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তিজনিত প্রমাদ (অনবধানতা) দ্বারাও লভ্য নহে, সেই অলিঙ্গ—চিহ্ন-রহিত তপস্যা হইতেও [লভ্য] নহে। এখানে তপঃঅর্থ—জ্ঞান ; 'লিঙ্গ' অর্থ—সন্ন্যাস ; অর্থাৎ সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লাভ করা যায় না। কিন্তু যে বিদ্বান্—বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিৎ ব্যক্তি তৎপর হইয়া এই সকল বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায়

দ্বারা [লাভ করিতে] যত্ন করেন ; সেই বিদ্বানের আত্মা ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে সম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০॥৪।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৬ ॥৫॥

[ব্রহ্মপ্রবেশস্বরূপমাহ]– সংপ্রাপ্যেতি। ঋষয়ঃ (সম্যগ্ দর্শনবন্তঃ) এনং (পরমাত্মানং) সংপ্রাপ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তি-মাপন্নাঃ) কৃতাত্মানঃ (লব্ধাত্মস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ (বিষয়স্পৃহাশূন্যাঃ) প্রশান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ) [চ ভবন্তি]। তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপিনম্ আত্মানং) সর্ব্বতঃ প্রাপ্য (লব্ধ্বা, আত্মনঃ সংসারিত্ব-দেহিত্বাদি-পরিচ্ছেদম্ অপনীয়) যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম) আবিশন্তি (প্রবিশন্তি) ॥৬১।॥

দর্শন-শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিষয়স্পৃহাহীন শান্তস্বভাব হইয়া থাকেন। সেই ধীরগণ সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বগতকে (ব্রহ্মস্বভাবকে) প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সমাহিত-ভাবে থাকিয়া সর্ব্বেতেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কথং ব্রহ্ম বিশত ইতি উচ্যতে—সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন। কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। তে এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনম্ আকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন; কিং তর্হি তদ্ব্রহ্মৈব অদ্বয়ম্ আত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেঽপি আবিশন্তি ভিন্নঘটাকাশবৎ অবিদ্যাকৃতোপাধি-পরিচ্ছেদং জহাতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৬১ ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন; তাহা কথিত হইতেছে—ঋষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদর্শনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া—সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত; কিন্তু

শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ্য বস্তু দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং কৃতাত্মা অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিষ্পাদিত করিয়া বীতরাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনির্ম্মুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করেন। এবম্ভূত ধীর অত্যন্তবিবেক-সম্পন্ন তাঁহারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া -অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া; তবে কিনা—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ধীর অর্থাৎ অত্যন্ত বিবেকশালী যুক্তাত্মা—সর্ব্বদা সমাহিত-স্বভাব ব্যক্তিরা সর্ব্বেই—সমস্ত (ব্রহ্মেই) [এমন কি,] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইলে, তদ্গত আকাশের ন্যায় অবিদ্যাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ (ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নভাব) পরিত্যাগ করেন; ব্রহ্মবিদ্গণ এইরূপে ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৬১॥৪॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬২॥৬॥

অপিচ [যে] যতয়ঃ (যত্নপরাঃ সাধকাঃ) বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তস্য বিশেষজ্ঞানেন সুষ্ঠু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্মা যৈঃ, তে তথোক্তাঃ), সংন্যাসযোগাৎ (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণ-সংন্যাসাশ্রয়ণাৎ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (শুদ্ধং সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ) [ভবন্তি]। তে সর্ব্বে (যতয়ঃ) পরামৃতাঃ (জীবদবস্থায়ামেব পরমাত্মভূতাঃ সন্তঃ) পরান্তকালে (উৎকৃষ্টদেহত্যাগকালে) ব্রহ্মলোকেষু (বহুবচনমবিবক্ষিতং ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ) পরিমুচ্যন্তি (যত্রতত্রৈব মুচ্যন্তে, ন দেশান্তরাদিকম্ অপেক্ষন্তে ইতি ভাবঃ) ॥৬২।৬

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ সংন্যাস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া দেহাবসানে ব্রহ্মে বিমুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ বেদান্তজনিতং বিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-

পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতয়ো যত্নশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাৎ, তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু, সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে অপরান্তকালাঃ, তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেম্বিতি, ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরম অমৃতম্ অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্ম আত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ, পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ ভিন্নঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সামন্তাৎ মুচ্যন্তে সর্ব্বে, ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে।

"শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।"
'অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণবঃ„

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব, পরিচ্ছিন্নসাধনসাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্মতু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যাৎ মূর্ত্তদ্রব্যবৎ আদ্যন্তবৎ অন্যাশ্রিতং সবয়বম্ অনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। নতু এবং বিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি, অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা॥ ৬২ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বেদান্ত-বিজ্ঞান; তাহার অর্থ—পরমাত্মার জ্ঞাতব্যতা, সেই অর্থ যাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ; তাঁহারা আবার সংন্যাসযোগ হইতে—সর্ব্ব কর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব, অর্থাৎ সন্ন্যাস-যোগবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ত্ব; সংসারিগণের যে মৃত্যুকাল, তাহা অপর (নিকৃষ্ট) অন্তকাল; মুমুক্ষুগণের সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহা [সংসারিগণের] অপরান্তকাল অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট) অন্তকাল; [কারণ, ইহার পর তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না]। সেই পরান্তকালে

তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন বহুর মত দেখায় এবং প্রাপ্ত হয়; এই কারণে "ব্রহ্মলোক" শব্দে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহার অর্থ—ব্রহ্মেতে; পরামৃত অর্থ—পরম অথচ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ব্রহ্ম যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁহারাই পরামৃত অর্থাৎ, জীবদবস্থায়ই ব্রহ্মভূত; তাঁহারা সকলে পরামৃত হইয়া পরিমুক্ত হন; পরি—সর্ব্ব-স্থানে, প্রদীপের নির্ব্বাণের ন্যায়, এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সমাপ্তি প্রাপ্ত হন [মুক্তির জন্য আর] অপর স্থানবিশেষে গমনের অপেক্ষা করেন না। 'আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে জলচর প্রাণীর যেরূপ পদন্যাস দেখা যায় না, জ্ঞানবান্‌গণের গতিও সেইরূপ।' "[মুমুক্ষুগণ] সংসার-পথের পার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া,—অনধ্বগ হন অর্থাৎ আর সংসার-পথে বিচরণ করেন না" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, কোন স্থানবিশেষে যে সামাবিশিষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই সংসারসম্বন্ধী; কারণ, ঐ গতিই পরিচ্ছিন্ন-সাধন-সাধ্য; পরন্তু, ব্রহ্ম নিজে সর্ব্বাত্মক (অপরিচ্ছিন্ন); সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ-বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারা যায় না। আর ব্রহ্ম যদি দেশ বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মও অন্যান্য মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) দ্রব্যের ন্যায়, আদি-অন্তবান্ (উৎপত্তি বিনাশশীল) অপরের আশ্রিত, সাবয়ব, অনিত্য এবং কৃতক ও (ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইতেন; কিন্তু, কখনই এবম্ভূত হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না ॥৬২॥৬॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৬৩॥৭॥

অপিচ, [তদানীং] পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভকাঃ প্রাণাদ্যা অবয়বাঃ) প্রতিষ্ঠাঃ (স্বস্বকারণানি) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ)। সর্ব্বে দেবাঃ (চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) চ (অপি) প্রতিদেবতাসু (আদিত্যাদিষু) [প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি]। কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি) বিজ্ঞানময়ঃ বুদ্ধ্যুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) আত্মা (জীবঃ) চ (অপি) [এতে] সর্ব্বে পরে (সর্ব্বোত্তমে) অব্যয়ে (ক্ষয়াদিদোষ-রহিতে ব্রহ্মণি) একীভবন্তি (তদ্রূপতাং গচ্ছন্তি) ॥৬৩ ৭॥

তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা সকলও মূল দেবতা—সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাতে প্রবেশ করে। [যে সকল কর্ম্মের ফল আবদ্ধ হয় নাই, সেই সকল সঞ্চিত] কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব); ইহারা সকলেও পরম অব্যয়ে ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥৬৩॥ ৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

অপিচ অবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ ন তু কার্য্যভূতম্ কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ, তাঃ, স্বাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চদশসংখ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু আদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা কৃতানি কর্ম্মাণি অপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাৎ, বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা অবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন গত্বা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা ; অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা উপাধ্যপনয়ে সতি পরে অব্যয়ে অনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণি আকাশকল্পে অজে অজরে অমৃতে অভয়ে অপূর্ব্বে অনপরে অনন্তরে অবাহ্যে অদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্তি অবিশেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে, ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ ॥৬৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।

অপিচ, ব্রহ্মবিদ্‌গণ অবিদ্যা প্রভৃতি সংসার-বন্ধনের অপনয়নরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মোক্ষকে কার্য্য বা জন্য পদার্থ মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, প্রাণাদি কলাসমূহ (অংশ-নিচয়), মোক্ষকালে তাহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠাসমূহকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ কারণকে প্রাপ্ত হয়। 'প্রতিষ্ঠা' শব্দে

দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশ অর্থ—পঞ্চদশ (পনের) সংখ্যাযুক্ত—প্রশ্নোপনিষদের শেষ প্রশ্নে (৬ষ্ঠ প্রশ্ন, ৪র্থ শ্রুতিতে) যে গুলি পঠিত হইয়াছে। আর চক্ষু[ঃ] প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্ত্তী সকল ইন্দ্রিয় ও প্রতিদেবতায়—আদিত্যাদি দেবতায় গত হন। আর মুমুক্ষুকর্ত্তৃক যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে, যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মসমূহ ত ভোগ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় [অতএব, এখানে, অপ্রবৃত্তফল কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে]। আর যে বিজ্ঞানময় আত্মা, যিনি অবিদ্যা-প্রসূত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিকেই আত্মা রূপে প্রাপ্ত হইয়া, জলাদিমধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়, কর্ম্মসমূহ বিজ্ঞান-ময়ের সহযোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে; এই কারণে বিজ্ঞানময় অর্থ বিজ্ঞানপ্রচুর, (উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে)। অবিদ্যাকৃত উপাধি অপনীত হইলে পর, সেই এই কর্ম্মরাশি ও বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলেই পর, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষয়—জন্ম, জরা, মরণ ও ভয়রহিত,—পূর্ব্ব, পর, অন্তর, ও বাহ্যবিহীন, অদ্বয়, শিব, শান্ত, আকাশতুল্য ব্রহ্মে একীভূত হয়—অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জলাদির অপসারণে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেমন সূর্য্যে এবং ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি আকাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি [ব্রহ্মে] একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩॥৭॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৬ ॥৮॥

[উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি] যথেত্যাদিনা। স্যন্দমানাঃ (প্রবহন্ত্যঃ নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) যথা (যদ্বৎ) নামরূপে (নাম—গঙ্গাদি, রূপঞ্চ অপরবৈলক্ষণ্যং) বিহায় (ত্যক্ত্বা) সমুদ্রে (জলরাশৌ) অস্তং (অদর্শনং) গচ্ছন্তি (তন্ময়তাং লভন্তে), তথা-(তদ্বৎ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) নামরূপাৎ (ঔপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ

পরিচ্ছেদরহিতঃ সন্) পরাৎ (হিরণ্যগর্ভাদেঃ) পরং (শ্রেষ্ঠং) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়ং) পুরুষম্ (পূর্ণং—পরমাত্মানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥৬৪৮॥

চলৎস্বভাব নদীসমূহ যেরূপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত (বিলীন) হয়, ঠিক সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষও নাম-রূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যথা নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানাঃ গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তম্ অদর্শনম্ অবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথা অবিদ্যাকৃত নামরূপাৎ বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাৎ অক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণম্ উপৈতি উপগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।

আরও, স্যন্দমান—চলৎ-স্বভাব গঙ্গাদি নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অর্থাৎ নাম (গঙ্গাদি) ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত—অদর্শন অর্থাৎ অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পর হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে যাঁহার লক্ষণ বা পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হন ॥৬৪॥৮॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ৬৫ ॥৯॥

[ব্রহ্মবিদঃ চরমফলাবাপ্তিং কথয়ন্ তল্লাভে বিঘ্নাভাবং চ সমর্থয়তে]—স ব ইত্যাদিনা। যঃ (পুরুষঃ) হ (অবধারণে) বৈ (প্রসিদ্ধং তৎ উক্তলক্ষণং) পরমং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি, জানাতি), সঃ (বিদ্বান্) ব্রহ্ম এব ভবতি (ব্রহ্মরূপঃ সম্পদ্যতে) অস্য (ব্রহ্মবিদঃ) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানরহিতঃ) ন ভবতি (জায়তে)। [স চ শোকং (সংসারক্লেশং) তরতি (অতিক্রামতি), পাপ্মানং (পাপং, পুণ্যমপি) তরতি (অতিক্রামতি)। গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাবিদ্যা-বন্ধনেভ্যঃ) বিমুক্তঃ [সন্] অমৃতঃ (মরণধর্ম্মবর্জ্জিতঃ) ভবতি ॥ ৬৫।৯॥

যিনি সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন, তাঁহার বংশে অব্রহ্মজ্ঞ

জন্মে না। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, পাপ হইতেও উত্তীর্ণ হন। হৃদয়গত অবিদ্যা-বন্ধন হইতে বিমুক্ত অমৃত হন, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন ॥ ৬৫ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধাঃ অতঃ ক্লেশানামন্যতমেন অন্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপি অন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি, ন ব্রহ্মৈব; ন, বিদ্যয়ৈব সর্ব্ব-প্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যপ্রতিবন্ধঃ, নিত্যত্বাৎ আত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিৎ হ বৈ লোকে তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষাদহমেবাস্মীতি জানাতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্; আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। তস্মাদ্ ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষোঽব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, কিঞ্চ, তরতি শোকম্ অনেকেষ্টবৈকল্য-নিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি ॥ ৭৫ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিতে ত বহুবিধ বিঘ্ন প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং কোন একটি ক্লেশ দ্বারা অথবা অন্যপ্রকার দেবাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অন্যপ্রকার গতিও ত লাভ করিতে পারেন, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরতা কি? না—এ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, বিদ্যা দ্বারাই তাহার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইয়া গিয়াছে। কেননা, যে হেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য এবং আত্মস্বরূপ; অতএব অবিদ্যাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক; অপর কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। অতএব জগতে সেই যে কোন লোক সেই পরমব্রহ্মকে জানেন—'আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ,' এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্যপ্রকার গতি লাভ করেন না; দেবতাগণও তাঁহার মোক্ষ লাভে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্মবিৎ লোক ব্রহ্মই হন। আরও এক কথা, এই ব্রহ্মবিদের বংশে অব্রহ্মজ্ঞ জন্মে না; আর (তিনি শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ

জীবৎকালেই বিবিধ ইষ্টবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ অতিক্রম করেন; ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক পাপ অতিক্রম করেন; আর গুহাগ্রন্থিসমূহ হইতে—হৃদয়গত অবিদ্যাবন্ধ হইতে—বিমুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন; 'হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি বাক্যে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥৬৫॥৯॥

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥৬৬॥১০॥

তৎ এতৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ) অপি উক্তং—[যে] ক্রিয়াবন্তঃ (যথোক্তক্রিয়ানুষ্ঠাতারঃ) শ্রোত্রিয়াঃ (শ্রুতাধ্যয়নবন্তঃ) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসকাঃ) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) স্বয়ম একর্ষিং (একর্ষিনামানম অগ্নিং) জুহ্বতে (জুহ্বতি তর্পয়ন্তি); যৈঃ তু (অপি) শিরোব্রতং (শিরসি অগ্নিধারণরূপং নিয়মং) বিধিবৎ (যথাবিধি) চীর্ণং (আচরিতং); তেষাম এব (নান্যেষাম্) এতাং (উক্তপ্রকারাং) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (কথয়েয়ুঃ) ॥৬৬॥১০॥

যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াবান্, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, একর্ষিনামক অগ্নির হোম করেন, যাহারা বিধি অনুসারে শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। [অপরকে নহে] ॥৬৬॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে—তদেতৎ বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ। শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম বুভুৎসবঃ স্বয়ম্ একর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানাম্ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়াৎ শিরোব্রতং শিরসি অগ্নিধারণলক্ষণম্। যথা আথর্ব্বণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানং তেষামেব চ বদেত ॥৬৬॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।

অতঃপর এখন ব্রহ্মবিদ্যা দানের বিধি প্রদর্শনপূর্ব্বক [গ্রন্থের] উপসংহার করিতেছেন—এই যে সেই বিদ্যা-সংপ্রদান বিধি, ইহা

ঋক্—মন্ত্রকর্ত্তৃকও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যাঁহারা ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ পরব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত অথচ পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া নিজে একর্ষিনামক অগ্নিতে হোম করেন ; বিশুদ্ধচিত্ত সেই সকল সৎপাত্রের নিকটই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। অপিচ, অথর্ব্ববেদীয়দিগের যেমন বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ আছে, [তেমনি] যাঁহারা বিধিবৎ বিধানানুসারে মস্তকে অগ্নিধারণরূপ শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাহাদের নিকটই বলিবে [অন্যের নিকট নহে] ।৬৬।।১০।।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৬৭ ॥১১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

[ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-বিধিমুপসংহরতি]—তদেতদিতি। পুরা (পূর্ব্বং) অঙ্গিরা [নাম] ঋষিঃ তৎ (যথোক্ত-লক্ষণং) এতৎ সত্যম উবাচ (উপদিদেশ) [শৌনকায় ইতিশেষঃ] [ইদানীমপি] অচীর্ণব্রতঃ (অকৃতব্রতাচরণঃ) এতৎ (পুস্তকং) ন অধীতে (ন পঠতি)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদান-কর্তৃভ্যঃ) [দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা] ॥৬৭।১১

ইত্যথর্ব্ব-বেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতে স্থিতা।
মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরলাস্তাৎ সতাং মুদে ॥

পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি সেই এই সত্য ব্রহ্ম [শৌনককে] বলিয়াছিলেন। যে লোক ব্রতাচরণ করে নাই, সে ইহা পাঠ করে না। পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কার করি। অধ্যায়-সমাপ্তি-সূচক দ্বিরুক্তি ॥৬৭॥১১॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌনকায় বিধিবদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যোঽপি তথৈব শ্রেয়োঽর্থিনে মুমুক্ষবে

মোক্ষার্থং বিধিবদুপসন্নায় ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নৈতদ্গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোঽচরিতব্রতো ঽপি অধীতে ন পঠতি; চীর্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা; সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োঽবগতবন্তশ্চ, তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্বচনমত্যাদরার্থং মুণ্ডকসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥৬৭॥১১॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ।

পুরা অর্থ—পূর্ব্বকালে বিধি অনুসারে উপস্থিত হইয়া শৌনক জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহার উদ্দেশে অঙ্গিরা নামক ঋষি সেই এই সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ অপর আচার্য্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী মুমুক্ষুকে উপদেশ দিবেন। যে লোক অচীর্ণব্রত অর্থাৎ ব্রতাচরণ করে নাই, সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না; কেননা, ব্রতাচরণসম্পন্ন ব্যক্তির বিদ্যাই সংস্কৃত (শক্তিযুক্ত) হইয়া ফলজনক হইয়া থাকে (সুতরাং অচীর্ণব্রতের পক্ষে বিফল হইয়া থাকে)। ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইল। যে ব্রহ্মাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পরম ঋষিগণের উদ্দেশে নমস্কা। ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারা পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরমর্ষি; পুনশ্চ তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার। সমধিক আদর প্রদর্শনার্থ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্যর্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদে
তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৯ সাল।

মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে——১৲

সাধারণ-পক্ষে—১৴০

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকান্তর্গতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা ।

শীক্ষাবল্লী ।

প্রথমোঽনুবাকঃ ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে ।
যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্য্যপ্রসাদতঃ ।
বিস্পষ্টার্থরুচীনাং হি ব্যাখ্যেয়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ। এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যার রুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাখার সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

আভাষভাষ্যম্। নিত্যান্যধিগতানি কর্ম্মাণ্যুপাত্তদুরিত-ক্ষয়ার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদান-পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। (১)

কর্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্ত্তকত্বাৎ। আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্ম-ন্যবস্থানাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। আত্মকামত্বে চাপ্তকামতা। আত্মা চ ব্রহ্ম; তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোঽবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পর-প্রাপ্তিঃ, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাদ্ আরব্ধস্য চোপভোগেন ক্ষয়াৎ নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াভাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষঃ।১

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বাৎ কর্ম্মভ্য এব মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরব্ধফলানি অনারব্ধ-ফলানি চানেকজন্মান্তরকৃতানি বিরুদ্ধফলানি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। অতস্তেষনারব্ধ-ফলানামেকস্মিন্ জন্মনি উপভোগেন ক্ষয়াসম্ভবাৎ শেষকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-রম্ভোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ; "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ"। "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারব্ধানাং ক্ষয়ার্থানি নিত্যানীতি চেৎ; ন; অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবায়শব্দো হ্যনিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্যাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ ন অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি কর্ম্মাণি, তথাপ্যশুদ্ধমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্; বিরোধাভাবাৎ। ন হীষ্টফলস্য

---

(১) কর্ম্মবিচারেণৈবোপনিষদো গতার্থত্বাদুপনিষৎপ্রয়োজনস্য নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মভ্য এব সম্ভবাৎ পৃথগ্ ব্যাখ্যায়ত্বো ন যুক্ত ইত্যাশঙ্কামপনেতুং কর্ম্মকাণ্ডার্থমাহ নিত্যানীতি। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি জৈমিনিনা ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তুবিচারস্য পর্য্যুদস্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থত্ব-মিত্যর্থঃ। তানি চ কর্ম্মাণি সঞ্চিতদুরিতক্ষয়ার্থানি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, ন নিঃশ্রেয়সার্থানি। ন কেবলং জীবতোঽবশ্যকর্ত্তব্যান্যধিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ। তান্যপি নিঃশ্রেয়সার্থানি; "স্বর্গকামঃ" "পশুকামঃ" ইত্যাদিবৎ "মোক্ষকামোঽদঃ কুর্য্যাৎ" ইত্যশ্রবণাৎ। অতঃ সংসার এব কর্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ।

কর্ম্মকাণ্ডার্থমুক্ত্বা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ—ইদানীমিতি। কর্ম্মণামুপাদানেঽনুষ্ঠানে যো হেতুঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যাস্মিন্ গ্রন্থে আরভ্যতে। অতঃ সনিদান-কর্ম্মোন্মূলনার্থত্বাদুপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। ইতি আনন্দ জ্ঞানকৃতা টীকা।

কর্ম্মণঃ শুদ্ধরূপত্বান্নিত্যৈর্বিরোধ উপপদ্যতে। শুদ্ধাশুদ্ধয়োর্হি বিরোধো যুক্তঃ। ৩

ন চ কর্ম্মহেতুনাং কামানাং জ্ঞানাভাবে নিবৃত্ত্যসম্ভবাদশেষকর্ম্মক্ষয়োপপত্তিঃ। অনাত্মবিদো হি কামঃ, অনাত্মফলবিষয়ত্বাৎ। স্বাত্মনি চ কামানুপপত্তিঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বয়ঞ্চাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। নিত্যানাঞ্চাকরণমভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি। অতঃপূর্ব্বোপচিতদুরিতেভ্যঃ প্রাপ্যমাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নানুপপত্তিঃ—"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইতি। অন্যথা হি অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি সর্ব্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোঽযত্নতঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিত্যনুপপন্নম্। ৪

যচ্চোক্তং নিরতিশয়প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মারব্ধ এব মোক্ষ ইতি, তন্ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। ন হি নিত্যং কিঞ্চিদারভ্যতে। লোকে যদারব্ধম্, তদনিত্যমিতি; অতো ন কর্ম্মারভ্যো মোক্ষঃ। বিদ্যাসহিতানাং কর্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নিত্যঞ্চারভ্যত ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদ্ধি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাভাববন্নিত্যোঽপি মোক্ষ আরভ্য এবেতি চেৎ; ন; মোক্ষস্য ভাবরূপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাবোঽপ্যারভ্যত ইতি ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিশেষাভাবাদ্বিকল্পমাত্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হ্যভাবঃ। যথা হ্যভিন্নোঽপি ভাবো ঘটপটাদিভির্বিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—ঘটভাবঃ পটভাব ইতি, এবং নির্বিশেষোঽপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দ্রব্যাদিবদ্বিকল্প্যতে। ন হি অভাব উৎপলাদিবদ্বিশেষণসহভাবী। বিশেষণবত্ত্বে ভাব এব স্যাৎ। ৬

বিদ্যা-কর্ম্মকর্ত্তু নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বমিতি চেৎ, ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বোপরমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। তস্মাদবিদ্যাকামকর্ম্মোপাদানহেতুনিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইতি। স্বয়ঞ্চাত্মা ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার্থোপনিষদারভ্যতে। উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে, তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাৎ, তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণ উপনিগময়িতৃত্বাৎ; উপনিষণ্ণং বা অস্যাং পরং শ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদ্॥

আভাষভাষ্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ বিধ্বংস করাই, যে সমুদয় কর্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কর্ত্তব্য রূপে বিহিত কাম্য কর্ম্ম সমুদয় পূর্ব্ব গ্রন্থে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত কর্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিদ্যা বা কামনার নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয় ; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পন্ন হইলেই আপ্তকামত্ব সিদ্ধ হয় ; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাই শ্রুত্যুক্ত 'পরপ্রাপ্তি' বুঝিতে হইবে ; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' 'তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।১

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বল, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

---

(১) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে,তখন তাহা দ্বারাই এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা যাইতে পারে, তখন ইহার জন্য পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'নিত্যানি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য ; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস ; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অমুকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই ; সুতরাং বুঝ যাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্দ্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় ; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী, কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গতার্থ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ; এবং কর্ম্মই যখন তৎপ্রাপ্তির নিদান; তখন কর্ম্ম হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে? না, কর্ম্মের অনেকত্ব হেতুই সে কথা বলিতে পার না; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কর্ম্মইত্ত বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আরব্ধফলক (যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি অনারব্ধফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,—সঞ্চিত রহিয়াছে); সেই সকল কর্ম্মের ফল ত স্বভাবতই পরস্পর বিরোধী। এই কারণেই, যে সমুদয় কর্ম্ম অনারব্ধফলক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করা একই জন্মে সম্ভব হয় না; সুতরাং অনুপভুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয়। 'যাহারা এখানে রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, [তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে [জন্ম লাভ করে।' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কর্ম্ম-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে।২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারব্ধ কর্ম্ম সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য; না—তাহাও বলিতে পার না; কেন না, নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। প্রত্যবায় শব্দটী অনিষ্টার্থবোধক; অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে, ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকর্ম্ম সমূহ স্বীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকর্ম্মে অশুদ্ধ পাপ কর্ম্মেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মের ত ক্ষয় করিতে পারে না; কেন না, শুদ্ধ কর্ম্মের সহিত নিত্যকর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। বস্তুতও ইষ্টফলজনক কর্ম্মমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক); সুতরাং নিত্যকর্ম্মের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ থাকা যুক্তিযুক্ত।৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব; তখন নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ত হইতেই পারে না। আত্মাতিরিক্ত ফলই যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাত্মজ্ঞ পুরুষেরই ধর্ম্ম (আত্মজ্ঞের নহে)। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত, তখন তদ্বিষয়ে কামনা হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অননুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্ম্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্ব্বন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না ।৪

আরও যে, বলিয়াছ—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্ব্বাধিক আনন্দ; কর্ম্মই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্ম্মারব্ধই বটে, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কর্ম্মারব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ? না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা ।৫

---

(১) তাৎপর্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র হইতেও অনেক কার্য্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পারে না। অভাবও অসৎপদার্থ ; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্ব্বজন্মে বহুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনে 'শতৃ' প্রত্যয় (অকুর্ব্বন্ পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়টী লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, [আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ); সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তু-সাপেক্ষ। যেমন ভাব বা সত্তা পদার্থটী স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্তা), ও পট-ভাব (পটের সত্তা) ইত্যাদি; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপতঃ বিশেষরহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্ব্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে। উৎপল বা পদ্ম প্রভৃতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ই ভাব বস্তুরূপে পরিগণিত হইত। ৬

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা আত্মা যখন নিত্য, তখন তদ-

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম প্রধ্বংস বা ধ্বংস। সেই ধ্বংস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত আর কোন দোষই ঘটে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথা হইতে পারে না; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তু, তাহার সহিত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব। ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না। ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম। অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভাবকার্য্য বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

সূচিত বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে; না, তাহাও হইতে পারে না; কেন না, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কর্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয়; পক্ষান্তরে আত্মকর্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্তৃত্বের নিবৃত্তিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিদ্যাকৃত কামনা ও কর্ম্মের উপাদান কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরব্ধ হইতেছে। 'উপনিষদ্' শব্দে বিদ্যা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবকদিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতনা অপনয়ন করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥১॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১॥

সরলার্থঃ। মিত্রঃ (দিবসাভিমানী সূর্য্যঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং ভবতু; অর্য্যমা (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখদঃ) ভবতু। ইন্দ্রঃ (বলাভিমানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (বাগ্‌বুদ্ধ্যভিমানিনী দেবতা) নঃ শং ভবতু। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাভিমানিনা দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু]। ব্রহ্মণে (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ। হে বায়ো, তে (প্রত্যক্ষায় তুভ্যং) নমঃ। [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম-বায়ুশব্দাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে]। [হে বায়ো, যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [তস্মাৎ] ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি; ঋতং (যথাশাস্ত্রং বুদ্ধৌ সুনিশ্চিতার্থং ত্বাম্ এব) বদিষ্যামি; সত্যং (সত্যস্বরূপং ত্বামেব) বদিষ্যামি। তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম) মাং (বিদ্যার্থিনং) অবতু (বিদ্যাসংযোজনেন পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্য্যম্) অবতু (বিদ্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু)। অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্]। শান্তিঃ (আধ্যাত্মিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদৈবিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা) ইতি॥ ১॥

মূলানুবাদ। দিবসাভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমাদিগের কল্যাণকর হউন; রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর হউন; চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন; বলের দেবতা ইন্দ্র ও বাগ্‌বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সুখকর হউন; এবং

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন। ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উদ্দেশ্যে নমস্কার। হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় সুনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সুতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিদ্যার্থী আমাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটীর পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার 'শান্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শং সুখং প্রাণবৃত্তেরহশ্চাভিমানী দেবতাত্মা মিত্রঃ নঃ অস্মাকং ভবতু। তথৈব অপানবৃত্তেঃ রাত্রেশ্চাভিমানী দেবতাত্মা বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিমানী অর্য্যমা ; বলে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োরভিমানী ; এবমাদ্যা অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ; ভবত্বিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। তাসু হি সুখকৃৎসু বিদ্যাশ্রবণধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্তৃত্বং প্রার্থ্যতে – শং নো ভবত্বিতি ।১

ব্রহ্মবিদ্যাবিবিদিষুণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যোপসর্গশান্ত্যর্থে ক্রিয়েতে সর্ব্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ। ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহ্বীভাবং, করোমীতি বাক্যশেষঃ। নমঃ তে তুভ্যং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে।২

কিঞ্চ, ত্বমেব চক্ষুরাদ্যপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিকৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যামি। সত্যমিতি স এব বাক্কায়াভ্যাং সম্পাদ্যমানঃ, সোঽপি ত্বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি ত্বামেব সত্যং

বদিষ্যামি। তৎ সর্বাত্মকং বায়্বাখ্যং ব্রহ্ম ময়ৈবং স্তুতং সৎ বিদ্যার্থিনং মাম্ অবতু বিদ্যাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃত্বসামর্থ্যসংযোজনেন অবতু। অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র আমাদিগের সুখাবহ হউন। সেইরূপ অপানবৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতারূপী অর্য্যমা; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক্ ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি এবং উরুক্রম—বিস্তীর্ণ পাদ-বিক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতারূপী বিষ্ণু, এবংএই প্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবতা আছেন,তাহারাও আমাদের সুখকর [হউন]। শ্রুতির 'ভবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটীর সকল বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে, বিদ্যাশ্রবণ এবং বিদ্যা ও তদর্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন হইবে,এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখবিধায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—"শং নো ভবতু" ইতি। ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য্য অবশ্য করণীয়; কেন না, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন; অতএব তদুদ্দেশ্যে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—বায়ু, সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি। 'করিতেছি' ('করোমি') কথাটী মূলে অনুক্ত রহিয়াছে। হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছি। এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ২

অপিচ, যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যবহিত (নিকটবর্ত্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১)। ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চারণ করিব। সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২)। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিদ্যাভিলাষী আমাকে (শিষ্যকে) বিদ্যা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন; এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিদ্যাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। 'আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন' এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকারে সম্ভাবিত বিঘ্ন প্রশমনাভিপ্রায়ে 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইয়াছে॥ ১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩) ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌবারিকং কশ্চিদ্ রাজ-দিদৃক্ষুরাহ—ত্বমেব রাজেতি তথা হার্দ্দিস্থ ব্রহ্মণো দ্বারগং প্রাণং হার্দ্দিং ব্রহ্ম দিদৃক্ষুরাহ—"ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইতি। (আনন্দগিরি টীকা)।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনা-ভিলাষী কোন লোক যেরূপ রাজার দৌবারিককে (দ্বারপালকে) "তুমিই রাজা' এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও যাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথাযথরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইয়াছে।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে 'অনুবাক' নামে পরিচ্ছেদ-স্থানবর্ত্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

আভাষ ভাষ্যম্। অর্থজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নোপরমো মা ভূদিতি শীক্ষাধ্যায় আরভ্যতে—

আভাষ ভাষ্যানুবাদ। অর্থ-বোধই উপনিষদের প্রধান বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ-গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রধানত্বেঽপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানাপেক্ষাপ্যস্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—"শীক্ষাম্" ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্যুচ্চারণং যয়া, সা শিক্ষা, তাং, অথবা শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিক্ষৈব শীক্ষা ; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যক্তং কথয়িষ্যামঃ)। [তত্র শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম (সমতা, তুল্যরূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ (সন্ততিঃ নিয়তক্রমং পদং বাক্যং বা); ইতি ('ইতি' শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধ্যায়ঃ (শীক্ষা অধীয়তে অনেন ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ) উক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদের যে ছয়টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, 'শিক্ষা' তাহাদের অন্যতম। শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে 'শীক্ষা' শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈদিক মন্ত্রাদিতে অনেক প্রকার স্বর প্রযোজ্য হইয়া থাকে; তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ। তন্মধ্যে উচ্চৈঃস্বর উদাত্ত, মৃদুস্বর অনুদাত্ত, এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর 'স্বরিৎ' নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, "একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু

মূলানুবাদ। অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শীক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়, অথবা শীক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত সরিৎ প্রভৃতি; মাত্রা অর্থ—হ্রস্বদীর্ঘ-প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা); সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত-ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য; এই কয়টী বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্; তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ বিস্পষ্টম্ আ সমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টস্য ব্যাঙ্‌পূর্ব্বস্য ব্যক্তবাক্‌-কর্ম্মণ এতদ্রূপম্। তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ। স্বরঃ উদাত্তাদিঃ। মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ। বলং প্রযত্নবিশেষঃ। সাম বর্ণানাং মধ্যমবৃত্ত্যোচ্চারণং সমতা। সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ। এবং শিক্ষিতব্যোঽর্থঃ শিক্ষা যস্মিন্নধ্যায়ে, সোঽয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

-ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই; ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্।" অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা বলিয়া গণ্য। দূরবর্ত্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটীর দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম; (২) হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম। তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার পার্থক্য ঘটে; ইহা সকলেই জানে। ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়ামক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিব। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদটী বি+আঙ্ পূর্ব্বক চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টী—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল'; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শীক্ষার কথা আছে, তাহা শীক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জ্ঞাপনার্থ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

ছন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেই ছন্দোরক্ষার জন্য আবশ্যক মতে এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়; সুতরাং দ্বিতীয় অর্থটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে॥

(*) তাৎপর্য্য—যদিও ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দাংশ অপ্রধান হউক, তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, মান্ত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমেতি।। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" অর্থাৎমন্ত্র যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উষ্ম কণ্ঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র কখনই উপযুক্ত ফলপ্রদান করে না। ইহার উদাহরণ—'ইন্দ্র-শত্রু' এই শব্দটী স্বরহীন হওয়ায় কর্ম্মের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের ন্যায় যজমান অসুরগুণের অনিষ্ট করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ্ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উষ্মাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঙ্গং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—"সহ নৌ" ইত্যাদিনা। নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ) সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্ত্তিঃ) [ভূয়াৎ]; নৌ (আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়াৎ]॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রন্থাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং (লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যৌতিষং (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং (বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং (আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চসু অধিকরণেষু বিষয়ে সংহিতায়াঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাঃ (এতাঃ পঞ্চবিষয়াঃ, উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ] মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং) অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা); আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়া মধ্যমেঽক্ষরে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ (জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্ব্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা), ইতি (এবংপ্রকারং) অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ)॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। [এখন সংহিতোপনিষদের অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে]। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীর্ত্তি, আর আমার অধ্যয়নজনিত কীর্ত্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যতেজও তুল্যরূপে প্রতিভাত হউক।

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি লোকও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব, এই পাঁচটী বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধিয় উপনিষদ্ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব। এই পাঁচটী বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে লোকাধিকারে উপনিষদ্ বলা হইতেছে। 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশ দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধেতে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সংহিতোপনিষদুচ্যতে। তত্র সংহিতা-দ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে,তৎ নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ সহৈব অস্তু। তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবর্চসং তেজঃ, তচ্চ সহৈবাস্তু, ইতি শিষ্য-বচনমাশীঃ। শিষ্যস্য হি অকৃতার্থত্বাৎ প্রার্থনোপপদ্যতে, নাচার্য্যস্য, কৃতার্থত্বাৎ; কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবতি। ১

অথ—অনন্তরম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য, অতঃ—যতোঽত্যর্থং গ্রন্থ-ভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসার্থজ্ঞানবিষয়েঽবতারয়িতুমিত্যতঃ,সংহিতায়া উপনিষদ্ সংহিতাবিষয়ং দর্শনমিত্যেতৎ, গ্রন্থসন্নিকৃষ্টামেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু, জ্ঞানবিষয়েষিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ—অধিলোকং—লোকেষধি যৎ দর্শনম্, তদধিলোকম্; তথা অধিজ্যৌতিষম্; অধিবিদ্যম্, অধিপ্রজম্, অধ্যাত্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চবিষয়া উপনিষদঃ লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ—মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি বেদবিদঃ। অথ তাসাং যথোপন্যস্তানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে। দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোঽথশব্দঃ সর্ব্বত্র। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং—পূর্ব্বো বর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্; সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তং ভবতি। তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেঽস্মিন্ পূর্ব্বোত্তররূপে ইতি। বায়ুঃ সন্ধানম্। সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোকং দর্শনমুক্তম্। অথাধিজ্যোতিষমিত্যাদি সমানম্॥ ১-৫॥ ৩-৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর; যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্ অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনাত্মক দর্শন বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটী অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়ে [নিবদ্ধ]। সেই পাঁচটী বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই অধিলোক। সেইরূপ অধিজ্যোতিষ, আধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম [উপাসনা বলা হইবে]। সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ই লোকপ্রভৃতি মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা' এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা হইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্ব্বত্র 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে পর পর উপাসনা করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্ব্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে। আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই মধ্যভাগ। বায়ু হইতেছে সন্ধান; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়, তাহার নাম সন্ধান। এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর অধিজ্যোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ॥ ১—৫॥ ৩—৭॥

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তর-রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সরলার্থঃ। অতঃপরম্ অধিজ্যোতিষং .[দর্শনমুচ্যতে]—অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া) ; আদিত্যঃ উত্তররূপম্ ; আপঃ (জলং) সন্ধিঃ ; বৈদ্যুতঃ (বিদ্যুদেব বৈদ্যুতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]। ইতি অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মুপাসনম্ ১ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাক্ষরে আদিত্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে অপ্‌দৃষ্টি আর উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২॥ ৪॥

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ ; প্রবচনꣳসন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং [দর্শনম্ উচ্যতে]। [অত্র] আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্ব্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা (আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম্); প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ প্রকর্ষেণ বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম্] ॥৩॥৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর বিদ্যাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে। আচার্য্য অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) ; উত্তরাক্ষরে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বিদ্যাদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ—গুরু ও শিষ্য কর্ত্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ]। ইহাই অধিবিদ্য দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননꣳ সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধিপ্রজং (প্রজাধিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[তত্র] মাতা পূর্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্। [সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে —প্রথম অক্ষরে মাতৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে সন্তানদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে]। অধরা হনুঃ (নিম্নোষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (ঊর্দ্ধোষ্ঠমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তররূপম্ ; বাক্ (তালুপ্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্। ইতি অধ্যাত্মম [দর্শনম্। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ৫॥৭॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাক্ষরে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা আধ্যাত্ম দর্শন ॥৫॥৭॥

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্বহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিতাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে]। যঃ (যঃ কশ্চিদধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতাঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি) ; [সঃ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন, অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয়েন অন্নেন) সুবর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্ম্মফলেন) চ সন্ধীয়তে (সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৩॥৮॥

মূলানুবাদ। উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিরূপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতীমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে। যঃ কশ্চিদেবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে। বেদেত্যুপাসনং স্যাৎ, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্বেতি চ বচনাৎ। উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রত্যয়সন্ততিরসঙ্কীর্ণা চ অতৎপ্রত্যয়ৈঃ, শাস্ত্রোক্তালম্বনবিষয়া চ। প্রসিদ্ধশ্চোপাসনশব্দার্থো লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইতি। যো হি গুর্ব্বাদীন্ সন্ততমুপচরতি, স উপাস্ত ইত্যুচ্যতে। স চ ফলমাপ্নোত্যুপাসনস্য, অতোঽত্রাপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'ইতীমাঃ' কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চবিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা করে। এখানে 'বেদ' (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং 'হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর' এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে। উপাসনা অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অমিশ্রিতভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না। অথচ এই প্রকার চিন্তাটীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লোক-ব্যবহারেও 'গুরুর উপাসনা করে' ও 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করে, তাহাকেই 'উপাস্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্য্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৩।৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়
অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্‌। শরীরং মে বিচর্ষণম্‌। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্‌। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

সরলার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্‌ মন্ত্রানাহ—'যঃ' ইত্যাদিভিঃ। যঃ (ওঁকারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাদীনাং বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্‌ব্যাপকত্বাৎ), অমৃতাৎ (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব (অধিকত্বেন প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ওঁকাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজ্ঞয়া) মা (মাম্‌) স্পৃণোতু (সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতস্য (অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য) ধারণঃ (ধারয়িতা আধারঃ) ভূয়াসং (ভবেয়ং) [অহমিতি শেষঃ]। মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ ইতি শেষঃ]। মে জিহ্বা মধুমত্তমা (মধুরভাষিণী) [ভূয়াৎ]। কর্ণাভ্যাং

ভূরি (বহু) বিশ্রুবং (ব্যশৃণবং শৃণুয়াম্)। [হে ওঁকার, ত্বং] মেধয়া (লৌকিকপ্রজ্ঞয়া) পিহিতঃ (আবৃতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ (উপলব্ধিস্থানং) অসি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রুতার্থ-বিজ্ঞানং) গোপায় (রক্ষ) [ত্বম্] ॥১॥৯॥

মূলানুবাদ। যিনি সর্ব্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাদুর্ভূত, ইন্দ্র (সর্ব্বকামপ্রদ) সেই ওঁকার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। হে দেব (প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই ; অর্থাৎ আমি যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [বিদ্যা গ্রহণের] উপযুক্ত হউক ; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক ; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান— প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা জানিতে পারা যায় না। তুমি আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যশ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চ তৎ-প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, 'স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু' 'ততো মে শ্রিয়-মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। যঃ ছন্দসাং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ,প্রাধান্যাৎ ; বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপ্তেঃ, "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা ; ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। অতএব ঋষভত্বমোঙ্কারস্য। ওঁকারো হ্যত্রোপাস্যঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্তুতি-র্ন্যায্যৈব ওঁকারস্য। ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ,বেদা হ্যমৃতম্ ; তস্মাদমৃতাৎ অধিসম্ভ-ভূব,লোক-দেব-বেদ-ব্যাহৃতিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিঘৃক্ষোঃ প্রজাপতেস্তপস্যতঃ ওঁকারঃ সারিষ্ঠত্বেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্যোঙ্কারস্য অঞ্জসৈবোৎপত্তিরব-কল্প্যতে।

সঃ এবম্ভূতঃ ওঁকারঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা ; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে। অমৃতস্যামৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য, তদধিকারাৎ ; হে দেব, ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাষিণীত্যর্থঃ। কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূয়াসমিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অসি অসেরিব; উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। ত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে। মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ, স ত্বং সামান্যপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্ব্বকমাত্ম-জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। জপার্থা এতে মন্ত্রা মেধাকামস্য॥ ১॥ ১

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যঃ ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে; কেন না, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং 'সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষর স্বরূপ; কারণ,অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; 'এই সমস্তই ওঁকার স্বরূপ।' এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঙ্কার প্রতিভাত হইয়াছিল। [এখানে 'সংবভুব' অর্থ উৎপত্তি নহে]; কারণ, নিত্য ওঙ্কারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কাম্যফলের অধীশ্বর সেই ওঙ্কার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী করুক; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। অপিচ, আমার শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হউক; আমার জিহ্বা

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক; কর্ণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবম্বিধ মহিমাসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিস্মৃতি-দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপ্য ॥১॥৯॥

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ।
বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা।
ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥২॥১০॥

সরলার্থঃ। [এবং মেধাবিষয়ে জপ্যমন্ত্রানুক্ত্বা সম্প্রতি শ্রীকামস্য হোমার্থং শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তীত্যাদীন্। হে ওঁকার,] আত্মনঃ (শ্রীকামস্য) মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্ন-পানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমন্তাৎ প্রাপয়ন্তী), বিতন্বানা (বিবিধং বিস্তারয়ন্তী) কুর্ব্বাণা (সম্পাদয়ন্তী), [যা শ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অজমেষাদিলোমযুক্তাং) পশুভিঃ (অন্যৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সহিতাং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।) স্বাহা (স্বাহা-শব্দো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থঃ); যদ্বা, মদীয়া বাক্ 'শ্রিয়মাবহ' ইতি সু আহ= স্বাহা ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ) ॥২॥১০॥

হে ওঁকার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীকামস্য হোমার্থা মন্ত্রাস্ত্বধুনা উচ্যন্তে।—আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ; কুর্ব্বাণা নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী, অচীরং ক্ষিপ্রমেব; ছান্দসো দীর্ঘঃ; চিরং বা; কুর্ব্বাণা আত্মনঃ মম। কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেতি যাবৎ; অন্ন-পানে চ; সর্ব্বদা এবমাদীনি কুর্ব্বাণা শ্রীর্যা, তাং—ততঃ মেধানির্ব্বর্ত্তনাৎ পরম্, আবহ আনয়; অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাম্? লোমশাং অজাব্যাদিযুক্তাম্, অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি। অধিকারাদোঙ্কার এবাভিসম্বধ্যতে। স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মার—আমার সম্বন্ধে; [আমার সম্বন্ধে] কি? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বস্ত্রসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্ব্বকালিক অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী; বিস্তার-সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে (শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর। নির্ব্বোধের ধনসম্পদ্ অনর্থকরই হইয়া থাকে; এই জন্য মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা]। প্রার্থনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেষাদিযুক্ত এবং অপরাপর পশুগণ সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ওঁকারই এখানে 'আবহ' ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

অন্বয়লার্থঃ।—মন্ত্রান্তরাণ্যাহ—'আ মা' ইত্যাদীনি। ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়নার্থিনঃ) মা (মাং) আয়ন্তু (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্তু) স্বাহা। [চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তিনামধ্যয়নার্থিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্তু, প্রায়ন্তু, দমায়ন্তু, শমায়ন্তু ইতি চতুর্ধোল্লেখঃ।]

[হে ওঁকার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক।

ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্তু' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। আ মায়ন্ত্বিতি। আয়ন্তু, মামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ। বি মায়ন্তু প্র মায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্তু ইত্যাদি।॥ ৩ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ। 'আ মায়ন্তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক। এখানে 'আ' ও 'যন্তু' ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া 'আয়ন্তু' হইবে। 'বিমায়ন্তু,' 'প্রমায়ন্তু,' 'দমায়ন্তু', 'শমায়ন্তু' ইত্যাদিও ঐরূপ ॥৩॥১১॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪ ॥ ১২

[বিতস্থানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকং চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[ব্রহ্মচারিণামাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ]। জনে (জনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি) [অহং]। তথা শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) বস্যসঃ (বসুমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [অহম্ অসানি]। হে ভগ, (ভগবন্), তং (ব্রহ্মকোশভূতং) ত্বা (ত্বাং) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি)। হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগ, অহং সহস্রশাখে (বহুভেদে) তস্মিন্ (তথাভূতে ত্বয়ি) নিমৃজে (নিঃশেষেণ পাপকৃত্যাং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন) যন্তি (গচ্ছন্তি), যথা চ মাসাঃ অহর্জরং (অহোভিঃ লোকান্ জরয়তি—জীর্ণীকরোতি ইতি অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং যন্তি, হে ধাতঃ, এবং (তথা) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্তু (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি [ত্বম্]; [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি (আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রতি প্রপদ্যস্ব (সাক্ষাৎকারতঃ মদ্রূপম্ আগচ্ছ ইত্যর্থঃ) [মঙ্গলভাবদ্যোতনার্থং সর্ব্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।] আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই; আমি যেন ধনিসমাজে প্রধানতম হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জ্জর—সংবৎসরের অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-নিকেতন; অতএব তুমি [শরণাগত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-প্রকাশ কর), এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ, বস্যসো বসীয়সো বসুতরাদ্বসুমত্তরাদ্বা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং ত্বা ত্বাং হে ভগ ভগবন্ পূজার্হ, প্রবিশানি—প্রবিশ্য চ অনন্যস্ত্বদাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিশ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্তু। তস্মিন্ ত্বয়ি সহস্রশাখে বহুশাখাভেদে, হে ভগবন্, নিমৃজে শোধয়াম্যহং পাপকৃত্যাম্। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোঽহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্ জরয়-তীতি; অহানি বা অস্মিন্ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ; তঞ্চ যথা মাসা যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্ব্বস্য বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিগ্ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—ত্বচ্ছীলিনাং সর্ব্বপাপদুঃখাপনয়নস্থানমসি। অতো মা মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াত্মানম্, প্র মা পদ্যস্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্; রসবিদ্ধমিব লোহং ত্বন্ময়ং ত্বদাত্মানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোঽস্মিন্ বিদ্যাপ্রকরণেঽভি-ধীয়মানো ধনার্থঃ; ধনঞ্চ কর্ম্মার্থম্; কর্ম্ম চোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থম্; তৎক্ষয়ে হি বিদ্যা প্রকাশতে। তথাচ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি" ইতি ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,] আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা ; হে ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বারূপ্য লাভ করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে একাত্মভাব (অভিন্নভাব) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম্ম মার্জ্জনা—শোধন করিতেছি। হে ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতঃ, জগতে জলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহর্জ্জর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিন সমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত লোকের জরতা (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথবা দিনগুলি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) হয়, এইজন্য 'অহর্জ্জর' শব্দে সংবৎসর অর্থ বুঝায়।

'প্রতিবেশ' অর্থ শ্রমাপনোদনাস্থান, অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতি-বেশ—প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ব্ববিধ পাপজ দুঃখাপনোদনের স্থান। অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত ?) লোহের ন্যায় আমাকেও তোমার আত্মভূত কর।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনাভিলাষী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনার্জ্জনের কর্ত্তব্য-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসম্পাদন; কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সঞ্চিত পাপরাশি ধ্বংস ; কেন না, সঞ্চিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিদ্যা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—'আদর্শতল (দর্পণের মধ্যস্থল) নির্ম্মল হইলে, লোকতাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের সাহায্যে পাপ বিধ্বস্ত হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে' ॥৪॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব-ইত্যন্তরীক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ॥ ১॥ ১৩॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং ব্যাহৃত্যাত্মনা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে—"ভূর্ভুবঃ" ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ), ভুবঃ (ভুবর্লোকঃ), সুবঃ (স্বঃ, দ্যুলোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাভীষ্টং, আ—সমন্তাৎ আহরন্তি প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্মর্য্যন্তে ইত্যর্থঃ)। তাসাং (পূর্ব্বোক্তানাং ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ' ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসস্য ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ম (দদর্শ ইত্যর্থঃ)। [কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাদ্যাঃ) দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্র্যঃ) অঙ্গানি (এতস্যা এব গুণীভূতাঃ, [অহং মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাদ্যাস্তু ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাঙ্গভূতা ইতি দৃষ্টিঃ করণীয়েত্যাশয়ঃ]। ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভূরিত্যাদিভিঃ]। অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভূরিতি বৈ (ভূলোকত্বেন প্রসিদ্ধঃ; অন্তরিক্ষং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ; অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥১॥১৩॥

মূলানুবাদ। ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্য ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের চতুর্থ—'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটীকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন। এই 'মহঃ'ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর 'ভূঃ' প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহার অঙ্গস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, মাহাচমস্য ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহকে ব্রহ্মাত্মরূপে এবং অপর

ব্যাহৃতিত্রয়কে ইহার অঙ্গরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ দ্যুলোক 'সুবঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাহৃতীনাং দেবতা উচ্যন্তে]—'মহঃ' ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ); বাব (যতঃ) আদিত্যেন (আদিত্যেনৈব) সর্ব্বে লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্দ্ধন্তে)। 'ভূঃ' ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ; বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বর্দ্ধন্তে); 'ভূঃ' ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ); 'ভুবঃ' ইতি সামানি; 'সুবঃ' ইতি যজূংষি ॥২॥১১॥

মূলানুবাদ। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যাহৃতিগণের দৈবতরূপ বলা হইতেছে—] 'মহঃ' এইটী আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূঃ এইটী প্রসিদ্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্যরূপে প্রসিদ্ধ। 'মহঃ' এইটী চন্দ্রমা; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ; 'ভুবঃ' এইটী সামবেদ; 'সুবঃ' এইটী যজুর্ব্বেদ ॥২॥১৪॥

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চ-

তস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজূংষি বেদ দ্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁকারাধিকারাৎ ব্রহ্মাত্র ওঁকারঃ)। বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁকারেণ) সর্ব্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ) মহীয়ন্তে। [এতদন্তং ব্যাহৃতীনাং শব্দাত্মকত্বমুক্তম্ ; অথেদানীং ক্রিয়ারূপতা উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ ; ভুব ইতি অপানঃ ; 'সুবঃ' ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 'মহঃ' ইতি অন্নম্ ; অন্নেন বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্দ্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি)। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহৃতিবিদুষে) বলিং (ভোগোপহারং) আবহন্তি (উপানয়ন্তীত্যর্থঃ)। [অত্র প্রথমা ব্যাহৃতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজুংষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মান্নমিত্যেবং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ ; কেন না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ ; ভুবঃ'এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু ; এবং 'সুবঃ' (স্বঃ) এইটী ব্যান স্বরূপ। পুনশ্চ. মহ এইটী অন্ন স্বরূপ ; কেন না. অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সেই যে, এই চারিটী ব্যাহৃতি, তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে। [যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহৃতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহৃতিটী অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানরূপে চতুর্বিধ ; তৃতীয় 'সুবঃ' ব্যাহৃতিটীও দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্ব্বেদ ও ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ'ও আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ]। চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহৃতি এই-

রূপে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩॥১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাবিষয়মুপাসনমুক্তম্। তদনু মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চানুক্রান্তা মন্ত্রাঃ ; তে চ পারম্পর্য্যেণ বিদ্যোপযোগার্থা এব। অনন্তরং ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাজ্যফলং প্রস্তূয়তে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি। ইতীত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাস্তিস্র ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ— পরামৃষ্টাঃ স্মর্য্যন্তে বৈ ইত্যনেন। তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাহৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে ইতি যাবৎ। তাসামিয়ং চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহইতি। তামেতাং চতুর্থীং মহাচমসস্যা-পত্যং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তানুকথনার্থত্বাৎ বিদিত-বান্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাচমস্য-গ্রহণমার্ষানুস্মরণার্থম্। ঋষ্যনুস্মরণমপি উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১

যেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যাহৃতির্মহ ইতি, তদ্‌ব্রহ্ম ; মহদ্ধি ব্রহ্ম ; মহশ্চ ব্যাহৃতিঃ। কিং পুনস্তৎ ? স আত্মা, আপ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ আত্মা ; ইতরাশ্চ ব্যাহৃতয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহৃত্যাত্মনা আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভূতেন ব্যাপ্যন্তে যতঃ, অতঃ অঙ্গানি অবয়বা অন্যা দেবতাঃ। দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থম্ লোকাদীনাম্। মহ ইত্যস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো দেবা লোকাদয়শ্চ সর্ব্বেঽবয়বভূতা যতঃ ; অত আহ—আদিত্যাদিভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি। আত্মনা হ্যঙ্গানি মহীয়ন্তে মহনং বৃদ্ধিরুপচয়ঃ ; মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ ঋগ্‌বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ ভূঃ ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ ভুবঃ ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি। মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মেত্যোঙ্কারঃ, শব্দাধিকারেঽন্যস্যাসম্ভবাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতস্র-শ্চতুর্দ্ধেতি। তা বৈ এতাঃ ভূর্ভুবঃ সুবর্মহ ইতি চতস্রঃ একৈকশশ্চতুর্ধা চতুঃ-প্রকারাঃ। ধাশব্দঃ প্রকারবচনঃ। চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্ধা ভবন্তীত্যর্থঃ। তাসাং যথাকৢপ্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ। ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাহৃতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? ব্রহ্ম। নমু 'তদ্ব্রহ্ম স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স বেদ ব্রহ্মইতি'? ন; তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদদোষঃ। সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহৃত্যা আত্মা ব্রহ্মেতি; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্মপুগো ন বিজ্ঞায়তে ইতি তদ্বিবক্ষু হি শাস্ত্রমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ। যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্মপুগেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। অতো বক্ষ্যমাণানুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য,উভয়োর্হি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্। লিঙ্গাচ্চ; "ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কাভাবাচ্চ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। ব্যাহৃত্যনুবাকে "তা যো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বান্নোপাসনভেদকঃ। বক্ষ্যমাণার্থত্বঞ্চ তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদিত্যাদিনোক্তম্। সর্ব্বে দেবা অস্মৈ এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ॥ ১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর জন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যারও উপযোগী। অতঃপর স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে —'ভূর্ভুবঃ সুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটী উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-সূচক। 'এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটী) এই কথাটীও পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক। 'বৈ' শব্দও সেই পরামৃষ্ট ব্যাহৃতিত্রয়েরই স্মারক। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি উহাদ্বারা স্মরণ করা হইতেছে। এই 'মহঃ' ব্যাহৃতিটী উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী। সেই এই চতুর্থী ব্যাহৃতিটীকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুত্যুক্ত 'উ হ ও স্ম' এই তিনটী শব্দের অর্থ অতীত ঘটনার অনুকথন (পশ্চাৎকথন); [কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে' পদে বর্ত্তমান কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে]। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাতেও ঋষিস্মরণ করা একটী বিশেষ অঙ্গ। ১

এই যে, মাহাচমস্য কর্তৃক দৃষ্ট ব্যাহৃতি—'মহঃ'; ইহাই সেই ব্রহ্ম। কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য); এই ব্যাহৃতিটীও 'মহঃ'; [এইরূপ সাম্যনিবন্ধন 'মহ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে]। তাহা আর কিরূপ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী); ব্যাপনার্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্মা' পদটী [নিষ্পন্ন হইয়াছে]। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ),—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণ সমূহ আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন স্বরূপ এই 'মহ' ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। যেহেতু অপর ব্যাহৃতিত্রয় মহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা —ব্যাহৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে 'দেবতা' শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সকলেই এই ব্যাহৃতিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ; সেই হেতুই শ্রুতি বলিলেন যে, লোক প্রভৃতি ত আদিত্যাদি দ্বারাই মহিত থাকে; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অঙ্গসমূহ মহিত হইয়া থাকে। 'মহন' (মহীঙ্) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়; সুতরাং 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রথমা ব্যাহৃতি 'ভূ' হইতেছে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণস্বরূপ; দ্বিতীয় ব্যাহৃতি 'ভুবঃ' হইতেছে—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান স্বরূপ; তৃতীয় ব্যাহৃতি 'সুবঃ' (স্বঃ) হইতেছে—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ; চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহঃ' হইতেছে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ। এইরূপে একএকটী ব্যাহৃতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ 'মহ' এই ব্যাহৃতিটী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম অর্থ—ওঁকার; কেন না, শব্দবিষয়ক কথা প্রসঙ্গে ওঁকার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা' ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকটী চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার। 'ধা' শব্দটী 'প্রকার' অর্থবোধক। ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকেই চারি-প্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত ব্যাহৃতি সমূহের যে, পুনর্ব্বার উপদেশ, ঐরূপে উপাসনা জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন। ৩

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহ জানে, সে-ই জানে—। কি জানে? ব্রহ্মকে [জানে]। ভাল, 'তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্ত্বেও, 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের ন্যায় কথা বলা ত উচিত হয় নাই? না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞানাভিপ্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে,] চতুর্থ ব্যাহৃতি দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হৃদয়ায়তনে উপলভ্যত্ব ও মনোময়ত্বাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া 'শান্তিসমৃদ্ধম্' পর্য্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই। এই শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাতের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মসমূহ সহকারে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানেন। অতএব পরবর্ত্তী অনুবাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে। 'ভূঃ' এই মন্ত্রে 'অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে' ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহার অন্য কারণ; কেন না, [পরবর্ত্তী অনুবাকে] উপাসনাবিষয়ক 'বেদ' বা 'উপাসীত' ইত্যাদি কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই। এই ব্যাহৃতি প্রকরণে যে, 'তৎ যো বেদ' বাক্য আছে, তাহাও পরবর্ত্তী অনুবাকের সহিতই সম্বদ্ধ; সুতরাং কখনই উপাসনার ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবম্বিধ জ্ঞানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার উদ্দেশে বলি (উপহার) আনয়ন করেন ।১—৩॥ ১১—১৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ভূর্ভুবঃসুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্য হিরণ্যগর্ভস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণোঽঙ্গান্যন্যা দেবতা ইত্যুক্তম্। যস্য তা অঙ্গভূতাঃ, তস্যৈতস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদুপলব্ধ্যর্থমুপাসনার্থঞ্চ হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ। তস্মিন্ হি তদ্ব্রহ্মোপাস্যমানং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদুপলভ্যতে, পাণাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্ব্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যনুবাক আরভ্যতে॥

আভাষ ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে; ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ স্বরূপ অন্যান্য দেবতাগণ 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

অঙ্গ বা অবয়ব। এখন, উক্ত দেবতাগণ যাঁহার অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের ন্যায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এখন সর্ব্বাত্মভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্ত্তী অনুবাক আরব্ধ হইতেছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥১॥১৬॥

সরলার্থঃ। যঃ এষঃ (অনুভবগোচরঃ) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে) আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পুরি হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভিব্যজ্যতে]। যশ্চ এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তরেণ তালুকে (তালুকয়োর্ম্মধ্যে) স্তন ইব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিদ্বারম্)। যত্র (ইন্দ্রযোনৌ মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ (কেশানাং অন্তঃ মূলং) শীর্ষকপালে (শিরসঃ কপালখণ্ডদ্বয়ং) ব্যপোহ্য (ভিত্ত্বা—বিদার্য্য) বিবর্ত্ততে [যথা, তথা মনোময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মূর্দ্ধ্নঃ বিনিষ্ক্রম্য এতল্লোকাধিষ্ঠিতা ভূঃ ইত্যেবংরূপঃ যোঽগ্নিঃ, তস্মিন্] অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবইতি (মধ্যমব্যাহৃতিরূপো যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ৌ (প্রতিতিষ্ঠতি] ॥১॥১৬॥

মূলানুবাদ। সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে এই অমৃত স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড লম্বমান আছে, যেখানে কেশমূল-

মস্তকের কপালখণ্ড দুইটী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত পরমাত্মার (ইন্দ্রের) যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান। [তত্ত্ববিৎ পুরুষ উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া] ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে, ও ভুব-স্বরূপ বায়ুতে [প্রতিষ্ঠা লাভ করেন] ॥১॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ইতি ব্যুৎক্রম্য অয়ং পুরুষ ইত্যনেন সম্বধ্যতে। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ। হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ প্রাণায়তনোঽনেকনাড়ীসুষির ঊর্দ্ধনালোঽধোমুখঃ, বিশস্যমানে পশৌ প্রসিদ্ধ উপলভ্যতে। তস্যান্তর্যঃ এষ আকাশঃ প্রসিদ্ধ এব করকাকাশবৎ, তস্মিন্ সোঽয়ং পুরুষঃ, পুরি শয়নাৎ; পূর্ণা বা ভূরাদয়ো লোকা যেনেতি পুরুষঃ, মনোময়ঃ, মনঃ বিজ্ঞানম্, মনুতেজ্ঞানকর্ম্মণঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ, তদুপলভ্যত্বাৎ। মনুতে অনেনেতি বা মনঃ অন্তঃকরণম্; তদভিমানী তন্ময়স্তল্লিঙ্গো বা। অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, হিরণ্ময়ঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ। তস্যৈবংলক্ষণস্য হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃতস্য বিদুষ আত্মভূতস্য ঈশ্বরস্বরূপস্য প্রতিপত্তয়ে মার্গোঽভিধীয়তে—হৃদয়াদূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী যোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা। সা চ অন্তরেণ তালুকে মধ্যে তালুকয়োর্গতা। যশ্চৈষ তালুকয়োর্ম্মধ্যে স্তন ইব অবলম্বতে মাংসখণ্ডঃ,তস্য চান্তরেণেত্যেতৎ। যত্র চ অসৌ কেশান্তঃ কেশানামন্তো মূলং কেশান্তঃ বিবর্ত্ততে বিভাগেন বর্ত্ততে, মূর্দ্ধপ্রদেশ ইত্যর্থঃ। তং দেশং প্রাপ্য ব্যপোহ্য বিভজ্য বিদার্য্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে, বিনির্গতা যা, সা ইন্দ্রযোনিঃ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মণো যোনিঃ মার্গঃ স্বরূপপ্রতিপত্তিদ্বারমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং বিদ্বান্ মনোময়াদর্শী মূর্দ্ধ্নো বিনিষ্ক্রম্য অস্য লোকস্যাধিষ্ঠাতা ভূরিতি ব্যাহৃতিরূপো যোঽগ্নিঃমহতো ব্রহ্মণোঽঙ্গভূতঃ, তস্মিন্নগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি অগ্ন্যাত্মনা ইমং লোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ভুব ইতি দ্বিতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি বায়ৌ প্রতিতিষ্ঠতীত্যনুবর্ত্ততে ॥১॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। [শ্রুতির প্রথমে যে,] 'সঃ' পদটী আছে, তাহা পশ্চাৎস্থিত 'অয়ং পুরুষঃ' এই 'অয়ং' পদের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। 'অন্তর্হৃদয়ে' অর্থ হৃদয়ের মধ্যে। হৃদয় অর্থ—আশ্রয়স্থান,—বহুতর নাড়ীচ্ছিদ্রে পরিপূর্ণ, ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ পদ্মসদৃশ মাংসখণ্ড; নিহত পশুর শরীরে যাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে, এই যে, ঘটাকাশাদির ন্যায় প্রসিদ্ধ আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে সেই এই

(প্রস্তাবিত) পুরুষ ; যেহেতু হৃদয়-পুরীতে শয়ন (অবস্থান) করে, অথবা ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেই হেতু পুরুষ। [সেই পুরুষই আবার] মনোময়; মন অর্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞান; সেই মনের দ্বারা প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষও মনোময় অর্থাৎ প্রায় মনেরই তুল্য; অথবা যাহা দ্বারা চিন্তা করা যায়, তাহার নাম মন—অন্তঃকরণ; মনোময় অর্থ মনেতে অভিমানসম্পন্ন, অথবা মনোজ্ঞাপ্য। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; হিরণ্ময় অর্থ জ্যোতির্ময়। অতঃপর এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত, হৃদয়াকাশে প্রত্যক্ষীকৃত এবং জ্ঞানিকর্তৃক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মার্গ (সাধন) কথিত হইতেছে—

হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত সুষুম্না নামে একটী নাড়ী আছে, উহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সুষুম্না নাড়ীটী উভয় তালুকার মধ্যগত। বুঝিতে হইবে যে, উক্ত তালুদ্বয়ের মধ্যে [গোবৎসের] স্তনের ন্যায় এই যে মাংসখণ্ড লম্বমান আছে ; তাহারও মধ্যে এবং এই কেশান্ত অর্থাৎ কেশরাশির মূলদেশ যেখানে পরবর্ত্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ মস্তকের যে প্রদেশে কেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; সেই প্রদেশে যাইয়া, পূর্ব্বোক্ত মধ্যস্থান দিয়া—মস্তকের কপালদ্বয় বিদারণপূর্ব্বক যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি। ইন্দ্র অর্থ ব্রহ্ম, তাহার যোনি—পথ, অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। যথোক্তপ্রকার মনোময় আত্মদর্শী বিদ্বান্ পুরুষ মূর্দ্ধদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে, ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নি, যাহা মহৎ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, সেই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত লোককে ব্যাপিয়া থাকেন। এই প্রকার দ্বিতীয় ব্যাহৃতিস্বরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'প্রতিতিষ্ঠতি' (প্রতিষ্ঠালাভ করেন) ক্রিয়াটীর সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে ॥১।১৬॥

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসম্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-র্ব্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীন-যোগ্যোপাস্স্ব ॥২॥১৭॥ [বায়াবমৃতমেকঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥৬॥

সম্বন্ধার্থঃ। তথা, সুবঃ ইতি (স্বরিত্যেবংরূপে) আদিত্যে, মহ ইত

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যাত্মকে) ব্রহ্মণি [প্রতিতিষ্ঠতি]। [সঃ] স্বারাজ্যং (স্বরাড্‌ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোবৃত্তি-প্রবর্তকতয়া সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি। ততঃ (তত্তদ্ভাবাপন্নেরেব) বাক্‌পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, সর্ব্বপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং—অবিতথং আত্মা স্বরূপং যস্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোঽস্যেত্যর্থঃ); শান্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্ব্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্ভূতং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বম্] উপাস্স্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ। স্বর এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্‌পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শান্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বরিতি তৃতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি আদিত্যে। মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যাত্মনি ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেন্বাত্মভাবেন স্থিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্‌ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতির্ভবতি অঙ্গ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম। দেবাশ্চ সর্ব্বে অস্মৈ অঙ্গিনে বলিম্ আবহন্তি অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে। আপ্নোতি মনসস্পতিম্, সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈর্হি মনোভিস্তন্মনুতে। তদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্। কিঞ্চ, বাক্‌পতিঃ সর্ব্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি। তথৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ। শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

ততোঽপ্যধিকতরমেতদ্ভবতি। কিং তৎ? উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ শরীরমস্য, আকাশবদ্বা সূক্ষ্মং শরীরমস্য—ইত্যাকাশশরীরম্। কিং তৎ? প্রকৃতং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম, সত্যং মূর্তামূর্তম্ অবিতথং স্বরূপং বা আত্মা স্বভাবোঽস্য, তদিদং সত্যাত্ম। প্রাণারামম্, প্রাণেষ্বারমণমাক্রীড়া যস্য তৎ প্রাণারামম্; প্রাণানাং বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকৃদেব যস্য মনঃ, তন্মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরুপশমঃ, শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তিসমৃদ্ধম্; শান্ত্যা বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভ্যত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্ অমরণধর্মি; এতচ্চাধিকরণবিশেষণং তত্রৈব মনোময় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিতি। এবং মনোময়ত্বাদিধর্মৈর্বিশিষ্টং যথোক্তং ব্রহ্ম, হে প্রাচীনযোগ্য, উপাস্ব-ইত্যাচার্য্যবচনোক্তিরাদরার্থা ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। [অনন্তর] সুবঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতি স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন]। তাহার পর প্রধানভূত মহঃ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে-পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্‌ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও তখন অঙ্গ দেবতাগণের অধিপতি হন। তখন অধীন দেবতারা সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকেন—যেমন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করেন। যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি'কে সমস্ত মনের পতিকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার আধিপত্য অনুভব করেন—প্রাপ্ত হন।

অপিচ, তিনি বাক্‌পতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন। সেই প্রকার চক্ষুঃ সমূহের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই করণবান্ হইয়া থাকেন। অতঃপর তদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; তাহা কি? বলা হইতেছে—আকাশ-শরীর—আকাশ যাহার শরীর, অথবা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর, এই অর্থে—আকাশশরীর। সেই আকাশ-শরীর বস্তুটী কি? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর]। সত্যাত্ম—মূর্ত্তামূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম—এ সমস্তই) যাহার যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। 'প্রাণারাম'—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় যাহাতে, তাহার নাম প্রাণারাম। যাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক, তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি, তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটী অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই, উক্ত বিশেষণটী বুঝিতে হইবে। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

আভাস-ভাষ্যম্। যদেতদ্ব্যাহৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, তস্যৈবেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ্‌ক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাঙ্‌ক্তত্বং সর্ব্বস্য। পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞঃ, "পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ; পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন যৎ সর্ব্বং লোকাদ্যাত্মান্তঞ্চ পাঙ্‌ক্তং পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি। তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন পাঙ্‌ক্তাত্মকং প্রজাপতিমভিসম্পদ্যতে। তৎ কথং পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বমিত্যত আহ—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে ব্যাহৃতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ্‌ক্তি ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত], এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতিতে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত পৃথিব্যাদির পাঙ্‌ক্তভাব কথিত হইতেছে। 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দটী পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাত্মক); যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত—পঞ্চাত্মক' এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে] (১)। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। সেই পাঙ্‌ক্তরূপে পরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাঙ্‌ক্তরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥১।১৮॥ [সর্ব্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [যদেতদ্ ব্যাহৃতিরূপং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, অধুনা তস্যৈব পংক্তি-পৃথিব্যাদিস্বরূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিবীত্যাদিভিঃ।] [তত্রাদৌ

---

(১) তাৎপর্য্য—'পঙ্‌ক্তি' নামে একটী বৈদিক ছন্দ আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচটী পদার্থে এক একটী ভাগ ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক, এই ছয়টী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত ঐইরূপ পঞ্চত্বসংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক ভাগে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'পাঙ্‌ক্ত' অর্থ পঙ্‌ক্তি ছন্দঃস্বরূপ। এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যাদেঃ কথং পাঙ্‌ক্তত্বম্? ইত্যাকাঙ্‌ক্ষায়াং পঙ্‌ক্ত্যাখ্যস্য ছন্দসঃ সম্পাদনাদিত্যাহ পঞ্চসংখ্যেতি। ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিছন্দঃসম্পাদনং, যজ্ঞত্ব-সম্পাদনমপি কর্ত্তুং শক্যতে, ইত্যাহ—পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞ ইতি। পত্নীযজমান-পুত্র-দৈব মানুষবিত্তৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্যত্ব ইতি যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অনুবাদ অনাবশ্যক।

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবর্লোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগেয্যাদ্যাঃ), [এতৎ দৈবতপাঙ্‌ক্তম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি ; তথা আপঃ, ওষধয়ঃ (তৃণলতাদ্যাঃ), বনস্পতয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতে পঞ্চ]; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) অধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাঙ্‌ক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূতবিকারত্বাৎ অধিভূতত্বোক্তিঃ] । অত্র চ পৃথিব্যাদ্যবান্তরদিগন্তং লোকপাঙ্‌ক্তম্. অগ্ন্যাদি নক্ষত্রান্তং দৈবতপাঙ্‌ক্তম্, অবাদ্যাত্মান্তং ভূতপাঙ্‌ক্তং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনন্তরং) অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (উর্দ্ধগামী বায়ুঃ), ব্যানঃ (প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাঙ্‌ক্তম্] । তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, ত্বক্, [এতদিন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্] । তথা চর্ম্ম, মাংসম্, স্নায়ু, (শিরা), অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাঙ্‌ক্তম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙ্‌ক্তম্) অধিবিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্)—ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [পঞ্চত্বসংখ্যাযোগাৎ] পাঙ্‌ক্তং (পঞ্চাক্ষরপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোরূপং— পঞ্চসংখ্যাক্রান্তত্বাৎ পাঙ্‌ক্তম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাঙ্‌ক্তেন (পঞ্চাত্মকেন) এব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি (প্রীণয়তি—পোষ্যং পোষকং চৈতৎ দ্বয়মপি পাঙ্‌ক্তমেবেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাঙ্‌ক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটী বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে —]

পৃথিবী. অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্ব্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক্, [এই পাঁচটী লোকপাঙ্‌ক্ত]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটী [দেবতাপাঙ্‌ক্ত]। আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটী ভূতপাঙ্‌ক্ত]। উক্ত তিনপ্রকার পাঙ্‌ক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা।

প্রাণ (ঊর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটী প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্‌ ও ত্বক্‌ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটী ধাতুপাঙ্‌ক্ত। ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮।

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশ ইতি লোকপাঙ্‌ক্তম্‌। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ্‌ক্তম্‌। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মেতি ভূতপাঙ্‌ক্তম্‌। আত্মেতি বিরাট্‌, ভূতাধিকারাৎ। ইত্যধিভূতমিতি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙ্‌ক্তদ্বয়োপলক্ষণার্থম্‌, লোকদেবতাপাঙ্‌ক্তয়োর্দ্বয়োশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম্‌, অধ্যাত্মং পাঙ্‌ক্তত্রয়মুচ্যতে—প্রাণাদি বায়ুপাঙ্‌ক্তম্‌। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্‌। চর্ম্মাদি ধাতুপাঙ্‌ক্তম্‌। এতাবদ্ধীদং সর্ব্বমধ্যাত্মম্‌ বাহ্যঞ্চ পাঙ্‌ক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য ঋষির্ব্বেদঃ,এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিদৃষিঃ,অবোচদুক্তবান্‌। কিমিত্যাহ—পাঙ্‌ক্তং বা ইদং পাঙ্‌ক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সঙ্খ্যাসামান্যাৎ, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকভাষ্যম্‌ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক) স্বর্গ, পূর্ব্বাদি দিক্‌ ও অবান্তর দিক্‌ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারা হইতেছে লোকপাঙ্‌ক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহারা দেবতাপাঙ্‌ক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি, (বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আত্মা, ইহারা ভূতপাঙ্‌ক্ত। এখানে ভূতের প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ায় আত্মা অর্থ—বিরাট্। এখানে যে 'অধিভূত' শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাঙ্‌ক্ত দ্বয়েরও উপলক্ষণ; কারণ, লোকপাঙ্‌ক্ত ও দেবতাপাঙ্‌ক্ত, এই দুইটী পাঙ্‌ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু পাঙ্‌ক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত এবং চর্ম্মপ্রভৃতি ধাতু পাঙ্‌ক্ত। এ পর্য্যন্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাঙ্‌ক্ত পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন,তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাঙ্‌ক্ত; আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত অনুসারে বাহ্য পাঙ্‌ক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাঙ্‌ক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১॥১৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্। অনন্তরং চ পাঙ্‌ক্তস্বরূপেণ তস্যৈবোপাসনমুক্তম্। ইদানীং সর্ব্বোপাসনাঙ্গ-ভূতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং বিধিৎস্যতে। পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্যমান ওঁকারঃ শব্দমাত্রোঽপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্যা-পরস্য চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ "এতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি শ্রুতেঃ।

আভাষভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁকারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁকার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁকারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে; কেননা, ওঁকার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই ওঁকার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়' ইতি।

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদংসর্ব্বম্। ওমিত্যেদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওং শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য়ুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি॥ ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥ ১॥১৯॥ [ওঁম্ দশ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

সরলার্থঃ। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্)। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ইদং সর্ব্বম্ (সমস্তং জগৎ); [এবং চিন্তনীয়মিতিভাবঃ]। অপিচ, ওঁম্ ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমভিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্ত্বা স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতিভাবঃ)। তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিস্ত্যাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেষ্যজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমন্তাৎ দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি) [ঋত্বিজঃ]; [হ স্ম বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধিসূচকাঃ]। ওঁম্ ইতি [কৃত্বা] সামানি গায়ন্তি। ওম্, শোম্ (শং সুখং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনুকরণার্থঃ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি)। অধ্বর্য্যুঃ (যাজুষঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাঙ্মনঃকায়ানাং বিহিতো ব্যাপারঃ গরঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ), প্রতিগৃণাতি (উচ্চারয়তি)। ব্রহ্মা ঋত্বিগ্বিশেষঃ) ওঁম্ ইতি প্রসৌতি (কর্ম্ম অনুজানাতি)। ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্—ব্রহ্ম (বেদং) উপাপ্নবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (ব্রূতে)। (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥১॥১৯॥

মূলানুবাদ। ওঁম্ এই পদটীই ব্রহ্ম; কারণ, ওঁম্ই সর্ব্বাত্মক। ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে)। যাজ্ঞিকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন; [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন; যজুর্ব্বেদিগণ প্রত্যেক কর্ম্মে ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ; ওঁ-মিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্ব্বং হি শব্দস্বরূপমোঙ্কারেণ ব্যাপ্তম্, "তদ্যথা শঙ্কুনা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "অভিধান-তন্ত্রং হ্যভিধেয়ম্" ইত্যত ইদং সর্ব্বমোঁঙ্কার ইত্যুচ্যতে। ওঁঙ্কারস্তুত্যর্থ উত্তরো গ্রন্থঃ, উপাস্যত্বাৎ তস্য।

ওঁমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অনুকরণম্। করোমি যাস্যামি চেতি কৃতমুক্ত ওঁমিত্যনুকরোত্যন্যঃ, অত ওঁঙ্কারোঽনুকৃতিঃ। হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থদ্যোতকাঃ। প্রসিদ্ধং হি ওঁঙ্কারস্যানুকৃতিত্বম্। অপিচ, ওশ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্ব্বমাশ্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি। তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ। ওঁম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি শস্ত্রশংসিতারোঽপি। তথা ওঁমিতি অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি অনুজানাতি। ওঁমিতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্ত ওঁমিত্যেবানুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি। ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওঁমিত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রতিপদ্যতে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাপ্নবানি ইতি প্রাপ্নুয়াং গ্রহীষ্যামীতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম। অথবা, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্ উপাপ্নবানীত্যাত্মানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যেবাহ। স চ তেনোঙ্কারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব। ওঁঙ্কারপূর্ব্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥১॥৯॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতিতে ওঁম্-শব্দের পর যে 'ইতি' শব্দটী আছে, উহা স্বরূপনির্দ্দেশক। ওঁম্ এই শব্দরূপী ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করিবে—উপাসনা করিবে; [কারণ ?] যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দজগৎই ওঁঙ্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে যে, '[অশ্বত্থপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত' ইত্যাদি। অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্ব্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্য ; এই জন্য তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি শ্রুত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য। ওঁম্ এই শব্দটী হইতেছে অনুকৃতি—অনুকরণ (অঙ্গীকারসূচক) ; কেহ কোন কার্য্যের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে ; অতএব ওঙ্কার পদটী অনুকৃতি। শ্রুতির হ স্ম ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধি-সূচক অর্থাৎ ওঙ্কারের যে, অনুকৃতিরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে।

অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ 'ও শ্রাবয়' (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া-থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাহারা সামগান করেন ;) তাহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও 'ওম্ শোম্' বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। এইরূপ অধ্বর্য্যুগণ প্রতিকর্ম্মে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি হোম করি' এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে 'ওম্' এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঙ্কারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু ওঙ্কারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, 'ও শ্রাবয়' অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও। এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 'ও শ্রাবয়' ও 'আশ্রাবয়ন্তি' কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ॥ ১॥২০॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

সরলার্থঃ। [যস্য পুনর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোরুপাসনৈরপি নান্তর্মুখতা স্যাৎ, তেন তু তদর্থং প্রথমং কর্ম্মৈব করণীয়মিত্যাহ—'ঋতং চ' ইত্যাদি]। ঋতং (যথাশাস্ত্রং কর্ম্মবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)। স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং. তদর্থবিজ্ঞানং চ ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং, কায়মনোবাগ্‌ভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং সহ কর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাগ্ন্যাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা) [আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যাঃ]। মানুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎ-পাদ্যা]। প্রজনঃ চ (পৌত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)। [সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এত-দর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্ব্বত্রোল্লেখঃ ; যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষীণাং মতভেদ উপন্যস্যতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্নামকো বা) রাথীতরঃ (রথীতরগোত্রীয়ঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্নামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টেরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তথা, নাকঃ (তন্নামকঃ) মৌদ্গল্যঃ (মুদ্গলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে)[অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্যতে]। [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ; [তস্মাৎ তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থং দ্বির্বচনম্]॥১॥২০॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান ; স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ— অধ্যাপনা, অথবা প্রত্যহ কর্ত্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ—প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। দান অর্থ—বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। শম অর্থ— অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পূজা করিবে। মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য। পৌত্র উৎপাদন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক। [বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত কার্য্য যেমন কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে]।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে।] সত্যবাদী অথবা সত্যবচা নামক রাথীতর (রথীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,] সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্‌গলপুত্র (মৌদ্‌গল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্যা। [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে]॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ইত্যতন্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্যাসঃ—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্। স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা। এতানি ঋতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্। অতিথয়শ্চ পূজ্যাঃ। মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ যথাপ্রাপ্ত-মনুষ্ঠেয়ম্। প্রজা চোৎপাদ্যা। প্রজনশ্চ প্রজননম্ ঋতৌ ভার্য্যাগমন-মিত্যর্থঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থং সর্ব্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণম্। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানাধীনং চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থঞ্চ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-রাদরঃ কার্য্যঃ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যস্য, সোঽয়ং সত্যবচাঃ, নাম বা তস্য; রাথীতরঃ রথীতরসগোত্রঃ, রাথীতর আচার্য্যো মন্যতে। তপ ইতি তপ এব কর্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ,তপোনিত্য ইতি বা নাম; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্য আচার্য্যো মন্যতে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ। যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব তপঃ, তস্মাত্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি। উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং পুনর্গ্রহণমাদরার্থম্॥ ১॥ ২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই) স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মরাশির আনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে, এখন কর্ম্ম সমূহের পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্ব্বেই (ঋতং বদিষ্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে। স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ)। প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ (নিত্য পাঠ)। এই ঋত প্রভৃতি বিষয়গুলি—'অনুষ্ঠান করিবে,' এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা প্রথম শ্রুতিতে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্র ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১)। দম অর্থ--বহিরিন্দ্রিয় সমূহের সংযম। শম অর্থ–অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। অতিথিগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রজা (সন্তান) উৎপাদন কর্ত্তব্য। প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া। প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্যানুষ্ঠেয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ)। আর প্রবচন হইতেছে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি-নিবারক এবং ধনবৃদ্ধি-কারক; এইজন্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রাথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা তপস্যায় তৎপর, অথবা তাহার নামই তপোনিত্য; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্য্য মনে করেন যে, উক্ত তপই একমাত্র কর্ত্তব্য। নাকনামক মুদ্গলপুত্র—মৌদ্গল্য আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেন না, যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্যা, সেই হেতু ঐ দুইটীই অনুষ্ঠেয়। অগ্রে কথিত থাকা সত্ত্বেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশ দিনসাধ্য প্রাজাপত্য নামক ব্রত। প্রাজাপত্যের লক্ষণ এইরূপ—"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং পরং চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে। তিনদিন অযাচিত লব্ধ ভক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না। ইহাই প্রাজাপত্যের নিয়ম। চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃষ্ণ প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে; চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে।

দশমোঽনুবাকঃ।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণংসবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনম্॥ ১ ॥২১॥ [অহংষট্ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্য-পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—"অহং বৃক্ষস্য" ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষস্য (সংসারতরোঃ) রেরিবা (প্রেরয়িতা, কর্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি]। (মম) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্ত্তিঃ [উন্নতা ভবতু]। বাজিনি (বাজম্ অন্নং, তদ্বতি সবিতরি) স্বমৃতং (সু—শুদ্ধং, অমৃতং মুক্তিঃ—তৎসাধনম্ আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং]। [অহম্] ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (ঊর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম বস্তু, তাদৃশঃ) অস্মি (ভবামি)। তৎ, দ্রবিণং (ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চ্চসং (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), সুমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্ব্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ]। ইতি (এবং যথোক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) বেদানুবচনং (বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ। আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তক। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার সমুন্নত কীর্ত্তি হউক; এবং বাজিতে অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি ঊর্দ্ধপবিত্র, ঊর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-মান আছেন। আমিই ধনের ন্যায় প্রিয়, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপ; উত্তম মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ বর্জ্জিত। ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৫ গ্রাস পূর্ণ করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম।

শাঙ্করভাষ্যম্। অহং বৃক্ষস্য রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রাম্নায়ঃ। স্বাধ্যায়শ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ। বিদ্যার্থং হি ইদং প্রকরণম্; নচান্যার্থত্ব-মবগম্যতে। স্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য বিদ্যোৎপত্তিরবকল্পতে। অহং বৃক্ষস্য উচ্ছেদ্যাত্মকস্য সংসার-বৃক্ষস্য রেরিবা প্রেরয়িতা অন্তর্যাম্যাত্মনা। কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছ্রিতা মম। ঊর্দ্ধপবিত্রঃ ঊর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য সর্ব্বাত্মনো মম, সোঽহং ঊর্দ্ধপবিত্রঃ; বাজিনি ইব বাজবতীব, বাজমন্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং অমৃতমাত্মতত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ, এবং স্বু অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধ-মাত্মতত্ত্বম্ অস্মি ভবামি।১

দ্রবিণং ধনং সুবর্চ্চসং দীপ্তিমদেবাত্মতত্ত্বম্, অস্মীত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মজ্ঞানং বা, আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ সবর্চ্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। সুমেধাঃ—শোভনা মেধা সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণা যস্য মম, সোঽহং সুমেধাঃ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারকৌশলযোগাৎ সুমেধস্ত্বম্; অত এব অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা; অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ "অমৃতোক্ষিতোঽহম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোঃ ঋষের্ব্রহ্মভূতস্য ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্; বেদঃ বেদনম্ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানম্, তস্য প্রাপ্তিমনু বচনং বেদানুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রখ্যাপনার্থং বামদেববৎ ত্রিশঙ্কুনা আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।২

অস্য চ জপো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থোঽবগম্যতে। 'ঋতঞ্চ'ইতিধর্ম্মোপন্যাসাদনন্তরঞ্চ বেদানুবচনপাঠাদেতদবগম্যতে। এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্য নিষ্কামস্য পরং ব্রহ্ম বিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদি-বিষয়াণীতি ॥ ১ ॥ ২১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক-ভাষ্যম্ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা' এই মন্ত্রটী এখানে পাঠ্যরূপে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপ্রকরণে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসমুৎপত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা। বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্ভপর হয়।

আমিই অন্তর্য্যামিরূপে বৃক্ষের ন্যায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্ত্তক। আমার কীর্ত্তি—খ্যাতি বা মহিমা পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত বা সমুন্নত। আমিই ঊর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ ঊর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, যাহার—সর্ব্বাত্ম-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান, সেই আমি হইতেছি—ঊর্দ্ধপবিত্র; বাজিতে—বাজ অর্থ—অন্ন, তদ্বিশিষ্ট সূর্য্যেতে যেরূপ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যেতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত —উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি।১

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর অনুবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবিণ অর্থ—দ্রবিণের ন্যায়; ধনে (দ্রবিণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবিণের ন্যায়; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সবর্চ্চসও বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। সুমেধা অর্থ—যাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান সু—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—সুমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটীর অমৃত+উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশঙ্কুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষির এই প্রকারই বেদানুবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্মৈ-কত্ব বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অনু) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদানুবচন। বামদেবের ন্যায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।২

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদানুবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটীর জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিরত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্ষ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ নিয়মেন কর্ত্তব্যানামুপদেশার্থময়মারম্ভঃ—'বেদম্' ইত্যাদিঃ। আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনং (শিষ্যম্) বেদং অনুচ্য (অধ্যাপ্য) অনু শাস্তি (উপদিশতি)। [উপদেশপ্রকারানাহ—] সত্যং বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ)। ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা কার্ষীঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, তদর্থং) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহৃত্য (আনীয়, বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং দত্ত্বা) [আচার্য্যেণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদি-সন্তানং) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং মা কার্ষীঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তানমুৎপাদয়েত্যর্থঃ)। সত্যাৎ (যথোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ)। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ (ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১॥২২॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিষ্যকে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।] আচার্য্য (সাবিত্রীদাতা গুরু) শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে; ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সন্তান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না। মাঙ্গলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না। অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে॥ ১॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদমনূচ্যেত্যেবমাদিকর্ত্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অনুশাসনশ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। বক্ষ্যতি চ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি। অনুশাস্তীত্যনুশাসনশব্দাদ্ অনুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ। প্রাগুপন্যাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিদ্যারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপন্যস্তানি। উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।" "ন বিভেতি কুতশ্চন।" "কিমহং সাধু নাকরবম্"-ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈষ্কিঞ্চন্যং দর্শয়িষ্যতি। অতোঽবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ঋতাদীনাং পূর্ব্বত্রোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যতানিয়মার্থঃ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অনু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোঽবগম্যতে—অধীতবেদস্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসামকৃত্বা গুরুকুলান্ন সমাবর্ত্তিতব্যমিতি। "বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কথমনুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণাবগতং বক্তব্যং চ বদ। তদ্বৎ ধর্ম্মং চর; ধর্ম্ম ইত্যনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশাৎ। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ মা প্রমদঃ প্রমাদং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্ আহৃত্য আনীয় দত্ত্বা বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চানুজ্ঞাতঃ অনুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রজাতন্তুং

প্রজা-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ; প্রজাসন্ততের্বিচ্ছিত্তির্ন কর্ত্তব্যা। অনুৎপদ্যমানেঽপি পুত্রে, পুত্রকামাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ; প্রজা-প্রজন-প্রজাতিত্রয়নির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ; অন্যথা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাবক্ষ্যৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কর্ত্তব্যঃ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃতপ্রসঙ্গঃ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ; বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ; অন্যথা অসত্যবচনপ্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্; ধর্ম্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিশেষবিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কর্ত্তব্যঃ, অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। ভূতিঃ বিভূতিঃ, তস্যৈ ভূত্যৈ ভূত্যর্থান্মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ॥ ১॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ। বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমুদয়ের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনার্থ "বেদম্ অনূচ্য" ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে; কেন না, অধীতবেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক 'জ্ঞান নিশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে,'তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করে,এবং বিদ্যা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে'। স্বয়ং এই উপনিষদ্ও বলিবেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান'। অতএব বিদ্যা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। [এই ব্যাখ্যায় শ্রুতিতে অনুশাসনের নিত্যতাবোধক] 'অনুশাস্তি' পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে। প্রথমে কর্ম্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিদ্যারম্ভের অগ্রে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির পর, 'অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া থাকে', 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না' 'আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কর্ম্মের, অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। 'অবিদ্যা (নিত্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে' (১) ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য হইতেও

(১) তাৎপর্য্য—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে। কর্ম্মের আনর্থক্যশঙ্কা-পরিহারার্থ পূর্ব্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অন্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অনুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অনু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, অধীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না। 'অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন।২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিদ্যার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্তু (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। শ্রুতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্নকরা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্যবিষয়েও প্রমাদী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থই মিথ্যাতে অনুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা

শব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ইতি ঈশোপনিষদি শাঙ্করভাষ্যম্। মর্ম্মার্থ এই যে, অবিদ্যা অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম। মৃত্যু অর্থ—স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ- দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবতাত্ব প্রাপ্তি।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না। ধর্ম্মশব্দ সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক ; তাহার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ, আত্ম-রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না। ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ্) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিত্যবম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। অচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয়া যস্য, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ যস্য, স তথা) ভব। আচার্য্যদেবঃ ভব। অতিথিদেবঃ ভব। [সতাং] যানি অনবদ্যানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি (অবদ্যানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি]। অস্মাকং (আচার্য্যপদবীভাজাং) যানি সুচরিতানি (সদাচারাঃ), তানি ত্বয়া (শিষ্যেণ) উপাস্যানি (সেবিতব্যানি) ; ইতরাণি (অ-সুচরিতানি—আচার্য্যগণানুষ্ঠিতান্যপি) নো (ন) [উপাস্যানি] ॥২॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কর্ত্তব্যে। মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যস্য সঃ, ত্বং ভব স্যাঃ। এবং পিতৃদেবঃ ভব ; আচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ। যান্যপি চান্যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কর্ত্তব্যানি ত্বয়া। নো ন কর্ত্তব্যানি ইতরাণি সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্যপি। যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনচরিতানি আম্নায়াদ্যবিরুদ্ধানি, তান্যেব ত্বয়োপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানীত্যেতৎ। নো ইতরাণি বিপরীতান্যাচার্য্যকৃতান্যপি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ-গ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃ-দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও; আচার্য্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবদ্য (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্টানুষ্ঠিত হইলেও করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের সুচরিত—বেদাদির অবিরুদ্ধ যে সমু-দয় উত্তম আচরণ,পুণ্যের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার অনুসরণ করিবে না ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ—॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যত্বাদিধর্ম্মৈঃ অস্মৎ-অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন আসনদানাদিনা ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং শ্রমস্ত্বয়াপনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনিমিত্তে সমুদিতে, তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ; কেবলং তদুক্তসারগ্রাহিণা ভবি-তব্যম্। যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্। শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্। হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্। ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্। সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকার্য্যেণ দেয়ম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য যদি কদাচিৎ তে

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (মনু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিক্ষা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন।

তব শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ স্যাৎ ভবেৎ— ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। তথা, যে কে চ (অপি) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (অস্মত্তোঽপি প্রশস্ততরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্বয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসনদানাদিনা) প্রশ্বসিতব্যম্ (প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ) [কর্ত্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ)। শ্রিয়া (সম্পদা) দেয়ম্ ; হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; (দত্ত্বা ন কীর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ)। ভিয়া (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্। সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্। অথ (এবং বর্ত্তমানস্য) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (বৃত্তে সদাচারে বা সংশয়ঃ) স্যাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলূক্ষাঃ (অরূক্ষাঃ মৃদুস্বভাবাঃ) ধর্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ) তেষু (কর্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), ত্বম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ) বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্যথা]। এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিরূপঃ) আদেশঃ

(বিধিঃ), এষঃ উপদেশঃ (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুল্লঙ্ঘনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্ (বেদরহস্যম্), এতৎ (বচনজাতং) অনুশাসনং (রাজশাসনভূতম্)। এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্যমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্যম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতব্যম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩—৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাখ্যা ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় সুচরিত (সদনুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর —অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাঁহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসদ্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন—] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যেপ্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক বিধান; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞা); ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহস্য; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এইপ্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে॥ ২—৪॥ ২৩—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ; সম্মর্শিনো বিচারক্ষমাঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষা অক্রুরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ; স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বর্ত্তেরন্, তথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু, অভ্যাখ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিৎ, তেষু চ যথোক্তং সর্ব্বমুপনয়েৎ—যে তত্রেত্যাদি। এষ আদেশঃ বিধিঃ। এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি। এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যেতৎ। এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্; আদেশবাচ্যস্য বিধেরুক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ। যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সর্ব্বমুপাসিতব্যং কর্ত্তব্যম্। এবমু চ এতদুপাস্যম্ উপাস্যমেব চৈতৎ নানুপাস্যম্, ইত্যাদরার্থম্ পুনর্ব্বচনম্॥১

অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে—বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ? উত বিদ্যা-সংব্যপেক্ষেভ্যঃ? আহোস্বিদ্বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্? বিদ্যায়া বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ? উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি। তত্র কেবলেভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্যাৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাৎ."বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মরণাৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিষদর্থেনাত্মজ্ঞানাদিনা। "বিদ্বান্ যজতে" "বিদ্বান্ যাজয়তি" ইতি চ বিদুষ এব কর্ম্মণ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎস্নশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি মন্যন্তে কেচিৎ। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যো হি মোক্ষ ইষ্যতে। কর্ম্মকার্য্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্। নন্ন কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাৎ আরব্ধস্য চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রত্যবায়ানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ; তচ্চ ন; কর্ম্মশেষসম্ভবাৎ তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিং প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্। কর্ম্মশেষস্য চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরোধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ। ২

যদুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন; শ্রুতজ্ঞানব্যতিরেকাদুপাসনস্য। শ্রুতজ্ঞানমাত্রেণ হি কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানমপেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম্; অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ স্যাৎ; "শ্রোতব্যঃ" ইত্যুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকেণ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি যত্নান্তরবিধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনয়োশ্চ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্। ৩

এবং তর্হি বিদ্যাসংব্যপেক্ষেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্যান্মোক্ষঃ; বিদ্যাসহিতানাঞ্চ কর্ম্মণাং ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থানামপি বিষ-দধ্যাদীনাং মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিদ্যাসহিতৈঃ কর্ম্মভির্মোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ; ন; আরভ্যস্যানিত্যত্বাদিত্যুক্তো দোষঃ। বচনাদারভ্যোঽপি নিত্য এবেতি চেৎ; ন; জ্ঞাপকত্বাদ্বচনস্য। বচনং নাম যথাভূতস্যার্থস্য জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্য কর্তৃ। নহি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ। এতেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্। ৪"

বিদ্যা-কর্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্ত্তকে ইতি চেৎ; ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তরদর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কর্ম্মণো দৃশ্যন্তে। উৎপত্ত্যাদিফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—"সূর্য্যদ্বারেণ" "তয়োর্দ্ধমায়ন্" ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বগতত্বাদ্গন্তৃভ্যশ্চানন্যত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মাব্যতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে বিজ্ঞানাত্মানঃ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ। গন্তুরন্যদ্বিভিন্নদেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে। তদনন্যত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। গত্যৈশ্বর্য্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ যদ্যপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং "স একধা", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" ইত্যাদিশ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তাসাম্। কার্য্যে হি ব্রহ্মণি স্ত্র্যাদয়ঃ স্যুঃ; ন কারণে; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৫

বিরোধাচ্চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীনকর্ত্রাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিদ্যা তদ্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ম্মণা বিরুধ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কর্ত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্যঞ্চেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে। অবশ্যং হ্যন্যতরন্মিথ্যা স্যাৎ। অন্যতরস্য চ মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানবিষয়স্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বম্; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" "অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্।" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি।" "উদরমন্তরং কুরুতে।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। সত্যত্বং চৈকত্বস্য "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে কর্ম্মোপপদ্যতে। অন্যত্বদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে। অতো বিরোধো বিদ্যাকর্ম্মণোঃ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। ৬

তত্র যদুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি; তদযুক্তম্, তাদ্বিহিতত্বাৎ কর্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—যদ্যুপমৃদ্য কর্ত্রাদিকারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি-ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দ্দকরজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নির্বিষয়ত্বাদ্বিরোধঃ। বিহিতানি চ কর্ম্মাণি। স চ বিরোধো ন যুক্তঃ, প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি চেৎ; ন; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্যোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিদ্যয়া নিবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রবৃত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭

এবমপি কর্ত্রাদিকারকসদ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরুধ্যত এবেতি চেৎ; ন; যথাপ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমুপাদায় উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং কর্ম্মাণি বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকাস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। উপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধস্য হি বিদ্যোৎপত্তির্নাবকল্পতে; তৎক্ষয়ে চ বিদ্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ; ততশ্চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। অপি চ, অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্ম্মাণি; ততস্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ। তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্বদর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্যত্বাৎ কামানুপপত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোঽপি বিদ্যাকর্ম্মণোর্বিরোধঃ। বিরোধাদেব চ বিদ্যা মোক্ষং প্রতি ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পূর্ব্বোপচিতপ্রতিবন্ধাপনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্ম্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাস্মিন্

প্রকরণে উপক্ষ্প্তানি কর্ম্মাণীত্যবোচাম। এবঞ্চাবিরোধঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্। অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্।৮

এবং তর্হি আশ্রমান্তরানুপপত্তিঃ, কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যোৎপত্তেঃ। গৃহস্থস্যৈব বিহিতানি কর্ম্মাণীত্যৈকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োঽনুকূলতরাঃ স্যুঃ। ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। নহ্যগ্নিহোত্রাদীন্যেব কর্ম্মাণি; ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ সত্যবচনং শমো দমোঽহিংসা ইত্যেবমাদীন্যপি কর্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমান্যসঙ্কীর্ণাণি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদ্বিদ্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কর্ম্মসাধ্যায়াঞ্চ বিদ্যায়াং সত্যাং গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব। লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্। পুত্রাদিসাধ্যেভ্যশ্চ অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্য নিত্যসিদ্ধাত্মদর্শিনঃ, কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যতঃ কথং প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি বিদ্যোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদ্বিরক্তস্য কর্ম্মসু প্রয়োজনমপশ্যতঃ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, "প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিলিঙ্গদর্শনাৎ।৯

কর্ম্ম প্রতি শ্রুতের্যত্নাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতি শ্রুতেরধিকো যত্নঃ; মহাংশ্চ কর্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্; তপোব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকর্ম্মণাং গার্হস্থ্যেঽপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ ইতরেষাং, ন যুক্তস্তুল্যবদ্বিকল্প আশ্রমিভিস্তস্যেতি চেৎ; ন; জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ। যদুক্তং কর্ম্মণি শ্রুতেরধিকো যত্নইত্যাদি, নাসৌ দোষঃ; যতো জন্মান্তরকৃতমপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিদ্যোৎপত্তিং প্রতি; যেন চ, জন্মনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ; কেচিত্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তা অবিরক্তা বিদ্যাবিদ্বেষিণঃ। তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমান্তরপ্রতিপত্তিরেবেষ্যতে। কর্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ। পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্চ্চসাদিলক্ষণস্য কর্ম্মফলস্যাসংখ্যেয়ত্বাৎ তৎ প্রতি চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ শ্রুতেরধিকো যত্নঃ কর্ম্মসূপপদ্যতে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। উপায়ভূতানি হি কর্ম্মাণি বিদ্যাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, নোপেয়ে।১০

কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যায়া যত্নান্তরানর্থক্যমিতি চেৎ—কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদ্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্ম্মভ্যঃ পৃথগুপনিষচ্ছ্রবণাদিযত্নোঽনর্থক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাভাবাৎ। ন হি, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিদ্যোৎপদ্যতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধ্যানাদ্যনুষ্ঠানাৎ'ইতি নিয়মোঽস্তি ; অহিংসাব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদীনাম্। অতঃ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি। সর্ব্বেষাঞ্চাধিকারো বিদ্যায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিদ্যায়া এবেতি সিদ্ধম্॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশানুবাকভাষ্যম্॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বপ্রভৃতি গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নহে ; তাহাদিগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিঃশ্বাস ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা কোনও সভা উপলক্ষে তাঁহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (প্রদত্ত হইলে), তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না ; কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে না)। আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে ; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে না। শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ্), তদনুসারে দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গর্ব্বানুভব করিবে না) ; এবং ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্য্য ; সেই সংবিৎপূর্ব্বক দান করিবে। এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত, সংমর্শী—বিচার সমর্থ,যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত (যাহারা পর-পরিচালিত নয়,) এবং অলুক্ষ—রুক্ষ বা ক্রূরবুদ্ধি নহে ও ধর্ম্মকামী—পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সমুদয় কর্ম্মে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিবে। ইহার পর যদি তাঁহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসম্ভাবের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ "যে তত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনুসারে চলিবে। ইহাই আদেশ—বিধি ; ইহাই উপদেশ—পিতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্রূপ। ইহাই বেদোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ; পূর্ব্বেই 'আদেশ' কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অনুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অনুশাসন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ 'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥১

বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয়? কিংবা বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে হয়? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্ম হইতে হয়? কিংবা কর্ম্মসাপেক্ষ বিদ্যা হইতে হয়? অথবা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিদ্যা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং 'দ্বিজাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্য্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া আবশ্যক' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর 'বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান' এবং '[বেদার্থ] জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত।১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটী নিত্য, (জন্য নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্ম্মজন্য বা কর্ম্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্ম্মফলই হইত,তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত,অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে।। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্ম্মের (যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম্ম) অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ,জন্মান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জন্যও শরীরান্তর উৎপন্ন

হইতে পারে; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম্ম-শেষের বিরোধ নাই, তখন কর্ম্মশেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যেহেতু শ্রুত জ্ঞান (শাব্দ জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রৌত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রৌত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত; কেন না, 'শ্রোতব্যঃ' বলিয়াও আবার পৃথক্‌ভাবে 'মন্তব্যঃ' ও 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; [সুতরাং শ্রুতজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে]।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক? বিদ্যার সহিত সম্মিলিত কর্ম্ম সমূহের ত অন্যপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও শর্করাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আরভ্য বা জন্য পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরভ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুতি-বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে]। বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই যথাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না। কেন না, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রেই উৎপন্ন বস্তুও অবিনাশী বা নিত্য হইয়া যায় না। ইহা দ্বারাই বিদ্যা

ও কর্ম্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল।৪

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১); অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্ম্মই হইতে পারে, অর্থাৎ 'সূর্য্য দ্বারে গমন করেন', 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন'] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 'প্রাপ্য' কর্ম্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্তা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহা হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্য বা একই বস্তু, তাহাও—'তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'আমাকেই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম্ম। যেমন—মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট। এক বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম্ম। যেমন—কাষ্ঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নির্ম্মিত হার। কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা গুণাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্ম্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা। ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম্ম। যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম বা ক্রিয়াফল নাই।

তাহা হইলে,মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক—'তিনি একধা হন','তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অন্য কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে।৫

বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিদ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্তু কখনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যাবলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত; কারণ—'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভকরেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অন্য এবং আমার উপাস্য অন্য—আমা হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা'ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপত্তি হয় না। বিদ্যা-নিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধ বশতই উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না।৬

পূর্ব্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। ভাল, তাহা হইলে ত শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দ্দক রজ্জুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কর্ত্তা ও কর্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসদ্ভাব-বিমর্দ্দকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কর্ম্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ শ্রুতিতেই কর্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অনুরোধেই ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, পুরুষার্থ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বা অভিপ্রেত। বিদ্যার উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত করিতে হইবে; এইজন্য সংসারের কারণীভূত অবিদ্যারও নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং কর্ম্মবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না।৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের সদ্ভাব-প্রতিপাদক কর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না; কেন না, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি ও ফলার্থির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত আছে, তাহার হৃদয়ে বিদ্যোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি বিধ্বস্ত হইলেই বিদ্যা-সমুৎপত্তি হয়; তাহা হইতেই অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় এবং তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্ব্বে কখনই হয় না। অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই কামনানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে; এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিদ্যা ও কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে; [কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম্ম সমূহ কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিদ্যা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিসমূহের কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল।৮

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ; সেই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত; সুতরাং একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয়; [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের কোনই প্রয়োজন হয় না]। এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার বিধায়ক শ্রুতিসমূহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই যে কর্ম্ম, তাহা নহে; পরন্তু অপরাপর আশ্রমেও কর্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য বচন, শম, দম ও অহিংসা প্রভৃতিও বিদ্যাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে বিদ্যমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মও বিহিত আছে, (১)। এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিদ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই যদি বিদ্যা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে বীতস্পৃহ, তিনিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং কেনই বা তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ তখন তাহার কর্ম্মানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

---

(১) তৎপর্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—"দেশবন্ধ-শ্চিত্তস্য ধারণা" (৩।১সূত্র) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিগ্রহাদিতে স্থির ভাবে রক্ষা করা, তাহার নাম ধারণা। আর—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাতঞ্জল ৩।২ সূত্র) অর্থাৎ যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান।

লোক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, বিদ্যার পরিপাক বা পরিপক্কতা দশায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] 'অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ইত্যাদি।৯

ভাল,কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়,তখন এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতিপাদনে শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয় কারণে এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিক্য ইত্যাদি ; ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মও বিদ্যাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দরুণ কোন কোন লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন লোককে আবার কর্ম্মেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিদ্যাবিদ্বেষীও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্যশালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই ঈপ্সিত হয়। কর্ম্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বভাবতই অসংখ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কর্ম্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া সঙ্গত ; কেন না, সর্ব্বত্রই 'আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাধিক্যের অপর কারণ ; উপায় বিষয়েই সর্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে ; অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসমূহ হইতেছে বিদ্যালাভের উপায় ; [এই জন্যই যে, তদ্বিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিক্য থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।১০

যদি বল,—বিদ্যা যদি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ে শ্রুতির প্রযত্নপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কর্ম্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না—একথা বলিতে পার না; কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেন না, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও বিদ্যা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিদ্যা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গার্হস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিদ্যাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই যে, শ্রেয়ো লাভ হয় (মুক্তি লাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩—৪॥২৪—২৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১১॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন-ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামা-বীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্ ॥ ১ ॥২৬ ॥

[সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ ॥]

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ ॥১২

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ ॥৭]

সরলার্থঃ। অতীতবিদ্যাদিগমে সম্ভাব্যমানানামুপসর্গানামুপশমার্থোঽয়ং শান্তিপাঠঃ। অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিশেষস্তয়ম্, তত্র বদিষ্যামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ ইতি ॥১॥২৬॥

মূলানুবাদ।—ইহার অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থাং শান্তিং পঠতি—শং নো মিত্র ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্ব্বম্ ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে
শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত বিদ্যার প্রাপ্তিতে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত "শং নঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই (সর্ব্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥.॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাষভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ পঠিতা। ইদানীন্তু বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ন নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব অধ্যয়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।*

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থঃ। [বক্ষ্যমাণবিদ্যাপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানাং বিঘ্নানামুপশান্তয়ে শান্তিরিয়ং শিষ্যেণ পঠ্যতে—'শং নঃ' ইত্যাদ্যা 'সহ নৌ' ইত্যাদ্যা চ]। নৌ (আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন) পালয়তু [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। নৌ সহ ভুনক্তু (বিদ্যাফলং ভোজয়তু)। বীর্য্যং (বিদ্যাতেজোঽতিশয়ং) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ)। নৌ (আবয়োঃ) অধীতং (বিদ্যাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্য্যবত্তমং) অস্তু; অথবা তেজস্বিনৌ (আবাং) [ভবাবঃ]; 'অধীতং (স্বধীতং) [বীর্য্যবৎ] অস্তু (ভবতু)। মা

* কচিৎ পুস্তকে 'শংনো মিত্রঃ' ইত্যাদিঃ 'অবতু বক্তারম্' ইত্যন্তঃ শান্তিমন্ত্রোঽয়ং নাস্তি; তদনুযায়ী ভাষ্যাংশোঽপি তত্র নাস্তি।

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবহৈ) ইতি। [শান্তিশব্দস্য ত্রির্ব্বচনং ত্রিবিধোৎপাতশান্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্। শং ন ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১॥২৭॥

মূলানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ বিদ্যাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে; সেই সকল বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রদ্বয় পঠিত হইতেছে। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন বীর্য্যশালী হউক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 'শংনঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত হইয়াছে ॥১॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'শং নো মিত্রঃ' ইতি 'সহ নাববতু' ইতি চ। 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্। সহ নাববত্বিতি। সহ নাববতু, নৌ শিষ্যাচার্য্যৌ সহৈব অবতু রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু। সহ বীর্য্যং বিদ্যানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্ব্বর্ত্তয়াবহৈ। তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদন্যায়াদ্বিদ্বেষঃ প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি। নৈব নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষমাপদ্যাবহৈ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনমুক্তার্থম্। বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিঘ্নপ্রশমনার্থা চেয়ং শান্তিঃ। অবিঘ্নেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পরং শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—'শং নো মিত্রঃ' ও 'সহ নাববতু' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'শং নঃ মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।] 'সহ নৌ অবতু' অর্থ—শিষ্য ও আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান; আমরা সমানভাবে যেন বিদ্যালাভের উপযোগী বীর্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থজ্ঞানের যোগ্য হয়। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। অভিপ্রায় এই যে,

বিদ্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্য বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অন্যায়বশতঃ কখনও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিদ্যার উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ননিবারণার্থও এই শান্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শান্তিদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মবিদ্যা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে; আত্ম-বিদ্যাই শ্রেয়োলাভের মূল-নিদান ॥১॥২৭॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১॥২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥১॥

সরলার্থঃ।—প্রথমং কর্ম্মাবিরুদ্ধান্যুপাসনানি সোপাধিকমাত্মদর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্ম—বৃহত্তমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি—বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষঃ) পরং (সর্ব্বাতিশায়ি ব্রহ্ম) আপ্নোতি। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণবাক্যোক্তার্থ-বিষয়ে) এষা (বক্ষ্যমাণা ঋক্) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তত্র, যঃ (পুরুষঃ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুষ্প্রবেশায়াং বুদ্ধৌ) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিরবাধিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম)। [অত্র চ, সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি বিজ্ঞেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশ্চিতা (মেধাবিনা—সর্ব্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো-মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব মন্ত্রার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (সূক্ষ্মঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভূতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণকঃ সম্ভূতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সম্ভূতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসস্বভাবাঃ সম্ভূতাঃ); অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সম্ভূতা); পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্মাদ্যাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভূতঃ)। সঃ (অন্নসম্ভূতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ, অবধারণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্য (পুরুষস্য) ইদং (প্রসিদ্ধং মস্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাধান্যাদাত্মবৎ); ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১॥২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিরূপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটী মন্ত্র পঠিত আছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আর অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি। এখানেই যে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাহার সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]। সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান); এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকব্যাখ্যা॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাদিবিষয়াণি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধান্যুপাসনান্যুক্তানি। অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনমুক্তং ব্যাহৃতিদ্বারেণ স্বারাজ্য-ফলম্। নচৈতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজস্যোপমর্দ্দনমস্তি। অতঃ অশেষোপদ্রব-বীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং বিধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি। প্রয়োজনং চাস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—"বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। সংসারনিমিত্তে চ সতি,"অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে"ইত্যনুপপন্নম্, "কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ" ইতি চ। অতোঽবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বাত্মব্রহ্মবিষয়াদাত্যন্তিকঃ সংসারাভাব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নির্জ্ঞাতয়োর্হি সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিদ্যাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ত্ততে। শ্রবণাদিপূর্ব্বকং হি বিদ্যাফলম্,"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ।১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বেত্তি বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরং নিরতিশয়ম্; তদেব ব্রহ্ম পরম্; ন হ্যন্যস্য বিজ্ঞানাদন্যস্য প্রাপ্তিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রুত্যন্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি— "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি।২

নমু সর্ব্বগতং সর্ব্বস্য চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি; অতো নাপ্যম্। আপ্তিশ্চ অন্যস্যা-ন্যেন,পরিচ্ছিন্নস্য চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা। অপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরি-চ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তস্যাপ্তিরনুপপন্না। নায়ং দোষঃ। কথম্? দর্শনাদর্শনাপেক্ষত্বাদ্ব্রহ্ম-আপ্ত্যনাপ্ত্যোঃ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি সতোঽস্য জীবস্য ভূতমাত্রাকৃতবাহ্য-পরিচ্ছিন্নান্নময়াদ্যাত্মদর্শিনস্তদাসক্তচেতসঃ। প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্য আত্মনোঽব্যব-হিতস্যাপি বাহ্যসংখ্যেয়বিষয়াসক্তচিত্ততয়া স্বরূপাভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-ভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিদ্যয়া অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাত্মন আত্মত্বেন প্রতিপন্নত্বাৎ অন্নময়াদ্যনাত্মভ্যো নান্যোঽহমস্মীত্যভিমন্যতে। এবমবিদ্যয়া আত্মভূতমপি ব্রহ্ম অনাপ্তং স্যাৎ। তস্যৈবমবিদ্যয়া অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্য প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্যাত্ম-নোঽবিদ্যয়ানাপ্তস্য সতঃ কেনচিৎ স্মারিতস্য পুনস্তস্যৈব বিদ্যয়া আপ্তির্যথা, তথা শ্রুত্যুপদিষ্টস্য সর্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিদ্যয়া তদাপ্তিরুপপন্নত এব।৩

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্ব্বস্য বল্ল্যর্থস্য। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদ্যতয়া সূত্রিতস্য ব্রহ্মণোঽনির্দ্ধারিতস্বরূপবিশেষস্য সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্য লক্ষণস্যাভিধানেন স্বরূপনির্দ্ধারণায়, অবিশেষেণ চোক্তবেদনস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য বিশেষেণ প্রত্যগাত্মতয়া অনন্যরূপেণ বিজ্ঞেয়ত্বায়, ব্রহ্মবিদ্যাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্, স সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতব্রহ্মস্বরূপত্বমেব, নান্যদিত্যেতৎপ্রদর্শনায় চ এষা ঋগুদাহ্রিয়তে—তদেষাভ্যুক্তেতি।৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেঽর্থে এষা ঋক্ অভ্যুক্তা আম্নাতা। সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম,বিবক্ষিতত্বাদ্বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যত্বাদেব সত্যাদীন্যেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্; যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি।৫

নন্বু বিশেষ্যং বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যতে, যথা নীলং রক্তঞ্চোৎপলমিতি। যদা হি অনেকানি দ্রব্যাণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণযোগীনি চ,তদা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বম্; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণান্তরাযোগাৎ; যথা অসাবেক আদিত্য ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মান্তরাণি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নীলোৎপলবৎ। ন; লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম্। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্যেব। কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োর্ব্বা বিশেষঃ? উচ্যতে—সজাতীয়েভ্য এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাত্রাকাশমিতি। লক্ষণার্থঞ্চ বাক্যমিত্যবোচাম॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে, পরার্থত্বাৎ; বিশেষ্যার্থা হি তে; অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম,অনন্তং ব্রহ্মেতি। সত্যমিতি—যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি,তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যৎ নিশ্চিতং, তদ্রূপং ব্যভিচরৎ তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতম্, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃ'সত্যং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ।৭

কারণস্য চ কারকত্বম্, বস্তুত্বাৎ মৃদ্বদচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা; অত ইদমুচ্যতে—জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধঃ—ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ, নতু জ্ঞানকর্ত্তৃ, ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে সত্যুপপদ্যেতে। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ, অনন্তঞ্চ? যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে, তদনন্তম্। জ্ঞানকর্ত্তৃত্বে চ জ্ঞেয়জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যানন্ততা ন স্যাৎ, "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নান্যদ্বিজানাতি" ইতি বিশেষ-

প্রতিষেধাৎ আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ; ন; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্বাদ্বাক্যস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি ভূম্নো লক্ষণবিধিপরং বাক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধমেব অন্যোঽন্যৎ পশ্যতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূমস্বরূপং তত্র জ্ঞাপ্যতে। অন্যগ্রহণস্য প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্তিত্বপরং বাক্যম্। স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ, জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ; ন; যুগপদনংশত্বাৎ। ন হি নিরবয়বস্য যুগপজ্জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদিবদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্। ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানোপদেশোঽর্থবান্। তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ। সন্মাত্রত্বঞ্চানুপপন্নং জ্ঞানকর্তৃত্বাদিবিশেষবত্ত্বে সতি; সন্মাত্রত্বঞ্চ সত্যম্, "তৎ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্য প্রয়োগাদ্ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং মৃদাদিবদচিদ্রূপতানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ প্রযুজ্যতে। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্ত্বম্, লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্ত্বদর্শনাৎ। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি।৯

সত্যাদীনামনৃতাদিধর্মনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষ্যস্য চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্প-কৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ" ইতিবৎ শূন্যার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাক্যস্যেতি চেৎ; ন; লক্ষণার্থত্বাৎ। বিশেষণত্বেঽপি সত্যাদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্যমিত্যবোচাম। শূন্যে হি লক্ষ্যেঽনর্থকং লক্ষণবচনম্। অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মন্যামহে,—ন শূন্যার্থতেতি। বিশেষণার্থত্বেঽপি চ, সত্যাদীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শূন্যার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং বিশেষ্যনিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ। সত্যাদ্যর্থৈরর্থবত্ত্বে তু তদ্বিপরীতধর্মবদ্ভ্যো বিশেষ্যেভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্য নিয়ন্তৃত্বমুপপদ্যতে। ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থেনার্থবানেব। তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ।১০

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্রহ্ম। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি" ইতি চ আত্মতাং দর্শয়তি। তৎপ্রবেশাচ্চ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ তস্যৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি। অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম। এবং তর্হি আত্মত্বাজ্জ্ঞানকর্তৃত্বম্; 'আত্মা জ্ঞাতা' ইতি হি প্রসিদ্ধম্, "সোঽকাময়ত" ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো

জ্ঞানকর্ত্তৃত্বাজ্জপ্তির্ব্রহ্মেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিত্যত্বং প্রসজ্যেত; পারতন্ত্র্যঞ্চ; ধাত্বর্থানাং কারকাপেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোঽস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন; স্বরূপাব্যতিরেকেণ কার্য্যত্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বরূপং জপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে; অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাঃ, তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাস্যাশ্চ তে বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে॥১১

যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণত্ববচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসব্যপেক্ষম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা অস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ব্রহ্ম। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদিনিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিত্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়ারূপত্বাৎ॥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্ত্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ব্রহ্ম। তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন তল্লক্ষ্যতে; নতু উচ্যতে, শব্দপ্রবৃত্তিহেতু-জাত্যাদিধর্ম্মরহিতত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি; নতু সত্যশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সত্যাদিশব্দা ইতরেতরসন্নিধানাদন্যোন্যনিয়ম্যনিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্ত্তকা ব্রহ্মণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি। অতঃ সিদ্ধম্ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইতি চাবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ।১৩

তদ্‌যথাব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজানাতি, নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢ়াবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে; তদ্ধি পরমং ব্যোম, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যক্ষরসন্নিকর্ষাৎ; 'গুহায়াং ব্যোমন্' ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাকৃতাকাশমেব গুহা; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্ব্বে পদার্থাস্ত্রিষু কালেষু, কারণত্বাৎ সূক্ষ্মতরত্বাচ্চ; তস্মিন্নন্তর্নিহিতং ব্রহ্ম। হার্দ্দমেব তু পরমং ব্যোমেতি ন্যায্যম্, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ব্যোম্নো বিবক্ষিতত্বাৎ। "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দ্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দ্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধিগু্হা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্বৃত্ত্যা বিবিক্ততয়োপলভ্যত ইতি। ন হ্যন্যথা বিশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোঽস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বগতত্বান্নির্ব্বিশেষত্বাচ্চ।১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজানন্; কিম্? ইত্যাহ—অশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ। কিমস্মদাদিবৎ পুত্রস্বর্গাদীন্ পর্য্যায়েণ? নেত্যাহ—সহ যুগপদ্ একক্ষণোপারূঢ়ানেব একয়োপলব্ধ্যা সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যয়া ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি। এতত্তদুচ্যতে—ব্রহ্মণা সহেতি। ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপেণৈব সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুতে; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ পর্য্যায়েণাশ্নুতে লোকঃ। কথং তর্হি? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বগতেন সর্ব্বাত্মনা নিত্যব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুত ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন। তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্। তেন সর্ব্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অশ্নুত ইতি। ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।১৫

সর্ব্ব এব বল্ল্যর্থঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতঃ। স চ সূত্রিতোঽর্থঃ সংক্ষেপতো মন্ত্রেণ ব্যাখ্যাতঃ; পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বৃত্তিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। তত্র চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি। তদ্‌যথা দেশতোঽনন্ত আকাশঃ; ন হি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং বস্তুতশ্চাকাশস্য। কস্মাৎ? কার্য্যত্বাৎ। নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কালতোঽপ্যন্তবত্ত্বম্, অকার্য্যত্বাৎ। কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিদ্যতে; অকার্য্যঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎকালতোঽস্যানন্ত্যম্। তথা বস্তুতঃ। কথং পুনর্ব্ব-

স্তত আনন্ত্যম্? সর্ব্বানন্যত্বাৎ। ভিন্নং হি বস্তু বস্ত্বন্তরস্যান্তো ভবতি; বস্ত্বন্তর-বুদ্ধির্হি প্রসক্তাদ্বস্ত্বন্তরান্নিবর্ত্ততে। যতো যস্য বুদ্ধের্নিবৃত্তিঃ, স তস্যান্তঃ। তদ্যথা গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ত্ততে, ইত্যশ্বত্বান্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি। স চান্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ। অতো বস্তুতোঽপ্যা-নন্ত্যম্।১৬

কথং পুনঃ সর্ব্বানন্যত্বং ব্রহ্মণ ইতি? উচ্যতে—সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং হি বস্তূনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম। কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতোঽন্তবত্ত্বমিতি চেৎ; ন; অনৃতত্বাৎ কার্য্যস্য বস্তুনঃ। নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত; "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনন্তং ব্রহ্ম। আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশতঃ; তস্যেদং কারণম্; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্। নহি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে। অতো নিরতিশয়-মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ; তদ্ভিন্নবস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুতঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্বম্।১৭।

তস্মাদিতি মূলবাক্যসূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে; এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য; "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ; অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতস্মাদ্ব্রহ্মণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ। আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রব্যাণাম্। তস্মাদাকাশাৎ স্বেন স্পর্শগুণেন, পূর্ব্বেণ চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ,সম্ভূত ইত্যনুবর্ত্ততে। বায়োশ্চ স্বেন রূপগুণেন পূর্ব্বাভ্যাঞ্চ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ। অগ্নেশ্চ স্বেন রসগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ ত্রিভিশ্চতুর্গুণা আপঃ সম্ভূতাঃ। অদ্ভ্যঃ স্বেন গন্ধগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সম্ভূতা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যাকৃতিমান্।১৮

স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতং রেতো বীজম্। তস্মাদ্ যো জায়তে, সোঽপি তথা পুরুষাকৃতিরেব স্যাৎ; সর্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ। সর্ব্বেষামপ্যন্নরসবিকারত্বে ব্রহ্মবংশ্যত্বে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে?

প্রাধান্যাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্যম্? কর্ম্মজ্ঞানাধিকারঃ। পুরুষ এব হি শক্তত্বা-দর্থিত্বাদ্ অপর্য্যুদস্তত্বাচ্চ কর্ম্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, "পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সতীত্যেবং সম্পন্নঃ; অথেতরেষাং পশূনামশনায়া-পিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরদর্শনাৎ ।১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যয়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহ্যাকার-বিশেষেষনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অন্তর-তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্ত্তুমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ – তস্যেদমেব শিরঃ ।২০

তস্য অস্য পুরুষস্যান্নরসময়স্য ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্। প্রাণময়াদিষ-শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গো মা ভূদিতি ইদমেব শির ইত্যুচ্যতে। এবং পক্ষাদিষু যোজনা। অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য, দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়ং সব্যো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা অঙ্গানাম্ "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতিশ্রুতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্ যদঙ্গম্, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা। পুচ্ছমিব পুচ্ছম্, অধোলম্বনসামান্যাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্। এতৎ প্রকৃত্যোত্তরেষাং প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রপ্রতিমাবৎ। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৎ তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ প্রথমতঃ 'সংহিতা' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে; অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা স্বারাজ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণভাবে বিমর্দ্দন করা সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হইতেছে—অবিদ্যার নিবৃত্তি (১); তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাহ থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংসাররূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছেযে, 'কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় না'। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যক; এই জন্য শ্রুতি নিজেই 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়াদিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

---

(১) তাৎপর্য্য—ননু যথা 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যপরবিদ্যাফলমুক্তং সংসারগোচরমেব, তথা পরবিদ্যাফলমপি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইতি সর্ব্ববিষয়-সাধ্যানানন্দান্ সংসারগোচরা-নেব দর্শয়িষ্যতি, কথমাত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ? ইত্যত আহ—প্রয়োজনং চাস্যাঃ ইতি। সর্ব্বকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তির্বিবক্ষিতা। সা চ স্বভাবানন্দানভিব্যক্তিরূপাবিদ্যানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারগোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বে কথিত অপর বিদ্যার ফলনির্দ্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্যার ফলনির্দ্দেশের স্থলেও যে, 'তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন' বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং চাস্যাঃ' বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে "সর্ব্বান্ কামান্" কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যানিরসন দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অথচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিদ্যার প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিদ্যা; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধন বা নির্ব্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ" ইতি।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিদ্যার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে' ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিদ্যাফল লাভ হয়।১

'ব্রহ্মবিদ্',—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্; 'আপ্নোতি' অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে 'পর' শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতিত স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়', ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটী পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক্ বস্তুর) ন্যায় তাহার প্রাপ্তিত যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্ম্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন ['দশমঃ ত্বমসি' স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সংখ্যেয়পূরণে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে দশমত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

(১) তাৎপর্য্য - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সাঁতারে পার হইল। পর পারে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে, আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবের অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যা বশতঃ) অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অন্নময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে। এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল,তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি-কর্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; ঠিক তেমনি শ্রুতির উপ-দেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থসূচক)। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধা-রিত হয় নাই ; সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে যাহার বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে, অথচ পরে যাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাভিন্নরূপে বিজ্ঞেয়, তন্নিমিত্ত, এবং ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মভাব বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই 'তদেষাভ্যুক্তা' বলিয়া এই ঋক্ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে।৪

কি না। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ভ হইল ; কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না ; সুতরাং দশম ব্যক্তি মারা গিয়াছে—স্থির করিয়া দশ জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা মূঢ়, তাই মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। তিনি উঁহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাঁদিও না ; তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। তোমরা আবার গণনা কর। তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল ; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটী অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল যে, 'দশমঃ ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই দশম ; তখন উঁহাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে ("ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটী ঋক্‌ও (মন্ত্রও) পঠিত আছে —'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ'। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদত্রয় বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ বিবক্ষিত (শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত),সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল মহৎ সুগন্ধী উৎপল (পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্যপ্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই।৫

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে, যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অন্যপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য হয়, তখনই নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন 'ঐ একটি আদিত্য'। তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই,যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, বিশেষণের আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত করাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি— তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ। বলা হইতেছে— বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর 'লক্ষণ' সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম') বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে।৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অন্বিত নহে; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম,ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য অর্থ, যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বস্তু যেরূপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্তু মাত্রই অনৃত; [কারণ,উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র; উহার উপাদান মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অতএব 'সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্বও সিদ্ধ হইল॥৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় ঘট-কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিদ্রূপত্বও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার, নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্য্যজনক) হইয়া থাকে; এবং মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐরূপ কারণতা লাভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞানং ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে'। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূমার লক্ষণ বিধানেই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্যে শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূমা; ইহাই ভূমার স্বরূপ। ঐ বাক্যটী স্বভাবপ্রাপ্ত অন্যত্বদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত]॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির ন্যায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সার্থক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রুতির 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে ; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্ত্তা নহে]। কর্ত্ত্বাদি কারক-ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির ন্যায় অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মশব্দের (জ্ঞানং ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জ্ঞান যেমন সান্ত—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও অন্তবত্তা বা সান্তত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—'অনন্ত'।৯

যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনৃতাদি ধর্ম্ম-নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ব্রহ্ম বস্তুটীও যখন উৎপলাদি বস্তুর ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—'এই বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণা-জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমে নির্ম্মিত মাল্য শিরে ধারণ পূর্ব্বক শশকের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ গ্রহণ করত গমন করিতেছে।' এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ করাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রধান ; [সুতরাং ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব কল্পনা করা চলে না]। যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থটা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই লক্ষণনির্দ্দেশ নিরর্থক হয়। অতএব লক্ষণার্থপ্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণপ্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই হয় না। কেন না,সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (সার্থক) হইলেই তদ্বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সার্থকই বটে। অনন্ত শব্দও অন্তবদ্ ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে।১০

'তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ' এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে।'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপতাই প্রদর্শন করিতেছে। [জীবরূপে ব্রহ্মের] প্রবেশও ইহার অপর হেতু ;—'তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জ্ঞাতৃত্বই) সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে] অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাবরূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপতিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জ্ঞা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্যত্ব বা জন্যতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটীও আত্মার ন্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে,] আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে স্ফুরণ হয়, সে সমুদয় স্ফুরণ আত্ম-বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশ্যরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ্য হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়।১১

আর যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম; তদ্ভিন্ন যে, আরও কোন সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই,

শ্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে। এই জন্যই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্থ ('জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জন্য জ্ঞান নহে; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকসাধ্য ক্রিয়াত্মক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; এবং তাহা কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না।১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্ত্তাও নহে; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধিরই ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মই তাহাতে নাই (১)। 'সত্য' শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায়। ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক 'সত্যং ব্রহ্ম'

---

(১) তাৎপর্য্য—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। এই জন্য বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। কিন্তু নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অন্যত্র হয় না। বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয়; এই কারণে আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও নীলোৎপলাদি শব্দের ন্যায় অবাক্যার্থত্ব (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা ; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট ব্যোমে—অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম ব্যোম ; অথবা 'গুহা' ও 'ব্যোম' শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর ; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য ; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪

এবংবিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কাম্য বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই মত—পর্য্যায়ক্রমে স্ত্র ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে ? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা [ভোগ করে]। 'সত্যং জ্ঞানম্' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই কথাই বলা হইতেছে। সর্ব্বভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ অর্থ—মেধাবী—সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।১৫

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন), এইবাক্যেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সূত্রাকারে অভিহিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বৃত্তি-স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয়) পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; ব্রহ্ম অকার্য্য, বস্তু; অতএব কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত। বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অন্য বা পৃথক্ নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছেদকারী হইয়া থাকে; কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তদ্রূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটীই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোত্ববুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়, এইজন্য অশ্বই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক। ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে।১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য্য বা ব্রহ্মজন্য বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবত্ত্ব হইতে পারে? [কেন না, কার্য্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য্য বা অন্য পদার্থ-মাত্রই অনৃত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—'মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য অর্থই বাক্যারব্ধ নামমাত্র; মৃত্তিকাই সত্য', এইরূপে একমাত্র সতেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সান্ত নহেন; সুতরাং

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্য্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্য্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্য্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যত পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জন্য শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই 'বাচারম্ভণ' (বাক্যারব্ধ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য ('মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত। কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈশিক আনন্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশঘটিত আনন্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার অন্ত হয় না;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় বস্তু দ্বারাও সান্ত নহে (অনন্ত)। এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য।১৭

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূচিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্ম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। আকাশ অর্থ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্তু। সেই আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন হইল। [মূলশ্রুতির] 'সম্ভূতঃ' শব্দটীর সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি হইবে। বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সম্ভূত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র গন্ধ, আর পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত গুণ হইতেছে চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন (খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল।১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম; কেন না, হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজস্বরূপ রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বত্রই জনকের আকৃতিতুল্য আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান। কিরূপ প্রাধান্য? কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য। উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী; এবং 'পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিস্ফুট; কেন না, 'পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নশ্বর জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন করে। পুরুষ এইরূপ উৎসর্ষ-সম্পন্ন; আর তদ্ভিন্ন পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অন্য বিষয়ে নাই)', ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে।১৯

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্য্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহ্য জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণে, শ্রুতিও 'শাখাচন্দ্র' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধর্ম্ম্য

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র' দর্শন ন্যায়টী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সহসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহার পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয়; এই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে,— প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায়;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি।২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির। পরবর্ত্তী 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে 'শিরঃ' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইদমেব শিরঃ" বলা হইল। পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা); এই সব্য (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান)। অন্য শ্রুতিতে আছে—'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা'। ইহা—নাভির অধোভাগবর্ত্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ। প্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ; নীচের দিকে লম্বমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্ত্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে। অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥১॥

পরে সেই বৃক্ষের এরূপ একটী শাখা দেখায়, যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ঐ দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র। এইরূপে অজ্ঞলোককে হঠাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শন করাণ অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিশেষভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্ব্বাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (অদনীয়াৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শস্যাদেঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অথ (উৎপত্ত্যনন্তরং) অন্নেন এব জীবন্তি; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে—বিনাশকালে) এনৎ (অন্নং) অপিযন্তি (অন্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্ব্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্); তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ), সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্ব্বং অন্নম্ আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং] সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। ব্রহ্মবৎ অন্নস্যাপি উৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতুত্বম্ উপাস্যত্ব-কারণমুচ্যতে]। অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে; জাতানি চ অন্নেন (ভুক্তেন) বর্দ্ধন্তে।

[যৎ] অদ্যতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কর্ত্তৃ] ভূতানি চ অত্তি (স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতোঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্ন-শব্দেনাভিধীয়তে); ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চসু কোশেষু প্রথমকোশপরি-সমাপ্ত্যর্থঃ)।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রমতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি।] তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাৎ অন্নময়-কোশাৎ) অন্যঃ (পৃথগ্‌ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—সূক্ষ্মঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ)[অস্তি]। তেন (প্রাণময়েন আত্মনা) এষঃ (স্থূলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)। সঃ বৈ এষঃ (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব। তস্য (অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ) অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগলিত-তাম্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ। [পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]। [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তস্য (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (ঊর্দ্ধগতত্বাৎ মস্তকবৎ); ব্যানঃ (শরীরব্যাপী বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ ; আকাশঃ (সমানাখ্যঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ); পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥২৯॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরি-ণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ); সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] 'অন্ন' বলা হইা থাকে ইতি।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহায় নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ)। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ন্যায় হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন)। সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নাদ্রসাদিভাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি স্মরণার্থঃ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাঃ, প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ পৃথিবীমাশ্রিতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে। অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্নম্ অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশব্দঃ প্রতিশব্দার্থে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। অন্ততঃ অন্তে জীবনলক্ষণায়া বৃত্তেঃ পরিসমাপ্তৌ। কস্মাৎ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্। অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে ।১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে—সর্ব্বং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি। কে? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে। কথম্? অন্নজোহন্নাত্মান্নপ্রলয়োহহম্,

তস্মাদন্নং ব্রহ্মেতি। কুতঃ পুনঃ সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি? উচ্যতে,—অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। ভূতেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নত্বাজ্জ্যেষ্ঠং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে; তস্মাদুপপন্না সর্ব্বান্নাত্মোপাসকস্য সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে; জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনর্ব্বচনম্। ইদানীমন্ননির্ব্বচনমুচ্যতে—অদ্যতে ভুজ্যতে চৈব যদ্ভূতৈঃ অত্তি চ ভূতানি স্বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভুজ্যমানত্বাদ্ ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তদুচ্যতে। ইতিশব্দঃ প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

অন্নময়াদিভ্য আনন্দময়ান্তেভ্য আত্মভ্যোঽভ্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিদ্যয়া প্রত্যগাত্মত্বেন দিদর্শয়িষু শাস্ত্রম্ অবিদ্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেন অনেকতুষ-কোদ্রববিতুষী-করণেনেব তণ্ডুলান্ প্রস্তৌতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদিত্যাদি। তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তাৎ অন্নরসময়াৎ পিণ্ডাদ্ অন্যঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোঽভ্যন্তরঃ আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মত্বেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্মা পুরুষবিধএব পুরুষাকার এব শিরঃপক্ষাদিভিঃ। কিং স্বত এব? নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং তাবদন্নরসময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধত্বম্; তস্য অন্নরসময়স্য পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ অনু অয়ং প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ মূষানিষিক্তপ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতা; তামনু উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূর্ব্বঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরোত্তরেণ পূর্ণঃ। ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অস্যেতি? উচ্যতে,—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণ এব শিরঃ—প্রাণময়স্য বায়ুবিকারস্য প্রাণঃ মুখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ শির ইতি পরিকল্প্যতে, বচনাৎ। সর্ব্বত্র বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা। ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো বৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, স আত্মেব আত্মা, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতরাঃ পর্য্যন্তা বৃত্তীরপেক্ষ্য আত্মা; "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থস্যা-ত্মত্বম্। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী, স্থিতিহেতুত্বাৎ। "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অন্যথা উদানবৃত্ত্যা ঊর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং বা স্যাচ্ছরীরস্য। তস্মাৎ পৃথিবী-দেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্যাত্মনঃ। তৎ তস্মিন্নেবার্থে প্রাণময়াত্মবিষয়ে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক; অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে,অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং অন্তকালে —জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ অন্নাভিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের কারণ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নেতে বিলয়নশীল)। যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহক্লেশনিবৃত্তির উপায়) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন।' কাহারা? যাহারা যথোক্তপ্রকারে অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি অন্ন হইতে জাত, অন্নাত্মক এবং অন্নেই বিলয়শীল; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম, এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নাত্মোপসনায় সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্ব্বভূতের প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি-ফললাভও উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে" এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্ত্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

---

(১) তাৎপর্য্য- দেহ যে, অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—অস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ,তৎ মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬।৫।১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থূল ভাগ বিষ্ঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে, এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতেও এই স্থূল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভক্ষ্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি সূচনার্থ—'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩)।২

অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্ত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিদ্যা-সাহায্যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে। যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহপিণ্ড (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪)। প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময় -বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময়। দৃতি (কর্ম্মকারের ভস্ত্রা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ।৩

---

(৩) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশের উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির 'কোশ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।" (পঞ্চদশী)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাহার খাপ। আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অমার্জ্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারাযায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে; তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে; এইরূপে বুদ্ধির বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় কেহই জানিতে পারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়া উহারা কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

(৪) তাৎপর্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান-বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই কারণে উপনিষদে এই

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অনুসারেই মূষানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাম্রের ন্যায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষবিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্যত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশগুলি পরবর্ত্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত।৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে শ্রুতিবচনানুসারেই সর্ব্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটী তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্ত্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া' ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুচ্ছস্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে॥১॥২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥২॥

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং প্রাণোপাসনায়াঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-কোশস্বরূপমুচ্যতে—"প্রাণং দেবাঃ" ইত্যাদিনা]। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্ (প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি (তৎপ্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি)। তথা যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [তে অপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষং (সর্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্) উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতৈঃ)। যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সর্ব্বং (সম্পূর্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষমিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ, তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য (অন্নময়স্য) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা। [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ)।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ) বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা,—মনোময়ঃ। তেন (মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ)। স এষ বৈ পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) এব। তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

বিধত্বমেব) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ। যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তস্য শিরঃ ; ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা (দেহমধ্যভাগঃ) ; অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩০।

মূলানুবাদ। এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনোময় কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি। দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে]। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার নিদান, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে। যে হেতু প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। এইযে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বকথিত অন্নময়ের শারীর (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির ; ঋক্‌মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ (পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ প্রাণং বায়্বাত্মানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অনু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—প্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। অধ্যাত্মাধিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণম্ অনু প্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমনু চেষ্টন্ত ইতি বা। তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্ম্মণৈব চেষ্টাবন্তো ভবন্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈব পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা আত্মবন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতর্হি? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্ব্বপিণ্ড-ব্যাপিনা আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপিভিঃ উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্তৈরাকাশাদিভূতারব্ধৈরবিদ্যাকৃতৈঃ আত্মবন্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন নিত্যেনাবি-কৃতেন সর্ব্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সর্ব্বাত্মনা আত্ম-বন্তঃ। স হি পরমার্থত আত্মা সর্ব্বেষামিত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি।১

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তীত্যাদ্যুক্তম্; তৎ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, "যাবদ্ধ্যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষম্, সর্ব্বেষামায়ুঃ সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষ-মিত্যুচ্যতে; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্ব্বায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য। অতঃ অস্মাদ্বাহ্যাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোঽপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং প্রাণময়মাত্মানং ব্রহ্মোপাসতে যে—'অহমস্মি প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবন-হেতুত্বাৎ'ইতি, তে সর্ব্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি; নাপমৃত্যুনা ম্রিয়ন্তে প্রাক্প্রাপ্তাদায়ুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, "সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। কিং কারণম্? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। যো যদ্গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদ্গুণভাগ্ ভবতীতি বিদ্যাফল-প্রাপ্তের্হেত্বর্থং পুনর্ব্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি। ২

তস্য পূর্ব্বস্যান্নময়স্য এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা। কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদ্যুক্তার্থমন্যৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তন্ময়ো মনোময়ঃ। সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তর আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ; তস্য শিরস্ত্বং প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ; যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্ব্বত্র। ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাত্মিকা তদ্ভাবিতা বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুরিত্যুচ্যতে। এবং ঋক্, সাম চ। এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরেবাবর্ত্ত্যত ইতি মানসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা অবিষয়ত্বান্মন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ ঘটাদিবৎ, ইতি মানসো জপো নোপপদ্যতে। মন্ত্রাবৃত্তিশ্চোদ্যতে বহুশঃ কর্ম্মসু। ৪

অক্ষরবিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন ; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্"ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্র ঋচঃ অবিষয়ত্বে তদ্বিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ" ইতি ঋগাবৃত্তির্মুখ্যোঽর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নং মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্যমনাদিনিধনং যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা ইতি। ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্বেদানাম্। অন্যথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং চ স্যাৎ ; নৈতদ্যুক্তম্। "সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা"ইতি চ শ্রুতির্নিত্যাত্মনৈকত্বং ব্রুবন্তী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা স্যাৎ। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ"ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শান্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি মনোময়াত্মপ্রকাশকঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি' ইত্যাদি। অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—প্রাণাত্মভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয়। অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা ; এইজন্য দেব অর্থ ইন্দ্রিয়গণ ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা দ্বারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ-যে, কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে ; তবে কি ? না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের ব্যাপকীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সকলেই আকাশাদিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বাত্মক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আত্মবান্ হইয়া থাকে ; কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্ব্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।১

দেবগণ প্রাণের অনুগতভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'প্রাণ যে পর্য্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আয়ুঃ (জীবন) ইতি। সেই হেতুই প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বায়ুষ অর্থ—সর্ব্বের (সকলের) আয়ুঃ—সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুই 'সর্ব্বায়ুষ' [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়]। কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা। অতএব প্রাণের সর্ব্বায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে। অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—'আমি হইতেছি সর্ব্বভূতের আত্মা আয়ুঃ—জীবনের হেতুভূত প্রাণ' এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়; কখনও প্রাপ্ত আয়ুর পূর্ব্বে অপমৃত্যু লাভ করে না; তাহারা পূর্ব্বলব্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' এইরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে 'সর্ব্ব আয়ুঃ' শব্দে শত বর্ষ আয়ুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। [ঐরূপ আয়ুপ্রাপ্তির] কারণ কি? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আয়ু; সেইহেতু সর্ব্বায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো হি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা। ইহা কে? না, এই যে প্রাণময় কোশ। "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ" ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্ম্মেতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন এখানে উহার শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

যাগাদি কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকত্বই যজুর প্রাধান্যের কারণ; কেন না, যাগে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্মন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সর্ব্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই]। ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ন, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া 'যজুঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা।

এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির ন্যায় মন্ত্রাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাত্মক মন্ত্রের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না। অথচ বহু কর্ম্মেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে। ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্মরণ

---

(১) তাৎপর্য্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাহাতে যজুর্ব্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অন্যত্র যজুঃশব্দের যজুর্ব্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো-বৃত্তিই উহার অর্থ। কিরূপে যে সে অর্থ সঙ্গত হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অন্যান্য শব্দোচ্চারণের ন্যায় যজুর্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অস্ফুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি। এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্পের ফলে যজুর্মন্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে 'যজুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশের শিরোরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে 'প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।' এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাক্ষরবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়; [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।৫

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অন্য প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ-রসাদির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপতিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক 'সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা', এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাশ তুল্য এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্ সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে 'আদেশ' অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [মনোময়স্য চতুর্ব্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্। ততশ্চ বেদেভ্যোঽভিন্নং সর্ব্বস্য জগতঃ কারণভূতং মনোময়মিদানীং প্রস্তৌতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিন্দ্রিয়ং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলব্ধা) যতঃ (যস্মাৎ মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোঽপি জন্ম-মরণাদিদুঃখাদপি) ন বিভেতি। তস্য পূর্ব্বস্য (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা। [কঃ ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ]।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি]। [কঃ ?] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ)। তেন (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্কায়ানুষ্ঠানপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্যা বৃত্তিঃ) আত্মা; মহঃ (মহত্তত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্]॥১॥৩১॥

মূলানুবাদ। [ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোশকে চতুর্ব্বেদবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি]।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে); এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ); মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি। তস্য পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্যাভ্যন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্ব্বর্ত্তিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণবিজ্ঞানপূর্ব্বকো হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্ত্তব্যেষর্থেষু পূর্ব্বং শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। সা সর্ব্বকর্ত্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, অস্যৈবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতোঽঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজম্, "মহদ্যক্ষং প্রথমজম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কারণং হি কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা; যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী। সর্ব্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি পূর্ব্ববৎ যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্যাপি ॥১॥ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি। ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ব্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কি? না, যাহা এই মনোময়। 'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অন্য অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভ্যন্তর। [কেন না,] পূর্ব্বে মনোময়কে বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্ম; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত (যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটী শ্লোকে কথিত হইবে।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে 'শির' রূপে কল্পিত হইয়াছে। ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেই রূপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা। কেননা, আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে; সেই হেতু, সমাধান—যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব; কারণ, "অন্য শ্রুতিতে যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে জানেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতু হইয়া থাকে; পৃথিবী যেরূপ বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ; সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (১)। উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রথম অখণ্ড একই মহত্তত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত অন্নময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপপ্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং স্তোতুমুপক্রমতে 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম) তনুতে (তনোতি নিষ্পাদয়তি); কর্ম্মাণি (স্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তনুতে; বিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ]। সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। চেৎ (যদি) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশ্চিৎ], (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি)। [অন্নময়াদিষু আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত। পরে সেই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্বই জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া ব্যবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বুদ্ধিকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে।

শরীরে (শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্মনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) [বিজ্ঞানময়াধীনান্] সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (বিজ্ঞানময়াত্মনা ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ)। এষ এব তস্য পূর্ব্বস্য (মনোময়স্য) শারীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ [এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ]।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ। তেন (আনন্দময়েন) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূর্ণঃ। স এষঃ (আনন্দময়ঃ) বৈ পুরুষবিধ এব। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) পুরুষবিধতাং অনু অয়ং (আনন্দময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (আনন্দময়স্য) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ; মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ন্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩২॥

মূলানুবাদ। এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি। বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার করে (যজ্ঞারম্ভের প্রযোজক হয়), এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বিস্তার করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কোন লোক] যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শারীর আত্মা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে ; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য। ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্; অতো বিজ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বম্—তনুত ইতি। কর্ম্মাণি চ তনুতে। যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্ত্তৃকং সর্ব্বম্, তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি। কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজত্বাৎ; সর্ব্বপ্রবৃত্তীনাং বা তৎপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্তো ভবন্তি। ১

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজানাতি; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি; বাহ্যেষনাত্মস্বাত্মা ভাবিতঃ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্; তন্নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি। অন্নময়াদিষ্বাত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্যাৎ ইতি? উচ্যতে—শরীরে পাপ্মনো হিত্বা; শরীরাভিমাননিমিত্তা হি সর্ব্বে পাপ্মানঃ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্যতে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়াঃ। তস্মাচ্ছরীরাভিমাননিমিত্তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ—শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাপন্নঃ তৎস্থান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্নুতে সম্যক্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বস্য মনোময়স্যাত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এব বিজ্ঞাময়ঃ। তস্মাত্মা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্। ২

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্মপ্রতীতিঃ, অধিকারাৎ ময়ট্শব্দাচ্চ। অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ। তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ। ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময়ইত্যত্র। তস্মাৎ কার্য্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। সংক্রমণাচ্চ—"আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি বক্ষ্যতি। কার্য্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমনাত্মনাং দৃষ্টম্। সংক্রমণকর্ম্মত্বেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রূয়তে, যথা "অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি। ন চাত্মন এবোপসংক্রমণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসম্ভবাচ্চ ; ন হ্যাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ। শির-আদিকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আদ্যবয়বরূপকল্পনা উপপদ্যতে ; "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" "অস্থূলমনণু" "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিবিশেষাপোহশ্রুতিভ্যশ্চ। মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি, প্রিয়শিরআদ্যবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি ব্রহ্মণি নাস্তি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবাৎ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি মন্ত্রোদাহরণমুপপদ্যতে। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইত্যপি চানুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাত্মা। ৩

আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্ ; তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। স চ বিজ্ঞানময়াদান্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্বিজ্ঞানময়াদস্যান্তরত্বশ্রুতেঃ। জ্ঞান-কর্ম্মণোর্হি ফলং ভোক্ত্রর্থত্বাদান্তরতমং স্যাৎ ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বেভ্যঃ। বিদ্যাকর্ম্মণোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিদ্যাকর্ম্মণী। তস্মাৎ প্রিয়াদীনাং ফলরূপাণামাত্মসন্নিকর্ষাদ্বিজ্ঞানময়াদস্যাভ্যন্তরত্বমুপপদ্যতে, প্রিয়াদি-বাসনানির্ব্বর্ত্তিতো হ্যাত্মা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে। ৪

তস্যানন্দময়স্যাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ। আনন্দ ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং সুখাবয়বানাম্, তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। আনন্দ ইতি পরং ব্রহ্ম ; তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিব্যজ্যতে। তৎ বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। তদ্বৃত্তিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকস্য কর্ম্মণোঽনবস্থিতত্বাৎ সুখস্য ক্ষণিকত্বম্। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি। বক্ষ্যতি চ—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে। ৫

এবঞ্চ, উৎকৃষ্যমাণস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পরমেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্, যস্য চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশা

উপলব্ধাঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্ব্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্য একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এব শ্লোকো ভবতি॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যে হেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্ব্বত্র, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সঙ্গত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীরে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্নময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে ? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ", ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে ; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জন্য আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে, এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত ; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন 'অন্নময়' শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে ; [ইহাও তেমনই]; অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু ; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।' উৎপত্তিশীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অন্যত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। 'এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়' বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ শ্রুত হইতেছে। এই সংক্রমণ প্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না ; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয় ; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে, ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহিত ঐরূপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে ; কেন না, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না ; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে ; অভেদে হয় না]। অথচ ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; এবং তাহার সবিশেষ ভাবের প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না' 'ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে', 'প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয় ; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার।

১১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(দ্বিতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার।

২১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

ভূমিকা।

ভগবৎকৃপায় আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। প্রকাশকের পরিবর্ত্তনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রকাশক ছিলেন, এখন তাঁহার নিকট হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপনিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট উপনিষদ্‌গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, উপনিষৎপাঠে অনুরাগ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কৃপণতা করিবেন না। ইহার পর আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকাশ করিব।

আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণোপনিষদ্। একই যজুর্ব্বেদ যে, শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বল্লী নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগের নাম শীক্ষাবল্লী, দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী, তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। শীক্ষাবল্লীতে প্রধানতঃ বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী, উদাত্তাদি স্বরচিন্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযত্ন-বিশেষ ও তদুপযোগী আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ-প্রধান; সুতরাং তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করা আবশ্যক; ঔপনিষদ শব্দোচ্চারণ যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূরীকরণার্থই উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, সংহিতা-ভাগের ন্যায় উপনিষদ্‌ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য পরিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ শব্দ-শক্তি কখনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, তৃতীয় অনুবাক হইতে অধিলোকাদি-ভেদে সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনা-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে প্রধানতঃ সর্ব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকায় নিত্যনিরাময় চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া আছে, সেই পঞ্চ কোশের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক-ভাবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপর, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পিতা-পুত্রের উপাখ্যানচ্ছলে ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগু নিজের পিতা বরুণের নিকট যাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুত্রবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রিয়-পুত্রকে যথাযথভাবে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া-ছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষাকৃত মন্দী-ভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞাসুগণের পক্ষেও ব্রহ্মবিদ্যা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইলেও সারবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞাসুগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক সেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার উপর ভাষ্য-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহাকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবময় করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
ভবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী।
শুভ আষাঢ়—১৩৩২।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিষয়-সূচী।

শীক্ষাবল্লী।

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

ভৃগুবল্লী।

বর্ণক্রমানুসারে মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্রসূচী সমাপ্তা।

বিশিষ্ট আনন্দময় ব্রহ্মাত্মা যখন প্রত্যক্ষতই অনুভবগোচর, তখন তদ্বিষয়ে 'ব্রহ্ম নাই' বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে না; সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য 'কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইয়া পড়ে; [কারণ, ব্রহ্মই ত আত্মা]' এই মন্ত্রের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। তাহার পর, 'ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্মের যে, প্রতিষ্ঠারূপে পৃথক্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমাত্মা নহে। ৩

উপাসনা ও কর্ম্মের ফল স্বরূপ যে, আনন্দ, তাহারই বিকার বা পরিণাম হইতেছে আনন্দময়। সেই আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময় কোশেরও অভ্যন্তর-বর্ত্তী; কেন না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে যজ্ঞাদি কর্ম্মের হেতু বলা হইয়াছে; কাজেই কর্ম্মফল আনন্দের বিকারভূত আনন্দময় কোশটী বিজ্ঞানময়েরও অন্তর হওয়াই উচিত। কেন না, জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ভোক্তা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী; অতএব আনন্দময় আত্মাও পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই বিদ্যা ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রিয়াদি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়াদি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কাজেই ফল-সম্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষাও ইহার (আনন্দময়ের) অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্নসময়ে প্রিয়-মোদাদি বিষয়ক সংস্কারবিশিষ্টরূপেই এই আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৪

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় (আনন্দ বিশেষ), তাহাই উক্ত আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়; কেন না, [আনন্দের মধ্যে] উহাই প্রথম। প্রিয় বস্তু লাভে যে, হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [তাহা তাহার দক্ষিণ পক্ষ]। উক্ত হর্ষই যখন [প্রিয়বস্তুর উপভোগ দ্বারা] উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয়, [তাহাই উহার] উত্তর পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ সুখমাত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সুখাংশসমূহের আত্মা; কেন না, উহা সমস্ত সুখেই অনুস্যূত (নিয়ত সম্বন্ধ) রহিয়াছে। আনন্দ অর্থ পরব্রহ্ম; কারণ, শুভ কর্ম্মের ফলে, পুত্রমিত্রাদি বিভিন্ন বিষয়ে উৎপন্ন উক্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, ব্যবহারক্ষেত্রে 'সুখ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুকৃত কর্ম্মই উক্তবিধ আনন্দ

বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদক; সেই কর্ম্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক; এই কারণে তদনুগত সুখও ক্ষণিক (অনিত্য)। তমোগুণের নিবারক তপস্যা, বিদ্যা (উপাসনা), ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকরণ যে সময় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনন্দ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিবেন যে, 'তিনি রসস্বরূপ; এই জীব সেই রস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই রসই অপরকে আনন্দিত করে; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে' ইতি। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারেই কামপ্রশমনের উৎকর্ষানুসারে উত্তরোত্তর আনন্দেরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা হইবে (১)। ৫

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আনন্দময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্ম পর (শ্রেষ্ঠ); যে ব্রহ্ম ইতঃপূর্ব্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত লক্ষণান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যাঁহার বোধ-সৌকর্য্যার্থ অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটী কোশ উল্লিখিত হইয়াছে; যাহা সেই পঞ্চ কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ দুর্বিজ্ঞেয়, এবং যাহা দ্বারা সেই কোশ সমূহ আত্মবান্ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই পুচ্ছ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মই অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের অবসানস্থান। যেখানে আর দ্বৈত সম্বন্ধ নাই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা। কেন না, আনন্দময় আত্মাও ঐ স্থানেই অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-কল্পিত সমস্ত দ্বৈত জগতের অবসান স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। সে বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে—॥ ॥ ৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টম অনুবাকে "তে যে শতং মানুষ আনন্দাঃ, স একো-মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ" ইত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনন্দে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের একটীমাত্র আনন্দ অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যাহারা গন্ধর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণ অধিক। এই প্রকার মনুষ্যগন্ধর্ব্বের আনন্দ অপেক্ষা দেবগন্ধর্ব্বগণের আনন্দ শতগুণ অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ,— উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ। সোঽকাময়ত।—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা। ইদꣳ সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১ ॥৩৩ ॥

সরলার্থঃ—চেৎ (যদি) [কশ্চিৎ] ব্রহ্ম অসৎ (অবিদ্যমানম্ আকাশকুসুমতুল্যং) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ) ভবতি; [আত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) ব্রহ্ম অস্তি (সৎ—বিদ্যমানম্) ইতি বেদ, ততঃ এনং (সদ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মসত্ত্ববেদিনং) সন্তং (বিদ্যমানং সত্যরূপিণং) বিদুঃ (বিজানীয়ুঃ) ইতি। যঃ (আনন্দময়ঃ), এষঃ এব তস্য পূর্ব্বস্য (বিজ্ঞানময়স্য), শারীরঃ (শরীরে—বিজ্ঞানময়ে ভবঃ) আত্মা। অতঃ (যস্মাদেবং, তস্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়া অনন্তরম্) অনু (আচার্য্যোক্ত্যনন্তরম্) প্রশ্নাঃ (বক্ষ্যমানলক্ষণাঃ ভবন্তি)—কশ্চন (কশ্চিৎ) অবিদ্বান্ (অনাত্মজ্ঞঃ) উত (অপি) প্রেত্য (মৃত্বা) অমুং লোকং (পরমাত্মানং) গচ্ছতী (গচ্ছতি, প্রশ্নার্থা প্লুতিঃ)। [অথবা ন গচ্ছতি?]; আহো (অথবা) কশ্চিৎ বিদ্বান্ উত (প্রশ্নে) প্রেত্য অমুং লোকং (পরমাত্মানং) সমশ্নুতা (সমশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে)? [অথবা ন?]।

[এতদুত্তরার্থমুপক্রমতে 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ]। সঃ (পরমাত্মা)

অকাময়ত (ঐচ্ছৎ), [অহং] বহু (প্রভূতং) স্যাম্ (ভবেয়ম্), প্রজায়েয় (উৎপন্নো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] সঃ (পরমাত্মা) তপঃ (জ্ঞানং) অতপ্যত (সৃষ্ট্যুপযোগিনং সংকল্পং) কৃতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (পূর্ব্বোক্তরূপম্ আলোচ্য ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত (উৎপাদিতবান্)। [কিং তৎ ?] ইদং (চরাচরং) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি), তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত ইত্যর্থঃ)। তৎ (চরাচরং জগৎ) সৃষ্ট্বা, তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ (তত্রৈব প্রবিবেশ)। তৎ অনুপ্রবিশ্য সৎ (মূর্ত্তং আকৃতি বিশিষ্টং)' চ, ত্যং (অমূর্ত্তং আকৃতিরহিতং) চ, নিরুক্তং (দেশ-কালাদিবিশিষ্টতয়া ইদমিত্থমিতি উক্তং) চ, অনিরুক্তং (তদ্বিপরীতং) চ, নিলয়নং (আশ্রয়স্থানং) চ, অনিলয়নং (তদ্বিপরীতং) চ বিজ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞানবৎ) চ অবিজ্ঞানং (অচেতনং) চ, সত্যং (ব্যবহারিকং সত্যং) চ অনৃতং (অসত্যং) চ [কিং বহুনা,] যৎ ইদং কিঞ্চ, তৎ সর্ব্বং] [যস্মাৎ] সত্যং (সত্যাখ্যং ব্রহ্ম) অভবৎ, [তস্মাৎ] তৎ (ব্রহ্ম) সত্যম্ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ]। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥ ১॥৩৩॥

মূলানুবাদ। যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ (অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন) হয় ; [কারণ, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু ; সুতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে, আত্মাই অসৎ হইয়া পড়ে]। আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে, তবে তাঁহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দময় কোশই পূর্ব্বোক্ত 'বিজ্ঞানময়ের' শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা।

[যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর, আচার্য্য-প্রদত্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয়া থাকে।—অবিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ? কিংবা প্রাপ্ত হয় না ? অথবা বিদ্বান্ লোকও মৃত্যুর পর ঐ আত্মাকে লাভ করে ? কিংবা করে না ? [এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ ভূমিকা করিতেছেন—]।

সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—ম বহু—অনেক প্রকার হইব,' এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার

পর, তিনি তপস্যা করিলেন; (তপস্যা অর্থ ই জ্ঞান বা চিন্তা।) তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন। তিনি সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন; এবং নিরুক্ত (দেশকালাদি পরিচ্ছন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (পূর্ব্ববিপরীত), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য (ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম তৎসমুদয়রূপে প্রকটিত হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সত্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে ॥১॥৩৩॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। অসন্নেব অসৎসম এব; যথা অসন্ অপুরুষার্থসম্বন্ধী, এবং স ভবতি অপুরুষার্থসম্বন্ধী। কোঽসৌ? সঃ অসৎ অবিদ্যমানং ব্রহ্ম ইতি বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদ্বিপর্য্যয়েণ যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতমপি অস্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। কুতঃ পুনরাশঙ্কা তন্নাস্তিত্বে? ব্যবহারাতীতত্বং ব্রহ্মণ ইতি ব্রূমঃ। ব্যবহারবিষয়ে হি বাচারম্ভণমাত্রে অস্তিত্বভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্যতে। যথা 'ঘটাদির্ব্যবহারবিষয়তয়োপপন্নঃ—সন্, তদ্বিপরীতঃ অসন্' ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং তৎসামান্যাদিহাপি স্যাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা। তস্মাদুচ্যতে—অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদেতি।

কিং পুনঃ স্যাৎ তদস্তীতি বিজানতঃ? তদাহ—সন্তং বিদ্যমানং ব্রহ্মস্বরূপেণ পরমার্থসদাত্মাপন্নম্ এনম্ এবংবিদং বিদুঃ ব্রহ্মবিদঃ। ততঃ তস্মাদস্তিত্ববেদনাৎ সঃ অন্যেষাং ব্রহ্মবদ্বিজ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্থঃ। অথবা যো নাস্তি ব্রহ্মেতি মন্যতে, স সর্ব্বস্যৈব সন্মার্গস্য বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণস্য নাস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে; ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বাত্তস্য। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তদ্বিপরীতঃ সন যঃ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, স তদ্ব্রহ্মপ্রতিপত্তিহেতুং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা-

লক্ষণং শ্রদ্দধানতয়া যথাবৎ প্রতিপদ্যতে যস্মাৎ, ততঃ তস্মাৎ সন্তং সাধুমার্গস্থম এনং বিদুঃ সাধবঃ। তস্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ।২

তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্য এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা। কোঽসৌ? য এষ আনন্দময়ঃ। তং প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঢ়-সর্ব্ববিশেষত্বাত্তু ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং প্রত্যাশঙ্কা যুক্তা; সর্ব্বসাম্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ। যস্মাদেবম্, অতঃ তস্মাৎ অথ অস্য উক্তবং শ্রোতুঃ শিষ্যস্য অনুপ্রশ্নাঃ আচার্য্যোক্তিম্ অনু এতে প্রশ্নাঃ। সামান্যং হি ব্রহ্ম আকাশাদিকারণত্বাৎ বিদুষঃ অবিদুষশ্চ। অতঃ অবিদু-ষোঽপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরাশঙ্ক্যতে--উত অপি অবিদ্বান্ অমুং লোকং পরমাত্মানম্ ইতঃ প্রেত্য কশ্চন, চনশব্দঃ অপ্যর্থে, অবিদ্বানপি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি? কিংবা ন গচ্ছতি? ইতি দ্বিতীয়োঽপি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংসং প্রত্যন্যৌ প্রশ্নৌ---যদ্যবিদ্বান্ সামান্যং কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিদুষোঽপি ব্রহ্মাগমনমাশঙ্ক্যতে; অতস্তং প্রতি প্রশ্নঃ--আহো বিদ্বানিতি। উকারং চ বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ব্বস্মাৎ উত শব্দাদ্ব্যাসজ্য 'আহো' ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বম্ উতশব্দং সংযোজ্য পৃচ্ছতি—উতাহো বিদ্বানিতি।৩

বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদপি কশ্চিৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সমশ্নুতে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যলোপে চ কৃতে, অকারস্য প্লুতিঃ—সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমশ্নুতে অমুং লোকম্; কিংবা, যথা অবিদ্বান্, এবং বিদ্বানপি ন সমশ্নুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ। দ্বাবেব বা প্রশ্নৌ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ৌ; বহুবচনং তু সামর্থ্যপ্রাপ্তপ্রশ্নান্তরাপেক্ষয়া ঘটতে। 'অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নাস্তীতি সংশয়ঃ। ততোঽর্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি নাস্তীতি প্রথমোঽনুপ্রশ্নঃ। ব্রহ্মণোঽপক্ষপাতিত্বাৎ অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মণঃ সমত্বেঽপি অবিদুষ ইব বিদুষোঽপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুতে ইতি তৃতীয়োঽনুপ্রশ্নঃ।৪

এতেষাং প্রতিবচনার্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাবদুচ্যতে। যচ্চোক্তং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি ইদমুচ্যতে। সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। উক্তং হি সদেব সত্যমিতি; তস্মাৎ সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্বমুচ্যতে। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অস্য গ্রন্থস্য? শব্দানুগমাৎ। অনেনৈব হ্যর্থেনান্বিতানি উত্তরবাক্যানি—'তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে'' "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদীনি।৫

তত্র অসদেব ব্রহ্মেত্যাশঙ্ক্যতে। কস্মাৎ? যদস্তি, তদ্বিশেষতো

গৃহ্যতে; যথা ঘটাদি। যন্নাস্তি, তন্নোপলভ্যতে; যথা শশবিষাণাদি। তথা নোপলভ্যতে ব্রহ্ম; তস্মাদ্বিশেষতোঽগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন; আকাশাদিকারণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ; ন নাস্তি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? আকাশাদি হি সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মণো জাতং গৃহ্যতে; যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে; যথা ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি; তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্। অসতশ্চেৎ নামরূপাদি কার্য্যম্, নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত; উপলভ্যতে তু; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবম্; তস্মাদস্তি ব্রহ্ম। তত্র "কথমসতঃ সজ্জায়েত"ইতিশ্রুত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবমন্বাচষ্টে ন্যায়তঃ। তস্মাৎ সদেব ব্রহ্মেতি যুক্তম্।৬

তদ্ যদি মৃদ্বীজাদিবৎ কারণং স্যাৎ, অচেতনং তর্হি। ন; কাময়িতৃত্বাৎ। নহি কাময়িতৃ অচেতনমস্তি লোকে। সর্ব্বজ্ঞং হি ব্রহ্মেত্যবোচাম; অতঃ কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ। কাময়িতৃত্বাদস্মদাদিবদনাপ্তকামমিতি চেৎ; ন, স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথা অন্যান্ পরবশীকৃত্য কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকাঃ কামাঃ। কথং তর্হি? সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ স্বাত্মভূতত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ। ন তৈর্ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে; তেষান্তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ; অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। যথা অন্যেষামনাত্মভূতা ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকারণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ। কিংতর্হি? স্বাত্মনোঽনন্যাঃ। তদেতদাহ—সোঽকাময়ত।৭

স আত্মা, যস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, অকাময়ত কামিতবান্। কথম্? বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্। কথমেকস্যার্থান্তরাননুপ্রবেশে বহুত্বং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রজায়েয় উৎপদ্যেয়। নহি পুত্রোৎপত্তেরিবার্থান্তরবিষয়ং বহুভবনম্। কথং তর্হি? আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরূপাভিব্যক্ত্যা। যদা আত্মস্থেঽনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণোঽপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে। তদেতন্নামরূপব্যাকরণং ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্যথা নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো বহুত্বাপত্তিরুপপদ্যতে অল্পত্বং বা, যথা আকাশস্যাল্পত্বং বহুত্বঞ্চ বস্ত্বন্তরকৃত মেব। অতঃ তদ্দ্বারেণৈবাত্মা বহু ভবতি। নহি আত্মনোঽন্যদনাত্মভূতং তৎপ্রবিভক্তদেশকালং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা বস্তু বিদ্যতে। অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈবাত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে

তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এবেতি তদাত্মকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপাধিভ্যাং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশব্দার্থাদি-সর্ব্বসংব্যবহারভাগ্ ব্রহ্ম।৮

স আত্মা এবংকামঃ সন্ তপোঽতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব তপসঃ। তৎ তপঃ অতপ্যত তপ্তবান্, সৃজ্যমানজগদ্রচনাদিবিষয়ামালোচনামকরোদাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচ্য তপস্তপ্ত্বা, প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তানুরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ দেশতঃ কালতো নাম্না রূপেণ চ যথানুভবং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বাবস্থৈরনুভূয়মানম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যদিদং কিঞ্চ-যৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্, তদিদং জগৎ সৃষ্ট্বা কিমকরোদিতি? উচ্যতে, তদেব সৃষ্টং জগৎ অনুপ্রাবিশদিতি।৯

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্- কথমনুপ্রাবিশদিতি। কিম, যঃ স্রষ্টা, স তেনৈবাত্মনানুপ্রাবিশৎ? উত অন্যেনেতি? কিং তাবদ্ যুক্তম্? ক্ত্বাপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, যঃ স্রষ্টা, স এবানুপ্রাবিশদিতি। ননু ন যুক্তং, মৃদ্বচ্চেৎ কারণং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণমতে, অতোঽপ্রবিষ্টস্যৈব কার্য্যোৎপত্তেরূর্দ্ধ্বং পৃথক্কারণস্য পুনঃ প্রবেশোঽনুপপন্নঃ। ন হি ঘটপরিণামব্যতিরেকেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোঽস্তি। যথা ঘটে চূর্ণাত্মনা মৃদোঽনুপ্রবেশঃ, এবমনেনাত্মনা নামরূপকার্য্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চেৎ; শ্রুত্যন্তরাচ্চ "অনেন জীবেনাত্মনানুপবিশ্য" ইতি. নৈবং যুক্তম্, একত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। মৃদাত্মনস্তু অনেকত্বাৎ সাবয়বত্বাচ্চ যুক্তো ঘটে মৃদশ্চূর্ণাত্মনা অনুপ্রবেশঃ, মৃদশ্চূর্ণস্য অপ্রবিষ্টদেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্মন একত্বে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ প্রবেশ উপপদ্যতে। কথং তর্হি প্রবেশঃ স্যাৎ? যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রুতত্বাৎ- "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি।১০

সাবয়বমেবাস্তু তর্হি; সাবয়বত্বাৎ মুখে হস্তপ্রবেশবৎ নামরূপকার্য্যে জীবাত্মনানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চেৎ, ন; অশূন্যদেশত্বাৎ। নহি কার্য্যাত্মনা পরিণতস্য নামরূপকার্য্যদেশব্যতিরেকেণাত্মশূন্যঃ প্রদেশোঽস্তি, যং প্রবিশেজ্জীবাত্মনা। কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহ্যাৎ; যথা ঘটো মৃৎপ্রবেশে ঘটত্বং জহাতি। "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি চ শ্রুতের্ন কারণানুপ্রবেশো যুক্তঃ। কার্য্যান্তরমেব স্যাদিতি চেৎ —তদেবানুপ্রাবিশদিতি জীবাত্মরূপং কার্য্যং নামরূপপরিণতং কার্য্যান্তরমেবাপদ্যত ইতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটান্তরমাপদ্যতে, ব্যতিরেকশ্রুতিবিরোধাচ্চ। জীবস্য নামরূপকার্য্যব্যতিরেকানুবাদিন্যঃ

শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্; তদাপত্তৌ মোক্ষাসম্ভবাচ্চ। নহি যতো মুচ্যমানঃ, তদেবাপদ্যতে; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্ব্বদ্ধস্য তস্করাদেঃ।১০

বাহ্যান্তর্ভেদেন পরিণতমিতি চেৎ—তদেব কারণং ব্রহ্ম শরীরাদ্যাধারত্বেন তদন্তর্জীবাত্মনা আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্—ইতি চেৎ; বহিষ্ঠস্য প্রবেশোপপত্তেঃ। নহি যো যস্যান্তঃস্থঃ, স এব তৎপ্রবিষ্ট উচ্যতে। বহিষ্ঠস্যানুপ্রবেশঃ স্যাৎ, প্রবেশশব্দার্থস্যৈবং দৃষ্টত্বাৎ—যথা গৃহং কৃত্বা প্রাবিশদিতি। জলসূর্য্যকাদি-প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশঃ স্যাদিতি চেৎ; ন, অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চ। পরিচ্ছিন্নস্য মূর্ত্তস্যান্যস্যান্যত্র প্রসাদস্বভাবকে জলাদৌ সূর্য্যকাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ স্যাৎ, ন ত্বাত্মনঃ; অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতিবিম্বাধার-বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ।১১

এবং তর্হি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গত্যন্তরমুপলভামহে, "তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোঽতীন্দ্রিয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্। নচাস্মাদ্বাক্যাদ্ যত্নবতামপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। হন্ত তর্হি অনর্থকত্বাদপোহ্য-মেতদ্বাক্যম্ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি; অন্যার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে চর্চ্চা? প্রকৃতো হ্যন্যো বিবক্ষিতোঽস্য বাক্যস্যার্থোঽস্তি; স স্মর্ত্তব্যঃ—"ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্; প্রকৃতং চ তৎ। ব্রহ্মস্বরূপানুগমায় চ আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং প্রদর্শিতম্; ব্রহ্মাবগমশ্চারব্ধঃ। তত্র অন্নময়াদাত্মনোঽন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তদন্তর্ম্মনোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ; তত্র চানন্দময়ো বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমদ্বারেণ-আনন্দবিবৃদ্ধ্যবসান আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববিকল্পাস্পদো নির্ব্বিকল্পোঽ-স্যামেব গুহায়ামধিগন্তব্য ইতি তৎপ্রবেশঃ প্রকল্প্যতে॥১২

নহি অন্যত্রোপলভ্যতে ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষত্বাৎ; বিশেষসম্বন্ধো হি উপলব্ধিহেতু-র্দৃষ্টঃ—যথা রাহোশ্চন্দ্রার্কবিশেষসম্বন্ধঃ। এবম্ অন্তঃকরণ-গুহাত্মসম্বন্ধো ব্রহ্মণ উপলব্ধিহেতুঃ, সন্নিকর্ষাৎ, অবভাসাত্মকত্বাচ্চ অন্তঃকরণস্য। যথা চ আলোকবিশিষ্ট-ঘটাদ্যুপলব্ধিঃ, এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টাত্মোপলব্ধিঃ স্যাৎ; তস্মাদুপলব্ধিহেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি প্রকৃতমেব। তদ্বৃত্তিস্থানীয়ে ত্বিহ পুনঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যং সৃষ্ট্বা তদনুপ্রবিষ্টমিবান্তর্গুহায়াং বুদ্ধৌ দ্রষ্টৃ শ্রোতৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ ইত্যেবং বিশেষবদুপ-

ভ্যতে। স এব তস্য প্রবেশঃ, তস্মাদস্তি তৎকারণং ব্রহ্ম। অস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং তৎ। ১৩

তৎ কার্য্যমনুপ্রবিশ্য ; কিম্ ? সচ্চ মূর্ত্তং, ত্যচ্চ অমূর্ত্তম্ অভবৎ। মূর্ত্তামূর্ত্তে হি অব্যাকৃতে নামরূপে আত্মস্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্যে। তে আত্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি কৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিরুক্তং নাম নিষ্কৃষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল-বিশিষ্টতয়া ইদং তদিত্যুক্তম্ ; অনিরুক্তং তদ্বিপরীতম্ ; নিরুক্তানিরুক্তে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্যচ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। তথা নিলয়নং চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ং আশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ ; অনিলয়নং তদ্বি-পরীতম্ অমূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ। ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্ত্তধর্ম্মত্বেঽপি ব্যাকৃতবিষয়া-ণ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাদ্যনিরুক্তং তদেবানিলয়নঞ্চ। অতো বিশেষণানি অমূর্ত্তস্য ব্যাকৃতবিষয়াণ্যেবৈতানি। বিজ্ঞানং চেতনম্ ; অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণাদি। ১৪

সত্যঞ্চ ব্যবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ ; ন পরমার্থসত্যম্ ; একমেব হি পরমার্থ-সত্যং ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যমুচ্যতে। অনৃতং চ তদ্বিপরীতম্। কিং পুনঃ ? এতৎ সর্ব্ব-মভবৎ, সত্যং পরমার্থসত্যম্ ; কিং পুনস্তৎ ? ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি প্রকৃতত্বাৎ। ১৫

যস্মাৎ সৎ-ত্যদাদিকং মূর্ত্তামূর্ত্তধর্ম্মজাতং যৎ কিঞ্চেদং সর্ব্বমবিশিষ্টং বিকারজাতম্ একমেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ, তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ নামরূপ বিকারস্য, তস্মাৎ তদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ। ১৬

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নঃ প্রকৃতঃ ; তস্য প্রতিবচনবিষয়ে এতদুক্তম্ "আত্মাকাময়ত বহু স্যাম্" ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাদি কার্য্যং সৎত্যদাদিলক্ষণং সৃষ্ট্বা তদনু-প্রবিশ্য, পশ্যন্ শৃণ্বন্ মন্বানো বিজানন্ বহুরভবৎ ; তস্মাত্তদেবেদমাকাশাদিকারণং কার্য্যস্থং পরমে ব্যোমন্ হৃদয়গুহায়াং নিহিতং তৎপ্রত্যয়াবভাসবিশেষেণোপলভ্য-মানমস্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তৎ এতস্মিন্নর্থে ব্রাহ্মণোক্তে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পূর্ব্বেষন্নময়াদ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি. এবং সর্ব্বান্তর-তমাত্মাস্তিত্বপ্রকাশকোঽপি মন্ত্রঃ কার্য্যদ্বারেণ ভবতি ॥১।১৭॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [সেই লোক] অসৎই—অসতেরই তুল্য ; অসৎ

মিথ্যা পদার্থ যেমন কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধক হয় না, তেমনি সেই লোকও পুরুষের প্রয়োজন-সাধনে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না, যে কোন লোক যদি ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান (অস্তিত্বশূন্য) বলিয়া জানে। আর—যাহা সর্ব্ববিধ বিকার বা সর্ব্ববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ-স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মকেও যদি 'অস্তি' (সৎ) বলিয়া জানে—। ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা বলি, ব্রহ্মের ব্যবহারাতীতত্বই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকসকল ব্যবহারযোগ্য বাক্যারব্ধ বিকার বস্তুকেই 'অস্তি' বা সৎ বলিয়া জানে; তাদৃশ সংস্কারবদ্ধ লোকসমূহ সর্ব্বব্যবহারাতীত ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বুদ্ধিই পোষণ করিয়া থাকে; যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ যতক্ষণ ব্যবহারযোগ্য থাকে, ততক্ষণই 'সৎ' রূপে (বিদ্যমানরূপে) ব্যবহৃত হয়, তদ্বিপরীত অবস্থায় (ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায়) অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এই প্রকার—সেই সামান্যানুসারে ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধেও নাস্তিত্বের (অসত্ত্বের) আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত 'অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' বলা হইতেছে।১

ভাল ব্রহ্মের অস্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনে করেন। সেই ব্রহ্মাস্তিত্ব-বিজ্ঞানের ফলে সে লোক নিজেও ব্রহ্মের ন্যায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। অথবা, যে লোক ব্রহ্ম নাই বলিয়া মনে করে, সে লোক বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাপূর্ণ সমস্ত সৎপথেরই নাস্তিত্ব সাধন করে; কারণ, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাই বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়া কথিত হয়; এবং তাহার বিপরীত যে লোক 'ব্রহ্ম অস্তি' (সৎ) এইরূপ জানে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় সৎ-পথই আশ্রয় করে। সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ 'সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে।২

ইহাই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কে? না যাহা এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নাস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষণবর্জ্জিত বিধায় তাঁহার সম্বন্ধেও নাস্তিত্ব শঙ্কা যুক্তিযুক্তই

বটে। যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অনন্তর আচার্য্য-বচন লক্ষ্য করিয়া শ্রোতা বা শিষ্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি সর্ব্ববস্তুর কারণবিধায় বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্ম সমান; সুতরাং অবিদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্ম-প্রাপ্তি [প্রথম প্রশ্নে] আশঙ্কিত হইতেছে, কোন অবিদ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? 'কিংবা প্রাপ্ত হয় না?' এইটী দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন না, 'অনুপ্রশ্নাঃ' পদে বহুবচন প্রদত্ত হইয়াছে; [প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই দুইটী কথায় চারিটী প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না। বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর দুইটী প্রশ্ন। [প্রশ্নের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ সর্ব্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্বান্ লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 'আহো বিদ্বান্' ইতি। পূর্ব্বোক্ত 'উত' শব্দের 'ত' ও পরবর্ত্তী 'উ' এই দুইটী অক্ষরের যোগে 'উত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া এবং তাহা এখানকার 'আহো' পদের অগ্রে স্থাপন করিয়া 'উতাহো বিদ্বান্' এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনা করিতে হইবে। ৩

কোনও বিদ্বান্—ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া (মরিয়া) ঐ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয় কি? অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক কি ঐ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও আত্মলোক প্রাপ্ত হয় না? ইহা অপর একটী (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সম্বন্ধে কেবল দুইটী মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের ফলেই আরও দুইটী প্রশ্ন আসিয়া পড়ে; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে বহুবচন উপপন্ন হইতে পারে। অভি-প্রায় এই যে, 'অসৎ ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যদি অসৎ বলিয়া জানে' ও 'অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন—সৎ, এইরূপ যদি জানে' এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন। তাহার পর, ব্রহ্ম যখন পক্ষপাতশূন্য, তখন অবিদ্বান্ লোকও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রহ্ম যখন সকলের নিকটই সমান, তখন বোধ হয় অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও ব্রহ্মকে লাভ করে না, এইরূপ আশঙ্কানুসারে তৃতীয়; আর একটী প্রশ্ন হইল বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪

উপরে যে, তিনটী প্রশ্ন প্রদর্শিত হইল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্থ পরবর্ত্তী

গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই বলা হইতেছে। এই যে, আপত্তি করা হইয়াছিল—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যে ব্রহ্মকে যে, 'সত্য' বলা হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়, সে কথা বলিতে হইবে ইত্যাদি। তাহার এইরূপ উত্তর বলা যাইতেছে,—তাহার 'সত্ত্ব'-(অস্তিত্ব) কথন দ্বারাই সত্যত্বও কথিত হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'সৎ' বস্তুই প্রকৃত সত্য; সুতরাং ব্রহ্মের 'সত্ত্ব' নির্দ্ধারণেই সত্যতাও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থাংশের ওরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় কিসে? [উত্তর,] ঐরূপ অর্থানুগত শব্দ হইতেই উহা [বুঝা যায়]। দেখ, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি ঐরূপ অর্থ-বোধনেই তৎপর—'তাহাকেই সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন' ইত্যাদি। ৫

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে অসৎ (অসত্য) বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। কারণ? [কারণ এই যে] যাহা 'অস্তি' [সৎ], তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্তু। আর যাহা নাই—অসৎ, তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না; যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মও উপলব্ধি-গোচর হন না; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্মও নাই—অসৎ। না, তাহা নহে; যেহেতু ব্রহ্মই আকাশাদি সর্ব্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ হইতে পারে না; অতএব] ব্রহ্ম অসৎ নহে। কারণ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জন্য পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা সৎ 'অস্তি' রূপেই (সৎরূপেই) দৃষ্ট হয়; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অঙ্কুরের কারণ বীজ; অতএব আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রহ্ম 'অস্তি' বা সৎ-পদবাচ্য। জগতে অসৎ (অবিদ্যমান) হইতে উৎপন্ন কোন কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি নাম-রূপময় এই জগৎ অসৎ কারণ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাও অসৎ—অবস্তু হইত; সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত না; অথচ জগৎ সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে; অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কার্য্য জগৎ যদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে প্রতীতিকালে উহা অসৎ-সম্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অথচ সেরূপে ত কখনও প্রতীত হয় না; অতএব ব্রহ্ম সৎ। বিশেষতঃ 'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?' ইত্যাদি অপর শ্রুতি ত যুক্তি দ্বারাই অসৎ

হইতে সদুৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যে, নিশ্চয়ই সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত।৬

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ম যদি মৃত্তিকা ও বীজের ন্যায় জগতের কারণ হন, তাহা হইলে তিনি ত অচেতন হইয়া পরেন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু তিনি কাময়িতা (কামনা করেন)। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ (চেতন), সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, তিনিও যখন কামনা করেন, তখন আমাদের ন্যায় তিনিও অনাপ্তকাম, অর্থাৎ পূর্ণকাম নহেন; না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, তিনি স্বতন্ত্র। অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, ব্রহ্মের কামনারাশি সেরূপ প্রবর্ত্তক হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাঁহার আত্মভূত; সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দ্দোষ); সেই সমুদয়ের দ্বারা ব্রহ্ম কখনও পরিচালিত হন না, পরন্তু প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তনা করিয়াথাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ব কাম্য বিষয়েই ব্রহ্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রহ্মকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহার কার্য্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাকাও ইহার অপর হেতু; অর্থাৎ অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশেষ এবং পুণ্য-পাপানুসারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সাধনান্তর-সাপেক্ষ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিপ্রকার? না ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অনতিরিক্ত); 'সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। ৭

['সঃ অকাময়ত' বাক্যের] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি কমনা করিলেন। কি প্রকার? না, আমি বহু—অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটী বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ না করিলে বহু হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব—উৎপন্ন হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির ন্যায় অন্য বস্তু হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম ও রূপসমূহ অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত নাম রূপাত্মক জগৎকে অভিব্যক্ত করাই তাহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত

অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন, সে সময়ও ব্রহ্মের স্বীয় রূপ পরিত্যক্ত হয় না, এবং ঐ নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়েই ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই যে, নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্তি সাধন, ইহাই ব্রহ্মের বহুভবন অন্য প্রকার নহে। তাহা না হইলে, আকাশের ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের কখনই বহুত্ব বা অল্পত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাকার আকাশের যে, অল্পত্ব ব বহুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তুদ্বারা সম্পাদিত হয়; উহা ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই বহু হইয়া থাকেন, [স্বরূপতঃ নহে]। কেন না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্মভূত এমন কোনও ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান্ সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন কালে সন্নিহিত বা দূরবর্ত্তীভাবে অবস্থান করে। অতএব জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমাত্র ব্রহ্মদ্বারাই আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে নাম ও রূপ আত্মলাভই করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্মক উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারভাগী হইয়া থাকেন। ৮

সেই আত্মা এইরূপ কামনাসম্পন্ন হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। 'তপঃ' শব্দে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে, কেন না, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপঃ'। বিশেষতঃ তিনি নিজে আপ্তকাম (পূর্ণকাম); সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার তপস্যা করা সম্ভবও হয় না। 'তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন' অর্থ—পরমাত্মা জগৎ-রচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।৯

---

(১) তাৎপর্য্য—সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন ও তরঙ্গ কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু নহে, পরন্তু ঐ সমুদয় বিষয় সমুদ্রেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। অথচ ঐ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু। কেন না, ফেন তরঙ্গাদি অবস্থাসমুদয় যেরূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ কখনই ফেন তরঙ্গাদির সত্তার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন নামরূপাত্মক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মসত্তারই সম্পূর্ণ অধীন; এই কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নাম ও রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মলাভ করে না; এইজন্য তিনি নামরূপের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু।

তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রাণিগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূপে অনুভূয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন; অবিশেষে সমস্ত বস্তুই সৃষ্ট করিলেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্যাঁ, বলা হইতেছে নিজের সৃষ্ট সেই জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। ৯

অতঃপর, তিনি যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি নিজ রূপেই প্রবেশ করিলেন? অথবা অন্যরূপে? ইহার মধ্যে কোন পক্ষটী যুক্তিসঙ্গত? [উত্তর —] এখানে আনন্তর্য্য-বোধক (এক-কর্তৃকতা-বোধক) 'ক্ত্বা' প্রত্যয় (সৃষ্ট্বা) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টকর্ত্তা, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থ সঙ্গত হয় না।

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; কেন না, ব্রহ্ম যদি ঘটোপাদান মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ হইতেন, তাহা হইলে, কার্য্য বস্তুমাত্রই যখন কারণাত্মক (উপাদান—কারণস্বরূপ), তখন ত কারণস্বরূপ ব্রহ্মই ফলতঃ কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট কারণেরই যে, আবার উৎপত্তির পরে কার্য্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় না। কেন না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ কোথাও হয় না। যদি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ স্রষ্টাও এই আত্মারূপেই নাম রূপময় দৃশ্যমান কার্য্যপ্রপঞ্চে (বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্য শ্রুতিও আছে— যথা —'এই জীবাত্মারূপে [পঞ্চভূতের মধ্যে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইত্যাদি।

না, একথাও যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম (অখণ্ড বস্তু); মৃত্তিকা কিন্তু এক নহে—অনেকাত্মক এবং সাবয়ব; সুতরাং তাহার পক্ষে চূর্ণাদিরূপে ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়; বিশেষতঃ মৃত্তিকাচূর্ণের অপ্রবিষ্ট স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কিন্তু আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তাঁহার অপ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। অতএব তাঁহার প্রবেশ কখনও উপপন্ন হয় না। ভাল, তাহা হইলে কিপ্রকারে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবশ্যক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি সৃষ্ট করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি।

যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে মুখে হস্ত-প্রবেশের ন্যায় ব্রহ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-সঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্মশূন্য কোন স্থানই নাই। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্ম-শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাত্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব হইতে পারে। কার্য্য জীব যদি কারণেই প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত জীব নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে। যেমন ঘট যখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ 'তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন,' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি প্রবেশকারীকেও একটী স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, অর্থাৎ জীবাত্মাও যদি জগতের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র কার্য্য (উৎপন্ন) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য্য পদার্থই নাম-রূপাকারে পরিণত জগৎরূপ অপর কার্য্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহাই যদি উক্ত 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও পার না; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, একটী ঘট কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে না। অভিপ্রায় এই যে, দুইটী ঘটই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যস্বরূপ; উহাদের মধ্যে একটীর যেমন অপরটীতে প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্য্যরূপে স্বীকৃত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্ততা-বোধক শ্রুতি-বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নামরূপাত্মক জগৎ হইতে জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, এবং জীবের জগৎ-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে না। কারণ, যাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎপ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে পারে না। ১০

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহ্য ও আভ্যন্তরভাবে পরিণত' হইয়াছেন, অর্থাৎ সেই কারণস্বরূপ ব্রহ্মই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং তদন্তর্বর্ত্তী আধেয় (আশ্রিত) জীবাত্মারূপেও পরিণত হইয়াছেন। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই সেরূপ প্রবেশ সঙ্গত হইতে পারে। কেন না, যে যাহার অভ্যন্তরেই আছে, তাহাকেই আবার 'তন্মধ্যে প্রবেশ করিল' বলা যাইতে পারে না।

বাহিরে স্থিত বস্তুরই প্রবেশ হইতে পারে; কারণ, ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ-শব্দের ঐরূপ অর্থই দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল' ইত্যাদি। যদি বল, জলে যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব)। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্ত্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তদ্ভিন্ন স্বচ্ছ-স্বভাব জলাদি পদার্থ মধ্যে সূর্য্যকাদিরূপ প্রতিবিম্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্তু আত্মার সেরূপ প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না; কারণ, আত্মা অমূর্ত্তপদার্থ, এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সর্ব্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিম্বাধার অপর বস্তু না থাকায় প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রবেশ করা যুক্তিসম্মতও নহে। ১১

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাই, এরূপ স্বীকার করা ব্যতীত "তদেবানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্য কোন পথত দেখা যায় না। শ্রুতিই আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অথচ উক্ত প্রবেশবোধক বাক্য হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। ভাল, এই শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ঐ বাক্যের অর্থই অন্যপ্রকার। অস্থানে এরূপ চর্চ্চার আবশ্যক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত) অন্যপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থই এখানে স্মরণ করিতে হইবে—'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'গুহানিহিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মেরই প্রকরণ, এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানই শ্রুতির অভিপ্রেত। সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপাবগতির উদ্দেশ্যে এখানে আকাশ হইতে অন্নময়-পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মানুভূতির কথাও আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে অন্নময় আত্মারও অন্তরস্থ অন্য আত্মা প্রাণময়, তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানময়, ইত্যাদিরূপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে প্রবেশ করান হইয়াছে। সেই স্থানে 'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত কারণে আনন্দের উৎকর্ষ অনুমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই পরিবর্দ্ধমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্মা। 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই শ্রুতি-কথিত সর্ব্বপ্রকার বিকল্পের আশ্রয়ভূমি আত্মাকে নির্ব্বিকল্প বা

নির্ব্বিশেষরূপে এই গুহামধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, এই গূঢ় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের জন্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্নিবেশ কল্পনা করা হইয়াছে। ১২

হৃদয়-গুহার অন্যত্র ব্রহ্মের উপলব্ধি বা অনুভব হয় না বা হইতে পারে না; কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতই নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত), সবিশেষ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নির্ব্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সংবন্ধবশতঃ অদৃশ্য রাহুর দর্শন হয়; অতএব বিশেষণ-সংবন্ধই নির্ব্বিশেষ পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার অন্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহাই ব্রহ্মোপলব্ধির নিদান; কারণ, ব্রহ্ম তখন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়া প্রকাশ সম্পাদন করেন। যেমন আলোকসংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আলোক-সংযোগে আত্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মোপলব্ধির হেতুভূত বুদ্ধিগুহায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইহাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত (অপ্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক কথা নহে)। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি বা ব্যাখ্যাস্থানীয় এই শ্রুতিতে পুনর্ব্বার 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই কথা অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্ম এইরূপে আকাশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবেশ; [কিন্তু মানুষ যেমন গৃহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে।] অতএব নিশ্চয়ই কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ) বলিয়াই অনুভব করিতে হইবে (অসৎরূপে নহে)। ১৩

ভাল, তিনি কার্য্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি [করিলেন]? তিনি সৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ অমূর্ত্ত হইলেন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা সেই মূর্ত্তামূর্ত্তশব্দবাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই নাম-রূপাভিব্যক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থগুলি কস্মিন্‌কালে বা কোন স্থানেও আত্মার সহিত বিযুক্ত নহে; এই অভিপ্রায়েই 'আত্মা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন' বলা হইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুক্ত [হইলেন]। নিরুক্ত অর্থ—যাহাকে সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টরূপে 'ইদং তৎ' (ইহা সেই বস্তু) বলিয়া

নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা ; আর অনিরুক্ত অর্থ—নিরুক্তের বিপরীত, (যাহাকে 'ইহা সেই বস্তু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তাহা)। এই 'নিরুক্ত' ও 'অনিরুক্ত' পদ দুইটীও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের বিশেষণ। 'সৎ' ও 'ত্যৎ' পদের অর্থ যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ; 'নিলয়ন' ও 'অনিলয়ন' পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ – নীড় (পাখীর বাসা) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, তাহা মূর্ত্তপদার্থেরই ধর্ম্ম ; আর অনিলয়ন অর্থ – নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব, তাহাও অমূর্ত্ত পদার্থেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব। 'ত্যৎ' 'অনিরুক্ত' ও 'অনিলয়ন' এই তিনটী অমূর্ত্তপদার্থের ধর্ম্ম হইলেও, [বুঝিতে হইবে] ব্যাকৃতবিষয়কই অর্থাৎ নামরূপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম্ম ; কেন না, উক্ত ধর্ম্মগুলি সৃষ্টির পরবর্ত্তী ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে। 'ত্যৎ' পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যাকৃত অমূর্ত্ত-সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ– চেতন ; 'অবিজ্ঞান' অর্থ—তদ্বিপরীত অচেতন পাষাণ প্রভৃতি। ১৪

'সত্য' অর্থ - এখানে ব্যবহারিক সত্য ; কেন না, এখানে তাহারই প্রস্তাব চলিতেছে, অতএব উহা পরমার্থ সত্য নহে ; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, (তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যবহারিক সত্য)। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য ; ইহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র, যেমন মৃগতৃষ্ণার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক জলকে সত্য বলা হইয়া থাকে. (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত' অর্থ – উক্তপ্রকার সত্যের বিপরীত। আর কি ? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই সমুদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তুটী কে ? না, ব্রহ্ম ; কারণ, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে তিনিই প্রস্তুত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৫

যেহেতু সৎপদবাচ্য একমাত্র ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তধর্ম্ম 'সৎ ত্যৎ' প্রভৃতি নিখিল বিকারাত্মক বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; এবং যেহেতু নামরূপাত্মক বিকারময় বস্তুসমূহের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই ; সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকেই 'সত্য' (পরমার্থ সত্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬

'ব্রহ্ম সৎ, কি অসৎ' এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে 'আত্মা কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব' ইতি। তিনি নিজের কামনানুসারে 'সৎ ত্যৎ' স্বরূপ (মূর্ত্তামূর্ত্তম) আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার

বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির কারণীভূত ও কার্য্যপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম পরম ব্যোমপদবাচ্য হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন; এবং তদ্বিষয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন; অতএব তাঁহাকে 'অস্তি' (সৎ—সত্য) বলিয়াই জানিবে। এই ব্রাহ্মণ ভাগে যে বিষয় কথিত হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি সর্ব্বান্তরতম অর্থাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাপেক্ষাও অন্তস্থ আত্মার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও নিশ্চয়ই আছে; কার্য্যদর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১) ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসꣳহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

---

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যার জন্য আরব্ধ; সুতরাং ব্রাহ্মণে যাহা আছে, মন্ত্রেও তাহা থাকা আবশ্যক। এই জন্য ব্রাহ্মণভাগে কোন বিষয় বর্ণিত থাকিলেও যদি তদনুরূপ কোন মন্ত্র পাওয়া না যায়, তবে সেই ব্রাহ্মণানুযায়ী মন্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীর ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত; সুতরাং একতদনুযায়ী মন্ত্র থাকার কথা বলা অসুচিত হয় নাই।

সরলার্থঃ—ইদং (প্রত্যক্ষগোচরঃ জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং), অসৎ (অনভিব্যক্ত নামরূপতয়া অবিদ্যমানকল্পম্ ব্রহ্মস্বরূপম্) আসীৎ। ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ (প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাকৃতং) অজায়ত (উৎপন্নম্)। তৎ (ব্রহ্ম) স্বয়ং আত্মানং অকুরুত (আত্মানমেব সদ্রূপং কৃতবৎ); তস্মাৎ [হেতোঃ] তৎ (ব্রহ্ম) সুকৃতম্ (সুষ্ঠু কৃতম্) উচ্যতে [ঋষিভিঃ] ইতি। যৎ তৎ সুকৃতং, সঃ (তৎ সুকৃতং) বৈ (এব) রসঃ (তৃপ্তিহেতুঃ আনন্দরূপঃ)। অয়ং (জীবঃ) হি রসং এব লব্ধ্বা (প্রাপ্য) আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে (গুহারূপে হৃদয়াকাশে নিহিতঃ) এষ (আত্মা) যদি আনন্দঃ (তৃপ্তিহেতুঃ) ন স্যাৎ (নৈব ভবেৎ), [তদা] কঃ হি এব অন্যাৎ (অপানবায়ুচেষ্টাং কুর্য্যাৎ), কঃ হি এব প্রাণ্যাৎ (প্রাণচেষ্টাং বা কুর্য্যাৎ), [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। হি (যস্মাৎ এষঃ (গুহাহিত আত্মা) এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান্ সুখয়তীত্যর্থঃ)। এষঃ (জীবঃ) এব হি যদা (যস্মিন্ কালে) অদৃশ্যে (দর্শনাতীতে) অনাত্ম্যে (অশরীরে) [অতএব] অনিরুক্তে (অনির্ব্বচনীয়ে) অনিলয়নে (নিরাধারে সর্ব্বপ্রকার-বিকার-ধর্ম্মরহিতে) এতস্মিন্ (আত্মনি) অভয়ং (সংসারভয়রহিতং যথা স্যাৎ, তথা) প্রতিষ্ঠাং (আত্মভাবেন স্থিতিং) বিন্দতে (লভতে), অথ (অনন্তরং) সঃ (আত্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ অভয়ং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি (তদা ভয়হেতোরজ্ঞানস্য নিবৃত্তেঃ)। [পক্ষান্তরে] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতস্মিন্ (আত্মনি) অরং (অল্পং) উৎ (অপি) অন্তরং (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, অথ (তদ্ভেদদর্শনানন্তরং) তস্য (ভেদদর্শিনঃ) অমন্বানস্য (অবিবেকিনঃ) বিদুষঃ (আত্মভেদং বিজানতঃ) তৎ (ব্রহ্ম এব তু (পুনঃ) ভয়ং (ভয়কারণং ভবতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়েঽপি) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্ত নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই সৎ নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ অভিব্যক্ত হইল; তিনি নিজেই নিজকে এইপ্রকার করিলেন। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ করিয়াছিলেন,] সেই হেতু তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হন। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে।

হৃদয়াকাশে নিহিত এই আত্মা যদি আনন্দরূপ না হইত, তাহা হইলে কোন লোক অপান ক্রিয়া করিত? কোন লোকই বা প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাৎ তাহা হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় (সর্ব্ব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। উপনিষৎকথিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমানুবাদ-ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। অসদিতি ব্যাকৃতনামরূপ-বিশেষবিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং ব্রহ্মোচ্যতে; ন পুনরত্যন্তমেবাসৎ। ন হ্যসতঃ সজ্জন্মাস্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ব্যাকৃতং জগৎ; অগ্রে পূর্ব্বং প্রাগুৎপত্তেঃ, ব্রহ্ম এবাসচ্ছব্দবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশেষম্ অজায়ত উৎপন্নম্। কিং ততঃ প্রবিভক্তং কার্য্যমিতি—পিতুরিব পুত্রঃ? নেত্যাহ। তৎ অসচ্ছব্দবাচ্যং স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ তৎ ব্রহ্মৈব সুকৃতং স্বয়ং কর্ত্তৃ উচ্যতে। স্বয়ং কর্ত্তৃ ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে, সর্ব্বকারণত্বাৎ। যস্মাদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব্বং সর্ব্বাত্মনা, তস্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি তদেব ব্রহ্ম কারণং সুকৃতমুচ্যতে। সর্ব্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং সুকৃত-শব্দবাচ্যং প্রসিদ্ধং লোকে। যদি পুণ্যং যদি বান্যৎ, সা প্রসিদ্ধির্নিত্যে চেতন-কারণে সত্যুপপদ্যতে। তস্মাদস্তি ব্রহ্ম সুকৃতপ্রসিদ্ধেরিতি।১

ইতশ্চাস্তি। কুতঃ? রসত্বাৎ। কুতো রসত্বপ্রসিদ্ধির্ব্রহ্মণঃ? ইত্যত আহ—যদ্বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ। রসো নাম তৃপ্তিহেতুরানন্দকরো মধুরাম্লাদিঃ প্রসিদ্ধো লোকে। রসমেব হি খয়ং লব্ধা প্রাপ্য আনন্দী সুখী ভবতি। নাসত আনন্দ-হেতুত্বং দৃষ্টং লোকে। বাহ্যানন্দসাধনরহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরসলাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ, নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাম্। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দকারণং রসবদ্ ব্রহ্ম।২

ইতশ্চাস্তি; কুতঃ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ। অয়মপি হি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বায়বীয়া ঐন্দ্রিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ কার্য্যকরণৈর্নির্ব্বর্ত্ত্যমানা দৃশ্যন্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং নান্তরেণ চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্যত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে ব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যাৎ ন ভবেৎ, কো হ্যেব লোকে অন্যাদপান-চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং বা কুর্য্যাৎ; তস্মাদস্তি তদ্ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্যকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, তৎকৃত এব চ আনন্দো লোকস্য। কুতঃ? এষ হ্যেব পর আত্মা আনন্দয়াতি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্। স এবাত্মানন্দরূপোঽবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিত্যর্থঃ।৩

ভয়াভয়হেতুত্বাদ্বিদ্বদবিদুষোরস্তি তদ্ব্রহ্ম। সদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন হ্যভয়ং ভবতি; নাসদ্বস্ত্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। কথমভয়হেতুত্বমিতি? উচ্যতে—যদা হ্যেব যস্মাদেষ সাধক এতস্মিন্ ব্রহ্মণি—কিংবিশিষ্টে? অদৃশ্যে দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্বিকারস্য; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যং অবিকার ইত্যর্থঃ। এতস্মিন্নদৃশ্যে অবিকারেঽবিষয়ভূতে, অনাত্ম্যে অশরীরে; যস্মাদদৃশ্যম্, তস্মাদনাত্ম্যং, যস্মাদনাত্ম্যং, তস্মাদনিরুক্তম্; বিশেষো হি নিরুচ্যতে; বিশেষশ্চ বিকারঃ; অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ব্ববিকারহেতুত্বাৎ; তস্মাদনিরুক্তম্। যত এবং, তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনিলয়নম্ অনাধারং, তস্মিন্নেতস্মিন্নদৃশ্যে ঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণীতি বাক্যার্থঃ। অভয়মিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অভয়ামিতি বা লিঙ্গান্তরং পরিণম্যতে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্ম-ভাবং বিন্দতে লভতে। ৪

অথ তদা স তস্মিন্ নানাত্বস্য ভয়হেতোরবিদ্যাকৃতস্যাদর্শনাদভয়ং গতো ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্ঠো হ্যসৌ যদা ভবতি, তদা নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অন্যস্য হ্যন্যতো ভয়ং ভবতি, নাত্মন এবাত্মনো ভয়ং যুক্তম্; তস্মাদাত্মৈবাত্মনোঽভয়কারণম্। সর্ব্বতো হি নির্ভয়া ব্রাহ্মণা দৃশ্যন্তে সৎসু ভয়হেতুষু; তচ্চাযুক্তম্ অসতি ভয়ত্রাণে ব্রহ্মণি। তস্মাৎ তেষামভয়দর্শনাদস্তি তদভয়কারণং ব্রহ্মেতি। ৫

কদা অসৌ অভয়ং গতো ভবতি সাধকঃ? যদা নান্যৎ পশ্যতি, আত্মনি চ অন্তরং ভেদং ন কুরুতে, তদা অভয়ং গতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। যদা পুনরবিদ্যাবস্থায়াং, হি যস্মাৎ এষঃ অবিদ্যাবান্ অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং বস্তু তৈমিরিক-দ্বিতীয়-চন্দ্রবৎ পশ্যতি আত্মনি চৈতস্মিন্ ব্রহ্মণি, উত অপি,

অরং অল্পমপি, অন্তরং ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে; ভেদদর্শনমেব হি ভয়কারণম্; অল্পমপি ভেদং পশ্যতীত্যর্থঃ। অথ তস্মাৎ ভেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তস্য ভেদদর্শিনঃ, আত্মনো ভয়ং ভবতি। তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ। তদেতদাহ—তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনো বিদুষঃ - ঈশ্বরোঽন্যঃ মত্তঃ, অহমন্যঃ সংসারীত্যেবং বিদুষঃ ভেদদৃষ্টমীশ্বরাখ্যং তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তরং কুর্ব্বতঃ ভয়ং ভবতি একত্বেনামন্বানস্য। তস্মাদ্বিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোঽয়ম্ একমভিন্নমাত্মতত্ত্বং ন পশ্যতি।৬

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনাদ্ধি উচ্ছেদ্যাভিমতস্য ভয়ং ভবতি; অনুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছেদ-হেতুঃ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেদ্যে ন তদ্দর্শনকার্য্যং ভয়ং যুক্তম্। সর্ব্বং চ জগদ্ভয়বদ্ দৃশ্যতে। তস্মাৎ জগতো ভয়দর্শনাদ্ গম্যতে—নূনং তদস্তি ভয়-কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেদ্যাত্মকম্, যতো জগদ্বিভেতীতি। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ' ইতি। এখানে 'অসৎ' পদে বিশেষ বিশেষরূপে নামরূপাভিব্যক্ত বস্তুর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মকে বুঝাই-তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। 'ইদম্' পদের অর্থ—বিশেষ বিশেষ নাম-রূপাভিব্যক্ত স্থূল জগৎ। অগ্রে - সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভাল কথা, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মও কি স্বকৃত কার্য্যপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, পৃথক্ নহে; সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম নিজেই নিজকে (ব্যাকৃত) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু সেই ব্রহ্ম 'সুকৃত' স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা, যেহেতু তিনি নিজেই সর্ব্বপ্রকারে সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যরূপেও তিনি কারণ; [পুণ্যের নাম সুকৃত;] সেই কারণে তাঁহাকে সুকৃত বলা হইয়া থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্ম্মরাশিই 'সুকৃত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'সুকৃত' পদের অর্থ পুণ্যই হউক, আর তদ্ভিন্নই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব ঐরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ১

এই কারণেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কারণে? যেহেতু তিনি রস স্বরূপ। ব্রহ্মের রসরূপত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সুকৃত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্দ্ধক মধুর অম্ল প্রভৃতি পদার্থই জগতে রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই) আনন্দী (সুখী) হইয়া থাকে। জগতে অসৎ পদার্থের আনন্দপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা যায় না। যে সমুদয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম ও লৌকিক সুখ-সাধনের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্বাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, তাঁহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাঁহাদের নিকট রস স্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের আনন্দজনক ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রসবান্।২

এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণাদির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিণ্ড প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য) করিয়া থাকে, এবং অপানবায়ুর দ্বারা অপানন (মলমূত্রাদির অধোনয়ন) করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ দ্বারা দৈহিক বায়ুর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া) সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই যে, একই উদ্দেশ্যে জড়বর্গের সংহনন বা সম্মিলিত ভাবে কর্ম্ম, তাহা কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি আকাশে—অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হৃদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে কোন লোক অপান চেষ্টা করিত? কেইবা প্রাণনব্যাপার করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম আছেন, যাহার জন্য এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্য্য হইয়া থাকে; এবং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, যে হেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আনন্দিত (সুখী) করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে মাত্র।৩

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন না, জীব সদ্বস্তুর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয় রহিত) হইয়া থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভয়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিরূপে? বলা হইতেছে,—যেহেতু এই সাধক পুরুষ

যে সময় এই ব্রহ্মেতে,—ব্রহ্ম কিরূপ? না, অদৃশ্য, দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার বস্তু; কেন না, দর্শনের জন্যই বিকারের [সৃষ্টি]। যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই অদৃশ্য অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, তিনি অনাত্ম্য শরীররহিত; যেহেতু—অদৃশ্য, সেই হেতুই অনাত্ম্য; যেহেতু অনাত্ম্য, সেই হেতুই অনিরুক্ত; কারণ, গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুই নিরুক্ত হয় (শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্ত বস্তুমাত্রই বিকার; ব্রহ্ম তদ্বিপরীত অবিকার; কেননা, ব্রহ্মই সমস্ত বিকারের কারণ; এই নিমিত্তই তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন; নিলয়ন অর্থ আশ্রয়। নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার (অনাশ্রয়)। সেই এই অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জন্য পদার্থের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রহ্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা—স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব (তাদাত্ম্যবোধ) লাভ করেন। শ্রুতির 'অভয়' পদটী 'প্রতিষ্ঠা' ক্রিয়ার বিশেষণ; অথবা 'অভয়াং' এইরূপে লিঙ্গপরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ করিতে হয়। ৪।

তখন সে ব্যক্তি, সেই ব্রহ্মেতে ভয়ের কারণীভূত অবিদ্যাকৃত নানাত্বরূপ ভেদ দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন তাহার ভেদ-দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন এই সাধক স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্য কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু অনুভবও করেন না। অপর বস্তু হইতেই অপরের ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয় না। অতএব আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভয় নিবৃত্তির) কারণ। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান সত্ত্বেও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত); কিন্তু ব্রহ্ম যদি বাস্তবিকই ভয়নিবারক না হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ঐপ্রকার নির্ভয়ভাব যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের অভয়প্রাপ্তি দর্শনে অভয়কারণ ব্রহ্মসত্তা অনুমিত হয়। ৫

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্রাপ্ত হন? যখন অন্য বস্তু দর্শন না করেন, এবং আত্মাতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, এই অবিদ্বান্ পুরুষ অবিদ্যা অবস্থায় যখন, তৈমিরিক (চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্মেতে।

অতি অল্পমাত্রও অন্তরনচ্ছিদ্র, অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করে—; সাধারণতঃ ভেদদর্শনই ভয়ের কারণ; যিনি অল্পমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন; সেই ভেদদর্শী পুরুষ উক্ত ভেদদর্শনের ফলে আত্মা হইতেই ভয় পাইয়া থাকেন; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই (নিজেই) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদর্শী বিদ্বানের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং আমিও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, সেই সামান্যমাত্র ভেদবুদ্ধি করার দরুণই ভেদদৃষ্ট (ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত) সেই ঈশ্বরনামক আত্মাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন; কেন না, সে লোক ঈশ্বরকে এক অভিন্নরূপে চিন্তা করে না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে অপৃথক্) আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ব্যবহারক্ষেত্রে] বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্‌ই বটে। ৬

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেদ্য (বিনাশযোগ্য) বলিয়া মনে করে, উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, জগতে উচ্ছেদের হেতুভূত বস্তুর উচ্ছেদসাধন বা নির্ম্মূলতা সাধন অসম্ভব। কিন্তু উচ্ছেদের হেতুভূত পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে উচ্ছেদক-দর্শনজনিত উচ্ছেদভয় উচ্ছেদ্যের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগদ্ব্যাপী ভয়দর্শনে জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের কারণীভূত উচ্ছেদহেতুও আছে, যাহা স্বরূপতঃ অনুচ্ছেদ্য, এবং যাহা হইতে সমস্ত জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রুত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটী আছে॥ ১॥ ৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥ ৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্টো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ॥১॥৩৫॥

স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেব-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ ॥২॥৩৬॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবানপিষন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ ॥ ৩॥৩৭॥

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥৪॥৩৮॥

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাঁল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৫॥৩৯॥

ইতিব্রহ্মানন্দবল্ল্যামষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সন্বয়ার্থ ঃ—বাতঃ (বায়ুঃ) অস্মাৎ (ব্রহ্মণঃ) ভীষা (ভয়েন) পবতে (প্রবহতি) ; সূর্য্যঃ [অস্মাৎ] ভীষা উদেতি। অগ্নিঃ চ, ইন্দ্রঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমঃ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি (স্বস্বকর্ম্মসু সত্বরো ভবতীত্যর্থঃ)। ইতিশব্দঃ মন্ত্রসমাপ্তিসূচকঃ)।

[অস্য ব্রহ্মণঃ] আনন্দস্য এষা (বক্ষ্যমাণপ্রকারা) মীমাংসা (বিচারণা, তৎফলং নির্ণয়শ্চ) ভবতি। [তদ্‌যথা] যুবা (প্রথমবয়স্কঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। [তত্রাপি] সাধু-যুবা (সাধুশ্চ অসৌ যুবা চ, যুবাপি কশ্চিৎ অসাধুঃ ভবতি, সাধুরপি অযুবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি),—তথা অধ্যায়কঃ (অধ্যয়নশীলঃ,) আশিষ্ঠঃ (অতিশয়েন আশাস্তা, আশুকারী বা), দৃঢ়িষ্ঠঃ (অতিশয়েন দৃঢ়কায়ঃ), বলিষ্ঠঃ (অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্যাৎ]। তস্য (যথোক্তস্য যূনঃ) [যদি] বিত্তস্য (বিত্তেন ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী স্যাৎ (স যদি সম্রাট্ স্যাদিত্যাশয়ঃ)। [তস্য যঃ আনন্দঃ] সঃ মানুষঃ (মনুষ্যসম্বন্ধী) একঃ (পূর্ণঃ) আনন্দঃ [ভবতি]। যে তে (যথোক্তাঃ) মানুষাঃ (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ) শতং আনন্দাঃ—॥

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণাং (যে মনুষ্যাঃ সন্তো গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ, তেষাং) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে)দেবগন্ধর্ব্বাণাং (দেবাশ্চ তে গন্ধর্ব্বাশ্চ, তেষাং) অকামহতস্য (কামনাবিহীনস্য) শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধর্ব্বাণাং যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাং (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, স এব লোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৄণাং, অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। চিরলোক-লোকানাং পিতৄণাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) আজানজানাং (আজানঃ দেবলোকঃ, তস্মিন্ জাতাঃ আজানজাঃ, তেষাং) দেবানাং অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্ম্মদেবানাম্ দেবানাং—যে কর্ম্মণা (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রাদিনা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি) ; [তেষাম্] অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। কর্ম্মদেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) দেবানাং (ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যকানাং হবির্ভুজাং) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) ইন্দ্রস্য (দেবরাজস্য) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ একঃ আনন্দঃ। ইন্দ্রস্য যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতস্য

শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্রহ্মণঃ) অকামহতস্য শ্রোত্রিয়স্য চ এক আনন্দঃ। প্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্মণঃ অকামহতস্য চ একঃ আনন্দঃ॥ ১—৪। ৩৫ ৫৮॥

মূলানুবাদ।—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। [ইহা কি? না, মনে কর, কোন লোক যদি] বয়সে যুবা—শুধু যুবা নহে, রোগাদিহীন যুবা, শাস্ত্রবেত্তা, অথচ উত্তম শাস্ত্রোপদেষ্টা, দৃঢ়-কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ত্ত থাকে; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই] মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ একটী আনন্দ। শত গুণিত যে সেই মানুষ:আনন্দ।

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়-গণের এক আনন্দ। আবার মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের (যাহারা মনুষ্যের পর গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, তাহাও দেবগন্ধর্ব্বগণের (যাহারা দেবভাবের সহযোগে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) এক আনন্দ। সেই যে, দেবগন্ধর্ব্বগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের ও অকামহত শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী লোকবাসী পিতৃগণের শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজানজ দেবগণের অর্থাৎ যাঁহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের এক আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই

(১) অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। এই কারণে ঐ লোকবাসী পিতৃগণকে 'চিরলোক-লোকানাং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আবার কর্ম্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহা আবার যজ্ঞীয় আহুতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা-শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ। সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, একশত আনন্দ, তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয় গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়গণের নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও আবার প্রজাপতির (বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটী মাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্কামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ॥১--৪।৩৫ ৩৮।

ইতি অষ্টমানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ — ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষা অস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ সন্তঃ পবনাদিকার্য্যেম্বায়াসবহুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে; তদ্‌যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, যস্মান্নিয়মেন তেষাং প্রবর্ত্তনম্, তস্মাদস্তি ভয়কারণং তেষাং প্রশাস্তৃ ব্রহ্ম। যতস্তে ভৃত্যা ইব রাজ্ঞঃ অস্মাদ্‌ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্ত্তন্তে। তচ্চ ভয়কারণমানন্দং ব্রহ্ম। তস্যাস্য ব্রহ্মণ আনন্দস্যৈষা মীমাংসা বিচারণা ভবতি। কিমানন্দস্য মীমাংস্যমিতি? উচ্যতে—কিমানন্দো বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধজনিতো লৌকিকানন্দবৎ, অহোস্বিৎ স্বাভাবিকঃ? ইত্যেবমেষা আনন্দস্য মীমাংসা। ১

তত্র লৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃষ্টঃ। স য এষ নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্মানন্দানুগমার্থম্। অনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ত-বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোঽনুগন্তুং শক্যতে। লৌকিকোঽপ্যানন্দো ব্রহ্মানন্দস্যৈব মাত্রা; অবিদ্যয়া তিরস্ক্রিয়মাণে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্যমাণায়াং চাবিদ্যায়াং ব্রহ্মাদিভিঃ কর্ম্মবশাদ্‌যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসম্বন্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেঽনব স্থিতো লৌকিকঃ সম্পদ্যতে; স এবাবিদ্যাকামকর্ম্মাপকর্ষেণ মনুষ্যগন্ধর্ব্বাদ্যুত্তরোত্তর-

ভূমিষু অকামহতবিদ্বচ্ছ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো বিভাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ, যাবদ্ধিরণ্যগর্ভস্য ব্রহ্মণ আনন্দ ইতি। ২

নিরস্তে ত্ববিদ্যাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিদ্যয়া স্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক আনন্দোঽদ্বৈতো ভবতীত্যেতমর্থং বিভাবয়িষ্যন্নাহ—যুবা প্রথমবয়াঃ; সাধুযুবেতি সাধুশ্চাসৌ যুবা চেতি যূনো বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, অতোবিশেষণং যুবা স্যাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যায়কঃ অধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ আশাস্তৃতমঃ; দৃঢ়িষ্ঠঃ দৃঢ়তমঃ; বলিষ্ঠঃ বলবত্তমঃ; এবমাধ্যাত্মিকসাধনসম্পন্নঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী উর্ব্বী সর্ব্বা বিত্তস্য বিত্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্টার্থেন অদৃষ্টার্থেন চ কর্ম্মসাধনেন সম্পন্না পূর্ণা—রাজা পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ। তস্য চ য আনন্দঃ, স একো মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্টঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দো ভবতি। মনুষ্যাঃ সন্তঃ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষাদ্গন্ধর্ব্বত্বং প্রাপ্তাঃ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাঃ। তে হ্যন্তর্ধানাদিশক্তিসম্পন্নাঃ সূক্ষ্মকার্য্যকরণাঃ; তস্মাৎ প্রতিঘাতাল্পত্বং তেষাং দ্বন্দ্বপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ। ততোঽপ্রতিহন্যমানস্য প্রতিকারবতো মনুষ্যগন্ধর্ব্বস্য স্যাচ্চিত্তপ্রসাদঃ। তৎপ্রসাদবিশেষাৎ সুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ। এবং পূর্ব্বস্যাঃ পূর্ব্বস্যাঃ ভূমেরুত্তরস্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ প্রসাদবিশেষতঃ শতগুণে-নানন্দোৎকর্ষ উপপদ্যতে। ৩

প্রথমং তু অকামহতাগ্রহণং মনুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতস্য শ্রোত্রিয়স্য মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মনুষ্যগন্ধর্ব্বেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহ্যেতে। তে হ্যবিশিষ্টে সর্ব্বত্র। অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ সুখোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে; অতঃ অকামহতগ্রহণং, তদ্বিশেষতঃ শতগুণ-সুখোৎকর্ষোপলব্ধেঃ অকামহতত্বস্য পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ৪

দেবগন্ধর্ব্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি পিতৃণাং বিশেষণম্। চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৃণাং, তে চিরলোকলোকা ইতি। আজান ইতি দেবলোকঃ, তস্মিন্নাজানে জাতা আজানজা দেবাঃ, স্মার্ত্তকর্ম্ম-বিশেষতো দেবস্থানেষু জাতাঃ। কর্ম্মদেবাঃ—যে বৈদিকেন কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিযন্তি। দেবা ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধবির্ভুজঃ। ইন্দ্রস্তেষাং স্বামী; তস্য চাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ। প্রজাপতিঃ বিরাট্ ত্রৈলোক্য-শরীরো ব্রহ্মা সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী। ৫

যত্রৈতে আনন্দভেদা একতাং গচ্ছন্তি, ধর্ম্মশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ং যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈষ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়েণ অবৃজিনেন অকামহতেন চ সর্ব্বতঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। তস্মাদেতানি ত্রীণি সাধনানীত্যবগম্যতে। তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু উৎকৃষ্যতে, ইতি প্রকৃষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্য। অকামহতত্ব-প্রকর্ষ-তশ্চোপলভ্যমানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, যস্য পরমানন্দস্য মাত্রা একদেশঃ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। স এষ আনন্দঃ, যস্য মাত্রা সমুদ্রাম্ভস ইব বিপ্রুষঃ প্রবিভক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ, —স এষ পরমানন্দঃ স্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ; আনন্দানন্দিনোশ্চাবিভাগোঽত্র॥ ১—৪॥ ৩১—৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—বায়ু ইঁহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু [স্ব স্ব কার্য্যে] ধাবিত হইতেছেন। [এখানে বাত ও সূর্য্যাদির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, এইজন্য মৃত্যুকে 'পঞ্চম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও প্রভুশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণাদি কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাঁহাদের ভয়ের কারণীভূত শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহারাও (বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও) যে ব্রহ্মের ভয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই যে ভয়-কারণ ব্রহ্ম, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দের এইরূপ মীমাংসা অর্থাৎ বিচার হইয়া থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে বিচার বা মীমাংসার বিষয় কি আছে? হাঁ, বলা হইতেছে—এই ব্রহ্মানন্দ কি ব্যবহারিক আনন্দের ন্যায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত? অথবা স্বাভাবিক? এই প্রকার বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে 'মীমাংসা' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে (১)। ১

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা বিষয়-বিষয়ি-ভাব সম্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্মা বা বুদ্ধি হয় বিষয়ী, আর বাহ্য বা আন্তর কোন প্রিয় বস্তু হয় বিষয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ীর সহিত যখন ঐ বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়া

বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সামগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই আনন্দই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে যাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বস্তুতই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বারা বিষয়-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নির্ব্বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা যাইতে পারা যায়; কেন না, লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আবৃত হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাক্তন কর্ম্মবাসনাবশে এবং আনন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা অনিত্য রূপে পরিচিত হয় মাত্র। অবিদ্যা ও কাম কর্ম্ম প্রভৃতি দোষের হ্রাস ঘটিলে পর, সেই ব্রহ্মানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি ক্রমোৎকৃষ্ট জীবগণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্কাম) বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্যক্তির তারতম্য-সীমা হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। ২

অবিদ্যাকৃত বিষয়-বিষয়িভাবাপন্ন সম্বন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, বিদ্যা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতম্যরহিত) এক অদ্বিতীয় স্বাভাবিক আনন্দ আবির্ভূত হইয়া থাকে,—এই বিষয়টী বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

যে লোক যুবা—প্রথম বয়স্থ, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব হইতে পারে; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন—শুধু যুবা নহে—সাধু যুবা অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন যুবা, অথচ অধ্যায়ক—বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও আশিষ্ঠ অর্থাৎ শাসন সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার যদি উপভোগ-সাধন ধনসম্পদে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম-সাধনে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি ঐরূপ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসাধন ও কর্ম্মসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি—রাজা হয়।

থাকে। যতক্ষণ প্রিয় বস্তুটী আত্মার বিষয় না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না; কাজেই আমাদের আনন্দ বিষয়-বিষয়িভাব-সম্বন্ধসম্ভূত। ব্রহ্মানন্দও যদি সেইরূপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, অনিত্য বস্তুমাত্রই পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহা কখনও বিবেকিজনের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন্দ, অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [বলিয়া গৃহীত হইতে পারে]। মনুষ্যসম্পর্কিত সেই যে আনন্দের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ মানুষের পূর্ব আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের।

যাহারা মনুষ্য হইয়াও কর্ম্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। তাঁহারা অন্তর্ধান (অদৃশ্য হওয়া) প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের বাধাবিঘ্ন খুবই কম ; অধিকন্তু শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাহাদের যথেষ্ট। সেই কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় সেই মনুষ্যগন্ধর্ব্বগণের চিত্তপ্রসন্নতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। চিত্তপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহাদের বিশেষভাবে সুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ চিত্তপ্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা (মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি অবস্থা) অপেক্ষা পরবর্ত্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আনন্দের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে। ৩

প্রথমে যে, 'অকামহতত্ব' বলা হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা শ্রোত্রিয় (১), তাহারা স্বভাবতই মনুষ্য-ভোগে কামনারহিত ; সুতরাং তাহাদের আনন্দ স্বতই অত্যন্ত অধিক—সর্ব্ব পৃথিবীশ্বর সার্ব্বভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম নহে। এখন তাহাদের আনন্দকে যদি সার্ব্বভৌমের আনন্দের সহিত সমান করা হয়, তাহা হইলে বড়ই অসঙ্গত করা হয় ; এই কারণে প্রথমে 'অকামহত' শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। বিশেষতঃ 'সাধু যুবা' ও 'অধ্যায়ক' শব্দ দ্বারা তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্ব্বত্র ঐ দুইটী ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। [সকাম পুরুষের পক্ষে] ভোগ্য বিষয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে সুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে, [কিন্তু কামনারহিত পুরুষের পক্ষে সুখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না ;] এই জন্যই শ্রোত্রিয়কে

---

(১) শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা।
ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটী কল্পসূত্রের সহিত কিংবা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যজনাদি ষট্কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত।

'অকামহত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য অকামহতত্ব যে, পরমানন্দ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিধানার্থ এখানে 'অকামহত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যের অপরাপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪

যাহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাহারা দেবগন্ধর্ব্ব। 'চিরলোক-লোকানাং' (চিরস্থায়ী লোকবাসী) কথাটী পিতৃগণের বিশেষণ। যে পিতৃগণের বসতিস্থান চিরকালস্থায়ী (অল্পকালস্থায়ী নহে), তাহারা চিরলোক-লোক। 'আজান' অর্থ দেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজানজ, যাহারা স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মফলে দেবস্থানে (স্বর্গে) জন্মিয়াছেন। যাহারা উপাসনারহিত কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা 'কর্ম্মদেব' নামে অভিহিত। 'দেব' শব্দে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী (যজ্ঞভাগ-ভোজী) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাঁহাদের অধিপতি; বৃহস্পতি তাঁহার আচার্য্য। প্রজাপতি অর্থ সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী ব্রহ্মা তিনি সমস্ত সংসারমণ্ডলব্যাপী ও ত্রিলোক-শরীরধারী। ৫

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্ম্ম, আনন্দবিষয়ক জ্ঞান ও অকামহতত্ব গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা। নিষ্পাপ, অকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই তিনটী উক্ত আনন্দ-সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব ধর্ম্ম-সমনিয়ত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হইলেই তাহাকে অবৃজিন হইতে হয়; সুতরাং এই দুইটী ধর্ম্ম সহচর; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্ম্মটী উৎকর্ষসাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায়ত্রয়ের মধ্যে অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্ত্তৃক উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত যে হিরণ্যগর্ভের আনন্দ, তাহাও আবার 'অন্যান্য ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্রা (অংশমাত্র) উপভোগ করে'

---

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে—কর্ম্মদেব, আজানদেব ও দেব। এইজন্য কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক্ পরিচয় দিয়া শেষে দেবশব্দে স্বাভাবিক দেবতার গ্রহণ করা হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের নাম—বসুগণ আট; রুদ্র এগার; আদিত্য দ্বাদশ; ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

এই শ্রুতিবাক্যানুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ [বলিয়া গণ্য] হয়, সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুসম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমানন্দ। কারণ, সেখানে আর দ্বৈতসম্বন্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ বিবক্ষিত হইয়াছে। ১—৪॥৭৫—৩৮।

সরলার্থঃ। অথেদানীং মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে 'যশ্চায়ম্' ইত্যাদিনা। [যঃ খলু আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চং সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ ;] সঃ যঃ (প্রসিদ্ধঃ) চ (অপি) অয়ং (স্বয়ং প্রকাশমানঃ) পুরুষে (পঞ্চকোষাত্মকে) [ব্রহ্মপুচ্ছত্বেন উক্তঃ], যঃ (বিদুষাম্ অপরোক্ষঃ) চ (অপি) অসৌ (অস্মদ্বিধানাং পরোক্ষঃ আদিত্যে (আদিত্যমণ্ডলে)। সঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ) একঃ (পুরুষে আদিত্যে চ বর্ত্তমানোঽপি বাস্তবভেদরহিতঃ) ; সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লোকঃ) এবংবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্ত্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিব্যাঃ) প্রেত্য (আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূন্যঃ সন্) এতং অন্নময়ম্ অন্নবিকারাত্মকং) আত্মানং (আত্মত্বেনোপকল্পিতং) উপসংক্রামতি (সর্ব্বং স্থূলভূতং অন্নময়ং আত্মানং পশ্যতি) তথা মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি তথা এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানং উপসংক্রামতি। [অথ সর্ব্বাত্মত্ব জ্ঞানেনানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ]॥ ৫। ৩৯।

মূলানুবাদ। [যিনি আকাশাদি বস্তুনিচয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমণ্ডলে প্রকাশময়রূপে বিদ্যমান আছেন ; সেই উভয়ই এক—অভিন্নস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ অভেদজ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লইতে পারেন,—মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাষরহিত থাকে, তেমনি নিস্পৃহ হইতে পারেন ; তিনি তাহার ফলে এই (পূর্ব্বোক্ত] অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অন্নময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত বস্তুই দর্শন করেন না। এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ করেন, এই বিজ্ঞানময়

আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে, তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশ-ক্রমে অভয় ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫ । ৩৯ ॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতন্মীমাংসাফলমুপসংহ্রিয়তে—স যশ্চায়ং পুরুষ ইতি। যঃ গুহায়াং নিহিতঃ পরমে ব্যোম্নি আকাশাদি কার্য্যং সৃষ্ট্বা অন্নময়ান্তং, তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স য ইতি নিশ্চীয়তে। কোঽসৌ? অয়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নির্দ্দিষ্টঃ, যস্যৈকদেশং ব্রহ্মাদীনি ভূতানি সুখার্হাণ্যুপজীবন্তি, স যশ্চাসাবাদিত্যে ইতি নির্দ্দিশ্যতে। স একঃ। ভিন্নপ্রদেশস্থ-ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ। ১

নন্বু তন্নির্দ্দেশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইত্যবিশেষতোঽধ্যাত্মং ন যুক্তো নির্দ্দেশঃ; যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্নিতি তু যুক্তঃ; প্রসিদ্ধত্বাৎ। ন; পরাধিকারাৎ। পরো হ্যাত্মাত্রাধিকৃতঃ "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" "সৈষানন্দস্য মীমাংসা" ইতি। ন হ্যকস্মাদ-প্রকৃতো যুক্তো নির্দ্দেষ্টুম্; পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ পর এব নির্দ্দিশ্যতে স এক ইতি ২

নন্বানন্দস্য মীমাংসা প্রকৃতা, তস্যা অপি ফলমুপসংহর্ত্তব্যম্। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি। নন্বু তদনুরূপ এবায়ং নির্দ্দেশঃ—"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ" ইতি ভিন্নাধিকরণস্থ বিশেষোপমর্দ্দেন। নন্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্। ন অনর্থকম্; উৎকর্ষাপ-কর্ষাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতস্য হি যো মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণস্য পর উৎকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স চেৎ পুরুষগতবিশেষোপমর্দ্দেন পরমানন্দমপেক্ষ্য সমো ভবতি, ন কশ্চিদুৎকর্ষোঽপ-কর্ষো বা তাং গতিং গতস্যেত্যভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে ইত্যুপপন্নম্। ৩

অস্তি নাস্তীত্যনুপ্রশ্নো ব্যাখ্যাতঃ। কার্য্যরসলাভ-প্রাণনাভয়প্রতিষ্ঠাভয়-দর্শনোপপত্তিভ্যোঽস্ত্যেব তদাকাশাদিকারণং ব্রহ্ম ইত্যপাকৃতঃ অনুপ্রশ্ন একঃ; দ্বাবন্যাবনুপ্রশ্নৌ বিদ্বদবিদুষোঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিবিষয়ৌ। তত্র বিদ্বান্ সমশ্নুতে ন সমশ্নুত ইত্যনুপ্রশ্নোঽন্ত্যঃ; তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোঽনুপ্রশ্নঃ অন্ত্যাপ-করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যত্যতে। ৮

স যঃ কশ্চিৎ এবং যথোক্তং ব্রহ্ম উৎসৃজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমদ্বৈতং সত্যং জ্ঞানমনন্তমস্মীত্যেবং বেত্তীতি এবংবিৎ; এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাৎ।

স কিম্? অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য - দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়সমুদয়ো হি অয়ং লোকঃ, তস্মাদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষো ভূত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি—বিষয়জাতং অন্নময়াৎ পিণ্ডাত্মনো ব্যতিরিক্তং ন পশ্যতি, সর্ব্বং স্থূলভূতমন্নময়মাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। ততঃ অভ্যন্তরমেতং প্রাণময়ং সর্ব্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম্। অথৈতং মনোময়ং বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। অথাদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। ৫

তত্রৈতচ্চিন্ত্যম্—কোঽয়মেবংবিৎ, কথং বা সংক্রামতি; কিং পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ সংক্রমণকর্ত্তা প্রবিভক্তঃ, উত স এবেতি। কিং ততঃ? যদ্যন্যঃ, স্যাৎ শ্রুতিবিরোধঃ—'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি।' 'ন স বেদ' 'একমেবাদ্বিতীয়ং 'তত্ত্বমসি' ইতি। অথ স এব আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি; কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। পরস্যৈব চ সংসারিত্বং পরাভাবো বা। যদ্যুভয়থা প্রাপ্তো দোষো ন পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা। অথ অন্যতরস্মিন্ পক্ষে দোষাপ্রাপ্তিঃ, তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে, স এব শাস্ত্রার্থ ইতি ব্যর্থৈব চিন্তা; ন, তন্নির্দ্ধারণার্থত্বাৎ। সত্যং প্রাপ্তো দোষো ন শক্যঃ পরিহর্ত্তুমন্যতরস্মিন্ তৃতীয়ে বা পক্ষে অদুষ্টে অবধৃতে ব্যর্থা চিন্তা স্যাৎ; নতু সোঽবধৃতঃ, ইতি তদবধারণার্থত্বাদর্থবত্যেবৈষা চিন্তা। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শাস্ত্রার্থাবধারণার্থত্বাৎ। চিন্তয়সি চ ত্বং নতু নির্ণেষ্যসি। কিং ন নির্ণেতব্যমিতিবেদবচনং? ন; কথং তর্হি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী ত্বং, বেদার্থপরত্বাৎ; বহবো হি নানাত্মবাদিনো বেদবাহ্যাঃ ত্বৎপতিপক্ষাঃ; অতো মমাশঙ্কা ন নির্ণেষ্যসীতি। এতদেব মে স্বস্ত্যয়নং—যন্মামেকযোগিনমনেকযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাথ। অতো জেষ্যামি সর্ব্বান্ আরভে চ চিন্তাম্। ৬

স এব তু স্যাৎ, তদ্ভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদ্বিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি অত্র বিবক্ষিতঃ -'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং' ইতি। নহি অন্যস্য অন্যভাবাপত্তিরুপপদ্যতে। নন্থ তস্যাপি তদ্ভাবাপত্তিরনুপপন্নৈব। ন, অবিদ্যাকৃতানাত্মাপোহার্থত্বাৎ। যা হি ব্রহ্মবিদ্যয়া স্বাত্মপ্রাপ্তিরুপদিশ্যতে, সা অবিদ্যাকৃতস্য অন্নাদিবিশেষাত্মনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্য অনাত্মনঃ অপোহার্থা। কথমেবমর্থতা অবগম্যতে? বিদ্যামাত্রোপদেশাৎ। বিদ্যায়াশ্চ দৃষ্টং কার্য্যং অবিদ্যানিবৃত্তিঃ; তচ্চেহ বিদ্যামাত্রমাত্মপ্রাপ্তৌ সাধনমুপদিশ্যতে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদিতি চেৎ, তদাত্মত্বে বিদ্যামাত্রসাধনোপদেশোঽহেতুঃ। কস্মাৎ? দেশান্তরপ্রাপ্তৌ মার্গবিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গন্তেতি চেৎ, ন; বৈধর্ম্ম্যাৎ। তত্র হি

গ্রামবিষয়ং নোপদিশ্যতে, তৎপ্রাপ্তিমার্গবিষয়মেবোপদিশ্যতে বিজ্ঞানং; ন তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ং বিজ্ঞানমুপদিশ্যতে।৭

উক্তকর্ম্মাদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং পরপ্রাপ্তৌ সাধনমিতি চেৎ, ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্যেত্যাদিনা প্রত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি কার্য্যস্থ তদাত্মত্বং দর্শয়তি অভয়-প্রতিষ্ঠোপপত্তেশ্চ। যদি বিদ্বাবান্ স্বাত্মনোঽন্যং ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ। অন্যস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বে বিদ্যয়া অবস্তুত্বদর্শনোপপত্তিঃ; তদ্ধি দ্বিতীয়স্য চন্দ্রস্য অসত্ত্বম্, যদতৈমিরিকেণ চক্ষুষ্মতা ন গৃহ্যতে; নৈবং ন গৃহ্যতে ইতি চেৎ, ন; সুষুপ্তসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ।৮

সুষুপ্তেঽগ্রহণমন্যাসক্তবদিতি চেৎ, ন; সর্ব্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্যস্য গ্রহণাৎ সত্ত্বমেবেতি চেৎ, ন; অবিদ্যাকৃতত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ; যদন্যগ্রহণং জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ, তদবিদ্যাকৃতম্, বিদ্যাভাবে অভাবাৎ। সুষুপ্তে অগ্রহণমপি অবিদ্যাকৃতমিতি চেৎ, ন; স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্য হি তত্ত্বমবিক্রিয়া, পরানপেক্ষত্বাৎ; বিক্রিয়া ন তত্ত্বম্, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তুনস্তত্ত্বং; সতো বিশেষঃ কারকাপেক্ষঃ, বিশেষশ্চ বিক্রিয়া; জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ বিশেষঃ। যদ্ধি যস্য নান্যাপেক্ষং স্বরূপং তৎ তস্য তত্ত্বম্; যদন্যাপেক্ষং, ন তৎ তত্ত্বম্; অন্যাভাবে অভাবাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবৎ ন সুষুপ্তে বিশেষঃ। যেষাং পুনরীশ্বরোঽন্য আত্মনঃ, কার্য্যঞ্চ অন্যৎ, তেষাং ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়স্য অন্যনিমিত্তত্বাৎ; সতশ্চ অন্যস্য আত্মহানানুপপত্তিঃ।৯

নচ অসত আত্মলাভঃ। সাপেক্ষস্য অন্যস্য ভয়হেতুত্বমিতি চেৎ, ন; তস্যাপি তুল্যত্বাৎ। যদ্ধর্ম্মাদ্যনুসহায়ীভূতং নিত্যমনিত্যং বা নিমিত্তমপেক্ষ্য অন্যস্য কারণং স্যাৎ, তস্যাপি তথাভূতস্য আত্মহানাভাবাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতোরিতরেতরাপত্তৌ সর্ব্বত্র অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিত্তস্য সংসারস্য অবিদ্যাকল্পিতত্বাদদোষঃ। তৈমিরিকদৃষ্টস্য হি দ্বিতীয়চন্দ্রস্য ন আত্মলাভো নাশো বা অস্তি। বিদ্যাবিদ্যয়োঃ তদ্ধর্ম্মত্বমিতি চেৎ, ন; প্রত্যক্ষত্বাৎ। বিবেকাবিবেকৌ রূপাদিবৎ প্রত্যক্ষাবুপলভ্যেতে অন্তঃকরণস্থৌ। নহি রূপস্য প্রতক্ষস্য সতো দ্রষ্টৃধর্ম্মত্বং।১০

অবিদ্যা চ স্বানুভবেন রূপ্যতে—মূঢ়োঽহং অবিবিক্তং মম বিজ্ঞানম্ ইতি। তথা বিদ্যাবিবেকোঽনুভূয়তে। উপদিশন্তি চ অন্যেভ্য আত্মনো বিদ্যাং বুধাঃ। তথা চ অন্যে অবধারয়ন্তি। তস্মান্নামরূপপক্ষস্যৈব বিদ্যাবিদ্যে নামরূপেচ; ন

আত্মধর্ম্মৌ; 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তে চ পুনর্নামরূপে সবিতর্য্যহোরাত্রে ইব কল্পিতে; ন পরমার্থতো বিদ্যমানে। অভেদে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি' ইতি কর্ম্মকর্তৃত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন; বিজ্ঞান-মাত্রত্বাৎ সংক্রমণস্য। ন জলূকাদিবৎ সংক্রমণমিহোপদিশ্যতে; কিং তর্হি? বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রুতেরর্থঃ।১১

নন্বু মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রূয়তে—উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ; ন, অন্নময়ে অদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহ্যাদস্মাৎ লোকাৎ জলূকাবৎ সংক্রামণং দৃশ্যতে, অন্যথা বা। মনোময়স্য বহির্নির্গতস্য বিজ্ঞানময়স্য বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙ্ক্রমণমিতি চেৎ, ন; স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। অন্যোহন্নময়মুপসঙ্ক্রামতীতি প্রকৃত্য মনোময়ো বিজ্ঞানময়ো বা স্বাত্মানমে-বোপসঙ্ক্রামতীতি বিরোধঃ স্যাৎ। তথা ন আনন্দময়স্যাত্মসঙ্ক্রমণমুপ-পদ্যতে। তস্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙ্ক্রমণং, নাপি অন্নময়াদীনামন্যতমকর্তৃকং, পারিশেষ্যাদন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তাত্মব্যতিরিক্তকর্তৃকং জ্ঞানমাত্রঞ্চ সঙ্ক্রমণমুপ-পদ্যতে। জ্ঞানমাত্রত্বে চানন্দময়ান্তঃস্থস্যৈব সর্ব্বান্তরস্য আকাশাদ্যন্নময়ান্তং কার্য্যং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিষ্টস্য হৃদয়গুহাভিসম্বন্ধাৎ অন্নময়াদিষনাত্মসু আত্মবিভ্রমঃ সঙ্-ক্রমণাত্মকবিবেকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বিনশ্যতি। তদেতস্মিন্নবিদ্যাবিভ্রমনাশে সঙ্ক্রমণ-শব্দউপচর্য্যতে; ন হ্যন্যথা সর্ব্বগতস্যাত্মনঃ সঙ্ক্রমণমুপপদ্যতে। বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ। ন চ স্বাত্মন এব সংক্রমণম্; ন হি জলূকা আত্মানমেব সংক্রামতি। তস্মাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থমেব বহুভবন-সর্গপ্রবেশ-রস-লাভাভয়সংক্রমণাদি পরিকল্প্যতে ব্রহ্মণি সর্ব্বব্যবহারবিষয়ে; ন তু পরমার্থতো নির্ব্বিকল্পে ব্রহ্মণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্যতে। তমেতৎ নির্ব্বিকল্পমাত্মানমেবং ক্রমেণোপসংক্রম্য বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইত্যে-তস্মিন্নর্থেহপি এষ শ্লোকো ভবতি। সর্ব্বস্যৈবাস্য প্রকরণস্যানন্দবল্ল্যর্থস্য সঙ্ক্ষেপতঃ প্রকাশনায়ৈষ মন্ত্রো ভবতি॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যাম্ অষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—এখন উক্ত মীমাংসাফলের উপসংহার করা হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উপসংহারচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।—'সঃ যঃ চায়ং পুরুষে' ইত্যাদি।

পরম ব্যোমরূপ হৃদয়গুহায় অবস্থিত যিনি, আকাশ হইতে অন্নময় কোষ

পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যরাশি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 'সঃ যঃ' কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে।

ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে) 'অয়ং'—প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিনি আদিত্যমধ্যে 'অসৌ'—পরোক্ষ বা ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, এবং সুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকেন। [বুঝিতে হইবে,] তিনি এক,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ এক, তেমনি এই দেহে ও আদিত্যে অবস্থিত সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক—অভিন্ন বস্তু। ১

ভাল কথা, যদি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, 'সঃ যশ্চায়ং পুরুষে' এইরূপ সাধারণভাবে দেহসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; বরং বিশেষভাবে 'যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্' বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। (১) না, এখানে সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পর্কিত কথা; পূর্ব্বোক্ত 'অদৃশ্যে অনাত্ম্যে' ও 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি বাক্যস্থ পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত—শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্মাই এখানে উভয়স্থলে এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্য নহে)। ২

---

(১) তাৎপর্য্য—আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত আত্মা, আর এই স্থূলদেহমধ্যগত আত্মা, এতদুভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করাই যদি এই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এখানে বলা উচিত ছিল—"স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ দক্ষিণে অক্ষণ্ (অক্ষিণি)" ইতি। তাহা হইলেই অন্য শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। কেননা, অন্য শ্রুতিতে এইরূপই আছে—'য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ্ পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাধারণভাবে দেহাধিষ্ঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক বলায় শ্রুতিপ্রসিদ্ধির বিরোধ হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, বিরোধ ঘটে নাই; কারণ, সেখানে ঐরূপ ঐক্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা মাত্র বিহিত হইয়াছে। অন্য স্থানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে ঐ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ঐক্যমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাল কথা, এখানেত আনন্দের মীমাংসা প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; অতএব তাহারও ফলোপসংহার করা উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমানন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হাঁ, এখানেও 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে' এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সম্বন্ধসত্ত্বেও যে, তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাল, উপাধি-সম্বন্ধ দ্বারাও পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, তবে বিশেষভাবে আদিত্যের উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয় (সাধারণভাবে বলিলেই হইত)। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক নহে; উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য। মূর্ত্তামূর্ত্তময় দ্বৈতপ্রপঞ্চের মধ্যে আদিত্যের উৎকর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও যদি পরমানন্দ লাভ বিষয়ে দেহাদিগত উৎকর্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকিতে পারে না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হন এ কথাও উপপন্ন হইতেছে। ৩

[এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] 'অস্তি নাস্তি' বিষয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল। জীব-জগতে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে আনন্দ প্রাপ্তি, প্রাণনাদি ব্যাপার, অভয়প্রতিষ্ঠা ও ভয়দর্শন প্রভৃতি কার্য্য, তদ্দর্শনে ও তন্মূলক যুক্তিদৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই একটী প্রশ্নেরও (নাস্তিত্ব শঙ্কার ও) উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন, বা করেন না, এটী হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের অপনয়নার্থ বলা হইতেছে—এই অন্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্রশ্নটীরও উত্তর হইয়া যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস করা আবশ্যক হইতেছে না। ৪৹

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'আমি হইতেছি—যথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ্' পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শব্দে সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়া থাকে। [ব্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; সুতরাং ব্রহ্মই 'এবং' পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ্ পুরুষ ইহলোক হইতে

প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টার্থক— ঐহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্যমান বিষয়রাশিকে অন্নময় দেহ পিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়া দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় আত্মারূপে দর্শন করেন। তাহার পর আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অন্নময় আত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রাণময় আত্মাকে তদভিন্নরূপে নিরীক্ষণ করেন; তাহার পর ক্রমে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন; সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য, অনাত্ম্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তাঁহার সংসার-ভয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়া যায়। ৫

এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই 'এবংবিদ্' পুরুষটী কে? কিরূপেই বা তিনি সংক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কর্ত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্— অন্য কেহ? না, সেই পরমাত্মাই?—ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী যদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'যিনি মনে করেন, আমি অন্য এবং আমার উপাস্যও অন্য, তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মকে জানেন না,' 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' একত্ব-বোধক এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়। আর তিনি যদি নিজেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও কর্ম্ম-কর্তৃভাব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্পিত হইতে পারে। এই প্রকারে উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে একটী পক্ষ গ্রহণ করিলে কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষটী মাত্র গ্রহণ করিলে ত কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দ্দোষ পক্ষই শাস্ত্রার্থরূপে নির্দ্ধারিত হউক; বৃথা বিচারে আবশ্যক কি?—না, বিচার নিরর্থক নহে; সেই অদুষ্ট পক্ষ নির্দ্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বটে, অন্যতর পক্ষ কিংবা নির্দ্দোষ তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্ভাবিত দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চর্চ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন কোন একটী পক্ষই নির্দ্দোষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই, তখন তন্নির্দ্ধারণার্থই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন ঐরূপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ; কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারিতেছ না। ভাল, নির্ণয় করা যায় না, এরূপ কোন বেদবাক্য আছে কি? না, সে প্রকার কথা নহে; তবে কি প্রকার কথা? না, বহুবিধ বাধা থাকায়ই [নির্ণয় করা যায় না, বলিতেছি] কেননা, তুমি একত্ববাদী (অদ্বৈতবাদী); কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ [কল্পনা করিয়া থাক]; কিন্তু নানাত্ববাদী বেদবাহ্য (বেদার্থবিমুখ) বহুলোক তোমার প্রতিপক্ষ রহিয়াছে; এইজন্যই আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ যে, তুমি আমাকে একত্ববাদী বলিয়া অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ। এই কারণই আমি তোমাকে পরাজয় করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৬

[প্রথমোক্ত তিনটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বলা হইয়াছিল 'উত স এব' অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন —] তিনিই অর্থাৎ পরমাত্মা নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন; কেননা, এখানে পরমাত্মভাব প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত। এখানে 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' শ্রুতিতে পরমাত্মবিজ্ঞানে পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিই শ্রুতির অভিপ্রেত। কারণ, অন্য পদার্থ কখনই অন্য পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। ভাল, অভেদপক্ষেও তাহারই তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব কখনই হইতে পারে না; না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যে, স্বস্বরূপপ্রাপ্তির উপদেশ করা হইয়া থাকে; অবিদ্যাবশতঃ আত্মারূপে আরোপিত যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন করাই সেই সকল শ্রুতি উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে)। ভাল কথা, ঐ শ্রুতির যে এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু ঐ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আছে। বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে—অবিদ্যানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল বিদ্যারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। এ উপদেশ ত গন্তব্য স্থানের মার্গবিজ্ঞাপনোদেশের ন্যায় হইতে পারে; সুতরাং সাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায়—দেশান্তরে যাইতে হইলে লোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে; কিন্তু সেই গন্তব্যস্থানইত আর গমনের কর্ত্তা হয় না; কর্ত্তা হয় অপর লোক। না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়—উপদেশকর্ত্তা গন্তব্য গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ

করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয় সম্বন্ধে; এখানে ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের বিজ্ঞান ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটী ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭

আর কর্ম্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে উপদেশ করা হইতেছে, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, (কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই উক্ত আশঙ্কা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১); এবং 'তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' এই শ্রুতিও জাগতিক পদার্থমাত্রকেই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত) বলিয়া বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ অভয়-প্রতিষ্ঠাও [অভেদপক্ষেই] উপপন্ন হয়,— যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন না করেন, তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন; কারণ, তদবস্থায় ভয়ের কারণীভূত অন্য কোনও দ্বিতীয় পদার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি যদি অবিদ্যাকৃত (অসত্য) হয়, তবেই বিদ্যাদ্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। [আর সেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি; যেমন ভ্রান্তিকৃত] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকের দেখিতে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোষে একটী বস্তুকেও দুইটী বলিয়া মনে করে,– একটি চন্দ্রকেও দুইটি দেখে। অবশ্য, তাহার দৃষ্ট সেই দ্বিতীয় চন্দ্রটী যে ভ্রান্তিকৃত অসত্য, তাহা জানা যায় কিরূপে? না, যেহেতু ঐরূপ রোগবিহীন চক্ষুষ্মান্ লোকেরা ঐ দ্বিতীয় চন্দ্র দেখিতে পায় না; সত্য হইলে অবশ্যই তাহারাও দেখিতে পাইত; এইরূপ অজ্ঞজনের ভয়োৎপাদক দ্বৈত-প্রপঞ্চও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানীগণ উহার সত্যতা

---

(১) পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সত্য, কিন্তু কর্ম্মসাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারা অগ্রে চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়; পরে শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞান যদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, জন্য পদার্থেরই সাধন থাকে ও থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু মোক্ষ যখন নিত্য, তখন উহার সাধনই সম্ভবপর নয়।

দেখিতে পান না। যদি বল এরূপ অগ্রহণ বা অদর্শন ত কখনও হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সুষুপ্ত ও সমাধিযুক্ত পুরুষেরা দ্বৈত জগৎ দর্শন করেন না। ৮

যদি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সম্মুখস্থ বিষয়ও নিরীক্ষণ করে না, সুষুপ্তের অদর্শনও ঠিক তেমনই? না. তাহাও বলিতে পার না; কেন না, তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে না; [সুতরাং অন্যাসক্তচিত্ততা বলা যায় না]। যদি বল, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা সত্যই; না, তাহাও নহে; কারণ জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা দুইটীও অবিদ্যাকৃত; জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত; যেহেতু বিদ্যার উদয়ে উহারও অভাব হয়। তাহা হইলে সুষুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিদ্যাকৃত বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, এই অদর্শন স্বাভাবিক (অবিদ্যাজনিত নহে)। কেন না; অবিকৃত ভাবই দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে না; পক্ষান্তরে বিকার কখনই কোন দ্রব্যের তত্ত্ব বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, উহা পরাপেক্ষিত বা পরের দ্বারা উৎপাদিত হয়। বস্তুর তত্ত্ব বা স্বাভাবিকতা কখনই কোনও কারণকে অপেক্ষা করে না। বস্তুর অভেদাবস্থাই কারক-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তুর অন্যথা ভাব); জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে, বিষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য মাত্র; সুতরাং বিকার মধ্যে পরিগণিত]। যাহার যে রূপটী অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব; আর যাহা অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ত্ব নহে; যেহেতু সেই অন্য বস্তুটীর অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় কোন বিশেষ বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্তু; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না; কারণ, তাহাদের ভয় অন্যনিমিত্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন তাহার স্বরূপহানি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। আর যাহা স্বরূপতই অসৎ অস্তিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ বা অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। যদি বল. দ্বিতীয় পদার্থ যে ভয়োৎপাদন করে, তাহারও কারণান্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইতে পারে না; কারণ

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য বা অনিত্য যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক না কেন, না; তাহাও যখন স্বতন্ত্র পদার্থ, তখন তাহারত স্বরূপহানি হইতে পারে না; সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদ্বস্তরও যদি স্বরূপধ্বংস হয়, তবে সৎ ও অসতের পার্থক্যই চলিয়া যায়; সুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। একত্ববাদীর পক্ষে কিন্তু এ দোষ হয় না; কেন না, এই সংসার অদৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলেও অবিদ্যাকৃত—অসত্য; কাজেই পূর্ব্বোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্ব্বে যে তৈমিরিকদৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, কিছুই নাই। তাহার পর, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বস্তুধর্ম্মও বলিতে পার না; কারণ, উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপ রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, বিবেক অবিবেকও তদ্রূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষগোচর রূপ রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করে না। ১০

বিশেষতঃ অবিদ্যা পদার্থটাও 'আমি মূঢ় (মোহগ্রস্ত), আমার বুদ্ধি এখন বিবেকশূন্য' ইত্যাদি স্বীয় অনুভবের সাহায্যেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিদ্যার পার্থক্যও আত্মানুভব-গ্রাহ্য। পণ্ডিতগণ আপনার বিদ্যা পরকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অনুরূপ অর্থ অবধারণ করিয়া থাকে। অতএব এই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম-রূপেরই অন্তর্গত নাম-রূপাত্মকই বটে,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রুতিতে আছে—'ব্রহ্মই নাম ও রূপের স্বরূপাধায়ক; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই ব্রহ্ম।' নিত্য প্রকাশমান সূর্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রহ্মেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মেতে নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিদ্যমানই নাই।

যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য ব্রহ্ম, আর তৎপ্রাপক জীব যদি বস্তুতই এক বস্তু হয়, তাহা হইলে ভেদ-সাপেক্ষ, ব্রহ্মের কর্ম্মত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না—এ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র; কিন্তু জলুকা (জোঁক) প্রভৃতির সংক্রমণের ন্যায় এখানে সংক্রমণের উপদেশ করা হয় নাই; তবে কি না, ব্রহ্মবিষয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। ১১

ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত হইতেছে? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, 'অন্নময়' কোষের স্থানে মুখ্য উপসংক্রমণের কথা নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, বর্ত্তমান বহির্লোক হইতে জলৌকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা অন্য প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব না হইলেও,] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মাতে উপসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, তাহাও হয় না; স্বাত্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে 'অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়', এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অন্নময় ও তৎপ্রাপক জীবকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এখন যদি মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষকে স্বাত্মপ্রাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। তাহার পর, আনন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপন্ন হয় না; (কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ন্যায় আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয় না; সুতরাং উহার আত্মসংক্রমণও উপপন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ প্রাপ্তি নহে, এবং অন্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির) কর্ত্তাও নহে; পরন্তু অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই উহার কর্ত্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১)। এইরূপে সংক্রমণ শব্দের জ্ঞানমাত্ররূপ অর্থ স্থির হইলেই, আনন্দময়ের অভ্যন্তরস্থ এবং সর্ব্বান্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয়গুহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ শব্দবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ন হয়। কাজেই এখানে অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-বিনাশরূপ অর্থে 'সংক্রমণ' শব্দের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহারও সঙ্গে অভিনব সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না।

---

(১) তাৎপর্য্য—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপী হইয়াও অজ্ঞানবশে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভ্রান্তিবোধে বদ্ধ হয়; জ্ঞানোদয়ে—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে' এইরূপ বোধোদয়ে সেই অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবভাব বা অব্রহ্মভাবও দূর হইয়া যায়। এই প্রকার জ্ঞানলাভেরই নাম ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মলাভ; কিন্তু ব্যবহারিক 'প্রাপ্তি' নহে। এইজন্যই ভাষ্যকার সংক্রমণ কথায় ঐরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অনুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলুকা (জোঁক) কখনও আপনাকেই প্রাপ্ত হয় না, (পরন্তু অপর তৃণ প্রভৃতিকেই প্রাপ্ত হয়)। অতএব আমরা আত্মার যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাদনের নিমিত্তই "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বাক্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রহ্ম বিষয়ে বহু ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলাভ, অভয় প্রতিষ্ঠা, ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প (সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত) ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না ও হইতে পারে না। সেই এই নির্ব্বিকল্প আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া—অবগত হইয়া কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বিষয়েও একটী শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটী সংক্ষেপতঃ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উক্ত প্রকরণগত সমস্ত তাৎপর্য্য প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এ তꣳহ বাব ন তপতি। কিমহꣳ সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানꣳ স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মাꣳ স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা ॥

অন্বয়ার্থঃ।—বাচঃ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি বচনানি) মনসা (তত্ত্বনিশ্চায়কেন অন্তঃকরণেন) সহ অপ্রাপ্য (বক্তুং জ্ঞাতুং চ অপারয়ন্ত্যঃ) যতঃ (যস্মাৎ কারণরূপাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) নিবর্ত্তন্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে)। (কোঽপি জনঃ) ব্রহ্মণঃ (স্বরূপভূতং) [তং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) কুতশ্চন (কস্মাদপি নিমিত্তাৎ) ন বিভেতি [ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ] ইতি। এতম্ হ বাব (এব), কিং (কস্মাৎ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ম্ম) ন অকরবম্ (ন কৃতবান্ অস্মি), কিং (কস্মাৎ) অহং পাপং (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) অকরবম্

(কৃতবান্ অস্মি) ইতি (এবংরূপঃ পশ্চাত্তাপঃ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি) সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপাচরণে এবং (যথোক্ত-রূপেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মানং সবলং করোতি, তৎ) । হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান্ এতে (পুণ্যকর্ম্মাকরণ-পাপ-কর্ম্মণী) উভে এব আত্মানং স্পৃণুতে (আত্মভাবেন বিজানাতি) ; [কঃ ?] যঃ এবং (যথোক্তলক্ষণম্ অদ্বৈতম্ আনন্দং) বেদ (জানাতি, স ইত্যর্থঃ) । ইতি (ইয়ং যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা—সর্ব্বাভ্যঃ বিদ্যাভ্যঃ পরমং রহস্যমিতিভাবঃ) ॥ ১ ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।—বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত অর্থাৎ বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ-বিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই ; আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাপও কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না ; সেই—যে লোক এই প্রকার অবগত হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ; কারণ, যিনি এরূপ জানেন, তিনি ঐ উভয়কেই অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আত্মস্বরূপ বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব বিদ্যার সারভূত রহস্য বিদ্যা ॥১॥৪০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা ॥৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যতঃ যস্মান্নির্ব্বিকল্পাৎ যথোক্তলক্ষণাৎ অদ্বয়ানন্দাদাত্মনঃ বাচঃ অভিধানানি দ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তুবিষয়াণি বস্তুসামান্যান্নির্ব্বিকল্পেঽদ্বয়েঽপি ব্রহ্মণি প্রয়োক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকাশ্যৈব নিবর্ত্তন্তে—স্বসামর্থ্যাৎ হীয়ন্তে। মন ইতি প্রত্যয়ো বিজ্ঞানম্। তচ্চ, যত্রাভিধানং প্রবৃত্তমতীন্দ্রিয়েঽপ্যর্থে, তদর্থে চ প্রবর্ত্ততে প্রকাশনায়। যত্র চ বিজ্ঞানং, তত্র বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তস্মাৎ সহৈব বাঙ্মনসয়োরভিধানপ্রত্যয়য়োঃ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র। তস্মাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশনায় সর্ব্বথা প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি বাচঃ যস্মাদ প্রত্যয়বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃশ্যাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা বিজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রকাশন

সমর্থেন নিবর্ত্তন্তে, তং ব্রহ্মণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্যাবৃজিনস্যাকামহতস্য সর্ব্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তস্যাত্মভূতং বিষয়-বিষয়িসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্তং স্বাভাবিকং নিত্যমবিভক্তং পরমানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, নিমিত্তাভাবাৎ। ন হি তস্মাদ্বিদুষোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমস্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১

অবিদ্যয়া যদা উদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি হি যুক্তম্। বিদুষশ্চাবিদ্যাকার্য্যস্য তৈমিরিকদৃষ্ট-দ্বিতীয়চন্দ্রবৎ নাশান্তয়নিমিত্তস্য ন বিভেতি কুতশ্চনেতি যুজ্যতে। মনোময়ে চোদাহৃতো মন্ত্রঃ, মনসো ব্রহ্মবিজ্ঞান-সাধনত্বাৎ। তত্র ব্রহ্মত্বমধ্যারোপ্য তৎস্তুত্যর্থং 'ন বিভেতি কদাচন" ইতি ভয়মাত্রং প্রতিষিদ্ধম্; ইহাদ্বৈতবিষয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি ভয়নিমিত্তমেব প্রতিষিধ্যতে। ২।

নন্বস্তি ভয়নিমিত্তং সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ। নৈবম্। কথমিতি, উচ্যতে— এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণার্থৌ, ন তপতি নোদ্বেজয়তি ন সন্তাপয়তি। কথং পুনঃ সাধ্বকরণং পাপক্রিয়া চ ন তপতীতি; উচ্যতে— কিং কস্মাৎ সাধু শোভনং কর্ম্ম নাকরবং ন কৃতবানস্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি আসন্নে মরণকালে; তথা কিং কস্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মীতি চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ তাপো ভবতি। তে এতে সাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে এবমেনং ন তপতঃ, যথা অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩

কস্মাৎ পুনর্ব্বিদ্বাংসং ন তপত ইতি, উচ্যতে - স য এবং বিদ্বান্ এতে সাধ্ব-সাধুনী তাপহেতূ ইত্যাত্মানং স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বা, পরমাত্মভাবেনোভে পশ্যতীত্যর্থঃ। উভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান্ এতে আত্মানাত্মরূপে-নৈব পুণ্যপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শূন্যে কৃত্বা আত্মানং স্পৃণুত এব। কঃ? য এবং বেদ যথোক্তমদ্বৈতমানন্দং ব্রহ্ম বেদ। তস্যাত্মভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে নির্ব্বীর্য্যে অতাপকে জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্তা অস্যাং বল্ল্যাং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যঃ পরমরহস্যং দর্শিতমিত্যর্থঃ -- পরং শ্রেয়োঽস্যাং নিষণ্ণমিতি। ১। ৪০

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যং সংপূর্ণম্॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্যসমূহ সাধারণতঃ সবিকল্প (বিশেষণযুক্ত) বস্তুই বুঝাইয়া থাকে, [ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তাঁহাকেও বুঝাইতে পারিবে; এইরূপ ধারণার বশে] বক্তারা নির্ব্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশনার্থও বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু বাক্যসমূহ যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াই, যাঁহা হইতে—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত অদ্বয়ানন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থ প্রকাশনশক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) হইলেও যে পদার্থে অভিধান বা শব্দশক্তি প্রবৃত্ত হয়, মনঃ সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; আবার যে বিষয়ে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাক্যেরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব্দ ও প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশনের উদ্দেশ্যে বক্তৃগণকর্ত্তৃক যে কোন প্রকারে বাক্যসমূহ প্রযুক্ত হইয়াও প্রত্যয়ের অবিষয়ীভূত এবং অভিধানেরও অযোগ্য অদৃশ্যত্বাদি বিশেষণান্বিত যাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে মনের সহিত, সর্ব্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম সর্ব্বৈষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, আর যাহা বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) সম্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিত্য এবং আত্মা হইতেও অপৃথগ্‌ভূত ব্রহ্মসম্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ যিনি যথোক্ত প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ, তখন ভয়ের কোন নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন বস্তুই থাকে না, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন। ১।

লোকে অবিদ্যাবশতঃ যখন অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় অবিদ্যাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোষের প্রস্তাবেও একটী মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ, মনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেই মনোময়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' বলিয়া কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র করা হইয়াছে; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানোদয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়া ভয়জনক নিমিত্তেরই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ২।

ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্ম্মের অকরণ ও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই ভয়-নিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,—

উহারা এই যথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয় না। শ্রুতির 'হ' ও 'বাব' পদ দুইটীর অর্থ অবধারণ (নিশ্চয়)। সাধু কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বলা যাইতেছে,—মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ 'কেন আমি সাধু - শোভন (উত্তম) কর্ম্ম করি নাই', এইরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে, এবং কিসের জন্য আমি পাপ - শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ নরক-পতনজ ভাবী দুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া থাকে। এই উভয়ে - সাধুকর্ম্মের অকরণ ও পাপক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোক-দিগকে যেরূপ তাপ দেয়, কেবল ইহাঁকেই তদ্রূপ তাপ দেয় না বা দিতে পারে না।"।

কি কারণে বিদ্বান্কে সন্তাপ দেয় না, তদুত্তরে বলা হইতেছে- এবংবিধ সেই বিদ্বান্ পুরুষ সন্তাপকর উক্ত সাধুকর্ম্মের অকরণ ও অসাধুকর্ম্মের আচরণ এতদুভয়কেই আত্মস্বরূপ জানিয়া প্রীত বা বলবান্ হন—অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই পরমাত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; [সেই কারণেই উহারা তাঁহার তাপকর হয় না]। যেহেতু এই বিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উক্ত পাপপুণ্যরূপ ধর্ম্মশূন্যভাবে পরিতৃপ্ত রাখেন। কোন্ বিদ্বান্? যিনি এই প্রকার জানেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; সুতরাং বীর্য্যহীন হওয়ায় উহারা আর তাঁহার তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্ভক হয় না। ইহাই এই ব্রহ্মানন্দবল্লীর উপনিষৎ ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ এই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্ববিদ্যার সারভূত এই পরম রহস্য প্রদর্শিত হইল—জীবের পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষপথ) এখা-নেই নিহিত বা উপদিষ্ট হইল। ইতি। ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

ভৃগুবল্লী।

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

আভাষভাষ্যম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কার্য্যমন্নময়ান্তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিষ্টং বিশেষবদিবোপলভ্যমানং যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যবিলক্ষণম্ অদৃশ্যাদিধর্ম্মকমেব আনন্দং তদেবাহমিতি বিজানীয়াৎ, অনুপ্রবেশস্য তদর্থত্বাৎ; তস্যৈবং বিজানতঃ শুভাশুভে কর্ম্মণী জন্মান্তরারম্ভকে ন ভবতঃ - ইত্যেবমানন্দবল্ল্যাং বিবক্ষিতোঽর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্মবিদ্যা। অতঃপরং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনং তপো বক্তব্যম্; অন্নাদিবিষয়াণি চোপাসনান্যনুক্তানি, ইত্যতঃ পূর্ব্ববচ্ছান্তিপাঠপূর্ব্বকমিদমারভ্যতে।—

আভাষভাষ্যানুবাদ।- যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) ন্যায় প্রতীতিগোচর হন, সেই হেতু ব্রহ্মানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ব্ববস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে, এবং আপনাকেও তৎস্বরূপেই জানিবে; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যই তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মরাশি জন্মান্তর সমুৎপাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার উপায়ভূত তপস্যার কথা বলিতে হইবে; এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [তাহাও বলিতে হইবে; এই জন্য] এই প্রকরণ (ভৃগুবল্লী) আরব্ধ হইতেছে—

ভৃগুর্ব্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।—॥১॥৪১॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

সরলার্থঃ। ভৃগুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ ; ভৃগুনাম্না প্রসিদ্ধঃ) বারুণিঃ (বরুণস্য অপত্যং) [জিজ্ঞাসুঃ সন্] ভগবঃ (ভগবন্), [ত্বং] ব্রহ্ম (বেদং) অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) পিতরং বরুণং উপসসার (যথাবিধি উপাগতঃ)। তস্মৈ (ভৃগবে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) প্রোবাচ (প্রোক্তবান্) [পিতা], অন্নং (অন্নময়ং শরীরং), প্রাণং, চক্ষুঃ, শ্রোত্রং, মনঃ, বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) ইতি (এতানি ব্রহ্মানুভূতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থঃ)। [ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি উক্তা] তং (ভৃগুং) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে), [ব্রহ্মণঃ লক্ষণম্— হে সোম্য] যতঃ (যস্মাৎ কারণভূতাৎ) বৈ (অবধারণে) ইমানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি) ভূতানি জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে), জাতানি (উৎপন্নানি চ) যেন (বস্তুনা) জীবন্তি (স্থিতিং লভন্তে), প্রযন্তি (ধ্বংসোন্মুখানি সন্তি চ) যৎ (বস্তু) অভিসংবিশন্তি (যত্র প্রলীয়ন্তে), তৎ (জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্তু) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষণে জ্ঞাতুমিচ্ছ) ; তৎ (তচ্চ বস্তু) ব্রহ্ম ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] সঃ (ভৃগুঃ) [ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন] তপঃ অতপ্যত (তপঃ কৃতবান্)। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপঃ কৃত্বা)— ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ। ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া) পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন— [পিতঃ, আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে [ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়ভূত] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাহাকে [ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন]—যাঁহা হইতে ব্রহ্মাপ্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর ; তাহাই ব্রহ্ম। [ভৃগু এই কথা শুনিয়া] তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ । ৪১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুতয়ে,— প্রিয়ায় পুত্রায় পিত্রোক্তেতি—ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুস্মারকঃ, ভৃগুরিত্যেবংনামা প্রসিদ্ধোঽনুস্মার্য্যতে। বারুণিঃ বরুণস্যাপত্যং—বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুঃ উপসসার উপগতবান্—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীহি অধ্যাপয় কথয়। স চ পিতা বিধিবদুপসন্নায় তস্মৈ পুত্রায় এতদ্বচনং প্রোবাচ—অন্নং

প্রাণং চক্ষুঃ শোত্রং মনো বাচমিতি। অন্নং শরীরং, তদভ্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অত্তারম্, অনন্তরমুপলব্ধিসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিত্যেতানি ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যুক্তবান্। উক্ত্বা চ দ্বারভূতান্যেতান্যন্নাদীনি তং ভৃগুং হোবাচ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। ১।

কিং তৎ? যতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন চ জাতানি জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্তে, বিনাশকালে চ যৎ প্রয়ন্তি যদ্ ব্রহ্ম প্রতিগচ্ছন্তি অভিসংবিশন্তি তাদাত্ম্যমেব প্রতিপ্রদ্যন্তে; উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু যদাত্মতাং ন জহতি ভূতানি, তদেতদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণম্। তদ্‌ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, যদেবংলক্ষণং ব্রহ্ম, তদন্নাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুস্তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্" ইতি। ব্রহ্মোপলব্ধৌ দ্বারাণ্যেতানীতি দর্শয়তি। স ভৃগুঃ ব্রহ্মোপলব্ধিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণং চ শ্রুত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রহ্মোপলব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তপ্তবান্। ২

কুতঃ পুনরনুপদিষ্টস্যৈব তপসঃ সাধনত্বপ্রতিপত্তিঃ ভৃগোঃ? সাবশেষোক্তেঃ। অন্নাদিব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তৌ দ্বারং, লক্ষণং চ 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদ্যুক্তবান্। সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণোঽনির্দ্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেণৈব ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টব্যং জিজ্ঞাসবে পুত্রায়—ইদমিত্থংরূপং ব্রহ্মেতি; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ; কিন্তর্হি, সাবশেষমেবোক্তবান্। অতোঽবগম্যতে—নূনং সাধনান্তরমপ্যপেক্ষতে পিতা ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধকতমত্বাৎ; সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তঃকরণসমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ।

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে।"

ইতি স্মৃতেঃ। স চ তপস্তপ্ত্বা ॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃগু-বরুণ সংবাদের) উদ্দেশ্য—বর্ণনীয় বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপন করা। পিতা যখন আপনার প্রিয় পুত্রকে এই বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন; (তখন ইহাতেই বিদ্যার উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী বিষয়ের প্রসিদ্ধতা স্মারক;

---

(১) জগতে পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় পাত্র; সুতরাং পিতা পুত্রকে যাহা দান করেন, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বস্তু; তন্মধ্যেও আবার প্রিয় পুত্রকে যাহা

অর্থাৎ ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ ঋষির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের পুত্র। সেই বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট—'ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' (অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম) এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি' অর্থ 'অধ্যাপয়' শিক্ষাদান করুন—বলুন। সেই পিতা যথাবিধি উপাগত সেই পুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন—অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, (কর্ণ), মন ও বাক্। অন্ন অর্থ—শরীর, এখানে অন্নময় কোষ; আর প্রাণ হইল, তদভ্যন্তরস্থ অত্তা (ভোক্তা)। এতদুভয়ের কথা বলিয়া অনন্তর ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টী জ্ঞানসাধনের উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, সেই ভৃগুকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়াছিলেন। ১

সেই লক্ষণটী কি? না, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্ম লাভ করে, জাত হইয়াও যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ কালেও, যে ব্রহ্মে প্রতিগত (প্রত্যাগত) হইয়া অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভাব লাভ করে; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা বিলয়কালেও ভূতবর্গ যাঁহার সহিত তদাত্মকভাব (অভিন্নভাব) ত্যাগ করে না, (তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ (১)। সেই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা প্রাপ্ত হও। অপর শ্রুতিও—'যাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সর্ব্বাদি পুরাণ পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে। সেই ভৃগু পিতার নিকট হইতে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় সমূহ ও ব্রহ্ম-লক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২

দেন, তাহা যে, আরও অধিকতর প্রিয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এখানেও পিতা বরুণ আপনার প্রিয় পুত্র ভৃগুকে যে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় প্রিয় বা উত্তম বিদ্যা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা-পুত্র সংবাদাত্মক এই আখ্যায়িকাটীকে বিদ্যার প্রশংসা সূচক বলা হইল।

(২) তাৎপর্য্য...ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার—এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তটস্থ লক্ষণ। যাহা কেবল স্বরূপ মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর যাহা সাময়িক গুণক্রিয়াদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবোধক, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

ভাল কথা, তপস্যা যে, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়, একথা ত ভৃগুর পিতা ভৃগুকে বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অনুপদিষ্ট তপস্যাকে ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়-রূপে অবধারণ করিলেন? হাঁ, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর ঐরূপ অবধারণের) কারণ। কেন না, 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি-রূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে; কারণ, [এ পর্য্যন্ত] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বাক্যটী সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞাসু পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই উচিত ছিল—'ব্রহ্ম এবম্ভূত এবং এই প্রকার'; কিন্তু তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়াছেন; না, সাবশেষ বা অসম্পূর্ণ ভাবেই [তটস্থ লক্ষণ দ্বারা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতির জন্য আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্ষা রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দ্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় কেবল ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র; কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা ভৃগু নিশ্চয়ই পিতৃ বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটী যে, তপোবিশেষ, ইহা তিনি তপস্যার সর্ব্বার্থ সাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন। কেন না, বিভিন্নপ্রকার ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন বা উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ কথা; (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপস্যাকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ, উহাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। স্মৃতিশাস্ত্রও একাগ্রতাকেই পরম তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন - 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে, একাগ্রতা, তাহাই পরম তপস্যা; এবং তাহাই সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।' ভৃগু সেই তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর প্রথমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ১ ॥

---

(৩) অভিপ্রায় এই যে, সিদ্ধিলাভের যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ঋষিরা বলিয়াছেন— 'নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ' তপস্বীর অসাধ্য বা দুর্ল্লভ কিছু নাই; কাজেই এখানে পিতার উপদেশ না পাইয়াও, ভৃগু শাস্ত্রান্তর-সংবাদে ও লোক প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
॥১॥ ॥২॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥২॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (অন্নমেব ব্রহ্মত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) ইমানি (ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তানি) ভূতানি অন্নাৎ এব খলু (নিশ্চয়ে) জায়ন্তে ; জাতানি চ (সন্তি) অন্নেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ (বিনাশোন্মুখানি চ সন্তি) অন্নং অভিসংবিশন্তি (অন্নে বিলীয়ন্তে) ইতি। তৎ (অন্ন-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা), (সংশয়াপন্নঃ সন) পুনঃ এব (অপি) পিতরং বরুণম্ উপসসার (উপগতবান্) ভগবঃ (ভগবন্) [ত্বং] ব্রহ্ম অধীহি (মাম্ অধ্যাপয়) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ)। [স চ পিতা] তম্ (ভৃগুং) উবাচ— তপসা (বাহ্যান্তঃকরণসমাধানেন) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। [যতঃ] তপঃ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলাভহেতুঃ) ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) [পিত্রৈবম্ উপদিষ্টঃ সন্] তপঃ অতপ্যত। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ তপ্ত্বা ॥ ১।৪২ ॥

মূলানুবাদ। [সেই ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ ? যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং বিনাশকালেও অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন—আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন ; এবং তপস্যা করিয়া—॥ ১।৪২ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাদ্বিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি যথোক্তলক্ষণোপেতম্। কথম্ ? অন্নাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন

জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তীতি। তস্মাৎ যুক্তমন্নস্য ব্রহ্মত্ব-মিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্ত্বা, অন্নং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্যা চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণং পিতরমুপসসার —অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। ১

কঃ পুনঃ সংশয়হেতুরত্রেতি ? উচ্যতে অন্নস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুন রুপদেশঃ সাধনাতিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ব্রহ্মণো লক্ষণং নিরতিশয়ং ন ভবতি, যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্ত্ততে, অবত্তপ এব তে সাধনম্‌; তপসৈব ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্বে-ত্যর্থঃ। ঋজ্বন্যৎ ॥ ১ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ—[ভৃগু তপস্যার পর] বুঝিয়াছিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত) জন্মলাভ করে; জাত ইহারাও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশ সময়েও অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অন্নের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই বটে। সেই ভৃগু এইরূপে তপস্যা করিয়া, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ সংশয় যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন; [এবং বলিলেন,] ভগবন্‌ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। ১

ভাল কথা, ভৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—অন্নের উৎপত্তি দর্শনই কারণ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ব্বকারণ হইতেই পারে না; পরন্তু উহারও অন্য কারণ থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং অন্নও সর্ব্বকারণীভূত ব্রহ্ম হইতে পারে না; এই জন্যই ভৃগুর মনে ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তপস্যার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্যান্য অংশ সরল ॥১॥৪২॥

ইতি ভৃগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশ-ন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি

ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১॥ ৪৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

সরলার্থঃ। [স ভৃগুঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি [চ সন্তি] প্রাণম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (প্রাণ-ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] তং উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত। সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥৪৩॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণই ব্রহ্ম। কেননা, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাহাকে বলিলেন—তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১॥ ৪৩॥

ইতি ভৃগুবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥০॥১ ৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০॥১॥৪৩॥

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥১॥৪৪॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

সরলার্থঃ। মনঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকং অন্তঃকরণং) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জায়ন্তে;

মনসা এব জীবন্তি ; প্রযন্তি [চ সন্তি] (মনঃ) অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (বরুণং) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তপ্ত্বা॥ ॥ ৪।

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] জানিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম। কেন না, মন হইতেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও মনেই বিলীন হইয়া থাকে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনরায় পিতার সমীপে সমাগত হইলেন—বলিলেন, ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। [পিতা] তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥ ১ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভৃগুবল্লী-চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥০॥১৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥০॥১৪৪॥

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তꣳ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥ ১ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু বিজ্ঞানাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবন্তি ; প্রযন্তি চ বিজ্ঞানম্ অভিসংবিশন্তি ইতি। [ভৃগুঃ] তৎ [বিজ্ঞান-ব্রহ্ম] বিজ্ঞায় পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপসসার—ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগুং) উবাচ হ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স (ভৃগুঃ) তপঃ অতপ্যত ; সঃ তপঃ তপ্ত্বা—॥১॥ ৪৫॥

মূলানুবাদ। তিনি জানিয়াছিলেন—বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। কেন না, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। ভৃগু ইহা অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন—ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া—॥১॥৪৫॥

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—॥ ০ ॥—॥১॥৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—॥ ০ ॥—॥১॥৪৫॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

সন্বয়ার্থঃ। [স ভৃগুঃ তপঃ তপ্ত্বা] আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (যতঃ) ইমানি ভূতানি খলু আনন্দাৎ এব জায়ন্তে; জাতানি আনন্দেন এব জীবন্তি; প্রযন্তি চ আনন্দম্ এব অভিসংবিশন্তি ইতি।

সা এষা (যথোক্তা) ভার্গবী (ভৃগুণা জ্ঞাতা) বারুণী (বরুণেন কথিতা) বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াং অদ্বৈতে আনন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এবং (যথোক্তাং বিদ্যাং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতি), অন্নবান্ (প্রভূতান্নসম্পন্নঃ), অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি; প্রজয়া (সন্তত্যা) পশুভিঃ (গবাদিভিঃ) ব্রহ্মবর্চ্চসেন (ব্রহ্মণ্যতেজসা) মহান্ ভবতি। কীর্ত্ত্যা (যশসা চ) মহান্ (প্রধানঃ) ভবতি। ১॥৪৬॥

মূলানুবাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া] বুঝিয়াছিলেন—যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ সময়েও আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী (ভৃগুকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত) বারুণী (বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) বিদ্যা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায়) প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্যা অবগত হয়, সেই লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন; প্রজা (সন্তান) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান্ হন এবং কীর্ত্তিতেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লী ষষ্ঠানুবাকব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষ্ সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন্ শনৈঃশনৈরন্তঃপ্রবিশ্যান্তরতমমানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধনেন ভৃগুঃ, তস্মাদ্ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসুনা বাহ্যান্তঃকরণসমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধনমনুষ্ঠেয়মিতি প্রকরণার্থঃ। অধুনা আখ্যায়িকাং চ উপসংহৃত্য শ্রুতিঃ স্বেন বচনেনাখ্যায়িকানির্ব্বর্ত্ত্যমর্থমাচষ্টে—সা এষা ভার্গবী—ভৃগুণা বিদিতা বরুণেন প্রোক্তা—বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ হৃদয়াকাশগুহায়াং পরমানন্দেঽদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা পরিসমাপ্তা অন্নময়াদাত্মনোঽধিপ্রবৃত্তা।১

এবমন্যোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অনুপ্রবিশ্য আনন্দং ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চ ফলং তস্যোচ্যতে—অন্নবান্ প্রভূতমন্নমস্য বিদ্যত ইত্যন্নবান্; সত্তামাত্রেণ তু সর্ব্বো হ্যন্নবানিতি বিদ্যায়া বিশেষো ন স্যাৎ। এবমন্নমত্তীত্যন্নাদো দীপ্তাগ্নির্ভবতীত্যর্থঃ। মহান্ ভবতি। কেন মহত্ত্বমিত্যত আহ,—প্রজয়া পুত্রাদিনা, পশুভিঃ গবাশ্বাদিভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন শমদমজ্ঞানাদিনিমিত্তেন তেজসা মহান্ ভবতি, কীর্ত্ত্যা খ্যাত্যা শুভাচারনিমিত্তয়া ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং ষষ্ঠানুবাক ভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত প্রাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তপস্যা প্রভাবেই আনন্দকে ব্রহ্ম

বলিয়া জানিয়াছিলেন। সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একাগ্রতারূপ পরম সাধন তপস্যার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্য্যার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করিতেছেন—উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিত এবং বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট—বারুণী বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা—অন্নময় আত্মা হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।১

অন্যও যে কোন লোক যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্যারূপ সাধন দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিদ্যার দৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ অন্নবান্—প্রচুর পরিমাণে অন্ন লাভ করেন; যৎকিঞ্চিৎ অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; তাহাতে বিদ্যাবানের কোনও বিশেষত্ব ঘটে না। (এইজন্য 'অন্নবান্' অর্থে প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল)। সেই লোক অন্নাদ—অন্নভোক্তা অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হন; এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ত্ব, তাহা বলা হইতেছে প্রজা—পুত্রাদি দ্বারা, পশু—গো-অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মবর্চ্চস—শম, দম ও জ্ঞানাদিলব্ধ তেজে (মহান্ হন); আর কীর্ত্তি—মঙ্গলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥১॥৪৬॥

ইতি ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৬॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। যস্মাৎ [অন্নবিজ্ঞানেনৈব ব্রহ্মবিজ্ঞানং সম্পদ্যতে, তস্মাৎ] অন্নং ন নিন্দ্যাৎ (অন্ননিন্দাং ন কুর্য্যাৎ)। তৎ (অন্নস্য অনিন্দনং) ব্রতম্ (অবশ্য-প্রতিপাল্যো নিয়মঃ)। [কিং তৎ অন্নম্?] প্রাণঃ বৈ অন্নং (অন্নময়শরীরান্ত-র্গতত্বাৎ); [যৎ যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, তৎ তস্যান্নমিহাভিপ্রেতম্)। শরীরম্

অন্নাদম্ (অন্নভোক্তৃ) প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্য), শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তৎ এতৎ (উভয়ং, প্রাণঃ শরীরং চ) অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং। স যঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিতং এতৎ (উভয়ং) অন্নং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ মহান্ ভবতি; কীর্ত্ত্যা (যশসা) মহান্ (মহত্ত্ববান্) ভবতি। (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥১॥৪৭॥

মূলানুবাদ। [উক্ত বিদ্বান্ যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই হেতু] কখনও অন্নের নিন্দা করিবেন না; ইহাই তাঁহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম। প্রাণ হইতেছে অন্ন; আর শরীর অন্নাদ (অন্নভোক্তা); [কারণ, এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়া থাকে; এই জন্য] শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত; আবার প্রাণও শরীরে অধিষ্ঠিত; সুতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন (জগদ্বিখ্যাত হন), প্রভূত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চসে (জ্ঞানজনিত তেজে) মহান্ হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীর্ত্তিতেও মহত্ত্ব লাভ করেন ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কিঞ্চ, অন্নেন দ্বারভূতেন ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং যস্মাৎ, তস্মাদ্গুরুমিবান্নং ন নিন্দ্যাৎ; তদস্যৈবং ব্রহ্মবিদো ব্রতমুপদিশ্যতে। ব্রতোপদেশোঽন্নস্তুতয়ে; স্তুতিভাক্ত্বঞ্চ অন্নস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যুপায়ত্বাৎ। প্রাণো বা অন্নম্, শরীরান্তর্ভাবাৎ প্রাণস্য। যদ্যস্যান্তঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি, তত্তস্যান্নং ভবতীতি। শরীরে চ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোঽন্নং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যন্নং প্রাণোঽন্নাদঃ। কস্মাৎ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্? তন্নিমিত্তত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ।

তস্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অন্নমন্নাদশ্চ। যেনান্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং, তেনান্নম্। যেনান্যোঽন্যস্য প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তস্মাৎ প্রাণঃ শরীরঞ্চোভয়মন্নমন্নাদং চ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অন্নান্নাদাত্মনৈব। কিঞ্চ, অন্নবান্ অন্নাদো ভবতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥১॥৪৭॥

ইতি ভৃগুবল্লী সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাহায্যে ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু অন্নও গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা করিবে না। উক্ত প্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। অন্নের স্তুতি বা প্রশংসা বিজ্ঞাপনার্থই এইরূপ ব্রতোপদেশ। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগ্য। প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা শরীরের অভ্যন্তরগত। (এখানে বুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার অন্ন হইয়া থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শরীর হইতেছে অন্নাদ (ভোক্তা)। সেইরূপ শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ।

ভাল, কি নিমিত্ত—শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রাণই শরীর রক্ষার উপায়, সেই হেতু, শরীর ও প্রাণ, এতদুভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কারণে পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহারা অন্ন, আর যে কারণে উহাদের পরস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অন্নাদ-পদবাচ্য। সেই হেতু প্রাণ ও শরীর উভয়ে অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে কোন লোক এইরূপে অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠ (স্থিতি) লাভ করেন। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় তিনিও অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয় থাকেন ॥ ১ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভৃগুবল্লীর সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৭ ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ১ ॥ ৪৮॥

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। অন্নং (অদনীয়ং বস্তু) ন পরিচক্ষীত (ন পরিহরেৎ নোপেক্ষেত ইত্যর্থঃ)। তৎ (অন্নপরিহারাকরণং) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীয়ম্)। [ইদানীম্ অন্নপদার্থো নির্দ্দিশ্যতে—] আপঃ (জলানি) বৈ অন্নং; জ্যোতিঃ (অগ্নিপ্রভৃতি) অন্নাদং (অপ্স্বরূপান্নভোক্তৃ); [তচ্চ] জ্যোতিঃ অপ্সু প্রতিষ্ঠিতম; আপঃ [অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং, (জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উভয়ং অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চন)

এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাং লভতে), অন্নবান্ (প্রচুরান্নসম্পন্নঃ) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা চ) ভবতি। [অপি চ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, [তথা] কীর্ত্ত্যা চ মহান্ ভবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ। অন্নকে উপেক্ষা করিবে না। ইহা একটী ব্রত—অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। "জলই অন্ন; এবং জ্যোতিঃ অন্নাদ (সেই জলরূপী অন্নের ভোক্তা—শোষক)"। জলের মধ্যে জ্যোতি: অবস্থান করে; আবার জ্যোতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই অন্নতত্ত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করেন, এবং কীর্ত্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥১॥৪৮॥

ইতি অষ্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তৎ ব্রতং পূর্ব্ববৎ স্তুত্যর্থম্। তদেবং শুভাশুভকল্পনয়া অপরিহ্রীয়মাণং স্তুতং মহীকৃতমন্নং স্যাৎ। এবং যথোক্তমুত্তরেষ্বপি অপো বা অন্নমিত্যাদিষু যোজয়েৎ ॥১॥৩৮॥

ইত্যষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কার্য্যের প্রশংসার্থ ব্রত বলা হইয়াছে। এইরূপ ভালমন্দ বিচার-পূর্ব্বক অন্নকে উপেক্ষা না করিলে বস্তুতঃ অন্নেরই প্রশংসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী 'আপো বৈ অন্নম্' ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজনা করিবে ॥১॥৪৮॥

ইতি ভৃগুবল্লীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৮॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১॥৪৯॥

ইতি নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অন্নং বহু (প্রভূতং) কুর্ব্বীত। তৎ (অন্নস্য বহুকরণমেব) ব্রতম্। [কিং তদন্নম্? ইত্যাহ—] পৃথিবী বৈ অন্নং; আকাশঃ অন্নাদঃ

(তদ্ভোক্তা) আকাশঃ পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ (সম্বদ্ধঃ), পৃথিবী চ আকাশে প্রতিষ্ঠিতা। তৎ এতৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতদ্ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ (জানাতি), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ ভবতি, তথা কীর্ত্ত্যা মহান্ ভবতি। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ১ ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ। অন্ন বহু (বিস্তৃত) করিবে। ইহা একটি ব্রত। [অন্ন কি?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা—অন্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু ও ব্রহ্মবর্চ্চসে গৌরবান্বিত হন, আর কীর্ত্তি দ্বারাও মহত্ত্ব লাভ করেন। ১ ॥ ৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অপ্সু জ্যোতিরিতি অব্জোতিষোরন্নান্নাদগুণত্বে-নোপাসকস্ত অন্নস্ত বহুকরণং ব্রতম্॥ ॥৪৯ ॥

ইতি নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত 'অপ্সু জ্যোতিঃ' এই শ্রুতি অনুসারে অপ্ ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্নাদ গুণবিশিষ্টরূপে যিনি উপাসনা করেন, অন্নবৃদ্ধি করা তাহার একটী ব্রত—এই কথা এখানে বলা হইল ॥১॥৪৯॥

ইতি ভৃগুবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৯॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নꣳ রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নꣳ রাধ্যতে ॥ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বসতৌ (স্বগৃহে) [বাসলাভার্থমাগতং] কঞ্চন (কমপি) ন প্রত্যাচক্ষীত ন (নিবারয়েৎ)। তৎ (অভ্যাগতানিবারণং) ব্রতম্। [যস্মাৎ বসতি-

দানে কৃতে অন্নমপি তস্মৈ দাতব্যমেব], তস্মাৎ যয়া কয়া চ বিধয়া (যেন কেনচিৎ প্রকারেণ) বহু (প্রচুরং) অন্নং প্রাপ্নুয়াৎ (প্রভূতান্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। [অতএব অন্নবন্তঃ বিদ্বাংসঃ] অস্মৈ (অন্নার্থিনে অভ্যাগতায়) অন্নং অরাধি (সংগৃহীতং ময়া) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার উচ্যতে—] এতৎ (দীয়মানম্‌) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধং (সংগৃহীতং ময়া) ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। তাদৃশ-দানফলমুচ্যতে—] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মুখতঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা এব অন্নং রাধ্যতে (যথাসংগ্রহং যথাদানং চ অন্নম্‌ উপতিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। তথা (মধ্যতঃ মধ্যময়া বৃত্ত্যা) বৈ এতৎ অন্নং রাদ্ধম্‌ [ইত্যুক্ত্বা প্রযচ্ছতি] অস্মৈ (অন্নদাত্রে) মধ্যতঃ (মধ্যময়া বৃত্ত্যা এব) অন্নং রাধ্যতে (উপনমতে); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ (জঘন্যয়া বৃত্ত্যা) রাদ্ধম্‌; অন্ততঃ (জঘন্যয়া এব বৃত্ত্যা) অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে, (অন্নসংগ্রহানুসারেণ দাতুঃ পুনরন্নলাভো ভবতীতি ভাবঃ)। ['মুখতঃ' প্রভৃতি-পদানি বয়োঽবস্থাপরাণ্যপি ব্যাখ্যায়ন্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ] ॥১॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্নসংগ্রাহক উপাসকের পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন—] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই একটি ব্রত। [যেহেতু গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়,] সেই হেতু, যে কোন প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে। [এই জন্য পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন, ইঁহার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। [দান কালেও] এই অন্ন আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিহিত, সেইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করিয়াছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন]। তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য বৃত্তিতেই তাহার ধনাগম হইয়া থাকে। এই অন্ন মধ্যম (যাহা অপকৃষ্ট নহে, ঐরূপ] বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত, [এই বলিয়া দান করেন], এবং এই অন্ন অন্তিম বা নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, [এই বলিয়া দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তথা পৃথিব্যামকাশোপাসকস্য বসতৌ বসতি-নিমিত্তং কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্ষীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ।

বাসে চ দত্তে অবশ্যং হ্যশনং দাতব্যম্, তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া—যেন কেন প্রকারেণ বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদন্নবন্তো বিদ্বাংসঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমস্মৈ অন্নমিত্যাচক্ষতে, ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, তস্মাচ্চ হেতোর্ব্বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

অপি চ, অন্নদানস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে—যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যন্নম্, তথা তৎকালমেব প্রত্যুপনমতে। কথমিতি, তদেতদাহ—এতদ্বৈ অন্নং মুখতঃ মুখ্যে প্রথমে বয়সি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা পূজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং সংসিদ্ধং প্রয়চ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তস্য কিং ফলং স্যাদিতি, উচ্যতে—মুখতঃ পূর্ব্বে বয়সি মুখ্যয়া বা বৃত্ত্যা অস্মৈ অন্নদায় অন্নং রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ঠত-ইত্যর্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথা অন্ততঃ অন্তে বয়সি জঘন্যেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ ॥ ১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, তাহার] আরও একটী ব্রত আছে। তাহা এই—] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বাসপ্রার্থী হইয়া আগত কোন লোককেই বারণ করিবেন না। বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে ভোজনার্থ অন্নদান করাও আবশ্যক। সেই কারণে, যে কোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্‌গণ অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন যে, ইঁহার উদ্দেশ্যেই এই অন্ন সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও 'অন্ন নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না, সেই হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে।

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—[উক্ত উপাসক] যে সময় যে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। [দানের অবস্থানুসারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—] এই অন্ন মুখ্য বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংবা মুখ্য বৃত্তি দ্বারা (শাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে) আদরপূর্ব্বক অভ্যাগত অন্নার্থীকে প্রদত্ত হইতেছে, [এই বলিয়া গৃহস্থ] অন্নদান করেন। তাহার কি ফল হয়, বলা হইতেছে—মুখ্য বয়সে বা উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট অন্নও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে ভাবে দান করা হয়, সেই

ভাবেই অন্ন প্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে—স কার প্রভৃতি দ্বারা, এবং অন্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে [যদি এই অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে] সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১॥১॥৫০॥

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ২।৫১ ॥

সরলার্থঃ। যঃ এবং বেদ (অন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং, তদ্দানস্য চ ফলং জানাতি), [তস্য পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং ফলং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ]। [অতঃপরং ব্রহ্মণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে—] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তদ্রূপেণ বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ইত্যুপাস্যম্) প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেম ইতি, (প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাসীত)। হস্তয়োঃ কর্ম্মেতি (কর্ম্মাত্মনা), পাদয়োঃ গতিরিতি (গমনাত্মনা), পায়ৌ (মলদ্বারে) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ) [প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে]। ইতি (এতাঃ) মানুষীঃ (মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ) সমাজ্ঞাঃ (জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনন্তরং) দৈবীঃ (দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ) সমাজ্ঞাঃ (উপাসনানি) [উচ্যন্তে —] বৃষ্টৌ তৃপ্তিঃ (অন্নাদিদ্বারা তৃপ্তিসাধনত্বাৎ তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্যুতি বলং ইতি —॥২॥৫১॥

মূলানুবাদ। যিনি এইরূপে অন্নদান ও অন্ন মাহাত্ম্য জানেন, [তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ করেন। এখন প্রকারান্তরে

(১) তাৎপর্য্য,—এইরূপ উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কোন লোক আসিয়া "আমি তোমার গৃহে বাস করিব" বলিয়া বাসস্থান প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণযোগ্য অন্নও দিবে; বাসার্থীকে কখনও ফিরাইয়া দিবে না; এবং বাসস্থান দিয়া উপবাসীও রাখিবে না, ইহা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকল স্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর পূর্ব্বক দান করিলে, তিনিও যখন যেখানে যাহা কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদরপূর্ব্বকই পাইবেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসস্থান দিতে হইবে, তেমনি অন্নও দিতে হইবে, তেমনি আবার আদর পূজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়।

ব্রহ্মোপাসনা বর্ণিত হইতেছে—বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান বায়ুতে যোগ ক্ষেমরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে, পাদদ্বয়ে গতিরূপে এবং মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এ সমস্ত উপাসনা মনুষ্য সম্পর্কিত, অতঃপর দৈবী উপাসনা [কথিত হইতেছে—] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনাকরিবে ॥ ২ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং বেদ—য এবমন্নস্য যথোক্তং মাহাত্ম্যং বেদ, তদ্দানস্য চ ফলং, তস্য যথোক্তং ফলমুপনমতে। ইদানীং ব্রহ্মণ উপাসন প্রকার উচ্যতে।—ক্ষেম ইতি বাচি।১

ক্ষেমো নামোপাত্তপরিরক্ষণং, ব্রহ্ম বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। যোগক্ষেম ইতি, যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপানয়োর্ব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো যদ্যপি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব; কিন্তর্হি? ব্রহ্মনিমিত্তৌ। তস্মাদ্ ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। এবমুত্তরেষ্বন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্।২

কর্ম্মণো ব্রহ্মনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ধস্তয়োঃ কর্ম্মাত্মনা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতমুপাস্যম্। গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষী মনুষ্যেষু ভবাঃ মানুষ্যাঃ সমাজ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক্যঃ সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দৈবী দৈব্যো দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞা উচ্যন্তে। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যম্। তথা অন্যেষু তেন তেনাত্মনা ব্রহ্মৈবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিদ্যুতি ॥২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'য এবং বেদ' অর্থ যে লোক উক্ত প্রকারে অন্নের মাহাত্ম্য এবং অন্নদানের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্ত প্রকার ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে,—'ক্ষেম ইতি বাচি' ইতি ॥১॥

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। ব্রহ্মই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, এইরূপ তাঁহার উপাসনা করিবে। 'যোগ ক্ষেম ইতি।' যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত যোগ-ক্ষেম সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল প্রাণাপানই ঐ উভয়ের স্থিতিকারণ নহে, তবে কি না, ব্রহ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই জন্য, ব্রহ্মই যোগ-ক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপে

উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থান সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্তৎরূপে উপাস্য বুঝিতে হইবে। ২

কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে (মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে। এ সমুদয় হইতেছে মনুষ্য-সম্পর্কিত—মানুষী সমাজ্ঞা—আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাত্মক বিজ্ঞান। অতঃ-পর দৈবী সমাজ্ঞা অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকার কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, সেই অন্নদ্বারা লোকের তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। অন্যান্য বিষয়েও তত্তৎরূপে ব্রহ্মই উপাস্য। এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে বলরূপে [অধিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।] ॥৩॥৫১॥

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতির-মৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যু-পাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি ॥ ৩॥৫২॥

সরলার্থঃ। পশুষু যশ ইতি, নক্ষত্রেষু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) প্রজাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম), অমৃতং (অনাদিজাতা তৃপ্তিঃ), আনন্দঃ (পুত্রজননদ্বারা ঋণশোধনজং সুখম্), ইতি (অনেন প্রকারেণ ব্রহ্ম উপাস্যম্) তথা আকাশে সর্ব্বম্ ইতি (আকাশে যৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইত্যনেন প্রকারেণ), তৎ (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্বাধারঃ) ইতি উপাসীত। [সর্ব্বত্র উপাস্যং উপাসীত বা ইত্থং ক্রিয়া যোজনীয়া]। [উপাসনায়াঃ ফলমুচ্যতে] [যথোক্তোপাসকঃ] প্রতিষ্ঠাবান্ (অন্যেষাং আশ্রয়ঃ) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মহঃ (চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ, জ্যোতিঃ বা) ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। [ততশ্চ] মহান্ (মহত্ত্বগুণবান্, জ্যোতিষ্মান্ বা) ভবতি। তৎ (ব্রহ্ম) মন ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ] মানবান্ (মননসমর্থঃ, মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥৩॥৫২॥

মূলানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিস্বরূপে, উপস্থনামক জননেন্দ্রিয়ে প্রজাতিরূপে (পুত্রাদি উৎপাদনরূপে), অমৃতরূপে (আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুত্রোৎপত্তির ফলে ঋণপরিশোধজনিত আনন্দরূপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব্ব বস্তু-

রূপে, এবং প্রতিষ্ঠা বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহৃতি বা জ্যোতিঃ, তদ্রূপে) উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসকও মহত্ত্ব বা তেজস্বিতা লাভ করেন। তাহাকে মনঃ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহা দ্বারা উপাসক নিজেও মানবান্ (চিন্তাশক্তিসম্পন্ন) হইয়া থাকেন ॥৩।৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোরূপেণ পশুষু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃতমমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুত্রেণ ঋণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ সুখমিত্যেতৎ সর্ব্বমুপস্থনিমিত্তং ব্রহ্মৈব, অনেনাত্মনা উপস্থে প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ব্বং হি আকাশে প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্ব্বমাকাশে, তদ্‌ব্রহ্মৈবেত্যুপাস্যম্। তচ্চাকাশং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। এবং পূর্ব্বেষ্বপি। ১।

যদ্ যত্রাধিগতং ফলং, তদ্‌ব্রহ্মৈব, তদুপাসনাৎ তদ্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ "তং যথাযথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত মহঃ মহত্ত্বগুণবং তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননং মনঃ, মানবান্ ভবতি মননসমর্থো ভবতি॥ ৩ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পশুগণে যশোরূপে, নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপে [ব্রহ্মের উপাসনা করিবে]। প্রজাতি-অমৃত অর্থ—অমৃতত্ব প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ) আর পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হওয়ায় যে সুখ হয়, তাহাই আনন্দ; উপস্থই (জননেন্দ্রিয়ই) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। সমস্ত বস্তুই আকাশে অবস্থিত আছে; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই সর্ব্বাধার আকাশও (ব্রহ্মই, তদতিরিক্ত নহে); অতএব আকাশকে 'সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়া উপাসনা করিবে। অন্য সকল স্থানেও এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ব্রহ্মই; সুতরাং তাদৃশ উপাসনার ফলে উপাসকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যেভাবে যে ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।' তাঁহাকে 'মহ' এইরূপে উপাসনা করিবে। মহ অর্থ মহত্ত্ব গুণসম্পন্ন, তাহার উপাসনা করিবে। তাহা

ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়া উপাসনা করিবে। মন অর্থ মনন (চিন্তাবৃত্তি)। মানবান্ হন অর্থ মনন করিতে সমর্থ হন ॥৩॥২॥

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ॥ ৪।৫৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ (ব্রহ্ম) নম ইতি উপাসীত। [তথোপাসনাৎ] কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ, অস্মৈ (উপাসকায়, নম্যন্তে (উপনতা ভবন্তি)। তৎ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মেতি (প্রভুশক্তিমৎ ইতি) উপাসীত। [ততশ্চ] [উপাসকঃ] ব্রহ্মবান্ (প্রভুশক্তিসম্পন্নঃ) ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিসর ইতি উপাসীত (পরিম্রিয়ন্তে বিনশ্যন্তি অস্মিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টিঃ চন্দ্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ—বায়ুঃ, সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রহ্মণঃ পরিমরত্বেনোপাস্যঃ)। এবং (উপাসকং) দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (শত্রবঃ বাহ্যাঃ আন্তরাঃ বা কামাদয়ঃ) পরিম্রিয়ন্তে (বিনশ্যন্তি)। [তথা] যে অস্য (উপাসকস্য) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, [তে অদ্বিষন্তোঽপি ম্রিয়ন্তে ইতি শেষঃ]। [ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি] যঃ চ অয়ং পুরুষে, যশ্চ অসৌ আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা], সঃ একঃ (অভিন্নঃ)। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥৪॥৩॥

মূলানুবাদ। তাঁহাকে 'নমঃ' বলিয়া উপাসনা করিবে; তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাঁহাকে ব্রহ্ম—প্রভুশক্তিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ হন। তাহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে; তাহার ফলে উপাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শত্রুগণ মরিয়া যায় এবং যাহারা বিদ্বেষ না করিয়াও শত্রুদলভুক্ত, তাহারাও বিনষ্ট হয়। পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্মা, এবং আদিত্যমণ্ডলেও যে পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন ॥ ৪।৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ নমইত্যুপাসীত। নমনং নমঃ নমনগুণবৎ তদুপাসীত। নম্যন্তে প্রহ্বীভবন্তি, অস্মৈ উপাসিত্রে কামাঃ—কাম্যন্ত ইতি

ভোগ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ তদ্‌গুণো ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ— পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যুদ্‌বৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ। অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যঃ, ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। ১

এনমেবং বিদং প্রতিস্পর্দ্ধিনঃ দ্বিষন্তঃ অদ্বিষন্তোঽপি সপত্না যতো ভবন্তি, অতো বিশিষ্যন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্না ইতি। এনং দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ তে পরিম্রিয়ন্তে প্রাণান্ জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অস্য ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষন্তোঽপি, তে চ পরিম্রিয়ন্তে। "প্রাণো বা অন্নং শরীরমন্নাদম্" ইত্যারভ্য আকাশান্তস্য কার্য্যস্যৈব অন্নান্নাদত্বমুক্তম্। উক্তং নাম—কিং তেন ? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি— কার্য্যবিষয় এব ভোজ্যভোক্তৃত্বকৃতঃ সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি; আত্মনি তু ভ্রান্ত্যোপচর্য্যতে। নন্বাত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্য্যম্, ততো যুক্তস্তস্য সংসার ইতি। ন; অসংসারিণ এব প্রবেশশ্রুতেঃ। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাকাশাদি-কারণস্য হি অসংসারিণ এব পরমাত্মনঃ কার্য্যেষ্বনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ কার্য্যানুপ্রবিষ্টো জীব আত্মা পর এবাসংসারী। সৃষ্ট্বা অনুপ্রাবিশদিতি সমান-কর্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্রিয়য়োশ্চৈকশ্চেৎ কর্ত্তা, ততঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ো যুক্তঃ। ৩।

প্রবিষ্টস্য তু ভাবান্তরাপত্তিরিতি চেৎ; ন, প্রবেশস্যান্যার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। "অনেন জীবেন" ইতি বিশেষশ্রুতেঃ। ধর্ম্মান্তরেণানুপ্রবেশ ইতি চেৎ; ন, "তত্ত্ব-মসীতি পুনস্তদ্ভাবোক্তেঃ। ভাবান্তরাপন্নস্যৈব তদপোহার্থা সম্পদিতি চেৎ; ন, "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বম্ অসি" ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন, উপলব্ধুরনুপলভ্যত্বাৎ। সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মোপলভ্যত-ইতি চেৎ; ন, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণোঽব্যতিরেকাৎ কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। উষ্ণপ্রকা-শয়োর্দ্দাহ্য-প্রকাশ্যত্বানুপপত্তিবৎ। ৪।

ত্রাসাদিদর্শনাদ্দুঃখিত্বাদ্যনুমীয়ত ইতি চেৎ; ন, ত্রাসাদের্দ্দুঃখস্য চোপলভ্যমান-ত্বান্নোপলব্ধৃধর্ম্মত্বম্। কাপিলকাণাদাদিতর্কশাস্ত্রবিরোধ ইতি চেৎ; ন, তেষাং মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ভ্রান্তত্বোপপত্তেঃ। শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাঞ্চ সিদ্ধমাত্মনোঽ-সংসারিত্বম্। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি? উচ্যতে—স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসা-বাদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ব্ববৎ। ৩॥ ৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহাকে 'নম' বলিয়া উপাসনা করিবে। নম

অর্থ নমন (নত হওয়া)। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কাম সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয় সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপনত হয়, অর্থাৎ বশীভূত থাকে। 'তদ্ব্রহ্ম ইতি উপাসীত, এ কথার অর্থ—ব্রহ্মকে প্রধান বা প্রভু বলিয়া উপাসনা করিবে। তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্মবান্ অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্ম-গুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটী দেবতা যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরিমর'। উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু মধ্যে এই-রূপে থাকেন বলিয়া বায়ুর নাম পরিমর, অন্য শ্রুতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হইতে অপৃথক্ ; এইজন্য আকাশ হইতেছে —ব্রহ্মের পরিমর। অতএব বায়ু হইতে অপৃথক্‌ভূত আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে। ১

এবং বিধ উপাসকের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী দ্বেষসম্পন্ন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। শত্রুর মধ্যেও দ্বেষবিহীন লোক থাকিতে পারে; এইজন্য শত্রুর 'দ্বিষন্তঃ' (দ্বেষকারী) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও; তাহার প্রতি যে সকল শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত 'প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যত কিছু কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু আছে, সে সমস্ত অন্ন ও 'অন্নাদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাল, উক্তত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল? হাঁ, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-ভোক্তৃভাবঘটিত (একটী ভোগ্য, অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্য্য জগতেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই; কেবল ভ্রান্তি বশত আত্মাতে সেই ভোগ্য-ভোক্তৃভাবের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। ভাল কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমত্মারই কার্য্য অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমত্মা হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য্য বলা যাইতে পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার সম্বন্ধ ত যুক্তিযুক্তই হয়। না, তাহা হয় না। কারণ, শ্রুতিতে অসংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ সৃষ্ট করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অসংসারী (ভোক্তৃভাবরহিত) পরমাত্মারই কার্য্য মধ্যে প্রবেশ শ্রুত আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেহাদি কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা বস্তুতঃ অসংসারী পরমাত্মাই; নচেৎ 'সৃষ্টি করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন' এই বাক্যে সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রবেশের 'এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি সৃষ্টির কর্ত্তা, তিনিই যদি প্রবেশের কর্ত্তা হন, তাহা হইলেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয়

(সৃষ্ট্বাপদ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [কারণ, এককর্তৃত্ব অর্থেই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় বিহিত আছে]। ৩

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থান্তরও ঘটিতে পারে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রবেশের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, (ভাবান্তর প্রাপ্তি নহে;] সুতরাং তাহা দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া যায়। যদি বল, সৃষ্টি-বাক্যে 'অনেন জীবেন' এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-পূর্ব্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে; না, তাহাও নহে; কেন না, [এই প্রকরণেই] 'তিনি সত্যস্বরূপ' 'তিনিই আত্মা' এবং 'তুমি (শ্বেতকেতু) তৎস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার সামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে। [কাজেই প্রবেশের পরেও ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না]। যদি বল, জীবের সংসারভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ); না; সে কথাও সত্য নহে; কারণ, জীব নিজেই যখন উপলব্ধির কর্ত্তা (জ্ঞাতা), তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য—উপলব্ধের বিষয় হইতে পারে না। ভাল, [জীব স্বরূপতঃ উপলভ্য না হইলেও] সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় (উপলভ্য) হইতে পারে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ধর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিত্বরূপ ধর্ম্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধর্ম্মী ('সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট), কিন্তু ধর্ম্মও ধর্ম্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধর্ম্ম কখনই (জীবের পক্ষে) উপলব্ধির কর্ম্ম উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ যেমন দাহ্য হয় না, এবং প্রকাশস্বভাব পদার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্য হয় না, ইহাও তদ্রূপ। ৪

যদি বল, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সন্তাপ দেখা যায়, তখন আত্মাতে সংসারধর্ম্ম দুঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আত্মাই তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্ম্মেরও উপলভ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।] না, তাহা নহে; কারণ, ত্রাস ভয়াদি ও দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধর্ম্ম নহে—অনাত্মার ধর্ম্ম, তেমনি ত্রাস ও দুঃখ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা অনুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহারাও আত্মার ধর্ম্ম নহে, পরন্তু অনাত্মা—বুদ্ধির ধর্ম্ম, কাজেই ইহা দ্বারা পূর্ব্ব কথার বাধা ঘটে না।

যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ প্রভৃতির প্রণীত তর্কশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, [কারণ, তাঁহারা আত্মার সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন ।] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা অমৌলিক, এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা অসঙ্গত হয় না। আত্মার অসংসারিত্বস্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও সমর্থিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ' এই শ্রুতি দ্বারা এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৫৩ ॥

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়-মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ-সংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু ॥ ৫ ॥৫৪ ॥

সরলার্থঃ। সঃ যঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্যাং জানাতি), [সঃ] অস্মাৎ লোকাৎ (পৃথিবী-লোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্তো) ভূত্বা এবং (অনন্তরোক্তম্) অন্নময়ং আত্মানং (আত্মত্বেন কল্পিতং অন্নময়ং দেহং) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ততশ্চ] এতং প্রাণময়ং আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতং মনোময়ম্ আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, এতং আনন্দময়ং আত্মানং উপসংক্রম্য, কামান্নী (কামতঃ অন্নং অস্য—কামনানুসারেণান্নবান্), কামরূপী (কামনানুসারেণ রূপাণি গৃহ্নন্) ইমান্ (ভূ প্রভৃতীন্) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম (সর্ব্বতঃ সমং ব্রহ্ম) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু, (অহো ! অহো ! অহো ! ইতি পদত্রয়েণ লোকত্রয়ীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সম্বোধয়ন্) আস্তে (তিষ্ঠতি)। (বিস্ময়া-ধিক্য জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েঽপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া) ॥৫॥৫৪॥

মূলানুবাদ। [এখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে—] সেই যে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক, তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন ; পরে এই প্রাণময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন , শেষে

বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রহ্মসাম্য কীর্ত্তন করত—হা-বু, হা-বু, হা-বু, এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ৫॥৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যস্যা ঋচোঽর্থো ব্যাখ্যাতো বিস্তরেণ তদ্বিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্যা। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ইতি তস্য ফলবচনস্য অর্থবিস্তারো নোক্তঃ—কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব্বে কামাঃ? কথং বা ব্রহ্মণা সহ সমশ্নুতে? ইত্যেতদ্বক্তব্যমিতীদমিদানীমারভ্যতে। ১

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াং পূর্ব্ববিদ্যাশেষভূতায়াং তপো ব্রহ্মবিদ্যাসাধনমুক্তম্; প্রাণাদেরাকাশান্তস্য চ কার্য্যস্যান্নান্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাসনানি চ। যে চ সর্ব্বে কামাঃ প্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্য্যভেদবিষয়াঃ, এতে দর্শিতাঃ। একত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বানুপপত্তিঃ, ভেদজাতস্য সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ। তত্র কথং যুগপদ্ব্রহ্মস্বরূপেণ সর্ব্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্নুতে ইতি? উচ্যতে—সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। ২

কথং সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত্যাহ—পুরুষাদিত্যস্থা ঐকত্ববিজ্ঞানেনাপোহ্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ অন্নময়াদীন্ আত্মনোঽবিদ্যাকল্পিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়ান্তান্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম অদৃশ্যাদিধর্ম্মকং স্বাভাবিকমানন্দমজমমৃতমভয়মদ্বৈতং ফলভূতমাপন্ন ইমাঁল্লোকান্ ভূরাদীননুসঞ্চরন্নিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ৩।

কথমনুসঞ্চরন্? কামান্নী কামতোঽন্নমস্যেতি কামান্নী; তথা কামতো রূপাণ্যস্যেতি কামরূপী; অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বাত্মনা ইমাঁল্লোকানাত্মত্বেনানুভবন্, কিম্? এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। সমত্বাদ্ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্নাস্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। অহো ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽত্যন্ত বিস্ময়খ্যাপনার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এবংবিধ বিদ্বান্ পুরুষ] অন্নময়াদি পুরম্পরাক্রমে ব্রহ্মানন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া এই সাম (সমতাব্যঞ্জক শব্দ) গান করত অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরণ বা ব্যাখ্যাস্বরূপ এই

আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক "সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, তাঁহারা কে? সমস্ত কাম ও কামের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ কি কি? এবং কিপ্রকারেই বা ব্রহ্মের সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বলা আবশ্যক; এইজন্য, এখন এই বাক্য আরব্ধ হইতেছে। ১

প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুত্রঘটিত উপাখ্যানে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত হইয়াছে, তাহার পর ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে আর আকাশাদি বিভিন্ন অন্য বস্তুবিষয়ে যে সমস্ত কামনা নিয়মিতভাবে অনেক প্রকার সাধন-সাপেক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু একত্ব পক্ষে উক্ত কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কাময়িতা, তদ্ভিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ পার্থক্য ব্যবহার সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মভূত বা কাময়িতারই স্বরূপভূত। তাহা যদি হয়, তবে উক্ত প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ একই সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কিরূপে ভোগ করিতে পারেন? অভিপ্রায় এই যে, যে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব্ব-কামভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [তাহার ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর হয়]। ২

ভাল, তাঁহার সর্ব্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিত্যমণ্ডলে আত্মার একত্ব অবগত হন; সেই একত্ব বিজ্ঞানের ফলে তদুভয়গত উৎকর্ষাপকর্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্মত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অবশেষে সর্ব্ববিজ্ঞানের ফলস্বরূপ এবং স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) আনন্দস্বরূপ এবং জন্মজরামরণভয়রহিত ও সর্ব্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করত এই ভূঃপ্রভৃতি লোকে (ত্রিলোকে) বিচরণ করত—। 'বিচরণ' শব্দটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ৩

তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামান্নী ইচ্ছানুসারে অন্ন লাভ করিয়া এবং কামরূপী ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনুসঞ্চরণ করত

অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সমস্ত জগৎ অবলোকন করত—কি [করেন]? এই সামগান পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সাম, অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না, তিনিই সর্ব্বত্র সম (সমান)। লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্ব্বসম আত্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্মৈকত্ব বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বলা যাইতেছে—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু—এই প্রকারে (কীর্ত্তন করত অবস্থান করেন)। 'হা বু,' শব্দটী বিস্ময়প্রকাশক 'অহো' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিস্ময়ের আধিক্য সূচনার নিমিত্ত প্লুত বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত —'হা ৩ বু' হইয়াছে ॥৫॥ ১৬॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদো ৩ ঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভায়ি। যো মা দদাতি, স ইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা ৩ ম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥৬॥৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

[ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ত্রয়োদশান্নং প্রাণো মনো বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দো দশান্নং ন নিন্দ্যাদ্ ন পরিচক্ষীতান্নং বহু কুর্ব্বীতৈকাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টির্দশ ॥০॥ (অয়মংশঃ কচিদধিকঃ পঠিতঃ)

সরলার্থঃ। [অথ তস্য বিস্ময়প্রকারঃ প্রদর্শ্যতে—অহমিত্যাদিভিঃ]। অহং (তাদৃশবিদ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম্—অন্নম্। বিস্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি]। অহম্ অন্নাদঃ ৩—অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ ৩। তথা, অহং শ্লোককৃৎ। অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ ; (শ্লোকঃ অন্নান্নাদয়োঃ সংঘাতঃ চেতনাবান্ জীবদেহঃ, তস্য কর্ত্তা)। অহং প্রথমজা (প্রথমজঃ—সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ), ঋ ৩া ত স্য (ঋতস্য প্লুতত্বাৎ দীর্ঘঃ, ঋতস্য সত্যস্যেত্যর্থঃ, [মূর্ত্তামূর্ত্তরূপস্য জগতঃ] দেবেভ্যঃ [চ] পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য) নাভিঃ (মধ্যং মুক্ত্যধিষ্ঠানম্) অস্মি (ভবামি)। [ইদানীং দানফলমুচ্যতে—] যঃ (জনঃ) মাং (অন্ন-

রূপিণং) দদাতি (অন্নার্থিভ্যঃ প্রযচ্ছতি), সঃ [দাতা]' ইৎ (ইত্থং) এব (নিশ্চয়ে) মা : (মাং) অবাঃ (অবতি যথাভূতং রক্ষতীত্যর্থঃ)। যঃ [পুনঃ] অন্নং মাং অদত্বা অত্তি (ভক্ষয়তি), অন্নম্ অদন্তং , ভক্ষয়ন্তং) তং (জনং) অহং অদ্মি (ভক্ষয়ামি)। তথা সুবঃ (আদিত্যঃ) 'ন' (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃ-স্বরূপঃ) অহং বিশ্বং (সমস্তং) ভুবনং (জগৎ—জগদাত্মনা , অভ্যভবাম্ (অভি - সম্যক্, ভবামি)। ইতি (ইত্থং বল্লীদ্বয়বিহিতা) উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা উক্তা) ; যঃ এবং (যথোক্তরূপাম্ উপনিষদং) বেদ (সম্যক্ জানাতি), (তস্য মোক্ষঃ ফলং সিধ্যতীতিশেষঃ) ॥৬॥১৫॥

এষা তৈত্তিরীয়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণোদ্দীর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ॥

মূলানুবাদ-[অতঃপর সেই বিদ্বানের বিস্ময়প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে—[তিনি অনুভব করেন যে,] আমিই পূর্ব্বকথিত অন্ন, (বিস্ময়সূচনার্থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্ব্বোক্ত অন্নাদ ; আমিই শ্লোককৃৎ অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের' সমবায়ে যে, চেতন দেহসংঘাত রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্ত্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত।

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থীগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, তিনি এই ভাবেই—অন্নার্থীতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ব্বাত্মভাব পোষণ করেন, আর যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, আমি তাহাকে ভক্ষণ করি। আদিত্যের' ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষৎ, অর্থাৎ অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত ব্রহ্মবিদ্যা। যিনি এই উপনিষদ্ জানেন, তাহার মুক্তিফল লাভ হয় ॥ ৬।১৫ ॥

ইতি তৈত্তিরিয়োপনিষদি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকব্যাখ্যা ॥১০॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনরসৌ বিস্ময় ইতি, উচ্যতে—অদ্বৈত আত্মা নিরঞ্জনোঽপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ। কিঞ্চ, অহমেব শ্লোককৃৎ। শ্লোকো

নাম আন্নান্নদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ, তস্য কর্ত্তা চেতনাবান্। অন্নস্যৈব বা পরার্থত্বান্নাদার্থস্য সতোঽনেকাত্মকস্য পারার্থ্যেন হেতুনা সঙ্ঘাতকৃৎ। ত্রিরুক্তির্বিস্ময়ত্বখ্যাপনার্থা।১।

অহমস্মি ভবামি। প্রথমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপন্নঃ। ঋতস্য সত্যস্য মূর্ত্তা-মূর্ত্তস্যাস্য জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্ব্বম্, অমৃতত্বস্য নাভিঃ অমৃতস্য নাভিঃ মধ্যং মৎসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থঃ। যঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নার্থিভ্যো দদাতি-প্রযচ্ছতি—অন্নাত্মনা ব্রবীতি, স ইৎ ইত্থমেব ইত্যর্থঃ, এবমবিনষ্টং যথাভূতং মাং আবাঃ অবতীত্যর্থঃ। যঃ পুনরন্যো মামদত্ত্বা অর্থিভ্যঃ কালে প্রাপ্তেঽন্নমত্তি, তমন্নমদন্তম্ ভক্ষয়ন্তং পুরুষং অহমন্নমেব সংপ্রত্যদ্মি ভক্ষয়ামি। ২

অত্রাহ - এবং তর্হি বিভেমি সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তের্ম্মোক্ষাৎ; অস্তু সংসার এব, যতো মুক্তোঽপ্যহমন্নভূতঃ অদ্যঃ স্যামন্যস্যৈব। এবং মা ভৈষীঃ; সংব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বকামাশনস্য। অতীত্যায়ং সংব্যবহারবিষয়মন্নান্নাদাদিলক্ষণম্ বিদ্যাকৃতং বিদ্যয়া ব্রহ্মত্বমাপন্নো বিদ্বান্; তস্য নৈব দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরমস্তি, যতো বিভেতি; অতো ন ভেতব্যং মোক্ষাৎ। এবং তর্হি কিমিদমাহ—অহমন্নমহমন্নাদ ইতি? উচ্যতে—যোঽহমন্নান্নাদাদিলক্ষণঃ সংব্যবহারঃ কার্য্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন ✓ পরমার্থবস্তু। স এবম্ভূতোঽপি ব্রহ্মনিমিত্তো ব্রহ্মব্যতিরেকেণাসন্নিতি কৃত্বা, ব্রহ্মবিদ্যাকার্য্যস্য সর্ব্বাত্মভাবস্য স্তুত্যর্থমুচ্যতে অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহ-মন্নাদোঽহমন্নাদঃ' ইত্যাদি অতো ভয়াদিদোষগন্ধোঽপ্যবিদ্যানিমিত্তঃ, অবিদ্যোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মভূতস্য নাস্তীতি। ৩

অহং বিশ্বং সমস্তং ভুবনং ভূতৈঃ সম্ভজনীয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ, ভবন্তীতি বা অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্ অভ্যভবাম্ অভিভবামি' পরেণেশ্বরেণ স্বরূপেণ। সুবর্ণ জ্যোতীঃ, সুবঃ আদিত্যঃ, নকার উপমার্থে, আদিত্য ইব সকৃদ্বিভাত-মস্মদীয়ং জ্যোতীঃ জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি 'বল্লীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞানম্। তামেতাং যথোক্তামুপনিষদং শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা ভৃগুবৎ তপো মহদাস্থায় য এবং বেদ তস্যেদং ফলং যথোক্তমোক্ষ ইতি॥ ৬॥ ৫৫॥

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং দশমানুবাকভাষ্যম্॥ ১০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

ভাষ্যানুবাদ। এই বিস্ময় আবার কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

অদ্বৈত আত্মা স্বরূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই শ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ—অন্ন ও অন্নাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্ত্তা—চেতনাসম্পন্ন। অথবা, অন্ন স্বভাবতই পরার্থ--অন্নভক্ষকের জন্য সৃষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক—অনেক অংশ-যুক্ত; এইজন্যই পরার্থ; পরার্থত্ব নিবন্ধনই দেহসংঘাতের রচয়িতা। মূল শ্রুতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্য বিস্ময়াধিক্য প্রকাশন। ১

'অহম্ অস্মি' 'অহং' অর্থ—আমি, 'অস্মি' অর্থ হই।—প্রথমজা (প্রথমজ) প্রথমোৎপন্ন, ও 'ঋত' শব্দবাচ্য মূর্ত্তামূর্ত্ত (স্থূলসূক্ষ্ম) জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাভি—মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে,অমৃতত্ব, তাহা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কোন লোক অন্নরূপী আমাকে অন্ন-প্রার্থী লোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাত্মভাব প্রকাশ করে, সেই দাতা এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাযথরূপে রক্ষা করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অন্নের জন্য প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরূপী আমাকে রক্ষা করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্য যে লোক অর্থীগণের উদ্দেশ্যে অন্নরূপী আমাকে দান না করিয়া উপযুক্ত সময়ে অন্নভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়া থাকি। ২

মুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—ভাল, এইরূপই যদি হয়, তবে সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নরূপে অন্যের ভক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই সাংব্যবহারিক অজ্ঞানমূলক ব্যবহার-কল্পিত, উহা পারমার্থিক নহে। উক্ত বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাকৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারা-ধিকার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই, যাহা হইতে ভয় হইবে; অতএব মোক্ষ হইতে ভয় করিতে নাই। ভাল, এইরূপ অভিপ্রায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্নাদ' ইত্যাদি বলা হয় কেন? ইহার উত্তর বলা হইতেছে—এই যে, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, ভক্ষ্য ভক্ষকাদি কার্য্য ব্যবহার, ইহা কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য, বস্তু নহে। সেই ব্যবহার অপারামার্থিক হইলেও ব্রহ্মনিমিত্ত অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক; ব্রহ্মব্যতিরেকে এই ব্যবহারের অস্তিত্বই নাই, এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির মহিমা কীর্ত্তনের জন্য বলা হইতেছে—'অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্' এবং 'অহমন্নাদঃ, অহমন্নাদঃ,

অহমন্নাদঃ' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষের অবিদ্যা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় অবিদ্যামূলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩

আমিই পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভুবন—ব্রহ্মাদি প্রাণিগণের ভজনীয় (আরাধ্য), অথবা ভূতগণ যেখানে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। আদিত্যের ন্যায় আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশও সকৃদ্বিভাত অর্থাৎ নিত্য প্রকাশমান। 'সুবঃ ন' (সুবর্ন) এই 'ন' অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই অতীত দুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষৎ—পরমাত্ম-জ্ঞান। যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া (১) এবং ভৃগুমুনির ন্যায় পরম তপস্যা অবলম্বন করিয়া এই উপনিষদ্ অবগত হন, তাঁহার ফল হয়—যথোক্তপ্রকার মোক্ষ-লাভ ইতি ॥৬॥৫॥

ইতি ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥০॥

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ *

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥
নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি॥
ত্বামেব প্রত্যক্ষ্যং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্।
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ॥
আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁম্ ॥

॥ * ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥ * ॥

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শান্ত অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়সংযমী, দান্ত অর্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযমী, উপরত অর্থ সন্ন্যাসী, অথবা, বিধি অনুসারে কর্ম্মত্যাগী, তিতিক্ষু অর্থ—শীতগ্রীষ্ম সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সমাহিত অর্থ—যোগাঙ্গ সমাধিযুক্ত।

* উপনিষদের প্রারম্ভে এই দুইটী শান্তিমন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

লোটাস্ লাইব্রেরী.

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা.

সন ১৩২৮।

মূল্য—গ্রাহকপক্ষে ৸৶০

সাধারণপক্ষে

শ্রীমন্মথনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত, দি, ইউনিয়ান প্রেস। ৬৭।৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবম খণ্ড

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩২৮।

মূল্য—১৲

বৃহদারণ্যক-সূচীর শেষ—*

বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচী সমাপ্ত।

(*) বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচীর শেষাংশ বাদ পড়িয়াছিল ; এই পত্রে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

ঐতরেয়োপনিষদের বিষয়-সুচী।

প্রথম অধ্যায়।

স্বষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর অপর কোনও বস্তুর সাহায্য না লইয়াই স্বীয় শক্তিবলে আকাশাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টির পর স্বাত্মোপলব্ধির জন্য নিজেই প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া তিনি 'ইদং ব্রহ্মাস্মি' রূপে যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনিই সর্ব্বশরীরে এক অদ্বিতীয় আত্মা, তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই। এই সমুদয় বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়-সূচী সমাপ্ত।

বর্ণানুক্রমে মন্ত্রসূচী

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

ঐতরেয়োপনিষদ্।

শান্তিপাঠঃ

ওঁম্ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি; সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথ শান্তিমন্ত্রার্থঃ। [অস্মিন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃত্তস্য] মে (মম) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনোবৃত্ত্যনুগুণত্বেন অবস্থিতা) [ভবতু]। তথা মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিষ্ঠিতং [ভবতু], (উপনিষৎপাঠে, তদর্থাবধারণে চ মম বাঙ্মনসে পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রে ভবতাম্—ইতিভাবঃ)।

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্যম্) ; হে আবিঃ (চৈতন্যরূপিন্ আত্মন্) [ত্বং] মে (মদর্থং) আবীঃ (আবিঃ—আবির্ভূতম্) এধি (ভব)। [হে বাঙ্মনসে,] [যুবাম্] মে (মদর্থং) বেদস্য আণী (আনয়ন-সমর্থে) স্থঃ (ভবতম্)। [হে মনঃ, ত্বং], মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং তদর্থজাতঞ্চ) মা প্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ—তস্মে বিস্মৃতং মা ভূদিত্যর্থঃ)। অনেন অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্থেন চ, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ (দিবারাত্রং) সংদধামি (সংযোজয়ামি, অধ্যয়নেনৈব দিবারাত্রম্ অতিবাহয়েম্)। ঋতং (বাচিকং সত্যং) বদিষ্যামি ; সত্যং (মানসং সত্যং) বদিষ্যামি (পাঠকালে মনসা সত্যমর্থং সংকল্প্য বাচাপি তথৈব অভিলপামি ইতিভাবঃ)। তৎ (ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্ম) মাং (শিষ্যং) অবতু (মমাধ্যয়নবিঘ্নং বিনিহন্তু) ; তথা তৎ (ব্রহ্ম) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্য্যং) অবতু (প্রবোধনসামর্থ্য-

দানেন পালয়তু)। [পুনরপি ফলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে—] মাম্ অবতু (মমা-জ্ঞানবিলাসঃ নশ্যতু ইতি ভাবঃ); তথা বক্তারম্ (আচার্য্যমপি) অবতু (আচার্য্যস্যাপি বিদ্যাসম্প্রদানতঃ পরিতোষঃ সম্ভবতু)। ['অবতু বক্তারম্' ইতি পুনরুক্তিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা] ॥১॥

মূলানুবাদ।—[উপনিষৎপাঠকালে] আমার বাগিন্দ্রিয় মনেতে অবস্থিত হউক, আমার মনও বাগিন্দ্রিয়ে সঙ্গত হউক, অর্থাৎ আমার বাক্ ও মন পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হউক। হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকটিত হও। হে বাক্ ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ যেন বিস্মৃত না হয়; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিবারাত্রকে সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের বিরাম না হয়। আমি সত্য কথা বলিব; আমি সত্য চিন্তা করিব; আমি যে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে (শিষ্যকে) রক্ষা করুন; তিনি বক্তাকে—আচার্য্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন।

[এই শান্তি-মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের দ্বিরুক্তি করিতে হয়; এইজন্য 'অবতু বক্তারম্' বাক্যটি দুইবার পঠিত হইয়াছে] ইতি ॥

ঋগ্‌ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডান্তর্গত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থা

ঐতরেয়োপনিষদ্

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা

আভাষভাষ্যম্‌। ওঁ নমঃ পরমাত্মনে॥ পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপর-ব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিরুক্থবিজ্ঞানদ্বারে-ণোপসংহৃতা। এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যম্‌। এষ একো দেবঃ। এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ। এতস্য প্রাণস্যাত্মভাবং গচ্ছন্‌ দেবতা অপ্যেতীত্যুক্তম্‌। সোঽয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ; এষ মোক্ষঃ। স চায়ং যথোক্তেন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাপ্তব্যঃ, নাতঃপরমস্তীত্যেকে প্রতিপন্নাঃ। তান্‌ নিরাচিকীর্ষুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্‌ "আত্মা বা ইদম্‌" ইত্যাদ্যাহ॥১

কথং পুনরকর্ম্মসম্বন্ধি-কেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরো গ্রন্থ ইতি গম্যতে? অন্যার্থানবগমাৎ। তথা চ পূর্ব্বোক্তানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং সংসারিত্বং দর্শয়িষ্যতি অশনায়াদিদোষবত্ত্বেন "তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ" ইত্যাদিনা। অশনায়া-দিমৎ সর্ব্বং সংসার এব, পরস্য তু ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যত্যয়শ্রুতেঃ। ভবত্বেবং কেবলাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্‌, ন ত্বত্রাকর্ম্মেণ্যবাধিক্রিয়তে; বিশেষাশ্রবণাৎ। অকর্ম্মিণ আশ্রম্যন্তরস্যেহাশ্রবণাৎ। কর্ম্ম চ বৃহতীসহস্রলক্ষণং প্রস্তুত্য অনন্তর-মেবাত্মজ্ঞানং প্রারভ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম্যেবাধিক্রিয়তে॥২

ন চ কর্ম্মাসম্বন্ধ্যাত্মবিজ্ঞানম্‌, পূর্ব্ববদন্তে উপসংহারাৎ। যথা কর্ম্মসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্য সূর্য্যাত্মনঃ স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বপ্রাণ্যাত্মত্বমুক্তং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ চ "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদিনা, তথৈব "এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্রঃ" ইত্যাদ্যুপক্রম্য সর্ব্ব-প্রাণ্যাত্মত্বম্‌। "যচ্চ স্থাবরম্‌, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্‌" ইত্যুপসংহরিষ্যতি। তথাচ সংহিতোপনিষদি "এতং হ্যেব বহ্বৃচো মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে" ইত্যাদিনা কর্ম্মসম্বন্ধিত্বমুক্ত্বা "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইত্যুপসংহরতি।

তথা তস্যৈব "যোঽয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যুক্তস্য "যশ্চাসাবাদিত্য একমেব তদিতি বিদ্যাৎ" ইত্যেকত্বমুক্তম্; ইহাপি "কোঽয়মাত্মা" ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাত্মত্বমেব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি দর্শয়িষ্যতি। তস্মান্নাকর্ম্মসম্বন্ধ্যাত্মজ্ঞানম্ ॥৩

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ—"প্রাণো বা অহমস্ম্যৃষে" ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন "সূর্য্য আত্মা" ইতি চ মন্ত্রেণ নির্দ্ধারিতস্যাত্মন "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদিব্রাহ্মণেন "কোঽয়মাত্মা" ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং পুনর্নির্দ্ধারণং পুনরুক্তমনর্থকমিতি চেৎ; ন, তস্যৈব ধর্ম্মান্তরবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বান্ন পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তস্যৈব কর্ম্মসম্বন্ধিনো জগৎসৃষ্টিস্থিতি সংহারাদিধর্ম্মবিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বাৎ কেবলোপাস্ত্যর্থত্বাদ্বা; অথবা, আত্মেত্যাদিঃ পরো গ্রন্থসন্দর্ভ আত্মনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণোঽন্যত্রোপাসনাপ্রাপ্তৌ কর্ম্মপ্রস্তাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোঽপ্যাত্মোপাস্য ইত্যেবমর্থঃ। ভেদাভেদোপাস্যত্বাচ্চ "এক এবাত্মা" কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকর্ম্মকালে অভেদেনাপ্যুপাস্য ইত্যেবমপুনরুক্ততা ॥৪

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি চ বাজিনাম্। ন চ বর্ষশতাৎ পরম্ আয়ুর্ম্মর্ত্ত্যানাম্, যেন কর্ম্মপরিত্যাগেনাত্মানমুপাসীত। দর্শিতঞ্চ "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি ভবন্তি" ইতি। বর্ষশতঞ্চায়ুঃ কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্। দর্শিতশ্চ মন্ত্রঃ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদিঃ; তথা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" ইত্যাদ্যাশ্চ; "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি" ইতি চ। ঋণত্রয়শ্রুতেশ্চ। তত্র হি পারিব্রাজ্যাদিশাস্ত্রং "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতিপরোঽর্থবাদোঽনধিকৃতার্থো বা ॥৫

ন, পরমার্থাত্মবিজ্ঞানে ফলাদর্শনে ক্রিয়ানুপপত্তেঃ—যদুক্তং কর্ম্মিণ এব চাত্মজ্ঞানং কর্ম্মসম্বন্ধি চেত্যাদি, তন্ন; পরং হ্যাপ্তকামং সর্ব্বসংসারদোষবর্জ্জিতং ব্রহ্মাহমস্মীত্যাত্মত্বেন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্ত্তব্যেন বা প্রয়োজনম্ আত্মনোঽপশ্যতঃ ফলাদর্শনে ক্রিয়া নোপপদ্যতে। ফলাদর্শনেঽপি নিযুক্তত্বাৎ করোতীতি চেৎ; ন; নিয়োগাবিষয়াত্মদর্শনাৎ। ইষ্টযোগমনিষ্টবিয়োগং বাত্মনঃ প্রয়োজনং পশ্যন্ তদুপায়ার্থী যো ভবতি, স নিয়োগস্য বিষয়ো দৃষ্টো লোকে, ন তু তদ্বিপরীতনিয়োগাবিষয়ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী। ব্রহ্মাত্মত্বদর্শ্যপি সন্ চেন্নিযুজ্যেত, নিয়োগাবিষয়োঽপি সন্ন কশ্চিৎ ন নিযুক্ত ইতি সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বেণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যং প্রাপ্নোতি, তচ্চানিষ্টম্ ॥৬

ন চ স নিযোক্তুং শক্যতে কেনচিৎ; আম্নায়স্যাপি তৎপ্রভবত্বাৎ। ন হি স্ববিজ্ঞানোত্থেন বচসা স্বয়ং নিযুজ্যতে; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা ভৃত্যেন। আম্নায়স্য নিত্যত্বে সতি স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিয়োক্তৃত্বসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্ব্বেণ সর্ব্বদা সর্ব্বমবিশিষ্টং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্তো দোষোঽপরিহার্য্য এব। তদপি শাস্ত্রেণৈব বিধীয়ত ইতি চেৎ—যথা কর্ম্মকর্ত্তব্যতা শাস্ত্রেণ কৃতা, তথা তদপ্যাত্মজ্ঞানং তস্যৈব কর্ম্মিণঃ শাস্ত্রেণ বিধীয়ত ইতি চেৎ; ন; বিরুদ্ধার্থবোধকত্বানুপপত্তেঃ। ন হ্যেকস্মিন্ কৃতাকৃতসম্বন্ধিত্বং তদ্বিপরীতত্বঞ্চ বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্ণত্বমিবাগ্নেঃ ॥৭

ন চেষ্টযোগচিকীর্ষা আত্মনোঽনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শাস্ত্রকৃতা, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ। শাস্ত্রকৃতঞ্চেৎ, তদুভয়ং গোপালাদীনাং ন দৃশ্যেত, অশাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ তেষাম্। যদ্ধি স্বতোঽপ্রাপ্তম্, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধয়িতব্যম্। তচ্চেৎ কৃত-কর্ত্তব্যতা-বিরোধ্যাত্মজ্ঞানং শাস্ত্রেণ কৃতম্, কথং তদ্বিরুদ্ধাং কর্ত্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়েৎ শীততামিবাগ্নৌ, তম ইব চ ভানৌ? ন বোধয়ত্যেবেতি চেৎ; ন; "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি চোপসংহারাৎ। "তদাত্মানমেবাবেৎ তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপন্নস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্যাবাধ্যমানত্বান্নানুৎপন্নং ভ্রান্তং বেতি শক্যং বক্তুম্ ॥৮

ত্যাগেঽপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; "নাকৃতেনেহ কশ্চন" ইতি স্মৃতেঃ- য আহুর্ব্বিদিত্বা ব্রহ্ম ব্যুত্থানমেব কুর্য্যাৎ, ইতি; তেষামপ্যেষ সমানো দোষঃ প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ; ন; অক্রিয়ামাত্রত্বাদ্ব্যুত্থানস্য। অবিদ্যানিমিত্তো হি প্রয়োজনস্য ভাবঃ, ন বস্তুধর্ম্মঃ, সর্ব্বপ্রাণিনাং তদ্দর্শনাৎ; প্রয়োজন-তৃষ্ণয়া চ প্রের্য্যমাণস্য বাঙ্মনঃকায়ৈঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ; "সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" ইত্যাদিনা পুত্রবিত্তাদি পাঙ্ক্তলক্ষণং কাম্যমেবেতি উভে হ্যেতে সাধ্য-সাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাহ্মণেঽবধারণাৎ ॥৯

অবিদ্যাকামদোষনিমিত্তায়া বাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্তেঃ পাঙ্ক্তলক্ষণায়া বিদুষোঽবিদ্যাদিদোষাভাবাদনুপপত্তেঃ ক্রিয়াভাবমাত্রং ব্যুত্থানম্, ন তু যাগাদিবদনুষ্ঠেয়রূপং ভাবাত্মকম্। তচ্চ বিদ্যাবৎপুরুষধর্ম্ম ইতি ন প্রয়োজনমন্বেষ্টব্যম্। ন হি তমসি প্রবৃত্তস্য উদিত আলোকে যদ্গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদ্যপতনম্, তৎ কিং-প্রয়োজনমিতি প্রশ্নার্হম্ ॥১০

ব্যুত্থানং তর্হ্যর্থপ্রাপ্তত্বান্ন চোদনার্হম্ ইতি। গার্হস্থ্যে চেৎ পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জাতম্, তত্রৈবাস্ত অকুর্ব্বত আসনম্, ন ততোঽন্যত্র গমনমিতি চেৎ;

ন ; কামপ্রযুক্তত্বাদ্গার্হস্থ্যস্য। "এতাবান্ বৈ কামঃ" ইতি, "উভে হ্যেতে এষণে এব" ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুত্রবিত্তাদিসম্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্ ; ন হি ততোঽন্যত্র গমনং ব্যুত্থানমুচ্যতে। অতো ন গার্হস্থ্য এবাকুর্ব্বত আসনমুৎপন্নবিদ্যস্য। এতেন গুরুশুশ্রূষাতপসোরপ্যপ্রতিপত্তির্ব্বিদুষঃ সিদ্ধা ॥১১

অত্র কেচিদ্গৃহস্থা ভিক্ষাটনাদিভয়াৎ পরিভবাচ্চ ত্রস্যমানাঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতাং দর্শয়ন্ত উত্তরমাহুঃ—ভিক্ষোরপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মদর্শনাৎ দেহধারণমাত্রা-র্থিনো গৃহস্থস্যাপি সাধ্যসাধনৈষণোভয়বিনির্ম্মুক্তস্য দেহমাত্রধারণার্থমশনা-চ্ছাদনমাত্রমুপজীবতো গৃহ এবাস্বাসনমিতি ; ন, স্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্য কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। স্বগৃহবিশেষাপরিগ্রহাভাবে চ শরীর-ধারণমাত্রপ্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্থিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেঽর্থাদ্ভিক্ষুত্বমেব। শরীরধারণার্থায়াং ভিক্ষাটনাদিষু প্রবৃত্তৌ যথা নিয়মো ভিক্ষোঃ শৌচাদৌ চ, তথা গৃহিণোঽপি বিদুষোঽকামিনোঽস্ত নিত্যকর্ম্মসু নিয়মেন প্রবৃত্তি র্যাবজ্জীবা-দিশ্রুতিনিযুক্তত্বাৎ প্রত্যবায়পরিহারায়েতি। এতন্নিয়োগাবিষয়ত্বেন বিদুষঃ প্রত্যুক্তমশক্যনিযোজ্যত্বাচ্চেতি ॥১২

যাবজ্জীবাদিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চেৎ ; ন ; অবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনার্থবত্ত্বাৎ। যত্তু ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রপ্রবৃত্তস্য প্রবৃত্তের্নিয়তত্বম্, তৎ প্রবৃত্তের্ন প্রযো-জকম্। আচমনপ্রবৃত্তস্য পিপাসাপগমবন্নান্যপ্রয়োজনার্থত্বমবগম্যতে। ন চাগ্নিহোত্রাদীনাং তদ্বদর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়তত্বোপপত্তিঃ। ১৩

অর্থপ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোঽপি প্রয়োজনাভাবেঽনুপপন্ন এবেতি চেৎ ; ন ; তন্নিয়মস্য পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধত্বাত্তদতিক্রমে যত্নগৌরবাদর্থপ্রাপ্তস্য ব্যুত্থানস্য পুন-র্ব্বচনাদ্বিদুষো মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিদুষাপি মুমুক্ষুণা পারিব্রাজ্যং কর্ত্তব্যমেব ; তথা চ "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্ ; শম-দমাদীনাঞ্চাত্মদর্শনসাধনানামন্যাশ্রমেষ্বনুপপত্তেঃ। "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইতি চ শ্বেতাশ্বতরে বিজ্ঞায়তে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইতি চ কৈবল্যশ্রুতিঃ। "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" ইতি চ ব্রহ্মচর্য্যা-দিবিদ্যাসাধনানাঞ্চ সাকল্যেনাত্যাশ্রমিষূপপত্তের্গার্হস্থ্যেঽসম্ভবাৎ। ১৫

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কস্যচিদর্থস্য সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপ-যোগীনি চ গার্হস্থ্যাশ্রমকর্ম্মাণি, তেষাং পরমফলমুপসংহৃতম্ দেবতাপ্যয়লক্ষণং সংসারবিষয়মেব। যদি কর্ম্মিণ এব পরমাত্মবিজ্ঞানমভবিষ্যৎ, সংসারবিষয়স্যৈব

ফলস্তোপসংহারো নোপাপৎস্যত। অঙ্গফলং তদিতি চেৎ ; ন ; তদ্বিরোধ্যা-ত্মবস্তুবিষয়ত্বাদাত্মবিদ্যায়াঃ। নিরাকৃতসর্ব্বনামরূপকর্ম্ম-পরমার্থাত্মবস্তু-বিষয়মাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনম্। গুণফলসম্বন্ধে হি নিরাকৃতসর্ব্ববিশেষাত্মবস্তু-বিষয়ত্বং জ্ঞানস্য ন প্রাপ্নোতি ; তচ্চানিষ্টম্, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যধিকৃত্য ক্রিয়া-কারক-ফলাদিসর্ব্বব্যবহারনিরাকরণাদ্বিদুষঃ ; তদ্বিপরীতস্যাবিদুষঃ "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" ইত্যুক্ত্বা ক্রিয়াকারকফলরূপস্য সংসারস্য দর্শিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িব্রাহ্মণে। তথেহাপি দেবতাপ্যয়ং সংসারবিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদিমদ্বস্ত্বাত্মকম্, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্ব্বাত্মকবস্তু-বিষয়ং জ্ঞানমমৃতত্বায় বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে।১৬

ঋণপ্রতিবন্ধশ্চাবিদুষ এব মনুষ্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদুষঃ ; "সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব" ইত্যাদিলোকত্রয়সাধননিয়মশ্রুতেঃ। বিদুষশ্চ ঋণপ্রতিবন্ধাভাবো দর্শিত আত্মলোকার্থিনঃ "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" ইত্যাদিনা। তথা "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কাবষেয়াঃ" ইত্যাদি, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ" ইতি চ কৌষীতকিনাম্। ১৭

অবিদুষস্তর্হি ঋণানপাকরণে পারিব্রাজ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; প্রাগ্-গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঋর্ণিত্বাসম্ভবাৎ ; অধিকারানারূঢ়োঽপি ঋণী চেৎ স্যাৎ, সর্ব্বস্য ঋণিত্বমিত্যনিষ্টম্ প্রসজ্যেত। প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি 'গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি আত্মদর্শনোপায়-সাধনত্বেনৈষ্যত এব পারিব্রাজ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিদ্বদমুমুক্ষুবিষয়ে কৃতার্থতা। ছান্দোগ্যে চ কেষাঞ্চিদ্,দ্বাদশরাত্রিমগ্নিহোত্রং হুত্বা তত ঊর্দ্ধং পরিত্যাগঃ শ্রূয়তে। ১৮

যত্বনধিকৃতানাং পারিব্রাজ্যমিতি ; তন্ন ; তেষাং পৃথগেব "উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। সর্ব্বস্মৃতিষু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্পঃ প্রসিদ্ধঃ, সমুচ্চয়শ্চ। যত্তু বিদুষোঽর্থপ্রাপ্তং ব্যুত্থানমিত্যাশাস্ত্রার্থত্বে, গৃহে বনে বা তিষ্ঠতো ন বিশেষ ইতি ; তদসৎ ; ব্যুত্থানস্যৈবার্থপ্রাপ্তত্বান্নান্যত্রাবস্থানং স্যাৎ। অন্যত্রাবস্থানস্য কামকর্ম্মপ্রযুক্তত্বং হ্যবোচাম ; তদভাবমাত্রং ব্যুত্থানমিতি চ। ১৯

যথাকামিত্বন্তু বিদুষোঽত্যন্তমপ্রাপ্তম্, অত্যন্তমূঢ়বিষয়ত্বেনাবগমাৎ। তথা

শাস্ত্রবিহিতমপি কর্ম্মাত্মবিদোঽপ্রাপ্তং গুরুভারতয়াবগম্যতে; কিমুতা-ত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বম্? ন হ্যুন্মাদতিমিরদৃষ্ট্যুপলব্ধং বস্তু তদপগমেঽপি তথৈব স্যাৎ, উন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদেব তস্য। তস্মা-দাত্মবিদো ব্যুত্থানব্যতিরেকেণ ন যথাকামিত্বম্, ন চান্যৎ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ সিদ্ধম্। ২০

যত্তু "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" ইতি ন বিদ্যাবতো বিদ্যয়া সহাবিদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যয়মর্থঃ; কস্তর্হি? একস্মিন্ পুরুষে এতে ন সহ সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ; যথা শুক্তিকায়াং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্য। "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা" ইতি হি কাঠকে। তস্মান্ন বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াঃ সম্ভবোঽস্তি। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব"ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরূপাসনাদি চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকত্বাদ-বিদ্যোচ্যতে; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততো নিষ্কামস্ত্য-ক্তৈষণো ব্রহ্মবিদ্যয়ামৃতত্বমশ্নুত ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ২১

যত্তু পুরুষায়ুঃ সর্ব্বং কর্ম্মণৈব ব্যাপ্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি, তদবিদ্বদ্বিষয়ত্বেন পরিহৃতম্, ইতরথাঽসম্ভবাৎ। যত্তু বক্ষ্যমাণ-মপি পূর্ব্বোক্ত-তুল্যত্বাৎ কর্ম্মণা অবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষা-ত্মবিষয়তয়া প্রত্যুক্তম্; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িষ্যামঃ। অতঃ কেবলনিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—

আভাষ্য ভাষ্যানুবাদ। অপর-ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা-বিজ্ঞা-নের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাহা পরা গতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাহাও উক্থ-বিজ্ঞানের নিরূপণপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই 'সত্য' ব্রহ্ম, যাহার নাম প্রাণ, ইনিই (প্রাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা, অপর দেবতাগণ এই দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরূপ', যে, লোক এই প্রাণাত্মভাব লাভ করেন, তিনিই দেবতাকে প্রাপ্ত হন (প্রাণ-স্বরূপ হন)', এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে। এই যে, প্রাণ দেবতাতে বিলয় বা একীভাবপ্রাপ্তি, ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত এই মোক্ষ ফলটী, এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা পাইতে হইবে; ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই'; যাহারা এই প্রকার বিকৃত

জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদিগের ভ্রান্তিনিরাশের অভিপ্রায়ে অতঃপর কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্য 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে— ।১

ভাল, পরবর্ত্তী গ্রন্থ যে, কর্ম্মসম্পর্কশূন্য কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ আরব্ধ হইতেছে, তাহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু উহার অন্য প্রকার অর্থ বা উদ্দেশ্য প্রতীত হয় না; বিশেষতঃ "তম্ অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ" ইত্যাদি বাক্যে অশনায়া (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন করিবেন। 'পর ব্রহ্ম ক্ষুধা-পিপাসার অতীত' এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদি ধর্ম্ম বা গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গত। ভাল, কর্ম্মরহিত কেবল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হয় হউক, তথাপি একমাত্র কর্ম্মত্যাগী লোকই যে, ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে না; যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই; অর্থাৎ কর্ম্মহীন অপর আশ্রমীর নিষেধক কথাও এখানে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও 'বৃহতীসহস্র' নামক কর্ম্মের অবতারণা করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই আত্মজ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্মী পুরুষই এই আত্ম-বিদ্যায় অধিকারী (কর্ম্মত্যাগী নহে)। ২

আর কর্ম্মের সহিত যে, আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও কর্ম্মকাণ্ডের শেষেই [আত্মজ্ঞানের] উপসংহার করা হইয়াছে; [আত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে, এরূপ উপসংহার করা সঙ্গত হইত না]। পূর্ব্বে যেমন, সূর্য্যাত্মভাবাপন্ন কর্ম্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে "সূর্য্য আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইপ্রকারই 'ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপক্রমের পর [উপাসককে] সর্ব্বপ্রাণীর আত্মভাবাপন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরেও, যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহা প্রজ্ঞানেত্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা-শব্দবাচ্য ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিচালিত' এই বলিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইবে। এইরূপ ঐতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও 'ঋগ্বেদী পণ্ডিতগণ ইহাকেই মহা উক্থ' সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধিতা প্রতি-পাদন করিয়া, পরে আবার, 'ইহাকেই সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' এইরূপে বাক্যের উপসংহার 'করিয়াছেন। এই প্রকার 'এই যে, শরীরসম্বন্ধহীন প্রজ্ঞাত্মা'—এই বাক্যে [পূর্ব্বে যাহার কথা উক্ত হইয়াছে], তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ 'এবং ঐ যে, আদিত্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত্ব বা অভিন্নভাব উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'এই আত্মা বস্তুটী কি ?' এইরূপে প্রশ্ন করিয়া 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ' বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্মভাব প্রদর্শন করিবেন ; অতএব এই আত্মবিদ্যা কখনই কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না।৩

যদি বল, আত্মবিদ্যা কর্ম্মসম্বন্ধ হইলে, তাহাত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ; [এখানে তাহার] পুনরুক্তি করা নিরর্থক হইয়া পরে ? অভিপ্রায় এই যে, 'প্রাণস্বরূপে আমি স্পর্শ করিয়াছি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'সূর্য্যই [স্থাবর-জঙ্গমের] আত্মা' ইত্যাদি মন্ত্রে, যে আত্মা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখানে আবার "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যে যদি "কোঽয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি প্রশ্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই আত্মারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত, কিন্তু এখানে সেরূপ পুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। না, তাহা নিরর্থক নহে ; কেন না, পূর্ব্বে যে আত্মার সম্বন্ধে কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্ম্মগুলির নির্দ্ধারণার্থ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ; সুতরাং এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। কি প্রকার ? পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসম্বন্ধী আত্মারই যে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি আরও ধর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের নির্দ্ধারণের নিমিত্ত, কিংবা কেবলই আত্মোপাসনার নিরূপণার্থ প্রকরণ আরব্ধ হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখন কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট, তখন কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গরূপে বিহিত উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর হইতে পারে না ; এমত অবস্থায়, কর্ম্ম প্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়া কর্ম্মসম্বন্ধশূন্য-রূপেও যে, আত্মার উপাসনা হইতে পারে, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিতে পারাযায় (১)। বিশে-

(১) তাৎপর্য্য—এখানে উপাসনায় এই প্রকার দুইটী বিভাগ বুঝিতে হইবে, এক শুদ্ধোপাসনা, অপর কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল আত্মার উপাসনা, তাহা শুদ্ধোপাসনা, আর যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যে, উপাসনা, তাহা কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা। 'কর্ম্মাঙ্গ' উপাসনা আবার দুইপ্রকার ; এক কর্ম্মাঙ্গ বস্তুর অবয়বে উপাসনা, যেমন—

যতঃ ভেদাভেদরূপে উপাস্য বলিয়াও উল্লিখিত দোষ ঘটিতে পারে না,—একই আত্মা কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষয় হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আরাধনীয় হয়, আবার সেই আত্মাই অভিন্নভাবেও—'অহং' রূপেও উপাস্য হইয়া থাকে; এই কারণেও পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। ৪

[অতঃপর কর্ম্মত্যাগপক্ষে শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] বাজসনেয় উপনিষদে কথিত আছে—'যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা, এতদুভয়কে একসঙ্গে অবগত হন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন, এবং অবশেষে বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করেন।' 'ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিবে'। একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে না, যে, [শতবৎসর কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও কর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মার উপাসনা করিবে। অন্যত্র প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, 'পুরুষের আয়ুষ্কালের দিবস সংখ্যা ত ত সহস্র অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০০) হইয়া থাকে'(২)। সেই একশত বৎসর আয়ুর সময় ত কর্ম্ম দ্বারাই অধিকৃত রহিল। একশত বৎসর যে, কর্ম্ম করিতেই হইবে, তদ্বিষয়ে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য, এবং 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে' ইত্যাদি

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বে 'উষা' প্রভৃতি কাল-চিন্তা। দ্বিতীয়—কর্ম্মোপযোগী স্তবস্তোত্রাদিতে বিভিন্ন-প্রকার চিন্তা; যেমন—ছান্দোগ্যোপনিষদে বিহিত 'উক্‌থ' ও 'উদ্গীথাদি চিন্তা।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্ম্মসংসৃষ্ট, তখন কোনরূপ বিহিত কর্ম্মের সহযোগেই তাহার উপাসনা হইতে পারে, কর্ম্মসম্পর্ক ছাড়া কেবল আত্মার উপাসনা কখনই হইতে পারে না। 'আত্মা বৈ' ইত্যাদি বাক্য সেই আশঙ্কানিবারণপূর্ব্বক বলিয়া দিতেছে যে, কর্ম্মপ্রকরণ শেষ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে যখন এখানে আত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মসম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল আত্মার উপাসনা করিতে পারা যায়, এবং এখানে তাহাই কর্ত্তব্য।

(২) তাৎপর্য্য—এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই 'বৃহতীসহস্র' নামক একটি শস্ত্রের (স্তোত্রের) উল্লেখ আছে। তাহার অক্ষর-সংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "তাবন্তি পুরুষায়ুষোঽহ্নাং সহস্রাণি" অর্থাৎ উক্ত বৃহতীসহস্রস্তোত্রের অক্ষরসংখ্যা যেমন ছয়ত্রিশ হাজার; মনুষ্যের আয়ুর দিন-সংখ্যাও সেই পরিমাণ অর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার। ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া তাহার তিনশত ষাটদিনে যে, বৎসর গণনা হয়, তাহাকে 'সাবন' বৎসর বলে। এই সাবন বৎসর ধরিয়াই আয়ুর্গণনা করা হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর হইলেই তাহার দিনসংখ্যা ছয়ত্রিশ হাজার হইতে পারে; কিন্তু ন্যূনাধিক হইলে, তাহা হইতে পারে না। মনুষ্যের যে, একশত বৎসর আয়ু, ইহা সাধারণ নিয়মমাত্র।

বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও আছে—'সেই পুরুষকে যজ্ঞপাত্রের সহিত দগ্ধ করিবে' ইত্যাদি। ঋণত্রয়বোধক শ্রুতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। তবে যে, সন্ন্যাসবিধায়ক 'এষণাত্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া, অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে', ইত্যাদি শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্তুতিমাত্র ; অথবা যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকৃত—অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসবিধায়ক শাস্ত্র, কিন্তু কর্ম্মক্ষমদিগের সন্ন্যাসবোধক নহে।৫

[অতঃপর ভাষ্যকার স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে,] না, এ কথা হইতে পারে না ; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না ; সুতরাং তন্নিমিত্ত ক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত,এবং কর্ম্মের সহিত সংসৃষ্টও বটে ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, 'আমি হইতেছি—আপ্তকাম সংসারের সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ', এই প্রকার আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পর, সে ব্যক্তি কৃত বা কর্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যে লোক ক্রিয়াতে কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় না। যদি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, সে, যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিষয়ীভূত নহে। যে লোক ইষ্টলাভ ও অনিষ্টের অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তদুপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার লোককেই জগতে নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তদ্বিপরীত—নিয়োগের অবিষয়ীভূত ব্রহ্মাত্মদর্শী পুরুষকে নিয়োগের বিষয় হইতে কখনও দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত

(৩) তাৎপর্য্য—শ্রুতি বলিয়াছেন—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণবা জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়ই তিনটী ঋণ (দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ) লইয়া জন্ম ধারণ করেন ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" অর্থাৎ দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মুক্তিপথে মনোনিবেশ করিবে ; কিন্তু ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষপথে যাইলে সে অধোগামী হয়।

বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেত নিয়োগের অবিষয়—অনিযোজ্য হইলেও, কোন ব্যক্তিকেই 'অনিযুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না ; সুতরাং সকলকেই নিযুক্ত মনে করিতে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে ; তাহাত কাহারও অভিলষিত নহে।৬

বিশেষতঃ তাদৃশ আত্মাকে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পারে না ; কেন না, নিয়োগকর্ত্তা স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্রূপ আত্মা হইতেই) সমুৎপন্ন ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলস্বরূপ বেদবাক্য কখনই আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভৃত্য কখনই বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদি বল, বেদ যখন (নিত্য ; কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এ পক্ষে, যে দোষ ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তাহা হইলেও, বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যে, তুল্যরূপে সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পরে, পূর্ব্বে যে এই, দোষ উক্ত হইয়াছে, সে দোষেরও নিশ্চয়ই পরিহার হইল না। যদি বল, ঐরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থাত শাস্ত্র দ্বারাই বিহিত, অর্থাৎ শাস্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন, তেমনই কর্ম্মী পুরুষের জন্য আত্মজ্ঞানেরও বিধান করিয়াছেন ; [সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দোষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সেকথা ও বলিতে পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থবোধক হইতে পারে না ; কেন না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতাকৃত-সম্বন্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে পারে না,—যেমন অগ্নির শাতোঞ্চভাবোপদেশ।৭

বিশেষতঃ আত্মার যে, অভীষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা হয়, তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমুৎপাদিত নহে ; [উহা স্বাভাবিক] ; যেহেতু উহা সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ ধর্ম্ম। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা যদি শাস্ত্রজনিতই হইত, তাহা হইলে [শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত] গোপালকদিগের সম্বন্ধে উহা কখনই দৃষ্ট হইত না ; কারণ, তাহারা ত শাস্ত্রজ্ঞ নহে। [প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত নয়, (উদেশ-সাপেক্ষ), শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়া দিবে। অতএব শাস্ত্র যদি কর্ত্তব্যতার বিরোধী আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই শাস্ত্রই আবার তদ্বিরোধী—অগ্নিতে শীতলতা ও সূর্য্যে অন্ধকারের সদ্ভাব প্রতিপাদনের ন্যায় কর্ত্তব্যতা (কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা) প্রতিপাদন করিবে কি

প্রকারে? যদি বল, শাস্ত্র নিশ্চয়ই যে, ঐরূপ বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করিতেছে না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত—'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ', 'তাহাই আমার আত্মা, এইরূপে জানিবে' ইত্যাদি। 'সেই আত্মাকেই জানিবে', 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই জাতীয় বেদান্তবাক্য সমূহের ঐরূপ অর্থেই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ একবার উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসত্য রূপে অবধারিত হয় না, তখন ঐরূপ জ্ঞান যে, উৎপন্ন হয় না, অথবা ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায় না।৮

যদি বল, [আত্মজ্ঞের প্রয়োজন নাই বলিয়া যেরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অসম্ভব, তদ্রূপ] কর্ম্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং অপ্রবৃত্তির কারণ উভয় পক্ষেই তুল্য। কারণ, স্মৃতিতে (ভগবদ্গীতায় উক্ত) আছে—'কর্ম্ম-ত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রয়োজন নাই'; অতএব যাহারা বলেন—ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর ব্যুত্থানই করিতে হইবে; তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ তুল্যই রহিয়াছে; না, সেকথা বলিতে পার না; কারণ, 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—অক্রিয়া—ক্রিয়ানিবৃত্তিমাত্র (কিন্তু কোন প্রকার অনুষ্ঠান নহে)। তাহার পর, প্রয়োজনের যে, সম্ভাববোধ, তাহাও অবিদ্যারই ফল, উহা কখনই বস্তুধর্ম্ম বা বস্তুস্বভাব নহে; কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ লোকেরই কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে—'সেই আদি পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে অবধারিত হইয়াছে যে, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি পাঙ্ক্ত (১) কর্ম্মগুলি নিশ্চয়ই কাম্য কর্ম্ম। এষণা—কামনা কেবল দুইপ্রকার; এক সাধ্য—ফলবিষয়ক, অপর সাধন-বিষয়ক ইত্যাদি।৯

আত্মজ্ঞপুরুষের অবিদ্যাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং অবিদ্যা ও কামাদিদোষপ্রসূত পাঙ্ক্ত কর্ম্ম—বাক্ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি

(১) তাৎপর্য্য—'বাজসনেয়ি' শব্দে এখানে 'বাজসনেয়িব্রাহ্মণ ও যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'পাঙক্ত' কথার বিবরণ রহিয়াছে। পাঁচটী বিষয়ের যোগ থাকায় কাম্য 'বিষয়কে' পাঙ্ক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই পাঁচটী বিষয় এই—(১) জায়া, (২) পুত্র, (৩) দৈববিত্ত, (৪) মানুষবিত্ত ও (৫) কর্ম্ম, এই পাঁচটীর সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই নাম পাঙ্ক্ত। এইরূপে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই 'পাঙ্ক্ত' মধ্যে পরিগণিত।

কখনই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সেই কারণেই 'ব্যুত্থান' কথার অর্থ—শুদ্ধ ক্রিয়ার অভাবমাত্র, কিন্তু যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ (বস্তু) নহে। উক্ত ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ ব্যুত্থান হইতেছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অতএব তাহার জন্য অন্য কোনরূপ প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে গমনকারী ব্যক্তির আলোক লাভ হইলে যে, গর্ত্ত পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে পতন হয় না, তাহাতেও কি 'কেন পতন হয় না' এই প্রশ্ন উঠিতে পারে?১০

ভাল কথা, ব্যুত্থান যদি স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহাহইলে, তদ্বিষয়ে ত বিধিরও আবশ্যক হয় না; অথচ ব্যুত্থানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রমেই যাহার ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার গৃহস্থাশ্রমেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করা উচিত, অন্যত্র (সন্ন্যাসে) যাইবার প্রয়োজন কি? একথা যদি বল, তদুত্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে পার না; যে হেতু গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন,) অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কামনা আছে, তাহার পক্ষেই গার্হস্থ্যাশ্রম বিধেয়, নিষ্কামের পক্ষে নহে। 'এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয়' 'কেবল এই দুই প্রকারই এষণা' এইরূপ অবধারণা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কামনাপ্রযুক্ত যে, পুত্র বিত্তাদির সম্বন্ধ (আমার পুত্র, আমার বিত্ত ইত্যাকার বোধ), তাহার অভাবই 'ব্যুত্থান'; কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনকে 'ব্যুত্থান' বলা হয় নাই। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় না। একথা দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে যে, গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যায় অনুপপত্তি, তাহাও বলা হইল।১১

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্ন্যাসে ভিক্ষাচর্য্যাদি-ক্লেশের ভয়ে এবং পরকৃত অবজ্ঞাদির ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া, আপনাদের সূক্ষ্মদর্শিতা (বিচারনৈপুণ্য) প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়া থাকেন যে,—সন্ন্যাসীর যখন দেহধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচর্য্যাদির নিয়ম প্রতিপালন দৃষ্ট হয়, তখন কেবল দেহধারণমাত্র যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক 'এষণা' পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দেহরক্ষার নিমিত্ত ভোজনাচ্ছাদনমাত্র উপজীব্য করিয়া গৃহেই অবস্থান করা উচিত; (গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের কোন প্রয়োজন নাই। না, তাহা সঙ্গত হয় না; কেননা, এ কথার উত্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,

নিজের গৃহবিশেষে যে, বাস করা, তাহাও কামনারই ফল; সুতরাং তাহার পক্ষে নিজের গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিজের বলিয়া কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া যদি কেবলই দেহধারণের উদ্দেশ্যে ভোজন ও আচ্ছাদনের অন্বেষণ করে, এবং 'আমার' বলিয়া কোন বিষয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার ভিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। ভিক্ষুর যেরূপ শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি কার্য্যে ও শৌচাচার পরিপালনে নিয়ম (আবশ্যকতা) আছে, নিষ্কাম বিদ্বান্ গৃহীরও তদ্রূপ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে' ইত্যাদি শ্রৌত বিধান বলে, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় নয় বলিয়াই ক্রিয়াতে নিযোজ্য হইতে পারেন না; সুতরাং তাহার পক্ষে উহা প্রত্যাখ্যাতই হইতেছে।১২

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যানুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে? না—নিরর্থক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত বিধির সার্থকতা রহিয়াছে। ভিক্ষুর (সন্ন্যাসীর) যে, কেবল শরীর রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির (ভিক্ষাচর্য্যাদির) নিয়ম, তাহাও তাহার প্রবৃত্তির (কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রযোজক নহে। জল দ্বারা আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ভিক্ষুর নিয়ম-প্রতিপালনও ঠিক তদ্রূপ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন বুঝা যায় না। যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পিপাসা-শান্তির ন্যায় প্রবৃত্তি ও নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে।১৩

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রয়োজন না থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলবলে লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না। না, সে আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, প্রথমতঃ তাদৃশ নিয়ম পালনে যে, তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রবৃত্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সাধকদশায় তাঁহাকে ঐ সমুদয় নিয়ম প্রতি-পালনে এতই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বাভ্যস্ত নিয়মগুলি পরি-ত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হয়; তৃতীয়তঃ বিনা উপদেশেই ব্যুত্থানের (সমাধিভঙ্গের) প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্যুত্থানের জন্য পুনরুপদেশ করা হইয়াছে; এই সমুদয় কারণেই জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা উপপন্ন হইতেছে।১৪

বিশেষতঃ যাহার হৃদয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও যে, তাহাকে অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে 'শান্ত (শমগুণান্বিত) ও দান্ত (দমগুণান্বিত) হইয়া—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। আত্ম দর্শনের উপায়ভূত শমাদি গুণ লাভ করা অন্য আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও হয় না। তাহার পর 'পরম পবিত্র এবং ঋষিসমূহকর্তৃক সেবিত আত্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমীদিগকে (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহাদিগকে) বলিয়াছিলেন', উক্ত 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদেও এই তত্ত্বই জানা যাইতেছে। কৈবল্যোপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—'কোন কোন ঋষি—কর্ম্ম দ্বারা নহে, প্রজা দ্বারা নহে, ধন দ্বারা নহে, একমাত্র সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিয়াছিলেন', ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও রহিয়াছে—'জ্ঞানোদয়ের পর নৈষ্কর্ম্ম্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে' ইত্যাদি, এবং 'ব্রহ্মাশ্রমপদে (সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিবে' ইত্যাদি। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে সমুদয় বিদ্যা-সাধন বিদ্যমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীতেই সে গুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে; পক্ষান্তরে গার্হস্থ্যে সেগুলির সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইতে পারে না।১৫

আর সাধনসম্পত্তি অপূর্ণ থাকিলে, তাহা কোন প্রয়োজন সাধনেই সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় যে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে বিহিত, উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, সে সমুদয় কর্ম্মেরও শেষ ফল হইতেছে—দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সুতরাং উহাও সংসারেরই অন্তঃপাতী। যদি কেবল কর্ম্মীর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই সংসারান্তর্গত ফলের উপসংহার করা সঙ্গত হইত না। যদি বল, উহা (দেবতা-লয়) অঙ্গফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে, তাহা কর্ম্মের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল মাত্র। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবস্তু; [সুতরাং উহাদের মধ্যে গৌণ-মুখ্যভাব হইতেই পারে না]। যাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার নাম, রূপ ও কর্ম্মসম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেষতঃ অঙ্গফলের সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, নির্ব্বিশেষ আত্মবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের সম্ভবই হইতে পারে না; তাহাও তোমার অভীষ্ট নহে। কারণ, 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জ্ঞানীর সম্বন্ধে ক্রিয়া, কারক ও ফল প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই

প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং তদ্বিপরীত অবিদ্বানের সম্বন্ধে আবার 'যে অবস্থায় যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়' ইত্যাদি বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি সমস্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানেও ঠিক সেই প্রকারই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সম্বন্ধ সংসারগোচর দেবতাপ্যয় (দেবতাতে লয়রূপ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভের উপায়ভূত সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব—এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আলোচ্য শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। ১৬

তাহার পর, পূর্ব্বে যে, ঋণপ্রতিবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অজ্ঞ লোকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, কিন্তু বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইতে পারে না; কারণ, 'পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুত্রাদিকে সাধনরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যিনি জ্ঞানী আত্ম-লোকপ্রার্থী, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব?' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋণত্রয় জ্ঞানীর পক্ষে কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। কৌষীতকী শ্রুতিতে আছে—'যাবতীয় বিদ্বান্ ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র হোম করিতেন না' ইত্যাদি। ১৭

ভাল কথা, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান্ লোক যতকাল ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত না হয়, তত কালত তাহার আর পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসগ্রহণ হইতেই পারে না। না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কেন না, কোন লোকই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বনই ঋণ-সম্বন্ধের কারণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ না করিয়াও ঋণগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেত নির্ব্বিশেষে সকলকেই ঋণী হইতে হয়; এরূপ হইলেত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহার পর 'গৃহাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক শেষে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহন করিবে, অথবা সম্ভব হইলে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে লোক গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষেও আত্মদর্শনের উপায় রূপে সন্ন্যাস গ্রহণকরা অভীষ্টই বটে। আর যে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগানুষ্ঠানের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাবিহীন অমুমুক্ষুর সম্বন্ধেই তাহা সার্থক হইতে পারে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কোন কোন্ শাখীর সম্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের পরই অগ্নি পরিত্যাগের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যাবজ্জীবাদি শ্রুতি কখনই সন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮

আর যে, কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিব্রাজ্য কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে 'উৎসন্নাগ্নি কিংবা নিরগ্নি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিরই উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার পর, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিকল্পবিধি ও সমুচ্চয়বিধি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও যে, বলা হইয়াছে—জ্ঞানীর যে, ব্যুত্থান বা সন্ন্যাসগ্রহণ, তাহা অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহা আপনা হইতেই হইয়া পরে, তন্নিমিত্ত আর বিধানের আবশ্যক হয় না; সুতরাং উহা শাস্ত্রার্থ বা বৈধ নহে; অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যুত্থান যদি অর্থপ্রাপ্তই হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অন্য কোন আশ্রম বিশেষে অবস্থান করাই সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, আশ্রম-বিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ হইতেছে কামনা ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান; অথচ তদুভয়ের নিবৃত্তির নাম হইতেছে ব্যুত্থান। ১৯

কামচার-প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত মূঢ়লোকদিগের পক্ষেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ত সেই কামচার প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই যখন আত্মজ্ঞের পক্ষে দুর্ব্বহ গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি যে, দুর্ব্বহ হইবে, তাহাত আর বক্তব্যই নহে। উন্মাদ বা তিমির রোগের দরুণ যে বস্তু যে প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই উন্মাদ ও তিমির রোগ তিরোহিত হইলেও সেই বস্তু সেই প্রকারে কখনই দৃষ্ট হয় না; কেন না, উন্মাদ ও তিমির রোগই ঐ প্রকার বিকৃত দর্শনের কারণ ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, আত্মজ্ঞ পুরুষের ব্যুত্থান ব্যতিরেকে যথেচ্ছভাবে অবস্থান করা হইতেই পারে না, এবং তাহার অন্য কিছু কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না। ২০

তাহার পর, "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" এই শ্রুতি বচনেরও এরূপ অর্থ নয় যে, জ্ঞানির সম্বন্ধেও বিদ্যার সহিত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে; পরন্তু উহার অর্থ এই যে, যেমন একই শুক্তিতে একই পুরুষের যুগপৎ রজত ও শুক্তি বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না, তেমনি একই পুরুষে পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব

বিদ্যা ও অবিদ্যা একদা কখনও স্থান পাইতে পারে না। কঠোপনিষদে আছে —'এই যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহারা উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব, ও বিপরীত পথগামী'। অতএব বিদ্যা সত্ত্বে কখনও অবিদ্যার সম্ভব হয় না। যে হেতু 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; এরূপে শাস্ত্র-বিহিত ও বিদ্যোৎপত্তির উপায়ভূত এই তপঃপ্রভৃতি ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্মগুলিই অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকে। [ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন দ্বারা প্রথমে বিদ্যালাভ করিয়া কামনারূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বপ্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) ভোগ করিয়া থাকে ইতি।২১

আরও যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল কর্ম্মানুষ্ঠানেই পরিসমাপ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল আর কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। [ইহার উত্তর—] এই শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়া সে আপত্তিরও পরিহার করা হইয়াছে। এরূপ না বলিলে, ঐ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। আর যে, উক্ত শ্রুতির অনুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ আত্মজ্ঞানকেও কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ আত্মভেদে বিষয়ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা পরিহৃত হইয়াছে; ইহা আমরা পরেও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শন করিব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রকাশনের নিমিত্তই যে, পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং স্মৃত্বা শঙ্কর-ভাবিতম্।
ঐতরেয়শ্রুতি-ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতন্যতে॥

সরলার্থঃ। ইদং (নামরূপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) একঃ (সর্ব্বথা ভেদশূন্যঃ) আত্মা (ব্যাপকং ব্রহ্ম) বৈ (অবধারণে—আত্মৈব) আসীৎ; অন্যৎ (সজাতীয়ং বিজাতীয়ং বা) কিংচন (কিমপি বস্তু) মিষৎ (ব্যাপারবৎ) ন (নাসীদিত্যর্থঃ)। সঃ (আত্মা) ঈক্ষত (ঐক্ষত—আলোচয়ামাস)—লোকান্ (অম্ভঃপ্রভৃতীনি ভোগস্থানানি) নু (বিতর্কে) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি শেষঃ॥ ১॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক মাত্র আত্মাই ছিল, অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—আমি অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মেতি। আত্মা—আপ্নোতেরত্তেরততের্ব্বা, পরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়োঽদ্বয়ঃ বৈ। ইদং যদুক্তং নামরূপকর্ম্মভেদভিন্নং জগৎ আত্মৈব একঃ, অগ্রে জগতঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ আসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ? ন। কথং তর্হি আসীদিত্যুচ্যতে? যদ্যপীদানীং স এবৈকঃ, তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনাম-রূপভেদমাত্মভূতম্ আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং জগৎ, ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদত্বাদনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরম্ আত্মৈকশব্দপ্রত্যয়-গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব্যাকরণাৎ প্রাক্ সলিলৈক-শব্দ-প্রত্যয়গোচরমেব ফেনম্, যদা সলিলাৎ পৃথঙ্‌নামরূপভেদেন ব্যাকৃতং ভবতি, তদা সলিলং ফেনঞ্চেতি অনেকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ সলিলমেবেতি চৈকশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ চ ফেনং ভবতি, তদ্বৎ।১

ন অন্যৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চদপি, মিষৎ নিমিষদ্ব্যাপারবদিতরদ্বা। যথা সাংখ্যা-নামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্রং প্রধানম্, যথা চ কাণাদানামণবঃ, ন তদ্বদিহাত্ম-দাত্মনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি? আত্মৈবৈক আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ।২

সঃ সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাদাত্মা একএব সন্ ঈক্ষত। ননু প্রাগুৎপত্তেরকার্য্যকরণ-ত্বাৎ কথমীক্ষিতবান্? নায়ং দোষঃ, সর্ব্বজ্ঞস্বাভাব্যাৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিঃ। কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ—লোকান্ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্ম্ম-ফলোপভোগস্থানভূতান্ নু সৃজৈ সৃজেহহমিতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। 'আত্মা' ইত্যাদি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক 'আপ্' ধাতু হইতে, কিংবা ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে, অথবা সতত গমনবোধক 'অৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'আত্মা' শব্দের—অর্থ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, অশনায়াদি সর্ব্বপ্রকার সংসার ধর্ম্মবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জরামরণশূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর। 'বৈ' অর্থ [অবধারণ]। 'ইদং' অর্থ—নাম রূপ ও কর্ম্মভেদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি তিনি একমাত্র সৎ নহে? না, সে কথা নয়; [এখনও তিনিই একমাত্র সৎ]। ভাল, তাহা হইলে 'ছিল' (আসীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে? হাঁ, যদিও আত্মা এখনও একই বটে; তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগতের নাম রূপাকারে ভেদ ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময় আত্মস্বরূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একমাত্র আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া কোন শব্দ ছিল না, তদ্বিষয়ে কোন প্রতীতিও ছিল না; আর এখন সেই জগৎই নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ;] এবং সেই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে 'আসীৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন জল হইতে পৃথগ্ ভাবে আকৃতি ও নামবিশিষ্ট ফেন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র 'সলিল' শব্দ ও 'সলিল' বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই ফেনই যখন আকৃতি ও নাম লইয়া সলিল হইতে পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন যেমন 'সলিল' ও 'ফেন' ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, কখনও বা কেবল 'সলিল' বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ১

সে সময়ে মিষৎ—ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়াশীল) কিংবা তদ্বিপরীত (নিষ্ক্রিয়) অন্য কোনও পদার্থ ছিল না। অভিপ্রায় এই যে,] সাংখ্যমতে যেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসমূহ [সৃষ্টির অগ্রেও

বিদ্যমান ছিল বলা হয়], বেদান্তমতে সেরূপ আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও বস্তু বিদ্যমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আত্মাই ছিল।২

সেই আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ; এইজন্য এককই (অন্যের সাহায্য না লইয়াই) ঈক্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন—। ভাল কথা, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জ্ঞান-সাধন দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কিপ্রকারে? না, ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ; [সুতরাং তাহার জ্ঞানের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক হয় না]। দেখ, মন্ত্রও একথা বলিতেছে 'তিনি পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী; হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা' ইত্যাদি। তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—প্রাণিগণের কর্ম্মানুযায়ী ফলোপভোগের আশ্রয়ভূত অন্তঃপ্রভৃতি লোক (স্থান) সমূহ আমি সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে ॥১॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত।
অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (আত্মা) [এবমীক্ষিত্বা] ইমান্ (বক্ষ্যমাণান্ অম্ভঃ, মরীচয়ঃ, মরঃ, আপঃ ইত্যেতান্) লোকান্ (ভোগভূমীঃ) অসৃজত (সৃষ্টবান্); [সৃষ্টিরিয়ং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যনন্তরং বিজ্ঞেয়া]। [অম্ভঃপ্রভৃতীনাং স্বরূপাণ্যাহ—] অদঃ (পূর্ব্বোক্তং) অম্ভঃ (অম্ভোধারণাৎ তদাখ্যো লোকঃ) পরেণ দিবং (দ্যুলোকাৎ পরস্তাদ্ ঊর্দ্ধমিত্যর্থঃ); দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) প্রতিষ্ঠা (অম্ভোলোকস্য আশ্রয়ঃ, দ্যুলোকাশ্রয়োঽম্ভো লোকইত্যর্থঃ)। [দ্যুলোকাদধস্তাৎ] অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিসম্বন্ধাৎ মরীচিশব্দবাচ্যম্); পৃথিবী মরঃ (ম্রিয়ন্তে ভূতানি অস্মিন্ ইতি পৃথিবী মর উচ্যতে)। যাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে বর্ত্তন্তে,) তাঃ আপঃ (অব্‌বাহুল্যাৎ আপ উচ্যন্তে) ॥২॥

মূলানুবাদ। সেই আত্মা [ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের পর] অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্ এই চারিটী লোক সৃষ্টিকরিলেন। ঐ অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে এবং দ্যুলোকে অবস্থিত; এই

অন্তরিক্ষ বা আকাশই মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক, এবং পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে সমুদয় 'অপ্' লোক নামে অভিহিত ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা আলোচ্য সঃ আত্মা ইমান্ লোকান্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যথেহ বুদ্ধিমান্ তক্ষাদিঃ এবম্প্রকারান্ প্রাসাদাদীন্ সৃজে—ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানন্তরং প্রাসাদাদীন্ সৃজতি, তদ্বৎ। ১

ননু সোপাদানস্তক্ষাদিঃ প্রাসাদাদীন্ সৃজতীতি যুক্তম্; নিরুপাদানস্ত আত্মা কথং লোকান্ সৃজতি? ইতি। নৈষ দোষঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে নাম-রূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে ব্যাকৃতফেনস্থানীয়স্য জগত উপাদান-ভূতে সম্ভবতঃ। তস্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্ব্বজ্ঞো জগন্নির্ম্মি-মীতে ইত্যবিরুদ্ধম্।২

অথবা, যথা বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন আকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্ম্মিমীতে, তথা সর্ব্বজ্ঞো দেবঃ সর্ব্বশক্তির্ম্মহামায় আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন জগদ্রূপেণ নির্ম্মিমীত ইতি যুক্ততরম্। এবঞ্চ সতি কার্য্যকারণোভয়াসদ্বাদ্যাদিপক্ষাশ্চ ন প্রসজ্যন্তে, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবন্তি।৩

কান্ লোকানসৃজতেত্যাহ—অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমে-ণাণ্ডমুৎপাদ্য অম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকানসৃজত। তত্র অম্ভঃপ্রভৃতীন্ স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ,—অদঃ তৎ অম্ভঃশব্দবাচ্যো লোকঃ, পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ, সঃ অম্ভঃশব্দবাচ্যঃ, অম্ভোভরণাৎ। দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্যাম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ। একোঽপ্যনেকস্থান-ভেদত্বাদ্বহুবচনভাক্—মরীচয় ইতি, মরীচিভির্ব্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী মরঃ—ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানীতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ, তা আপ উচ্যন্তে, আপ্নোতেঃ, লোকাঃ। যদ্যপি পঞ্চভূতাত্মকত্বং লোকানাম্, তথাপি অব্বাহু-ল্যাৎ অব্নামভিরেব অম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপ ইত্যুচ্যন্তে ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মা এই প্রকার আলোচনার পর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি যেমন 'আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিব', এই প্রকার ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়া তাহার পর প্রাসাদপ্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ।১

এখন প্রশ্ন হইতে যে, সূত্রধর প্রভৃতি কর্ম্মকর্তৃগণ যে, কার্য্যোপযোগী

উপকরণ-সহযোগে প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হয়, কিন্তু আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; সুতরাং নিরুপকরণ আত্মা কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিবেন? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না, জলীয় অব্যক্ত ফেন-স্থানবর্ত্তী, আত্মা হইতে অনতিরিক্ত, সুতরাং আত্মশব্দবাচ্য অব্যাকৃত, (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) নাম ও রূপই অভিব্যক্ত ফেনস্থানবর্ত্তী জগতের উপাদান হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ আত্মা যে, আপনারই স্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, ইহা বিরুদ্ধ হইতেছে না।২

অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মায়াবী পুরুষ যেরূপ কোন্‌প্রকার বাহ্য উপাদান না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করত, সেই আত্মা যেন আকাশমার্গেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি মহামায়াসমন্বিত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগদন্তর্গত অপর আত্মারূপে নির্ম্মাণ (প্রকাশিত) করিয়া থাকেন, একথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে অসৎকার্য্যবাদী, অসৎকারণবাদী ও কার্য্য-কারণ উভয়ের অসত্ত্ববাদিপ্রভৃতির সিদ্ধান্তেরও আর সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু সে সমুদায় 'বাদ'গুলিও খণ্ডিত হইয়া যায়।৩

তিনি কোন কোন লোক সৃষ্টিকরিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—অম্ভঃ, মরীচি, মর (মর্ত্ত্য) ও অপ্। [এখানে বুঝিতে হইবে যে,] প্রথমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, এই অম্ভঃ-প্রভৃতি লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রুতি নিজেই অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—সেই যে এই অম্ভঃশব্দবাচ্য লোক, তাহা দ্যুলোকেরও পরে অর্থাৎ দ্যুলোকেরও উপরে অবস্থিত; অম্ভঃ (জল) ধারণ করে বলিয়া উহার নাম 'অম্ভঃ'। দ্যুলোক হইতেছে ঐ অম্ভোলোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ঐ দ্যুলোকের নিম্নে অবস্থিত যে, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), তাহাই মরীচিনামক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নপ্রকার বহু স্থানযুক্ত বলিয়া উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে—'মরীচয়ঃ'; অথবা মরীচিসমূহের—বহু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [বহুবচন হইয়াছে]। ভূতসমূহ ইহাতে মৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পৃথিবীই 'মর' লোক। পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত যে সমস্ত লোক, সে সমস্ত লোক অপ্‌ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও সমস্ত লোকই পঞ্চভূতাত্মক সত্য, তথাপি জলের বাহুল্য

নিবন্ধন জলের নামেই 'অম্ভঃ' শব্দ অভিহিত হইয়াছে; মরীচি প্রভৃতি লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ॥২॥

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (আত্মা ঈশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত—ইমে (ময়া সৃষ্টাঃ) লোকাঃ নু (বিতর্কে) [পালকাভাবাৎ বিনশ্যেয়ুঃ; অতঃ] লোকপালান্ (অম্ভঃপ্রভৃতিলোকপালান্) সৃজৈ ইতি। [এবমীক্ষিত্বা] সঃ অদ্ভ্যঃ (জল-প্রধানেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ) এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য (সমুৎপাদ্য) অমূর্চ্ছয়ৎ স্বাবয়ব-সংযোজনেন পিণ্ডিতমকরোৎ) ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিতে লাগিলেন:—[পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক] বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। তিনি [এইরূপ আলোচনার পর] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি-সংযোজনপূর্ব্বক তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো লোকান্ সৃষ্ট্বা স ঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত—ইমে নু অম্ভঃপ্রভৃতয়ো ময়া সৃষ্টা লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জ্জিতা বিনশ্যেয়ুঃ; তস্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ লোকানাং পালয়িতৄন্ নু সৃজৈ সৃজেঽহমিতি। এবমীক্ষিত্বা সঃ অদ্ভ্য এব অপ্প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেভ্যঃ, যেভ্যোঽম্ভঃপ্রভৃতীন্ সৃষ্টবান্, তেভ্য এবেত্যর্থঃ। পুরুষং পুরুষাকারং শিরঃপাণ্যাদিমন্তং সমুদ্ধৃত্য অদ্ভ্যঃ সমুপাদায়, মৃৎপিণ্ডমিব কুলালঃ পৃথিব্যাঃ, অমূর্চ্ছয়ৎ মূর্চ্ছিতবান্ সম্পিণ্ডিতবান্ স্বাবয়ব-সংযোজনেনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্মফল ও তৎসাধন সমুদায়ের আশ্রয়ভূত অম্ভঃপ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক সৃষ্টি করিয়া, পুনশ্চ ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—আমি যে, এই অম্ভঃপ্রভৃতি লোক সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায় লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব এই সমুদায় লোকের রক্ষার্থ আমি লোকপাল-সমূহ সৃষ্টি করিব।

এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া তিনি জলসমূহ হইতে অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভূত হইতে- তিনি যে সমুদয় ভূত হইতে অন্তঃপ্রভৃতি লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় লোক হইতেই পুরুষ—হস্তমস্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড—কুম্ভকার যেরূপ পৃথিবী হইতে মৃৎপিণ্ড নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ জল হইতে সমুৎপাদন করিয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজনা করিয়া সংপিণ্ডিত (স্থূলভাবাপন্ন) করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্, মুখাদ্বাগ্‌বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১॥

সরলার্থঃ। [স ঈশ্বরঃ] তং (পুরুষবিধং পিণ্ডং) [লক্ষ্যীকৃত্য] অভ্যতপৎ (তদ্বিষয়ে ধ্যানং—সকল্পং কৃতবান্)। অভিতপ্তস্য তস্য (পুরুষাকারপিণ্ডস্য) যথা অণ্ডং (পক্ষিণঃ অণ্ডমিব) মুখং (মুখাকারং ছিদ্রং) নিরভিদ্যত (নির্ভিন্নম্ অভূৎ, মুখরন্ধ্রং অজায়ত ইত্যর্থঃ)। এবং মুখাৎ বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং), বাচঃ অগ্নিঃ (বাগধিষ্ঠাতা) [নিরভিদ্যত]; তথা, নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) [নিরভিদ্যেতাম্]; নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) ; প্রাণাৎ বায়ুঃ (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ; [এবং চ অধিষ্ঠানং, করণং, তদধিদেবতা চেতি ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতিভাবঃ]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকে) নিরভিদ্যেতাং ; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষুর্দেবতা); তথা কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্ ; কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), শ্রোত্রাৎ দিশঃ (কর্ণয়োর্দেবতাঃ) [নিরভিদ্যন্ত] ; [অনন্তরং] ত্বক্ নিরভিদ্যত, ত্বচঃ লোমানি, লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ [নিরভিদ্যন্ত], [ততশ্চ] হৃদয়ং (অন্তঃকরণাধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত ; হৃদয়াৎ মনঃ (অন্তঃকরণং), মনসঃ চন্দ্রমাঃ (তদধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; নাভিঃ নিরভিদ্যত ; নাভ্যাঃ

অপানঃ (পায়ুনামকমিন্দ্রিয়ং), অপানাৎ মৃত্যুঃ (পায়ধিদেবতা) [নিরভিদ্যত]; শিশ্নং নিরভিদ্যত; শিশ্নাৎ রেতঃ (শুক্রং), রেতসঃ আপঃ (তদধিদেবতা বরুণঃ) [নিরভিদ্যন্ত]। [ইহ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানং তদধিষ্ঠেয়-মিন্দ্রিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজায়ন্ত ইতি বিজ্ঞেয়ম্]॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা॥ ১॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর সেই পূর্ব্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সংকল্পের ফলে, পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটীর প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে নাসিকা-রন্ধ্রদ্বয় প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইল। অনন্তর দুইটী চক্ষুর গোলক অভিব্যক্ত হইল; তাহার পর চক্ষুরিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা আদিত্য প্রকাশ পাইল। অতঃপর দুইটী কর্ণবিবর ব্যক্ত হইল; কর্ণের পর শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল, এবং ত্বকের পর লোম সমূহ (স্পর্শনেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পর হৃদয় অভিব্যক্ত হইল, এবং তাহা হইতে অন্তঃকরণ মন ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নাভি নিষ্পন্ন হইল; নাভির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তদধিদেবতা মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ পাইল; শিশ্নের পর রেতঃ অর্থাৎ শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ (জল) আবির্ভূত হইল॥৪॥

ইতি প্রথম খণ্ডানুবাদ॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং পিণ্ডং পুরুষবিধমুদ্দিশ্য অভ্যতপৎ, তদভিধ্যানং সঙ্কল্পং কৃতবানিত্যর্থঃ, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মাভিতপ্তস্য ঈশ্বরসঙ্কল্পেন তপসাভিতপ্তস্য পিণ্ডস্য মুখং নিরভিদ্যত

মুখাকারং শুষিরমজায়ত; যথা পক্ষিণোঽণ্ডং নির্ভিদ্যতে, এবম্। তস্মাচ্চ নির্ভিন্নান্মুখাৎ বাক্ করণমিন্দ্রিয়ং নিরবর্ত্তত; তদধিষ্ঠাতা অগ্নিঃ, ততো বাচঃ, লোকপালঃ। তথা নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্। নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্বায়ুঃ; ইতি সর্ব্বত্রাধিষ্ঠানং করণং দেবতা চ ত্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি। অক্ষিণী, কর্ণৌ, ত্বক্, হৃদয়ম্ অন্তঃকরণাধিষ্ঠানম্, মনঃ অন্তঃকরণম্; নাভিঃ সর্ব্বপ্রাণ-বন্ধনস্থানম্, অপানসংযুক্তত্বাদপান ইতি পায়ুরিন্দ্রিয়মুচ্যতে; তস্মাৎ তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃত্যুঃ। যথান্যত্র, তথা শিশ্নং নিরভিদ্যত প্রজননেন্দ্রিয়স্থানম্। ইন্দ্রিয়ং রেতঃ রেতোবিসর্গার্থত্বাৎ সহ রেতসোচ্যতে। রেতস আপ ইতি॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। পরমেশ্বর সেই পুরুষাকারি পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ধ্যান (সংকল্প) করিয়াছিলেন। এখানে 'তপস্যা' অর্থ—সংকল্প (ধ্যান); কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' ইত্যাদি। সেই পিণ্ডটী অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সংকল্পাত্মক ধ্যানের বিষয়ীভূত হইলে পর, তাঁহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার গর্ত্ত উৎপন্ন হইল; পক্ষীর অণ্ড যেরূপ নির্ভিন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ।

সেই অভিব্যক্ত মুখবিবর হইতে বাক্—করণ বাগিন্দ্রিয় এবং সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল; সেই বাগিন্দ্রিয় হইতে অভিব্যক্ত অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ্রদ্বয় নির্ভিন্ন হইল; নাসিকা হইতে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়), এবং লোকপাল বায়ু প্রকাশ পাইল। এখানে সর্ব্বত্রই প্রথমে অধিষ্ঠান (ইন্দ্রিয়গোলক), পরে ইন্দ্রিয়, এবং তাহার পর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই তিনটীর ক্রমিক আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ত্বক্, [ইহারা ইন্দ্রিয়স্থান—গোলক; হৃদয় অন্তঃকরণের আশ্রয়স্থান; মন হইতেছে অন্তঃকরণ। নাভি হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয় স্থান। 'অপান' অর্থ 'পায়ু' ইন্দ্রিয়; কারণ, অপানবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে; অপান হইতেই উহার অধিদেবতা মৃত্যু [প্রকটিত হইল]। অন্যান্যস্থানের ন্যায় ক্রমে শিশ্নও নির্ভিন্ন হইল; শিশ্ন অর্থ জননেন্দ্রিয়স্থান 'রেতঃ' অর্থ শিশ্নের ইন্দ্রিয়। রেতঃ ত্যাগ করাই উহার উদ্দেশ্য; এইজন্য 'রেতঃ' শব্দে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই রেত ইন্দ্রিয় হইতে অপ্ অর্থাৎ অধিদেবতা জল হইল॥ ৪॥

ইতি প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনায়া-পিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥৫॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। তাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ লোকপালরূপেণ) সৃষ্টাঃ এতাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) দেবতাঃ অস্মিন্ মহতি (দুষ্পারে) অর্ণবে (সংসার-সাগরে) প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তং (প্রথমোৎপন্নং পিণ্ডং) অশনায়া-পিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জ্জৎ (ক্ষুধা-পিপাসাভ্যাং সংযোজিতবান্) [পরমেশ্বরঃ]। তাঃ (অগ্ন্যাদয়ো দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরম্) অব্রুবন্ (কথিতবত্যঃ)—নঃ (অস্মভ্যং) আয়তনং (আশ্রয়স্থানং) প্রজানীহি (বিধেহি); [বয়ং] যস্মিন্ (আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিতাঃ সত্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) অদাম (ভক্ষয়াম) ইতি ॥৫॥১॥

মূলানুবাদ। সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ণবে অর্থাৎ অপার সংসার-সাগরে নিপতিত হইল। তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত করিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পর তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ক্ষুধা পিপাসাসমন্বিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন—আপনি আমাদের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করুণ, যে খানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতে পারি ইতি ॥৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তা এতা অগ্ন্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন সঙ্কল্প্য সৃষ্টা ঈশ্বরেণ, অস্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহতি অবিদ্যা-কামকর্ম্মপ্রভব-দুঃখোদকে তীব্ররোগজরামৃত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনন্তে অপারে নিরালম্বে বিষয়েন্দ্রিয়জনিত-সুখলবলক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থতৃণ্মারুত-বিক্ষোভোত্থিতানর্থশত-মহোর্ম্মৌ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গত-হাহেত্যাদি-কূজিতাক্রোশনোদ্ভূতমহারবে সত্যার্জ্জব-দানদয়াহিংসাশমদমধৃত্যাদ্যাত্মগুণ-পাথেয়পূর্ণ-জ্ঞানোড়ুপে সৎসঙ্গ-সর্ব্বত্যাগমার্গে মোক্ষতীরে এতস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্ পতিতবত্যঃ। ১

তস্মাদগ্ন্যাদিদেবতাপ্যয়লক্ষণাপি যা গতির্ব্ব্যাখ্যাতা জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠান-ফলভূতা, সাপি নালং সংসারদুঃখোপশমায়েত্যয়ং বিবক্ষিতোঽর্থোঽত্র। যত এবম্, তস্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাঞ্চ, যো বক্ষ্যমাণ-বিশেষণঃ প্রকৃতশ্চ জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুত্বেন, স সর্ব্বসংসারদুঃখো-পশমনায় বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্" যদেতৎ পরব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ২

তৎ স্থান-করণ দেবতোৎপত্তিবীজভূতং পুরুষং প্রথমোৎপাদিতং পিণ্ডমাত্মান-মশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্বার্জ্জৎ অনুগমিতবান্ সংযোজিতবানিত্যর্থঃ। তস্য কারণভূতস্য অশনায়াদিদোষবত্ত্বাৎ তৎকার্য্যভূতানামপি দেবতানামশনায়াদি-মত্ত্বম্। তাঃ ততঃ অশনায়াপিপাসাভ্যাং পীড্যমানা এনং পিতামহং স্রষ্টারম্ অব্রুবন্ উক্তবত্যঃ। আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অস্মভ্যং প্রজানীহি বিধৎস্ব, যস্মিন্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম্ অদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥ ৫॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা, পরমেশ্বর যাহাদিগকে লোকপাল করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা এই সংসার-রূপ মহাসাগরে—অবিদ্যা ও তন্মূলক কাম-কর্ম্ম-সমুত্থিত দুঃখরাশি যাহার জলপ্রবাহ, ভীষণ ব্যাধি ও জরা মরণ যাহার গ্রাহ (জলচর হিংস্র জন্তু), যাহার আদি, অন্ত বা পার নাই, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র সুখই যেখানে বিশ্রাম স্থান, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণারূপ প্রবল বায়ুর সন্তাড়নে সমুদ্ভূত শত শত অনর্থরাশি যাহার তরঙ্গমালা; মহারৌরব প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনাদি ধ্বনিই যাহার মহা-নির্ঘোষ, সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ-রূপ পাথেয়পূর্ণ জ্ঞান যাহার ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বস্ব-ত্যাগই যাহা পার হইবার প্রকৃষ্ট পথ, এবং মুক্তি যাহার তীর বা শেষ, সেই নিরালম্ব মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া-ছিল। ১

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের ফলে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে অপ্যয় বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংসার-দুঃখ-প্রশমনের উপায় নহে। যেহেতু জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার,

সেই হেতুই যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া, নিজের এবং সমস্ত ভূতের যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বলা হইবে, এবং এখানেও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনের নিমিত্ত তাহাকেই জানিতে হইবে। অতএব 'ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কর্ম্ম, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সত্য' যাহা এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, [তাহাই দুঃখনিবৃত্তির যথার্থ উপায়]। 'মন্ত্রেও আছে—'মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই'। ২

যথোক্ত স্থান (ইন্দ্রিয়-গোলক), ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তিনিদান সেই প্রথমোৎপাদিত পিণ্ডাকার পুরুষকে তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ সেই পিণ্ডে অশনায়াদি দোষ বিদ্যমান থাকায় তৎকার্য্য (সেই পিণ্ড হইতে উৎপন্ন) দেবতাগণেরও অশনায়াদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দেবতাগণ অশনায়া ও পিপাসা দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া নিজের স্রষ্টা পিতামহকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আয়তন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থান বিধান করুন, যে স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আমরা শক্তিলাভ করত অন্ন ভক্ষণ করিব ॥ ৫ ॥ ১ ॥

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥৬॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) গাম্ আনয়ৎ (গবাকৃতিং পিণ্ডং দর্শিতবান্)। তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্ (উক্তবত্যঃ)। অয়ং (ত্বয়া আনীতঃ গবাকৃতিঃ পিণ্ডঃ) নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ (নৈব) অলং (ভোগায় পর্য্যাপ্তঃ) ইতি। [অনন্তরং] তাভ্যঃ অশ্বং (অশ্বাকৃতিং পিণ্ডং) আনয়ৎ ; তাঃ (দেবতাঃ) [পুনঃ] অব্রুবন্—অয়ং নঃ (অস্মভ্যং) ন বৈ অলম্ ইতি ॥ ৬ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] তাহাদের জন্য গোর আকৃতিবিশিষ্ট একটী পিণ্ড আনয়ন করিলেন; [তাহা দেখিয়া] দেবতারা বলিলেন; এটী আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত [ভোগোপ-

যুক্ত] নহে। অনন্তর তাহাদের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন ; তদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং গবাকৃতিবিশিষ্টং পিণ্ডং তাভ্য এবাদ্ভ্যঃ পূর্ব্ববৎ পিণ্ডং সমুদ্ধৃত্য মূর্চ্ছয়িত্বা আনয়ৎ দর্শিতবান্। তাঃ পুনর্গবাকৃতিং দৃষ্ট্বা অব্রুবন্—ন বৈ নঃ অস্মদর্থম্ অধিষ্ঠায় অন্নমত্তুময়ম্ পিণ্ডঃ অলম্ ন বৈ, অলং পর্য্যাপ্তঃ। অত্তুং ন যোগ্য ইত্যর্থঃ। গবি প্রত্যাখ্যাতে তথৈব তাভ্যঃ অশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি, পূর্ব্ববৎ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। দেবতাগণ এইরূপ বলিলে পর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের নিমিত্ত একটী গো—গোর মত আকৃতিসম্পন্ন দেহ-পিণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জল হইতেই উদ্ধৃত করিয়া এবং সংবর্দ্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখাইলেন। তাহারা সেই গবাকৃতি পিণ্ডটী দর্শন করিয়া বলিল,—এই গবাকৃতি পিণ্ডটী আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে গোপিণ্ডটী প্রত্যাখ্যান করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাহাদের জন্য পূর্ব্ববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাও আমাদের জন্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পর্য্যাপ্ত নহে ॥৬॥২॥

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সু কৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥৭॥৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবং প্রত্যাখ্যানানন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাভ্যঃ (দেবতাভ্যঃ) [পূর্ব্ববৎ] পুরুষম্ আনয়ৎ। [তং দৃষ্ট্বা] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রুবন্—সু কৃতং (শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং কৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি। [তস্মাৎ হেতোঃ] পুরুষঃ বাব (এব) সুকৃতং (পুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ পুণ্যাত্মকম্)। [অনন্তরম্ ঈশ্বরঃ] তাঃ (দেবতাঃ) অব্রবীৎ—যথায়তনং (যস্য স্বকর্ম্মযোগ্যং যদায়তনং, তৎ) প্রবিশত [যূয়ম্] ইতি ॥৭॥৩॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, ঈশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটী পুরুষাকৃতি পিণ্ড (দেহ) আনয়ন করিলেন; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, সু কৃত—সুন্দর অধিষ্ঠান করা

হইয়াছে; সৎকর্ম্ম-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। অতঃপর ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা নিজ নিজ কর্ম্মোপযোগী অধিষ্ঠানে (স্থানে) প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনিভূতম্। তাঃ স্বযোনিং পুরুষং দৃষ্ট্বা অখিন্নাঃ সত্যঃ সু কৃতং শোভনং কৃতম্ ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যব্রুবন্। তস্মাৎ পুরুষো বাব পুরুষ এব সুকৃতম্, সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মহেতুত্বাৎ; স্বয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াভিঃ কৃতত্বাৎ সুকৃতমিত্যুচ্যতে। তা দেবতাঃ ঈশ্বরোঽব্রবীৎ—ইষ্টমাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা—সর্ব্বে হি স্বযোনিষু রমন্তে; অতঃ যথায়তনং যস্য যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনম্, তৎ প্রবিশতেতি ॥৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, পরমেশ্বর তাহাদের জন্য বিরাট্ পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূর্ত্তি আনয়ন করিলেন। তখন দেবতাগণ আপনাদের উৎপত্তিনিদান (বিরাট্পুরুষের সজাতীয়) পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অহ্লাদ সহকারে বলিলেন— 'সু কৃত' অর্থাৎ আমাদের জন্য এটী উত্তম্ অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান) করিয়াছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'সুকৃত' শব্দ প্রয়োগ করায়, এখনও পুরুষই যথার্থ 'সুকৃত' পদবাচ্য; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিদান; অথবা, পরমেশ্বর স্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বলিয়া পুরুষকে সুকৃত বলা হইয়াছে (১)। সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে বা স্বজাতীয় বস্তুতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটী দেবতাগণের অভিমত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া, পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন—ইহা যেহেতু তোমাদের মনঃপূত হইয়াছে; সেই হেতু তোমরা যথায়তনে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহার যেটা শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥

---

(১) তাৎপর্য।—প্রথমে 'সু' ও 'কৃত' এই উভয়পদের যোগে 'সুকৃত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, 'সু'—সুষ্ঠু উত্তম, 'কৃত'—নির্ম্মিত=উত্তমরূপে নির্ম্মিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এখন 'স্বয়ং' ও 'কৃত' শব্দের যোগে 'সুকৃত' পদটী নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 'স্বয়ংই এই পুরুষদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অপর কাহারো সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে ইহা 'সুকৃত' শব্দবাচ্য। এখানে পৃষোদরাদির ন্যায় 'স্বয়ং' শব্দ স্থানে 'সু' হইয়াছে।

অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্‌ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌ ॥৮॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [এবমীশ্বরাজ্ঞালাভানন্তরম্‌] অগ্নিঃ (বাগভিমানিনী দেবতা) বাক্‌ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয়মাশ্রিত্য) মুখং (স্বগোলকং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ; তথা বায়ুঃ প্রাণঃ ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ ; আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়ং) প্রাবিশৎ ; দিশঃ (দিগ্‌-দেবতাঃ) শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্‌ ; ওষধি-বনস্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্‌ ; চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ ; মৃত্যুঃ (যমঃ) অপানঃ ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ ; আপঃ রেতঃ ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌। [অত্র ইন্দ্রিয়ৈর্বিনা দেবতানামনবস্থিতেঃ, ইন্দ্রিয়াণাং চ দৈবতাভির্বিনা কার্য্যকরণানুপপত্তেঃ দেবতেন্দ্রিয়য়োঃ সহোল্লেখো দ্রষ্টব্যঃ] ॥৮॥৪॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দেবতা বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহযোগে নাসিকা দ্বয়ে প্রবেশ করিলেন ; চক্ষুর দেবতা আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন ; ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করিল ; মনের দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ; অপান-দেবতা মৃত্যু নাভিতে প্রবেশ করিলেন ; উপস্থের দেবতা রেতঃসহযোগে শিশ্নমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৮॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তথাস্বিত্যনুজ্ঞাং প্রতিলভ্য ঈশ্বরস্য নগর্য্যামিব বলাধিকৃতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা স্বং যোনিং মুখং প্রাবিশৎ। তথোক্তার্থমন্যৎ। বায়ুর্নাসিকে, আদিত্যোঽক্ষিণী, দিশঃ কর্ণৌ, ওষধিবনস্পতয়স্ত্বচম্‌, চন্দ্রমা হৃদয়ম্‌, মৃত্যুঃ নাভিম্‌, আপঃ শিশ্নং প্রাবিশন্‌ ॥ ৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে পরমেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজ-

পুরুষগণ যেরূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা বাক্‌স্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বকারণ মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য অংশের অর্থও এই প্রকারই। বায়ু নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ে, আদিত্য অক্ষিরন্ধ্রে ; দিক্‌সমূহ উভয় কর্ণে ; ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকে, চন্দ্র হৃদয়ে, মৃত্যু নাভিতে. এবং অপ্‌ দেবতা শিশ্নে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥৪॥

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [এবং দেবতাসু লব্ধাধিষ্ঠানাসু সতীষু) অশনায়াপিপাসে তং (ঈশ্বরম্) অব্রূতাম্ (উক্তবত্যৌ)—আবাভ্যাং অভিপ্রজানীহি (আবয়োরধিষ্ঠানং চিন্তয়) ইতি। [এবমুক্ত ঈশ্বরঃ] তে (অশনায়াপিপাসে) অব্রবীৎ- এতাসু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) দেবতাসু এব বাং (যুবাং) আভজামি (বৃত্তিব্যবস্থয়া অনুগৃহ্লামি) ; এতাসু এব ভাগিন্যৌ (এতাসু মধ্যে, যস্যা দেবতায়া যো হবির্ভাগঃ স্যাৎ, তস্যাঃ তেনৈব ভাগেন যুবামপি ভাগবত্যৌ করোমি ; ন পুনর্যুবয়োঃ পৃথগ্‌ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তস্মাৎ (হেতোঃ) যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাসাদিকং) গৃহ্যতে (অর্প্যতে), অস্যাং (তস্যাং দেবতায়াং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিন্যৌ (ভাগবত্যৌ) এব ভবতঃ, (ন পুনঃ পৃথগ্‌ভাগমর্হতঃ) ইত্যর্থঃ ॥৯॥৫॥

মূলানুবাদ। অতঃপর অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান চিন্তা করুন। [তদুত্তরে পরমেশ্বর] তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্ব্বাপিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগে অধিকারী হইবে; [তোমাদের জন্য আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক নাই]। এই কারণেই, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে ভাগ অর্পিত

হইয়া থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥৫॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডব্যাখ্যা ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং লব্ধাধিষ্ঠানাসু দেবতাসু নিরধিষ্ঠানে সত্যৌ অশনায়া পিপাসে তমীশ্বরমব্রূতাম্ উক্তবত্যৌ—আবাভ্যামধিষ্ঠানম্ অভিপ্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ। স ঈশ্বর এবমুক্তঃ তে অশনায়া-পিপাসে অব্রবীৎ, নহি যুবয়োর্ভাবরূপত্বাৎ চেতনাবদ্বস্তুনাশ্রিত্য অন্নাতৃত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ এতাস্বেবাগ্ন্যাদ্যাসু বাং যুবাং দেবতাসু অধ্যাত্মাধিদেবতাসু আভজামি বৃত্তিসংবিভাগেনানুগৃহ্নামি। এতাসু ভাগিন্যৌ যদ্দেবত্যো যো ভাগঃ হবিরাদিলক্ষণঃ স্যাৎ, তস্যাস্তেনৈব ভাগেন ভাগিন্যৌ ভাগবত্যৌ বাং করোমীতি। সৃষ্ট্যাদাবীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যস্মাৎ, তস্মাদিদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ দেবতায়া অর্থায় হবির্গৃহ্যতে চরু-পুরোডাশাদিলক্ষণম্, ভাগিন্যৌ এব ভাগবত্যাবেব অস্যাং দেবতায়াম্ অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকারে অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান লাভ করিলে পর, অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা নিরধিষ্ঠান থাকিয়া অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল—আমাদের জন্য অধিষ্ঠান (ভোগস্থান) চিন্তা করুন—বিধান করুন। সেই পরমেশ্বর এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যখন গুণাদির ন্যায় পরাশ্রিত সৎ-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া অন্নভোগ করা তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভাবাপন্ন উক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতেই বৃত্তি-ব্যবস্থা করিয়া তোমাদিগকে বৃত্তিভাগী করিতেছি, অর্থাৎ অনুগৃহীত করিতেছি; উক্ত দেবতাগণের মধ্যেই তোমাদিকে ভাগী (অংশী) করিতেছি, অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে চরুপুরোডাশ প্রভৃতি যে হবির্ভাগ কল্পিত হইবে, সেই দেবতার সেই ভাগ দ্বারাই তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি। যেহেতু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই হেতুই এখনও, যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে চরু ও পুরোডাশ প্রভৃতি হবিঃ গৃহীত হয়, অশনায়া পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥১॥ ৫॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১ ॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষত (চিন্তয়ামাস)—ইমে লোকাঃ (অন্তঃপ্রভৃতয়ঃ) চ লোকপালাঃ (অগ্নিপ্রভৃতয়ঃ) চ [ময়া সৃষ্টাঃ] নু। এভ্যঃ লোকপালেভ্যঃ) অন্নং (ভোগ্যং) সৃজৈ (সৃজে) [অহম্] ইতি ॥১০॥১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই সমুদয় লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি; এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্য) সৃষ্টি করিব ॥১০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ ময়া সৃষ্টাঃ; অশনায়া-পিপাসাভ্যাং চ সংযোজিতাঃ। অতো নৈষাং স্থিতিরন্নমন্তরেণ; তস্মাদন্নমেভ্যো লোকপালেভ্যঃ, সৃজৈ সৃজে ইতি। এবং হি লোকে ঈশ্বরাণামনুগ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যং দৃষ্টং স্বেষু। তদ্বন্মহেশ্বরস্যাপি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্র্যমেব ॥১০॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ এইপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, এই সমুদয় লোক ও লোকপালকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অশনায়া ও পিপাসাযুক্ত করিয়াছি। অন্ন ব্যতিরেকে ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোক-পালের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিব। জগতে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ) স্ববিষয়ে স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেশ্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাঁহারও যে, সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, [ইহা স্বীকার করিতেই হইবে] ॥১০॥১॥

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥১১॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (অন্নং সিসৃক্ষুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (স্বসৃষ্টা অপঃ)

অভি (লক্ষীকৃত্য) অতপৎ (অচিন্তয়ৎ)। অভিতপ্তাভ্যঃ তাভ্যঃ (অদ্ভ্যঃ) মূর্ত্তিঃ (ঘনসংস্থানং চরাচরং) অজায়ত (উৎপন্নং)। যা বৈ সা মূর্ত্তিঃ অজায়ত, তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [অভূৎ] ॥১১॥২॥

মূলানুবাদ। সেই ঈশ্বর [অন্নসৃষ্টির অভিলাষে] পূর্ব্ব-সৃষ্ট অপ্‌কে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই অভিতপ্ত অপ্ হইতে মূর্ত্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল ॥১১॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স ঈশ্বরোঽন্নং সিসৃক্ষুঃ তা এব পূর্ব্বোক্তা অপঃ উদ্দিশ্য অভ্যতপৎ। তাভ্য অভিতপ্তাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ মূর্ত্তিঃ ঘনরূপং ধারণ-সমর্থং চরাচরলক্ষণম্ অজায়ত উৎপন্নম্। অন্নং বৈ তন্মূর্ত্তিরূপং, যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়ত ॥১১॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর অন্নসৃষ্টির ইচ্ছুক হইয়া সেই পূর্ব্ব-কথিত অপ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই জলরূপ উপাদান হইতে মূর্ত্তি— ধারণসমর্থ ঘনীভূত স্থাবর-জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হইল। সেই যে মূর্ত্তি হইল, তাহাই অন্ন ॥১১॥২॥

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্ স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্ন-মত্রপ্স্যৎ ॥১২॥৩॥

সরলার্থঃ। তৎ এনৎ (এতৎ) অন্নং অভিসৃষ্টং (লোকপালান্নত্বেন সৃষ্টং সৎ) পরাঙ্ (পরাক্ পশ্চান্মুখং যথাতথা) অত্যজিঘাংসৎ (লোকপালান্ অতীত্য গন্তুম্ ঐচ্ছৎ)। [লোকপালসমষ্টিলক্ষণঃ পিণ্ডস্তু] বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ বচনেনেত্যর্থঃ) অজিঘৃক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ ঐচ্ছৎ); [কিন্তু] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ (শক্তঃ ন বভূব)। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) হ এনৎ (অন্নং) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থঃ অভবিষ্যৎ), [তর্হি সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিব্যাহৃত্য (অন্নশব্দমাত্রং উচ্চার্য্য) এব হ অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ, [নতু তথা তৃপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ] ॥১২॥৩॥

মূলানুবাদ। [লোকপালদিগের ভক্ষণার্থ] সৃষ্ট সেই এই অন্ন পশ্চান্মুখ হইয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা

করিয়াছিল, অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [ইহা দেখিয়া আদিপুরুষ] বাক্যদ্বারা সেই অন্ন গ্রহণকরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। আদিপুরুষ যদি কেবল বচনমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লোকেরাও কেবল বচনপ্রয়োগেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (অন্নভক্ষণের আবশ্যক হইত না) ॥১২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেনৎ অন্নং লোক-লোকপালান্নার্থ্যভিমুখে সৃষ্টং সৎ, যথা মূষকাদির্মার্জারাদিগোচরে সন্, মম মৃত্যুরন্নাদ ইতি মত্বা, পরাগঞ্চতীতি পরাঙ্, পরাক্ সৎ অত্তৃন্ অতীত্য অভিধাংসৎ অতিগন্তুমৈচ্ছৎ, পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ। তমন্নাভিপ্রায়ং মত্বা স লোকলোকপালসংঘাত-কার্য্যকরণলক্ষণঃ পিণ্ডঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্নাদানপশ্যন্, তৎ অন্নং বাচা বদনব্যাপারেণ অজিঘৃক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ। তৎ অন্নং নাশক্নোৎ ন সমর্থোঽভবৎ বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুম্ উপাদাতুম্। স প্রথমজঃ শরীরী যৎ যদি হ এনৎ বাচা অগ্রহৈষ্যৎ গৃহীতবান্ স্যাৎ অন্নম্, সর্ব্বোঽপি লোকস্তৎকার্য্যভূতত্বাদ্ অভি-ব্যাহৃত্য হৈবান্নম্, অত্রপ্স্যৎ তৃপ্তোঽভবিষ্যৎ; ন চৈতদস্তি; অতো নাশক্নোৎ বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ব্বজোঽপি। সমানমুত্তরম্ ॥১২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই অন্নার্থী লোক ও লোকপালদিগের সম্মুখে অন্ন উপস্থাপিত হইলে পর, মার্জ্জার প্রভৃতির সম্মুখে পতিত মূষিক প্রভৃতি যেরূপ—'ইহারা আমার ভক্ষক—মৃত্যুস্বরূপ' এইরূপ মনে করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ সেই অন্নও পরাক্—পশ্চাদ্গামী হইয়া ভক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অর্থাৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত লোক ও লোকপালগণের সমষ্টিভূত সেই পিণ্ড (আদিপুরুষ), তিনি প্রথমোৎপন্ন বলিয়া, তৎকালে অপর কোনও অন্নভোক্তা না দেখিয়া, নিজেই বাক্যদ্বারা বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপার বচনের সাহায্যে সেই পলায়মান অন্নকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বচন-ব্যাপারে অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই প্রথমজ শরীরী যদি শুধু বচন দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল লোকই কেবল অন্ন-শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরূপ হয় না। আমাদের মনে

হয়, এই নিমিত্তই প্রথমজ পুরুষও কেবল বচনপ্রয়োগে অন্নগ্রহণে সমর্থ হন নাই। পরবর্ত্তী শ্রুতিগুলির অর্থও এই প্রকার ॥১২॥৩॥

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

সন্বয়ার্থঃ। তথা, প্রাণেন (ঘ্রাণেন) তৎ (অন্নং অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]; প্রাণেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং অভিপ্রাণ্য (অন্নে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা) এব অত্রপ্স্যৎ ॥১৩॥৪॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্ববৎ প্রাণব্যাপার দ্বারাও সেই অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যদি প্রাণব্যাপারমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণব্যাপার করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইত ॥১৩॥৪॥

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

সন্বয়ার্থঃ। তৎ (অন্নং) চক্ষুষা অজিঘৃক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ]। চক্ষুষা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশক্নোৎ। সঃ [প্রথমজঃ] যৎ (যদি) চক্ষুষা (চক্ষুর্ব্ব্যাপারমাত্রেণ) এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং দৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৪॥৫॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কেবল দর্শনমাত্রে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল চক্ষু দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ন দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভকরিত ॥১৪॥৫॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৫॥৬॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রোত্রেণ (শ্রবণমাত্রেণ) তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ শ্রোত্রেণ তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুষঃ] যৎ (যদি) শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বোঽপি লোকঃ] অন্নং শ্রুত্বা এব হ অত্রপ্‌স্যৎ ॥১৫॥৬॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ শ্রোত্র দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণ মাত্রেই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল অন্ন শ্রবণ দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিত ॥১৫॥৬॥

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্‌।
স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্‌স্যৎ। ১।॥৪।

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (অন্নং) ত্বচা অজিঘৃক্ষৎ; ত্বচা তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) ত্বচা এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং স্পৃষ্ট্বা এব হ অত্রপ্‌স্যৎ ॥১৬॥৭॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ ত্বকের দ্বারা অর্থাৎ কেবল স্পর্শ দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু ত্বকের দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি ত্বক্‌ দ্বারাই অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকলেও অন্ন স্পর্শ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৬॥৭॥

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্‌। স যদ্ধৈ-
নন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্‌স্যৎ ॥১৭। ৮।

অন্বয়ার্থঃ। মনসা তৎ অজিঘৃক্ষৎ; মনসা (মনোব্যাপারমাত্রেণ) তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) মনসা এনৎ (অন্নং) অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং ধ্যাত্বা এব হ অত্রপ্‌স্যৎ ॥১৭॥৮॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক

সংকল্পের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু মন দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রথমজ পুরুষ যদি কেবল মন দ্বারা অন্ন গ্রহনে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকল লোকও কেবল অন্ন চিন্তা করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত, (ভোজন করিবার আবশ্যক হইত না) ॥১৭॥৮॥

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। শিশ্নেন (পুংচিহ্নেন) তৎ অজিঘৃক্ষৎ; শিশ্নেন তৎ গ্রহীতুং ন অশক্নোৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) যৎ (যদি) শিশ্নেন এনৎ অগ্রহৈষ্যৎ, [তদা সর্ব্বো লোকঃ] অন্নং বিসৃজ্য (বিসর্গং কৃত্বা) এব হ অত্রপ্স্যৎ ॥১৮॥৯॥

মূলানুবাদ। প্রথমজ পুরুষ পুনর্ব্বার শিশ্নের দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ (দান) করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত ॥১৮॥৯॥

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥১৯॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। তথা, অপানেন তৎ (অন্নং) অজিঘৃক্ষৎ; তৎ (অন্নং) আবয়ৎ (অগ্রাহ—অশিতবান্); [তেন হেতুনা] স এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) অন্নস্য গ্রহঃ (গ্রাহকঃ), যৎ (সঃ) বায়ুঃ (অপানঃ বায়ুঃ)। যৎ (যঃ) বায়ুঃ (অপানঃ), এষঃ বৈ (প্রসিদ্ধো) অন্নায়ুঃ (অন্নজীবনঃ অন্নোপজীবীত্যর্থঃ) ॥১৯॥১০॥

মূলানুবাদ। [প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ] অপান দ্বারা (অপান বায়ুর কার্য্য অধঃকরণ দ্বারা) সেই অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; এবং তাহা দ্বারাই অন্ন গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভোজন

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ অর্থাৎ অন্নের গ্রাহক ; কারণ, এই যে, বায়ু, ইহাই অন্নজীবন বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ প্রাণেন তচ্চক্ষুষা তচ্ছ্রোত্রেণ তত্ত্বচা তন্মনসা তচ্ছিশ্নেন—তেন তেন করণব্যাপারেণান্নং গ্রহীতুমশক্নুবন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা মুখচ্ছিদ্রেণ তদন্নমজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান্। তেন স এষঃ অপানবায়ুরন্নস্য গ্রহঃ অন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ। যদ্বায়ুঃ যো বায়ুঃ অন্নায়ুঃ অন্নবন্ধনোঽন্নজীবনঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ, স এষঃ, যো বায়ুঃ ॥১৩—১৯॥৪—১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ প্রাণ (ঘ্রাণ), চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, মন ও শিশ্নদ্বারা—অধিক কি, কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপারদ্বারাই সেই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, অবশেষে অপান বায়ুদ্বারা মুখরন্ধ্রের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এই প্রকারে সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই অপানবায়ু 'অন্নের গ্রহ' অন্নের গ্রাহক ও অন্নায়ুঃ—অন্নবন্ধন্ বা অন্নজীবী বলিয়া যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়ু ॥৪॥১০॥

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি ; স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥২০॥ ১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) [এবং লোকস্থিতিহেতুভূতম্ অন্নং সৃষ্ট্বা] ঈক্ষত—ইদং (ময়া সৃষ্টং দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং কার্য্যং) মৎ ঋতে (মাং স্বামিনং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) স্যাৎ (সার্থকং ভবেৎ? নহি ভোক্তারমন্তরেণ ভোগ্যং বস্তু সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ) ইতি। পুনঃ সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা অভিব্যাহৃতং (মামনুপাদায় কেবলং বাচৈব বাগ্ব্যবহারাদিকং সম্পন্নং ভবেৎ ; এবমুত্তরত্রাপি), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদি অপানেন অপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্, অথ (তদা) অহং (পরমেশ্বরঃ) কঃ? (দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতেন মম কীয়ান্ সম্বন্ধঃ)। [অতঃ পুনরপি] সঃ

ঈক্ষত—কতরেণ (দ্বয়োঃ প্রবেশদ্বারয়োঃ মূর্দ্ধ-পাদাগ্রয়োর্মধ্যে কেন দ্বারেণ) প্রপদ্যৈ (প্রবেশং কুর্য্যাম্)? ইতি ॥২০॥১১॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে, আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হওয়া যাইবে। বিশেষতঃ যদি বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণ প্রাণন (জীবন কার্য্য সম্পাদন) করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ কার্য্য করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শন কার্য্য করিল, মনই যদি ধ্যান করিল, অপান যদি অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জ্জন করিল, তাহা হইলে, [এই দেহে] আমি কে? অর্থাৎ দেহের সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ রহিল? [অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ অবধারণের পর] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, [দেহমধ্যে প্রবেশের দুইটী পথ আছে—একটী মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ), অপরটী পাদাগ্র, এই দুই পথের কোন পথে আমি প্রবেশ করিব ॥২০॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স এবং লোকলোকপালসঙ্ঘাতস্থিতিম্ অন্ন-নিমিত্তাং কৃত্বা পুরপৌর-তৎপালয়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত—কথং নু কেন প্রকারেণ, নু ইতি বিতর্কয়ন্, ইদং মৎ ঋতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনম্; যদিদং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতকার্য্যং বক্ষ্যমাণম্, কথং নু খলু মামন্তরেণ স্যাৎ পরার্থং সৎ। যদি বাচাভিব্যাহৃতমিত্যাদি কেবলমেব বাগ্ব্যবহরণাদি, তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন ভবেৎ বলিস্তুত্যাদিবৎ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্যর্থং সৎ স্বামিন-মন্তরেণ অসত্যেব স্বামিনি, তদ্বৎ। তস্মান্ময়া পরেণ স্বামিনাধিষ্ঠাত্রা কৃতাকৃত-ফলসাক্ষিভূতেন ভোক্ত্রা ভবিতব্যং পুরস্যের রাজ্ঞা।

যদি নামৈতৎ সংহতকার্য্যস্য পরার্থত্বম্, পরার্থিনং মাং চেতনং ত্রাতারমন্তরেণ ভবেৎ, পুরপৌরকার্য্যমিব তৎস্বামিনম্। অথ কোঽহং কিংস্বরূপঃ কস্য বা স্বামী? যদ্যহং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমনুপ্রবিশ্য বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদিফলং নোপলভেয়, রাজেব পুরমাবিশ্যাধিকৃতপুরুষ-কৃতাকৃতাদিলক্ষণম্, ন কশ্চিন্মাম্ অয়ং সন্ এবং-রূপশ্চেতি অধিগচ্ছেদ্বিচারয়েৎ। বিপর্য্যয়ে তু, যোঽয়ং বাগাদ্যভিব্যাহৃতাদি

ইদমিতি বেদ, স নন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্তব্যোঽহং স্যাম্, যদর্থমিদং সংহতানাং বাগাদীনামভিব্যাহৃতাদি। যথা স্তম্ভকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং স্বাবয়বৈরসংহত-পরার্থত্বম্, তদ্বদিতি। এবমীক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপদ্য ইতি। প্রপদং চ মূর্দ্ধা চাস্য সংঘাতস্য প্রবেশমার্গৌ; অনয়োঃ কতরেণ মার্গেণেদং কার্য্যকরণসংঘাতলক্ষণং পুরং প্রপদ্যৈ প্রপদ্যে ইতি॥ ২০॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ। নগরাধিপতি যেরূপ নগর, নগরবাসী ও নগর রক্ষকদিগের সংস্থিতির উপায় বিধান করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপ বিভিন্ন লোক (স্থান) ও লোকপালদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়া (নগরাধিপতির ন্যায়) বিচারপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—(নু শব্দটী বিতর্ক বোধক); পুরস্বামিসদৃশ আমার অভাবে ইহা (আমার সৃষ্ট দেহ) কিপ্রকারে থাকিবে? এই যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাত, ইহা যখন পরার্থ (১) তখন আমার অভাবে ইহা কি প্রকার হইবে? বাক্ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা ত লোকপ্রসিদ্ধ পূজা ও স্তুতিপ্রভৃতির ন্যায় নিরর্থকভাবে কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, নগরবাসী ও বন্দিপ্রভৃতিরা যে, প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিপাঠ করে ও উপহার প্রদান করে, তাহা যেরূপ প্রভুর অভাবে অনর্থক হয়, দেহব্যবহারও ঠিক তদ্রূপই নিরর্থক হইবে। অতএব নগরস্বামীর ন্যায় দেহস্বামী আমাকেও কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠান করত ভোক্তৃভাবে অবস্থান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্টি দ্বারা রচিত) এই দেহ যখন নিশ্চয়ই পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই রচিত,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জগতে দুই প্রকার পদার্থ আছে—এক চেতন, অপর জড়। তন্মধ্যে চেতন বস্তু স্বার্থ, আর অচেতন জড় বর্গ পরার্থ (চেতনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট)। চেতন বস্তু আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার, সর্ব্বদা একইরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার স্থিতি বা অস্তিত্ব পরাপেক্ষিত বা পরের জন্য নহে—উহা স্বার্থ, কিন্তু অচেতনের স্থিতি সেরূপ নহে; কেন না, অচেতন মাত্রই বিকারশীল—পরিণামী; পরিণামের একটা উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; অথচ অচেতন বস্তুমাত্রই যখন জড়—বোধশক্তিবিহীন, তখন স্বীয় পরিণামের ফল সে কখনই ভোগ করিতে পারে না; যেমন গৃহ শয্যা ও বৃক্ষ প্রভৃতি। গৃহ নির্ম্মিত হয় গৃহস্থের জন্য, শয্যা প্রস্তুত হয় শয়নকর্ত্তার নিমিত্ত এবং বৃক্ষ ফল প্রসব করে পুরুষের ভোগার্থ; সুতরাং এ সমস্তই পরার্থ,—পরের অর্থাৎ চেতন পুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্যই ইহাদের জন্ম ও স্থিতি; কাজেই এ সমস্তকে পরার্থ বলা হইয়া থাকে। এ সকল জড় বস্তু না থাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতির অসম্ভব হইত না।

তখন পুরস্বামীর নিমিত্ত কৃত পুর ও পুরবাসীদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য যেমন স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই দেহও রক্ষণক্ষম চেতন কর্ত্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেহে আমিই বা কে? আমি কাহার স্বামী? রাজা যদি নিজ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মচারিগণের কৃত ও অকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করেন, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, তদ্রূপ আমিও যদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাক্ প্রভৃতির কৃত শব্দাদি ব্যাপার উপলব্ধি না করি, তাহা হইলে, কেহই আমার স্বরূপ ও প্রভাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না—আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, যিনি বাক্ প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য যথাযথভাবে অনুভব করেন, তিনি সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ; তাহার উদ্দেশ্যেই সংঘাতময় বাক্প্রভৃতির শব্দোচ্চারণাদি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তত্ত কুড্য প্রভৃতি অবয়ব সমষ্টির সম্মেলনে বিনির্ম্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থসমূহ যেরূপ, অসংহত অপর কোনও বস্তুর উপকারে প্রযোজ্য হয়, এই দেহসংঘাতও ঠিক তদ্রূপ।

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার দুইটী—এক প্রপদ (পাদাগ্রভাগ), দ্বিতীয় মূর্দ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ); অতএব আমি এই দুইটীর মধ্যে কোন পথে ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতময় এই দেহ-পুরে প্রবেশ করিব॥ ২০॥১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥২১॥১২॥

অন্বয়লার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ), [এবমীক্ষিত্বা] এতং সীমানং (মূর্দ্ধানং) বিদার্য্য (দ্বিধা কৃত্বা), এতয়া দ্বারা (মূর্দ্ধলক্ষণেন দ্বারেণ) প্রাপদ্যত (ইমং দেহং প্রবিবেশ)। সা এষা (মূর্দ্ধরূপা) বিদৃতিঃ নাম (বিদারণাৎ বিদৃতি-নাম্না প্রসিদ্ধা) দ্বাঃ (দ্বারম্); তৎ এতৎ (মূর্দ্ধাখ্যং দ্বারং) নান্দনং (নন্দতি অনেনেতি নন্দনং, নন্দনমেব নান্দনম্)।

তস্য (মূর্দ্ধানং বিদার্য্য জীবভাবেন দেহং প্রবিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য) ত্রয়ঃ আবসথাঃ (বাসস্থানানি—জাগরণকালে দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নসময়ে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিসময়ে চ হৃদয়াকাশঃ, অথবা পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বশরীরঞ্চেতি),

তথা ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ (প্রসিদ্ধা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ)। অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ, অয়ম্ আবসথঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তানামেবাবসথানাং অঙ্গুল্যা নির্দ্দেশঃ) ॥ ২১॥১২ ॥

মূলানুবাদ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূর্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারটী বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বরকর্তৃক বিদারিত দ্বার)। সেই এই দ্বারটী নান্দন—আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটী—( ) জাগরণ কালে দক্ষিণ চক্ষুঃ, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ—মনঃ, (৩) সুষুপ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও স্বীয় দেহ, এই তিনটী। তাহার স্বপ্নও তিন প্রকার (১) জাগরণ, (২) ও স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি। ইহা আবসথ, ইহা আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটীকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥২১॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্‌মৎ্‌ত্যস্য প্রাণস্য মম সর্ব্বার্থাধিকৃতস্য প্রবেশমার্গেণ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপদ্যে। কিং তর্হি, পারিশেষ্যাদস্য মূর্ধানং বিদার্য্য প্রপদ্যে ইতি লোক ইব ঈক্ষিতকারী যঃ স্রষ্টেশ্বরঃ, স এতমেব মূর্ধসীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া দ্বারা মার্গেন ইমং কার্য্যকরণসংঘাতং প্রাপদ্যত প্রবিবেশ। ১.

সেয়ং হি প্রসিদ্ধা দ্বাঃ, মূর্ধ্নি তৈলাদিধারণকালে অন্তস্তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। সৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাদ্ বিদৃতির্নাম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু শ্রোত্রাদিদ্বারাণি ভৃত্যাদিস্থানীয়সাধারণমার্গত্বাৎ ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতূনি। ইদং তু দ্বারং পরমেশ্বরস্যৈব কেবলস্যেতি। 'তদেতৎ নান্দনং নন্দনমেব নানন্দনমিতি, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। নন্দত্যনেন দ্বারেণ গত্বা পরস্মিন্ ব্রহ্মণীতি। ২

তস্যৈবং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টস্য অনেন জীবেনাত্মনা রাজ্ঞ ইব পুরম্, ত্রয় আবসথাঃ—জাগরিতকালে ইন্দ্রিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ, স্বপ্নকালে অন্তর্মনঃ, সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ইত্যেতে; বক্ষ্যমাণা বা ত্রয় আবসথাঃ—পিতৃশরীরং, মাতৃগর্ভাশয়ঃ, স্বংচ শরীরমিতি। ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। নম্ন জাগরিতং

প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবম্, স্বপ্ন এব। কথম্? পরমার্থস্বাত্ম-প্রবোধাভাবাৎ স্বপ্নবদসদ্বস্তুদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসথশ্চক্ষুর্দ্দক্ষিণং প্রথমঃ। মনোঽন্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্তৃতীয়ঃ। অয়মাবসথ ইত্যুক্তানুকীর্ত্তনমেব। তেষু হ্যয়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্ত্তমানোঽবিদ্যয়া দীর্ঘকালং গাঢ়ং প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবুধ্যতে ঽনেকশতসহস্রানর্থসন্নিপাতজদুঃখ-মুদ্গরা-ভিঘাতানুভবৈরপি ॥২১॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার আলোচনার পর পরমেশ্বর স্থির করিলেন যে, আমার সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারপ্রাপ্ত ভৃত্যস্থানীয় প্রাণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিম্নতন পাদাগ্রভাগ দ্বারা প্রবেশ করিব না; তবে কি না, পাদাগ্র ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মূর্দ্ধভাগ বিদারণ করিয়া প্রবেশ করিব। জগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, তিনিও সেইরূপই চিন্তা করিয়া, এই মূর্দ্ধসীমা—যেখান হইতে কেশরাশি বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া, সেই দ্বারপথে এই দেহেন্দ্রিয় সংঘাতে প্রবেশ করিলেন।১

সেই এই রন্ধ্রটী একটী প্রসিদ্ধ দ্বার; কেন না, মস্তকে তৈলাদি তরল দ্রব্য ধারণ করিলে, তাহা ঐ পথেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বিদৃতি; ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া এই দ্বারদেশ বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্রোত্রাদি দ্বারগুলি ভৃত্যাদিস্থানীয় সাধারণ দ্বার মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটী কিন্তু কেবল পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দ্বার; সুতরাং অসাধারণ; এই জন্যই নান্দন (নন্দন) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক। বৈদিক নিয়মে 'নন্দন' শব্দের আকার দীর্ঘ ('নান্দন') হইয়াছে। লোক যে পথে ব্রহ্ম লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহার নাম নান্দন।২

নগরাধিপতি রাজার ন্যায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বরের আবসথ—বাসস্থান তিনটী (১) জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান চক্ষুঃ, (২) স্বপ্ন সময়ে অভ্যন্তরস্থ মনঃ, (৩) সুষুপ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটী; অথবা বক্ষ্যমাণ (পরে যাহাদের কথা বলা হইবে, সেই) তিনটী আবসথ—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাগ্রদবস্থা যখন প্রবোধাত্মক, তখন উহা ত স্বপ্ন হইতেই পারে না? না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না; উহা স্বপ্নই-বটে।

উহা স্বপ্ন কি প্রকারে? [উত্তর -] যে হেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের ন্যায় অসত্য পদার্থই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবসথ ত্রয়ের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই প্রথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ। শ্রুতিতে যে, তিনবার 'আবসথ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিতেরই অনুবাদ মাত্র। সেই এই পরমেশ্বর জীবভাবে উক্ত স্থানত্রয়ে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি অবিদ্যা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বহু শত সহস্র অনিষ্ট-সম্পাতজনিত দুঃখময় মুদ্গরের আঘাত অনুভব করিয়াও জাগরিত (আত্মজ্ঞান সম্পন্ন) হন না॥ ২১॥১২॥

স জাতো ভূতান্যভিবৈ্যখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী ৩ ॥২২॥১৩॥

সরলার্থঃ। সঃ (পরমেশ্বরঃ) জাতঃ (দেহপ্রবেশেন জীবভাবং গতঃ সন্) ভূতানি (আকাশাদীনি) অভিবৈ্যখ্যৎ (জ্ঞাতবান্, 'মনুষ্যোঽহম্' ইত্যাদি প্রকারেণ জ্ঞাতবান্। ভূতানাম্ 'আকাশাদীনাং প্রাণিদেহানাং চ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ান্ চিন্তিতবান্)। সঃ (জীবঃ) ইহ (শরীরে) অন্যং (স্বব্যতিরিক্তং) কিং বাবদিষৎ (উক্তবান্, নান্যৎ কিমপীতি ভাবঃ), ইতি (এতস্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিবৈ্যখ্যৎ-ইতিসম্বন্ধঃ)। সঃ (জীবঃ) [কদাচিৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবশেন] এতং (প্রকৃতং সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তারং) পুরুষং (পুরি হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ানং) এব ততমং (তততমং অতিশয়েন ব্যাপকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) অপশ্যৎ (প্রত্যবুধ্যত) ইদং (ব্রহ্ম) অদর্শম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইত্যর্থঃ)॥ ২২॥১৩॥

মূলানুবাদ। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীব-রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে স্বস্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, এবং আমি মনুষ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে উক্তিও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন? তিনি [জীবরূপে অবস্থান করতঃ] সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন॥ ২২॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স জাতঃ শরীরে প্রবিষ্টো জীবাত্মনা ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ ব্যাকরোৎ। স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্যেণ আত্মজ্ঞান-প্রবোধকৃচ্ছব্দিকায়াং বেদান্ত-মহাভের্য্যাং তৎকর্ণমূলে তাড্যমানায়াম্, এতমেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন প্রকৃতং পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্রহ্ম - বৃহৎ ততমং—তকারেণৈকেন লুপ্তেন তততমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যত অপশ্যৎ। কথম্? ইদং ব্রহ্ম মম আত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানস্মি। অহো ইতি। বিচারণার্থা প্লুতিঃ পূর্ব্বম্ ॥২২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা রূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত সমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভূতবর্গে তাদাত্ম্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই জীব কোন সময় পরম দয়ালু আচার্য্য কর্ত্তৃক—যাহার শব্দে আত্ম-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই বেদান্ত বাক্যরূপ মহাভেরী কর্ণমূলে তাড্যমান হইতে থাকিলে, সেই জীব সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাং হৃদয়-পুরে অবস্থিত আত্মাকে ততম (তততম) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটী 'ত' লোপ হইয়াছে; বস্তুতঃ 'তততমম্' বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, [এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন]। জ্ঞানবিষয়ে বিচার প্রকাশনার্থ 'ইতী' শব্দে প্লুতি (দীর্ঘস্বর) ব্যবহার হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কি না, এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করত আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে] ॥ ২২॥১৩ ॥

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র-মিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥২৩॥১৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ॥৩ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়ব্রাহ্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ্যকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

সম্বন্ধার্থঃ। তস্মাৎ (যস্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতয়ৈব ব্রহ্ম দৃষ্টবৎ জীবরূপি ব্রহ্ম, তস্মাৎ হেতোঃ), ইদন্দ্রঃ (ইদং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষদর্শিত্বাৎ পরমাত্মা ইদন্দ্র-শব্দবাচ্যঃ)। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নাম (ইত্যেতে নিপাতাঃ প্রসিদ্ধ্যর্থাঃ)। [এবঞ্চ] ইদন্দ্রং সন্তং (ইদন্দ্রনাম্না প্রসিদ্ধমপি) তং (পরমাত্মানং) পরোক্ষেণ (পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদেন) ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে (ব্যবহরন্তি) [ব্রহ্মবিদঃ; পরমপূজনীয়স্য প্রত্যক্ষনামগ্রহণস্যান্যায্যত্বাদিতি ভাবঃ]। হি (যতঃ) দেবাঃ (সুরাঃ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষনামগ্রহণে এব প্রীতাঃ) [ভবন্তি; তস্মাদেবং ব্যাচক্ষতে ইতি ভাবঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা] ॥ ২৩॥১৪ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্যা ॥ ১॥৩ ॥

সমাপ্তা প্রথমাধ্যায়-ব্যাখ্যা ॥

মূলানুবাদ। সেই হেতু—(যে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'এই' (ইদম্) বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছিলেন; সেই হেতু) তিনি ইদন্দ্র, 'ইদন্দ্র' নামে জগতে প্রসিদ্ধ। তিনি ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে (ভঙ্গিক্রমে) ইন্দ্র নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য শেষাংশের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিদমিত্যেব যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম সর্বান্তরমপশ্যৎ, ন পরোক্ষেণ; তস্মাদিদং পশ্যতীতি ইদন্দ্রো নাম পরমাত্মা। ইদন্দ্রো হ বৈ নাম প্রসিদ্ধো লোকে ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ইন্দ্র ইতি পরোক্ষেণ পরোক্ষাভিধানেনাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্থম্, পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম-গ্রহণভয়াৎ। তথাহি পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইব এব হি যস্মাৎ দেবাঃ। কিমুত সর্ব্বদেবানামপি দেবো মহেশ্বরঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকৃতাধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥২৩॥১৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥১॥৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে হেতু 'ইদম্' (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই সর্ব্বান্তরস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে নহে; সেই হেতু 'ইহাকে দর্শন করেন' এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইদন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর জগতে ইদন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রকারে ইদন্দ্র হইলেও, ব্রহ্মবিদ্গণ ব্যবহার সম্পাদনাবসরে তাঁহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি পরম পূজনীয়, এইজন্য তাঁহার সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে। দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ নাম গ্রহণই ভাল বাসেন, তখন সর্ব্বদেবতার অধিপতি পরমেশ্বরের আর কথা কি? আরব্ধ অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৩॥১৪॥

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥৩॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাষ ভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে এষ বাক্যার্থঃ—জগদুৎপত্তি-স্থিতিপ্রলয়কৃদসংসারী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমিদং জগৎ স্বতোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরম্ অনুপাদায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ সৃষ্ট্বা স্বাত্মপ্রবোধনার্থং সর্ব্বাণি চ প্রাণাদিমচ্ছরীরাণি স্বয়ং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ স্বমাত্মানং যথাভূতমিদং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎ প্রত্যবুধ্যত; তস্মাৎ স এব সর্ব্বশরীরেম্বেক এবাত্মা, নান্য ইতি। অন্যোঽপি "স ম আত্মা—ব্রহ্মাস্মীত্যেবং বিদ্যাৎ" ইতি, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" "ব্রহ্ম ততমম্" ইতি চোক্তম্। অন্যত্র চ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বাত্মনো বালাগ্রমাত্রমপ্যপ্রবিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিদার্য্য প্রাপদ্যত পিপীলিকেব সুষিরম্? ১

ননু অত্যল্পমিদং চোদ্যম্; বহু চাত্র চোদয়িতব্যম্,—অকরণঃ সন্নীক্ষত। অনুপাদায় কিঞ্চিল্লোকানসৃজত। অদ্ভ্যঃ পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। তস্যাভিধ্যানান্মুখাদি নির্ভিন্নম্, মুখাদিভ্যশ্চাগ্ন্যাদয়ো লোকপালাঃ; তেষাঞ্চ অশনায়াদিসংযোজনম্, তদায়তন-প্রার্থনম্, তদর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, তেষাঞ্চ যথায়তন প্রবেশনম্, সৃষ্টস্যান্নস্য পলায়নম্, বাগাদিভিস্তজ্জিঘৃক্ষা, এতৎ সর্ব্বং সীমাবিদারণ-প্রবেশসমমেব ২

অস্তু তর্হি সর্ব্বমেবেদমনুপপন্নম্। ন, অত্রাত্মাববোধমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বোঽয়মর্থবাদ ইত্যদোষঃ। মায়াবিবদ্বা;—মহামায়াবী দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বমেতচ্চকার, সুখাববোধপ্রতিপত্ত্যর্থং লোকবদাখ্যায়িকাদি-প্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ পক্ষঃ। নহি সৃষ্ট্যাখ্যায়িকাদিপরিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলমিষ্যতে। ঐকাত্ম্যস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু অমৃতত্বং ফলং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধম্। স্মৃতিষু চ গীতাদ্যাসু—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" ইত্যাদি।৩

ননু ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা কর্ত্তা সংসারী জীব একঃ সর্ব্বলোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধঃ। অনেকপ্রাণিকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যানেকাধিষ্ঠানবল্লোকদেহনির্ম্মাণেন লিঙ্গেন যথাশাস্ত্রপ্রদর্শিতেন—পুরপ্রাসাদাদিনির্ম্মাণলিঙ্গেন তদ্বিষয়-কৌশলজ্ঞানবান্ তৎকর্ত্তা তক্ষাদিরিব ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো জগতঃ কর্ত্তা দ্বিতীয়শ্চেতন আত্মা অবগম্যতে। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।" "নেতি নেতি"

ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ঔপনিষদঃ পুরুষস্তৃতীয়ঃ। এবমেতে ত্রয় আত্মানোঽন্যোন্য-বিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মা অদ্বিতীয়োঽসংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে? তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নন্বেবং জ্ঞায়তে শ্রোতা মন্তা দ্রষ্টা আদেষ্টাঘোষ্টা বিজ্ঞাতা প্রজ্ঞাতেতি।৪

ননু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে—যঃ শ্রবণাদিকর্তৃত্বেন অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতেতি চ। তথা "ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রতিষিদ্ধম্, যদি প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়েত সুখাদিবৎ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানঞ্চ নিবার্য্যতে "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদিনা। জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদি-লিঙ্গেন; তত্র কুতো বিপ্রতিষেধঃ? ৫

ননু শ্রবণাদিলিঙ্গেনাপি কথং জ্ঞায়তে, যাবতা যদা শৃণোতি আত্মা শ্রোতব্যং শব্দম্, তদা তস্য শ্রবণাদিক্রিয়য়ৈব বর্তমানত্বাৎ মনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন সম্ভবত আত্মনি পরত্র বা। তথা অন্যত্রাপি মননাদিক্রিয়াসু। শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ স্ববিষয়েষ্বেব। নহি মন্তব্যাদন্যত্র মন্তুর্মননক্রিয়া সম্ভবতি।৬

ননু মনসঃ সর্ব্বমেব মন্তব্যম্। সত্যমেবম্; তথাপি সর্ব্বমপি মন্তব্যং মন্তারমন্তরেণ ন মন্তুং শক্যম্। যদ্যেবং কিং স্যাৎ? ইদমত্র স্যাৎ—সর্ব্বস্য যোঽয়ং মন্তা, স মন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ। ন চ দ্বিতীয়ো মন্তুর্মন্তাস্তি। যদা স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদা যেন চাত্মনা মন্তব্যঃ, যশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্তৃ-মন্তব্যত্বেন দ্বিশকলী ভবেৎ বংশাদিবৎ, উভয়থাপ্যনুপপত্তিরেব। যথা প্রদীপয়োঃ প্রকাশ্য-প্রকাশকত্বানুপপত্তিঃ, সমত্বাৎ, তদ্বৎ।৭

ন চ মন্তুর্মন্তব্যে মননব্যাপারশূন্যঃ কালোঽস্ত্যাত্মমননায়। যদাপি লিঙ্গেনা-ত্মানং মনুতে মন্তা, তদাপি পূর্ব্ববদেব লিঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, যশ্চ তস্য মন্তা, তৌ দ্বৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; এক এব বা দ্বিধেতি পূর্ব্বোক্তো দোষঃ। ন প্রত্যক্ষেণ, নাপ্যনুমানেন জ্ঞায়তে চেৎ, কথমুচ্যতে "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" ইতি? কথং বা শ্রোতা মন্তেত্যাদি?।৮

ননু শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবানাত্মা, অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ; কিমত্র বিষমং পশ্যসি? যদ্যপি তব ন বিষমম্, মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম্? যদাসৌ শ্রোতা, তদা ন মন্তা; যদা মন্তা, তদা ন শ্রোতা। তত্রৈবং সতি পক্ষে শ্রোতা মন্তা, পক্ষে ন শ্রোতা নাপি মন্তা। তথান্যত্রাপি চ। যদেবম্, তদা শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মবানাত্মা অশ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ বেতি সংশয়স্থানে কথং তব ন বৈষম্যম্?

যদা দেবদত্তো গচ্ছতি, তদা ন স্থাতা গন্তৈব। যদা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্তা স্থাতৈব, তদাস্য পক্ষ এব গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বঞ্চ, ন নিত্যং গন্তৃত্বং স্থাতৃত্বং বা, তদ্বৎ। ৯

তথৈবাত্র কাণাদাদয়ঃ পশ্যন্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃত্বাদিনা আত্মোচ্যতে শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ। সংযোগজত্বমযৌগপদ্যঞ্চ জ্ঞানস্য হ্যাচক্ষতে। দর্শয়ন্তি চ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্‌' ইত্যাদি যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গমিতি চ ন্যায়ম্‌। ভবত্বেবং; কিং তব নষ্টম্‌ যদ্যেবং স্যাৎ? অস্ত্বেবং তবেষ্টং চেৎ; শ্রুত্যর্থস্তু ন সম্ভবতি। কিং ন শ্রোতা মন্তেত্যাদিঃ শ্রুত্যর্থঃ? ন, ন শ্রোতা নমন্তেত্যাদিবচনাৎ। ১০

নমু পাক্ষিকত্বেন প্রত্যুক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমাৎ; "ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং তর্হি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাদ্যভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ্‌জ্ঞানোৎপত্তিরজ্ঞানাভাবশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ স্যাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ, আত্মনঃ শ্রুত্যাদিশ্রোতৃত্বাদিধর্মবত্ত্বশ্রুতেঃ। অনিত্যানাং মূর্ত্তানাঞ্চ চক্ষুরাদীনাং দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যত্বমেব সংযোগবিয়োগধর্ম্মিণাম্‌। যথা অগ্নের্জ্বলনং তৃণাদিসংযোগজত্বাৎ, তদ্বৎ। ন তু নিত্যস্যামূর্ত্তস্যাসংযোগ-বিভাগধর্ম্মিণঃ সংযোগজ-দৃষ্ট্যাদ্যনিত্যধর্ম্মত্বং সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদ্যা। ১১

এবং তর্হি দ্বে দৃষ্টী—চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টিঃ, নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী—শ্রোত্রস্যানিত্যা, নিত্যা চাত্মস্বরূপস্য। তথা দ্বে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে। এবং হ্যেব চেয়ং শ্রুতিরুপপন্না ভবতি—"দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা" ইত্যাদ্যা। লোকেঽপি প্রসিদ্ধং চক্ষুর্বস্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্টা দৃষ্টির্জাতা দৃষ্টিরিতি চক্ষুর্দৃষ্টেরনিত্যত্বম্‌। তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনামাত্মদৃষ্ট্যাদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব লোকে। বদতি হি উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নেঽদ্য ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি। তথা অবগতবাধির্য্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোঽদ্যেত্যাদি। যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো নিত্যা দৃষ্টিস্তন্নাশে নশ্যেত, তদা উদ্ধৃতচক্ষুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্যেৎ। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিত্যাদ্যা চ শ্রুতিরনুপপন্না স্যাৎ। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ। ১২

। নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্বাহ্যানিত্যদৃষ্টেগ্রাহিকা। বাহ্যদৃষ্টেশ্চ উপজনাপায়ান্তনিত্যধর্ম্মবত্বাদ্‌ গ্রাহিকায়া আত্মদৃষ্টেস্তদ্বদবভাসত্বম্‌ অনিত্যত্বাদি ভ্রান্তিনিমিত্তং

লোকস্যেতি যুক্তম্। যথা ভ্রমণাদিধর্ম্মবদলাতাদিবস্তুবিষয়দৃষ্টিরপি ভ্রমতীব, তদ্বৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি"। তস্মাদাত্মদৃষ্টে-র্নিত্যত্বান্ন যৌগপদ্যমযৌগপদ্যং বাস্তি। বাহ্যানিত্যদৃষ্ট্যুপাধিবশাত্তু লোকস্য তার্কিকাণাঞ্চ আগমসম্প্রদায়বর্জ্জিতত্বাৎ অনিত্যা আত্মনো দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তি-রূপপদ্যৈব। জীবেশ্বর-পরমাত্মভেদকল্পনা চৈতন্নিমিত্তৈব। ১৩

তথা অস্তি নাস্তীত্যাদ্যাশ্চ যাবন্তো বাঙ্মনসয়োর্ভেদা যত্রৈকং ভবন্তি, তদ্বিষয়ায়া নিত্যায়া দৃষ্টের্নির্ব্বিশেষায়াঃ। অস্তি নাস্তি, একং নানা, গুণবদগুণম্, জানাতি ন জানাতি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্, ফলবদফলম্, সবীজং নির্ব্বীজম্, সুখং দুঃখম্, মধ্যমমধ্যম্, শূন্যমশূন্যম্, পরোঽহমন্যঃ, ইতি বা সর্ব্ববাক্-প্রত্যয়াগোচরে স্বরূপে যো বিকল্পয়িতুমিচ্ছতি, স নূনং খমপি চর্ম্মবদ্বেষ্টয়িতুমিচ্ছতি, সোপানমিব চ পদ্ভ্যামারোঢ়ুম্; জলে খে চ মীনানাং বয়সাং চ পদং দিদৃক্ষতে; "নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, "কো অদ্ধা বেদ"ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। ১৪

কথং তর্হি তস্য, স ম আত্মেতি বেদনম্; ব্রূহি কেন প্রকারেণ তমহং স ম আত্মেতি বিদ্যাম্। অত্রাখ্যায়িকামাচক্ষতে—কশ্চিৎ কিল মনুষ্যো মুগ্ধঃ কৈশ্চিদুক্তঃ কস্মিংশ্চিদপরাধে সতি, 'ধিক্ ত্বাম্, নাসি মনুষ্যঃ' ইতি। স মুগ্ধতয়া আত্মনো মনুষ্যত্বং প্রত্যায়য়িতুং কঞ্চিদুপেত্যাহ—ব্রবীতু ভবান্ কোঽহমস্মীতি। স তস্য মুগ্ধতাং জ্ঞাত্বাহ—ক্রমেণ বোধয়িষ্যামীতি। স্থাবরাদ্যাত্মভাবমপোহ্য ন ত্বমমনুষ্য ইত্যুক্ত্বা উপররাম। স তং মুগ্ধঃ প্রত্যাহ—ভবান্ মাং বোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তূষ্ণীংবভূব, কিং ন বোধয়তীতি। তাদৃগেব তত্ত্ববতো বচনম্। নাস্যমনুষ্যঃ ইত্যুক্তেঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনো ন প্রতিপদ্যতে যঃ, স কথং মনুষ্যোঽসীত্যুক্তোঽপি মনুষ্যত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যেত। তস্মাৎ যথাশাস্ত্রোপদেশ এবাত্মাববোধবিধিঃ, নান্যঃ। নহি অগ্নের্দাহ্যং তৃণাদি অন্যেন কেনচিদ্দগ্ধুং শক্যম্।১৫

অতএব শাস্ত্রম্ আত্মস্বরূপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সৎ অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধেনেব "নেতি নেতি"ইত্যুক্ত্বোপররাম। তথা "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যনুশাসনম্; "তত্ত্বমসি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যেবমাদ্যপি চ।১৬

যাবদয়মেবং যথোক্তমিমমাত্মানং ন বেত্তি, তাবদয়ং বাহ্যানিত্যদৃষ্টিলক্ষণ-

মুপাধিমাত্মত্বেনোপেত্য অবিদ্যয়া উপাধিধর্ম্মানাত্মনো মন্যমানো ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তেষু স্থানেষু পুনঃ পুনরাবর্ত্তমানঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।১৭

স এবং সংসরন্ উপাত্তদেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং ত্যজতি; ত্যক্ত্বা অন্যমুপাদত্তে। পুনঃ পুনরেবমেব নদীস্রোতোবজ্জন্মমরণ-প্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানঃ কাভিরব-স্থাভির্বর্ত্ততে—ইত্যেতমর্থং দর্শয়ন্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যহেতোঃ—

আভাষ ভাষ্যের অনুবাদ। আরভ্যমাণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়-গত সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এইরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী অসংসারী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর আপনার অতিরিক্ত কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই আকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রবেশ করিয়া (জীবভাবাপন্ন হইয়া)—'ইদং ব্রহ্ম অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি এই ব্রহ্ম স্বরূপ, এইরূপে স্বীয় আত্মাকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত প্রাণিশরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আমি সর্ব্বভূতে সমান—ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এইরূপ জানিবে' এবং 'সৃষ্টির অগ্রে ইহা একমাত্র আত্ম-স্বরূপই ছিল' 'ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী' ইতি।১

ভালকথা, শ্রুত্যন্তর-সংবাদে যখন জানিতে পারা যাইতেছে যে, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাণ অংশও কুত্রাপি অপ্রবিষ্ট নাই; তখন পিপীলিকা যেরূপ গর্ত্তে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ মূর্দ্ধসীমা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিল কিরূপে (১)? হাঁ, ইহা অতি সামান্য আপত্তি; এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে—'তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও ঈক্ষণ করিলেন', 'কোন কিছু না লইয়াই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।' 'জল হইতে পুরুষাদহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন'। তাঁহার

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত প্রবেশবোধক শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাত সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, পরমাত্মা অশরীরী; সুতরাং শরীর না থাকায় সীমাবিদারণ করা (ছিন্ন করা) সম্ভব হয় না; তাহার পর, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী কোথাও তাঁহার অসদ্ভাব নাই; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না। অতএব প্রবেশবাক্য হইতে জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থিত হইতে পারে না।

সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং মুখাদি হইতে অগ্নি প্রভৃতি লোকপালগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; সেই লোকপালদিগের আবার অশনায়া (ভোজনেচ্ছা) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহাদের আয়তনের (বাসস্থানের) প্রার্থনা; তদনুসারে গবাদি দেহ প্রদর্শন; তাহার পর লোকপালগণের যথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ; সৃষ্ট অন্নের আবার, ভয়ে পলায়ন ও বাগাদিকর্তৃক সেই পলায়মান অন্নকে ধরিবার চেষ্টা—এ সমস্তই ত সীমাবিদারণ ও প্রবেশের তুল্য; [সুতরাং আপত্তির যোগ্য]।২

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বলা হইল, সে সমস্ত বিষয় অনুপপন্ন বা অসঙ্গতই হউক; ক্ষতি কি? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র অভিপ্রেত; সুতরাং তদতিরিক্ত সমস্ত কথাই অর্থবাদ— আত্মবোধের স্তাবক মাত্র; কাজেই স্বার্থে প্রামাণ্যহীন ঐ সকল বাক্যে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। অথবা মায়াবীর দৃষ্টান্তেও ইহার পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ মহামায়াসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন; ইহা জানিলে তাঁহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃত-পক্ষে এই সমস্ত ঘটনা সত্য নহে; এই পক্ষটা অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। কেন না, সৃষ্টিবিষয়ক আখ্যায়িকাদি জানিলে যে অন্য কোনও ফল হয়, ইহা ত শ্রুতির অভিমত নহে; পরন্তু আত্মার একত্ব ও যথার্থ স্বরূপ জানিলে যে, মোক্ষ ফল সিদ্ধ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রও 'সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে' ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে।৩.

[আত্মৈকত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কা প্রদর্শিত হইতেছে।] ভাল; তিন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে—[এক জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর ও তৃতীয় পরব্রহ্ম।] তন্মধ্যে, প্রথমোক্ত জীব কর্ত্তা ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া সমস্ত লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। নগর ও প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণরূপ কার্য্য-দর্শনে তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন সূত্রধর প্রভৃতি যেমন সেই নগরাদির নির্ম্মাতা অনুমিত হয়, তেমনি শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রাণীর কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত বিভিন্নপ্রকারী স্বর্গাদি লোক ও দেহাদিনির্ম্মাণরূপ হেতুদ্বারা, তৎকর্ত্তারূপে সর্ব্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও অনুমিত হইয়া থাকেন;

তিনিই দ্বিতীয় আত্মা। তাহার পর, 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ও 'নেতি নেতি' ইত্যাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যে, উপনিষদেদ্য পুরুষ (পরব্রহ্ম); তিনি হইতেছেন তৃতীয়। এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নস্বভাব তিনটী আত্মা [প্রমাণিত হইতেছে]। তবে কিপ্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় অসংসারী আত্মা একই বটে? এবং তাহাতে জীবেরই বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি প্রকারে? [কেন?] জীবের অস্তিত্বত—জীব শ্রোতা মন্তা (চিন্তাকারী) দ্রষ্টা, আদেশকারী, বিজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই পরিজ্ঞাত হইতেছে? ৪

হাঁ, জীববিষয়ক উক্তপ্রকার যে, জ্ঞান, তাহা বিরুদ্ধজ্ঞানই; কারণ, শ্রবণাদির কর্ত্তারূপে, যে জীব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, সেই জীবই আবার শ্রুতিতে 'অমত মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; [সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিবিরুদ্ধই হইতেছে]। [জীবের অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে] আরও আছে—'মতির (মনের) সাক্ষীকে মনন করিও না, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিও না' ইত্যাদি। হাঁ, তাহা হইলেই উক্ত জ্ঞান বিরুদ্ধ হইত, যদি সুখদুঃখাদির ন্যায় আত্মাও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইত; তাহা ত হয় না; কেননা; "ন মতের্মন্তারম্" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞাত বা অনুমিত; তখন আর বিরোধ কিসের? । ৫

ভাল কথা; শ্রবণাদি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? কেননা, আত্মা যে সময় শ্রোতব্য শব্দ শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল শ্রবণ-ক্রিয়া লইয়াই বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্যত্র কোথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া সম্ভবপর হয় না; মননাদি ক্রিয়াস্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা। 'শ্রবণাদি ক্রিয়াগুলি স্ববিষয়েই (শব্দাদি বিষয়েই) নিবদ্ধ; সুতরাং মননকর্ত্তার যে, মননক্রিয়া, তাহা, কখনই মন্তব্য বিষয় ভিন্ন অন্যত্র—আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে না।৬

কেন? মনের ত সমস্তই বিষয়—মন্তব্য? হাঁ, এ কথা যদিও সত্য; তথাপি মননের কর্ত্তা থাকা আবশ্যক; কর্ত্তা ব্যতীত কোন মন্তব্য বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরূপ হইলেই বা কি হইবে? ইহাতে এই হইবে যে, এই যিনি সকলের মন্তা—মননের কর্ত্তা, তিনি মন্তাই থাকিবেন, কখনও মন্তব্য হইতে পারিবেন না; অথচ মন্তার মননকার্য

দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মন্তা যদি নিজেই নিজের মন্তব্য হইত, তাহা হইলেই, যে আত্মা দ্বারা মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের বিষয়ীভূত হইত, তাহাদের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত ; অথবা দুইভাগে বিভক্ত একই বংশখণ্ড প্রভৃতির ন্যায়, এক আত্মাই মননের কর্ত্তা ও মননের বিষয়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরিত ; কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনাই ত অসঙ্গত বা অনুপপন্ন হইতেছে ; যেমন দুইটী প্রদীপের মধ্যে একটী অপরটীর প্রকাশক হয় না ; কারণ, উভয়ই সমান ; ইহাও ঠিক তদ্রূপ ।৭

বিশেষতঃ আত্মা, যে সময় মন্তব্য বিষয় মনন করে. সে সময় উক্ত মনন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য এমন একটুকু ক্ষুদ্র কালও নাই যে, যে কালে স্বতন্ত্রভাবে আত্মার স্ববিষয়েও মনন হইতে পারে ; [অথচ একই সময়ে দুইটী পৃথক্ জ্ঞান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ]। আর যদি ক্রিয়া প্রভৃতি কোনপ্রকার লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্তা ও মন্তব্যভেদে আত্মার দুইটী ভাগ হইয়া পরে, অথবা দ্বিধাকৃত বংশখণ্ডাদির ন্যায় এক আত্মারই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ সম্ভাবিত হয়। ভাল, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাহা হইলে কিরূপে বলা হয় যে, 'তিনিই আমার আত্মা' এইরূপে জানিবে এবং কিরূপেই ব 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকে বিশেষিত করা হয় ? ৮

ভাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিতে কথিত আছে, এবং তাহার অশ্রোতৃত্বাদি স্বভাবও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে ; সুতরাং ইহাতে তুমি, কি বৈষম্য বা অসঙ্গতি দর্শন করিতেছ ? হাঁ, যদিও তোমার নিকট বিষম বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা বিষম বা অসঙ্গত বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যদি বল কেন ? [বলিতেছি—] এই আত্মা যে সময় শ্রোতা হয়, ঠিক সেই সময়েই মন্তা হয় না ; আবার যে সময়ে মন্তা হয়, ঠিক সেই সময়ই শ্রোতা হয় না ; [কারণ, একই সময়ে জ্ঞানদ্বয় হয় না]। এইরূপ হইলে এই দাঁড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, মন্তাও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে. মন্তাও নহে। অপরাপর জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। যখন এইরূপই অবস্থা, তখন, আত্মা কি শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম-যুক্ত, অথবা শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মবিযুক্ত ? এই প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা থাকায় তোমার নিকটই বা বৈষম্য বোধ হইতেছে না কেন ? কেমনা, যেমন

(কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা—অবস্থানকারী (দাঁড়ান) হয় না, পরন্তু গন্তাই হয়; আবার যখন অবস্থান করে, তখনও গন্তা হয় না, পরন্তু, স্থাতাই (স্থিতিশীলই) হইয়া থাকে। সে সময় যেমন ইহার গন্তৃত্ব (গতি) ও স্থাতৃত্ব (স্থিতি), উভয়ই পাক্ষিক, কোনটীই নিত্য নহে; ইহাও তদ্রূপ।৯

কণাদমতাবলম্বী ও অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মেই বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে, শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ নহে, পরন্তু পাক্ষিক অর্থাৎ সাময়িক—অনিত্য। সেই পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মদ্বারাই আত্মাকে 'শ্রোতা' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। কেননা, শ্রুতিতে 'শ্রোতা ও মন্তা' ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। তাহার পর, তাহারা জ্ঞানকেও সংযোগজ ও অযুগপদ্ভাবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহাদের মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগই জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণ কারণ, এবং একই সময় দুইটী জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না। তাহারা যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তির বিপক্ষে—'আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাই নাই' ইত্যাদি ব্যবহারকে হেতুরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন; এবং এই সিদ্ধান্তকেই ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করেন (১)। [অতঃপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—যখন কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার (সিদ্ধান্তবাদীর) ক্ষতি বা আপত্তি কি? [সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন;] ভাল,

(১) তাৎপর্য্য—কণাদসম্প্রদায় বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই ত্বকের সহিত মনঃসংযোগ সাধারণ কারণ; অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ না হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মন অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসদৃশ; সুতরাং একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ হইতে পারে না; সেই জন্যই এক সময়ে দুইটী ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহাই মনের অণুত্ব-সাধক যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে 'নিত্য' বলিতে পারা যায় না; উহা অনিত্য—পাক্ষিক; কারণ, ত্বঙ্‌মনঃসংযোগের সদ্ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি, আর তাহার অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি। শ্রবণাদিজাত এই অনিত্য জ্ঞান লইয়াই আত্মাকে 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বভাব নহে, মনঃসংযোগের সাহায্যে জ্ঞানোদয় হয় বলিয়াই এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলে, তৎকালে অন্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না। ত্বঙ্‌মনঃসংযোগ যে, জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ ইত্যাদি।

কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক; শ্রুতির অর্থ কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কেন? 'শ্রোতা মন্তা' ইত্যাদি কি শ্রুতির অর্থ নহে? না, যে হেতু 'শ্রোতা নহে, মন্তা নহে' ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। ১০

ভাল কথা, তুমি (সিদ্ধান্তবাদী) নিজেইত শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের পাক্ষিকত্ব স্বীকার করিয়াছ? না, যে হেতু 'শ্রোতার (আত্মার) যে, শ্রুতি (শ্রবণ-জ্ঞান), তাহার কখনও বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে—শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ দুইটী দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব; অথচ ইহাত কাহারো অভীষ্ট নহে। না—উক্ত দোষদ্বয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রুত্যাদির শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, ইত্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধও তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, অনিত্য ও মূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্ন) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে, দর্শনাদি ব্যাপার, সে-সমস্ত অনিত্যই বটে; কারণ, ঐ সমস্ত জ্ঞান সংযোগ ও বিয়োগবিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাদি-সংযোগে অগ্নির জ্বলন হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ; কিন্তু সংযোগ-বিয়োগ-বিবর্জ্জিত নিত্য অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে সংযোগজ অনিত্য দৃষ্ট্যাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তদনুরূপ শ্রুতিও আছে,—দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) কখনও বিলোপ নাই' ইত্যাদি। ১১

ভাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য দুইটী দৃষ্টি হইয়া পড়ে; চক্ষুর দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য; এইরূপ শ্রুতিও দুইপ্রকার হয়—শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য; এই প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক মতি ও বিজ্ঞাতির সম্বন্ধেও দ্বিবিধভাব সম্ভব হয়। হাঁ, এরূপ হইলেই 'দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং শ্রুতিই যখন দ্বিবিধ দৃষ্টিশ্রুতির কথা বলিতেছেন, তখন ঐরূপ দ্বিত্ব-স্বীকারে অপ্রামাণ্য দোষ হইতে পারে না। লোকব্যবহারেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে 'তিমির' রোগ উৎপন্ন হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হইল, আবার সেই রোগের অপগমে দৃষ্টি জন্মিল; এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে চাক্ষুষ দৃষ্টির অনিত্যতাই প্রমাণিত হয়। এইরূপে আত্মদৃষ্টিপ্রভৃতির ও শ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব

লোকপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। তাহার পর, যাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াছি'। এইরূপ, যে লোকের বধিরতা অবধারিত হইয়াছে, সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্য স্বপ্নে আমি অমুক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার দৃষ্টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে উৎপাটিতচক্ষু লোক কখনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দর্শন করিতে পারিত না, এবং 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইত না; 'আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, যাহা দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিও উপপন্ন হইত না। ১২

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই নিত্য দৃষ্টিই ইন্দ্রিয়জনিত বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশক। জন্ম-মরণশীল বাহ্য দৃষ্টির অনিত্যত্ব বশতঃ তদ্‌গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে ভ্রান্তি-নিবন্ধন অনিত্যতা কল্পনা করিয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ অলাত প্রভৃতি (জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি) দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ক চক্ষুর দৃষ্টিও যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়া যেরূপ প্রতীতি হয়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই প্রকার শ্রুতিও আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যতা নিবন্ধন জ্ঞানের যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য ভেদ নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশূন্যত্ব নিবন্ধন তার্কিকগণের ও সাধারণ লোকের যে, বাহ্য অনিত্য দৃষ্টিরূপ উপাধিবশতঃ আত্মদৃষ্টিতেও অনিত্যতা ভ্রম, তাহা হইতেই পারে। জীব ঈশ্বর ও পরমাত্মার বিভাগ কল্পনাও উক্ত-প্রকার ভ্রান্তি হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৩

উক্তপ্রকার ভ্রান্তিবশতই—সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে যাইয়া এক হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মস্বরূপ নিত্য নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিসম্বন্ধেই সৎ (অস্তি), অসৎ (নাস্তি) ইত্যাদি, বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, সর্ব্ব প্রকার বাক্য ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রহ্মেতে—সৎ, অসৎ, এক, অনেক, সগুণ, নিগুর্ণ, জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, ক্রিয়াযুক্ত, নিষ্ক্রিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), অফল (অভোক্তা), সবীজ নির্ব্বীজ, সুখ দুঃখ, মধ্য (অভ্যন্তর), অমধ্য (বাহ্য), শূন্য, অশূন্য, আমি, অন্য—ইত্যাদি বিকল্প কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক নিশ্চয়ই আকাশকেও চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করে, এবং পদদ্বয়ের সাহায্যে আকাশেও সোপানের ন্যায় আরোহণ করিতে অভিলাষ

করে, এবং জলে মৎস্যের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ (পদচিহ্ন) দর্শন করিতে ইচ্ছা করে (১)। কেন না, 'ইহা নহে—ইহা নহে', 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রেও 'কে তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানে' ইত্যাদি উল্লেখ রহিয়াছে। ১৪

[ভাল কথা, আত্মা যদি বাক্য ও মনের অগোচরই হয়,] তাহা হইলে 'তাহাই আমার আত্মা' এই প্রকারে আত্ম বেদনা (আত্মজ্ঞান) সম্ভব হয় কি প্রকারে ? অতএব বলিয়া দাও—কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে ইহাই আমার আত্মা এইরূপে জানিব ? এতদুত্তরে আচার্য্যগণ একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া থাকেন। [তাহা এই—] কোন এক মূঢ় মনুষ্য কোন একটা অপরাধ করিয়াছিল ; তজ্জন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে, তোমায় ধিক্, তুমি মনুষ্যই নহে। তিরস্কৃত ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তাবশতঃ আপনার মনুষ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কোন ব্যক্তিকে বলিল মহাশয়, আপনি বলুন যে, আমি কে হই, অর্থাৎ আমি মনুষ্য কি না ? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি—স্থাবরাদিভাব পরিত্যাগ করিলে [বলিতে হয় যে, তুমি অমানুষ নহে অর্থাৎ তুমি স্থাবরাদি স্বরূপ নহে, এবং মনুষ্য ভিন্নও নহে। তিনি এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন। সেই মূঢ় মনুষ্য পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও চুপ করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন ? [এই মূঢ়ের কথা যে প্রকার,] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার ; কারণ, 'তুমি অমনুষ্যই

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈশেষিকপ্রভৃতি আস্তিক দার্শনিকের মতে আত্মা 'অস্তি' (সৎ), নানা (অনেক), সগুণ; জানাতি, ন জানাতি (সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞান থাকে না, অন্যত্র থাকে), ক্রিয়াবান্, ফলবান্ (ইহ লোকে বা পরলোকে স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা), সবীজ (বীজঅর্থ—জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার, আত্মা তদ্যুক্ত), 'সুখ' 'দুঃখ' 'অণুস্থ অমধ্য অর্থাৎ দেহের বাহিরেও বর্ত্তমান এবং আমি ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্ব্বাকের মতে—নাস্তি (অসৎ), অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া নাই, এখানেই দেহান্তর গ্রহণ করে। নাস্তিক ও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অফল ; কারণ, সে মতে পরলোকগামী স্থায়ী আত্মা নাই। ইহাদেরই মতে আত্মা নির্বীজ ; কারণ, কর্ম্ম সংস্কারের আশ্রয়ীভূত নিত্য আত্মার অভাব। বিজ্ঞানবাদে আত্মা দুঃখস্বরূপ। দিগম্বর বৌদ্ধমতে 'মধ্যম' ; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত ; সুতরাং বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এতদতিরিক্ত অগুণ অক্রিয়াদি কথা গুলি অদ্বৈতবাদেও সঙ্গত হয়।

নহে, এই কথা বলিলেও যে লোক আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারে না, তুমি 'মনুষ্য' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনার মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে? ১।

অতএব আত্মোপলব্ধির সুবিধার নিমিত্ত শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ বিধান, তদ্ভিন্ন বিধি হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি ভিন্ন অপর কেহই অগ্নির দাহ্য (দহনযোগ্য) তৃণ প্রভৃতিকে দাহ করিতে পারে না। (১) এই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াও উক্ত অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধের ন্যায় কেবল "নেতি নেতি" বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপ 'অন্তর্ব্বহির্ভাবশূন্য' 'এই আত্মা সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং তুমি তৎস্বরূপ' 'যে সময় এই মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সে সময় কে কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে'? ইত্যাদি রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে; কিন্তু বিধিমুখে কিছুই বলা হয় নাই, হইতেও পারে না।] ১৬

এই পুরুষ এবম্বিধ আত্মাকে যে পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অনিত্য বাহ্য দৃষ্টিরূপ উপাধিকে আত্মস্বরূপে অবলম্বন করত অবিদ্যার বশে উপাধির ধর্ম্মসমূহকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত বিবিধ স্থানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১৭

অবিদ্যা-বশবর্ত্তী উক্ত জীব এই প্রকার পরিভ্রমণ করত পূর্ব্ব-গৃহীত দেহে-

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু কেবলই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়; সে বস্তুকে কোন প্রমাণ দ্বারা বিধিমুখে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না। যে লোক স্বয়ং মনুষ্য, তাহার মনুষ্যত্বপ্রতীতি প্রত্যক্ষগম্য; তাহার মনুষ্যত্ব বুঝাইতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার অমনুষ্যত্ব ভ্রমনিবৃত্তির জন্য যাহা যাহা বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্মা যখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর; তখন বাক্য ও মন তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে কি প্রকারে? তৃণদাহ করিতে একমাত্র অগ্নিরই ক্ষমতা আছে; অন্যের নাই; সুতরাং তৃণদাহের জন্য সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি প্রয়োগ যেমন নিষ্ফল; তেমনি আত্মা যখন একমাত্র প্রত্যক্ষের বস্তু, তখন তদ্বিষয়ে বাক্য ও মন প্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পরে। এইজন্য শাস্ত্রসমূহও বিধিমুখে আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদনে যত্নপর না হইয়া, 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপে নিষেধমুখে প্রতিপাদন দ্বারাই কেবল অনাত্ম-ভ্রান্তি নিরাশ করিতেছেন মাত্র। এরূপ স্থলে অসম্ভাবনা-বুদ্ধি ও বিপরীত-বুদ্ধি দূর করাই শাস্ত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য; তত্ত্বদর্শন কেবল সাক্ষাৎকারেরই বিষয়।

ন্দ্রিয়াদি-সংঘাতকে একবার পরিত্যাগ করে. এবং ত্যাগ করিয়া আবার নূতন অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। নদীস্রোতের ন্যায় জন্ম-মরণপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করত নানা রকম অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে, লোকের মনে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের উদ্দেশ্যে, শ্রুতি সেই বিষয়টী প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যো ঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ২৪ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। অয়ং (অবিদ্যাদিদোষবান্ চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ পুরুষঃ) আদিতঃ (প্রথমং অন্নরসরূপেণ) পুরুষে (পিতৃশরীরে) গর্ভঃ ভবতি। [কোঽসৌ গর্ভঃ? ইত্যাহ—] যৎ এতৎ রেতঃ (শুক্রম্, তস্মিন্ রেতসি জনিষ্যমানতয়া জীবস্য প্রবিষ্টত্বাৎ)। তৎ এতৎ (রেতঃ) সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (দেহাবয়বেভ্যঃ) সম্ভূতং (নিষ্পন্নং) তেজঃ (সারভূতম্)। [তৎ রেতোরূপম্] আত্মানং (আত্মসারং) আত্মনি (স্বশরীরে) এব বিভর্ত্তি (ধারয়তি) [পিতা]। যদা স্ত্রিয়াং (ঋতুমত্যাং ভার্য্যায়াং) সিঞ্চতি (উপগচ্ছন্ আধত্তে পিতা), অথ (তদা) এনৎ (এতৎ রেতঃ) জনয়তি (শরীররূপেণ পরিণময়তি); অস্য (সংসারিণঃ পুরুষস্য) তৎ (স্ত্রিয়াং নিষেকরূপং) প্রথমং জন্ম (প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিরিত্যুচ্যতে) ॥২৪॥১॥

মূলানুবাদ। [উক্ত অবিদ্যা ও কামকর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া] প্রথমতঃ পুরুষ শরীরে গর্ভরূপী হয়। [গর্ভ কি, তাহা বলিতেছেন—] যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র), [তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে]। সেই এই রেতঃ পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ সারভূত। পুরুষ (পিতা) এই আত্মভূত রেতকে প্রথমে আপনাতেই ধারণ করে (পোষণ করে)। স্ত্রী যখন ঋতুমতী হয়, তখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা নিষিক্ত করে; অনন্তর এই রেতকে গর্ভরূপে উৎপাদন করে। ইহাই সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়া কথিত হয় ॥২৪॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়মেবাবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানবান্ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত্বা অস্মাল্লোকাৎ ধূমাদিক্রমেণ চন্দ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকর্ম্মা বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ ইমং লোকং প্রাপ্য অন্নভূতঃ পুরুষাগ্নৌ হুতঃ। তস্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী রসাদিক্রমেণ আদিতঃ প্রথমতঃ রেতোরূপেণ গর্ভো ভবতীতি এতদাহ—যদেতৎ পুরুষে রেতঃ, তেন রূপেণেতি।১

তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়স্য পিণ্ডস্য সর্ব্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যো রসাদিলক্ষণেভ্যঃ তেজঃ সাররূপং শরীরস্য, সম্ভূতং পরিনিষ্পন্নম্, তৎ পুরুষস্য আত্মভূতত্বাদাত্মা। তমাত্মানং রেতোরূপেণ গর্ভীভূতম্ আত্মন্যেব স্বশরীরে এব আত্মানং বিভর্ত্তি ধারয়তি। তৎ রেতঃ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি যদা, যদা যস্মিন্ কালে ভার্য্যা ঋতুমতী, তস্যাং যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্, অথ তদা এনৎ এতদ্রেত আত্মনো গর্ত্তভূতং জনয়তি পিতা। তৎ অস্য পুরুষস্য স্থানান্নির্গমনং রেতঃসেককালে রেতোরূপেণাস্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ। তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ"অসাবাত্মা অমুমাত্মানম্" ইত্যাদিনা॥ ২৪॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত অভিমানসম্পন্ন এই জীবই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ধূমাদিক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে; সেখানে স্বীয় কর্ম্মফল শেষ হইলে পর, বৃষ্টি প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই (পিতৃদেহেই) রসরুধিরাদিক্রমে রেতোরূপে (শুক্ররূপে) পরিণত হইয়া প্রথমতঃ গর্ভরূপ ধারণ করে;

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সাধারণভাবে জীবের সংসারগতি বা জন্মপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন।—কর্ম্মী পুরুষগণ যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, দেহত্যাগের পর ধূমাদিপথে (দক্ষিণায়নে) চন্দ্রলোকে গমন করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ করিয়া যখন বুঝিতে পারেন যে, এখন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, তখন তাহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বা সন্তাপ উপস্থিত হয়, সেই সন্তাপের ফলে তাহাদের জলময় দেহটী গলিয়া যায়, এবং প্রথমে দ্যুলোকে পরে, সেখান হইতে মেঘমণ্ডলে পরিয়া মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পরে; শেষে রসরূপে বৃক্ষাদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন বা ভক্ষ্য দ্রব্য রূপে পুরুষের দেহে প্রবেশ করে; সেই ভুক্ত অন্নই রসরুধিরাদিক্রমে শুক্রাকারে পরিণত হয়। জীব সেই শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে; সেই শুক্র আবার ঋতুকালে স্ত্রীদেহে নিষিক্ত হয়, এবং সেখানে স্থূল দেহাকার ধারণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে।

ইহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—এই যে, প্রসিদ্ধ রেতঃ, তদ্রূপে (গর্ভ হয়)।১

সেই এই রেতঃপদার্থটী অন্নময় দেহপিণ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ রসাদিরূপ সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারভূত তেজোরূপে সম্ভূত—পরিনিষ্পন্ন হয়। ইহা পুরুষের আত্মভূত; এই কারণে আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। রেতোরূপে গর্ভভাবাপন্ন সেই আত্মাকে পুরুষ আপনার শরীরেই প্রথমে ধারণ করিয়া থাকে। ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই ঋতুমতী ভার্য্যারূপ অগ্নিতে উপগত হইয়া, যখন রেতঃসেক করিয়া থাকে, তখন পিতা আপনার উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতার দেহ-গত বাসস্থান হইতে যে রেতঃসেক কালে সংসারী পুরুষের রেতোরূপে নির্গমন অর্থাৎ স্ত্রীদেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম জন্ম—প্রাথমিক অবস্থার অভিব্যক্তি। ইতঃপূর্ব্বে "অসৌ আত্মা অমুম্ আত্মানম্" ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে ॥২৪॥১॥

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

সান্বয়ার্থঃ। স্বং (স্বকীয়ং অঙ্গং স্তনাদি) যথা [আত্মভূয়ং গচ্ছতি] তথা (তদ্বদেব, তৎ (রেতঃ) স্ত্রিয়াঃ (যস্যাং স্ত্রিয়াং নিষিক্তং তস্যাঃ) আত্মভূয়ং (আত্মভাবং আত্মাব্যতিরেকতাং) গচ্ছতি। তস্মাৎ (স্ত্রিয়া আত্মভাবোপগমনাৎ হেতোঃ) এনাং (আধারভূতাং স্ত্রিয়ং) ন হিনস্তি (অন্তঃ প্রবিষ্টং শল্যমিব ন পীড়য়তি)। সা (গর্ভিণী) অত্র (আত্মন উদরে) গতং (প্রবিষ্টং) অস্য (ভর্তুঃ) এতং আত্মানং ভাবয়তি (অনুকূলাশনাদিভিঃ বর্দ্ধয়তি) ॥২৫॥২॥

মূলানুবাদ। নিজের অঙ্গ যেমন নিজের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই নিষিক্ত রেতও সেই স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ গর্ভিণীর দেহাবয়বরূপে পরিগণিত হয়; সেই কারণেই ঐ রেতঃ ইহাকে (গর্ভিণীকে) পীড়া দেয় না। সেই গর্ভিণী আপনার উদরে প্রবিষ্ট স্বামীর এই রেতোরূপী আত্মাকে অনুকূল আহারাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ রেতঃ যস্যাং স্ত্রিয়াং সিক্তং সৎ তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ আত্মভূয়ম্ আত্মাব্যতিরেকতাং—যথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি যথা স্বমঙ্গং স্তনাদি, তথা তদ্বদেব। তস্মাদ্ধেতোঃ এনাং মাতরং স গর্ভো ন হিনস্তি পিটকাদিবৎ। যস্মাৎ স্তনাদি স্বাঙ্গবদাত্মভূয়ং গতম্, তস্মান্ন হিনস্তি ন বাধতে ইত্যর্থঃ। সা অন্তর্বত্নী এতৎ অস্য ভর্ত্তুরাত্মানম্ অত্র আত্মন উদরে গতং প্রবিষ্টং বুদ্ধা ভাবয়তি বর্দ্ধয়তি পরিপালয়তি গর্ভবিরুদ্ধাশনাদি-পরিহারম্-অনুকূলাশনাদ্যুপযোগং চ কুর্ব্বতী ॥ ২৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই রেতঃ যে স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়, সেই স্ত্রীর আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের ন্যায় তাহার দেহের সহিতও অব্যতিরিক্ত-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্তন প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ সমূহ [দেহের সহিত একীভূত হইয়া থাকে], ইহাও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ অন্তরস্থ পিটক (গ্রন্থির মত একপ্রকার ব্রণ) প্রভৃতির ন্যায় এই মাতাকে পীড়া দেয় না। যে হেতু সেই গর্ভটী স্বাঙ্গ স্তনাদির ন্যায় আত্মভাব প্রাপ্ত, সেই হেতুই বাধা বা পীড়া দেয় না।

সেই গর্ভিণী যখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহারাদির পরিবর্জ্জন ও অনুকূল আহারাদির ব্যবহার করিয়া ভর্ত্তার আত্মভূত সেই গর্ভকে ভাবিত—পরিবর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫॥২॥

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি, সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ২৬ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [যস্মাৎ] সা (গর্ভবতী স্ত্রী) ভাবয়িত্রী [গর্ভভূতস্য ভর্ত্তুরাত্মনঃ], [তস্মাৎ সাপি] ভাবয়িতব্যা (ভর্ত্রা বস্ত্রান্নপানাদিভিঃ পালয়িতব্যা) ভবতি। স্ত্রী (গর্ভবতী) তং (ভর্ত্তুরাত্মভূতং) গর্ভং বিভর্ত্তি (দশ মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি)। সঃ (পিতা) অগ্রে (প্রসবাৎ পূর্ব্বম্)

এব [পরিনিষ্পন্নং] কুমারং (বালং) জন্মনঃ অগ্রে (প্রসবাৎ পরং) অধি-ভাবয়তি (জাতকর্ম্মাদিনা সংস্কৃতং করোতি)।

সঃ (পিতা) জন্মনঃ অগ্রে কুমারং যৎ অধিভাবয়তি, তৎ আত্মানম্ এব (পুত্ররূপং) ভাবয়তি। [কিমর্থমিত্যাহ—] এষাং (ভবিষ্যৎ-পুত্রপৌত্রাদি-রূপাণাং) লোকানাং সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদায়); হি (যতঃ) ইমে (পুত্রাদয়ঃ) লোকাঃ এবং (পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মণা) সন্ততাঃ (অবিচ্ছিন্নাঃ) [ভবন্তি, অন্যথা বিচ্ছিদ্যেয়ুরিতিভাবঃ]। তৎ (প্রসূতত্বং) অস্য (গর্ভস্য) দ্বিতীয়ং জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৬॥৩॥

মূলানুবাদ। [সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু] তিনি [স্বামীরও অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা] প্রতিপালনীয়া হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ করিয়া থাকেন। প্রথমেই পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন কুমার ভূমিষ্ট হইলে পর প্রথমেই স্বামী জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন। তিনি যে, পুত্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তিনি পুত্রপৌত্রাদিরূপে বংশবৃদ্ধির জন্য নিজেরই সংস্কার করেন। কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ॥২৬॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা ভাবয়িত্রী বর্দ্ধয়িত্রী ভর্ত্তুরাত্মনো গর্ভভূতস্য ভাবয়িতব্যা বর্দ্ধয়িতব্যা চ ভর্ত্রা ভবতি। ন হ্যুপকারপ্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কস্যচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপদ্যতে। তং গর্ভং স্ত্রী যথোক্তেন গর্ভধারণবিধানেন বিভর্ত্তি ধারয়তি অগ্রে প্রাগ্ জন্মনঃ। স পিতা অগ্রে এব পূর্ব্বমেব কুমারং জাতমাত্রং জন্মনঃ অধি ঊর্দ্ধং জন্মনঃ জাতং কুমারং জাত-কর্ম্মাদিনা পিতা ভাবয়তি। স পিতা যৎ যস্মাৎ কুমারং জন্মনঃ অধি ঊর্দ্ধং অগ্রে জাতমাত্রমেব জাতকর্ম্মাদিনা যৎ ভাবয়তি, তদাত্মানমেব ভাবয়তি; পিতুরাত্মৈব হি পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা হ্যুক্তম্—"পতির্জ্জায়াং প্রবি-শতি" ইত্যাদি।

তৎ কিমর্থমাত্মানং পুত্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি? উচ্যতে—এষাং লোকানাং সন্তত্যৈ অবিচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। বিচ্ছিদ্যেরন্ হীমে লোকাঃ

পুত্রোৎপাদনাদি যদি ন কুর্য্যুঃ। এবং পুত্রোৎপাদনাদিকর্ম্মাবিচ্ছেদেনৈব সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্ত্তন্তে হি যস্মাৎ ইমে লোকাঃ, তস্মাৎ তদবিচ্ছেদায় তৎ কর্ত্তব্যম্, ন মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ মাতুরুদরাৎ যন্নির্গমনম্, তদ্রেতোরূপাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভিব্যক্তিঃ॥ ২৬॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মভূত দেহের পোষণকারিণী স্ত্রী; তিনিও আবার ভাবয়িতব্যা অর্থাৎ উপযুক্ত অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা স্বামীর পোষনীয়া। কেননা, জগতে উপকার ও প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহারো সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে সেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উৎপন্ন (গর্ভরূপে অবস্থিত) কুমার জন্মগ্রহণ করিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা সেই কুমারকে জাতকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত (সংস্কারসম্পন্ন) করেন। পিতা যে, জাতকর্ম্মাদি দ্বারা জাতমাত্র (ভূমিষ্ঠ হইবার পরই) কুমারের সংস্কার সম্পাদন করিয়া থাকেন, [বুঝিতে হইবে,] তাহা তিনি নিজেরই সংস্কার করিয়া থাকেন; কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও এই কথা উক্ত আছে—'পতিই [পুত্ররূপে] পত্নীতে প্রবেশ করেন' ইত্যাদি।

ভাল, তিনি কিসের জন্য পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সংস্কার সম্পাদন করেন? হাঁ, বলিতেছি - এই সমুদয় লোকের (বংশের) সন্ততির জন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদের জন্য। লোকে যদি পুত্রোৎপাদন না করিত, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। যেহেতু পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের অবিচ্ছেদেই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির জন্য ঐরূপ কর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু মুক্তির জন্য নহে। এই সংসারী পুরুষের যে, পুত্ররূপে মাতৃ-জঠর হইতে নির্গমন, তাহা পূর্ব্বকথিত শুক্রাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিব্যক্তি॥ ২৬॥ ৩॥

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।

অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [জনকং প্রতি পুত্রকৃতমুপযোগং দর্শয়তি—'সোঽস্যায়ম্' ইত্যাদিনা]। অস্য (পিতুঃ) সঃ অয়ং (পুত্ররূপঃ) আত্মা (দেহঃ) পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ (শাস্ত্রোক্ত-পুণ্যকর্ম্মনিষ্পাদনার্থং) প্রতিধীয়তে (পিত্রা স্বপ্রতিনিধিরূপেণ গৃহে স্থাপ্যতে)। অথ (অনন্তরং) অস্য (পিতুঃ) বয়োগতঃ (বার্দ্ধক্যমাপন্নঃ) ইতরঃ আত্মা (দেহঃ) কৃতকৃত্যঃ (এতজ্জন্মপ্রযুক্তানি কর্ম্মাণি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ম্রিয়তে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (অস্মাৎ দেহাৎ) প্রযন্ (নির্গচ্ছন্) এব পুনঃ জায়তে (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গে, নরকে, পৃথিব্যাং বা সমুৎপদ্যতে। অস্মিন্ দেহে স্থিত এব স্বকর্ম্মানুরূপং দেহান্তরং মনসা স্বীকৃত্য পশ্চাৎ স্বদেহং ত্যজতীতি ভাবঃ)। অস্য (গর্ভীভূতস্য পুরুষস্য) এতৎ তৃতীয়ং জন্ম (তৃতীয়াবস্থাভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [পিতার প্রতি পুত্রের উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন]—[পিতার দুইটী আত্মা—এক স্বকীয়, দ্বিতীয় পুত্রদেহ ; তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটী পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। অনন্তর বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটী অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়ই [কর্ম্মানুসারে] পুনর্ব্বার [স্বর্গাদি স্থানে] জন্ম লাভ করেন। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্য পিতুঃ সোঽয়ং পুত্রাত্মা পুণ্যেভ্যঃ শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মনিষ্পাদনার্থং প্রতিধীয়তে পিতুঃ স্থানে, পিত্রা যৎ কর্ত্তব্যম্, তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্প্রত্তিবিদ্যায়াং বাজসনেয়কে—"পিত্রানুশিষ্টোঽহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি প্রতিপদ্যতে ইতি। ১

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্যাত্মনো ভারম্ অস্য পুত্রস্য ইতরোঽয়ং যঃ পিত্রাত্মা কৃতকৃত্যঃ, কর্ত্তব্যাদৃণত্রয়াদ্বিমুক্তঃ কৃতকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ, বয়োগতঃ গতবয়া জীর্ণঃ সন্ প্রৈতি ম্রিয়তে। স ইতঃ অস্মাৎ প্রয়ন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব

তৃণজলুকাবৎ দেহান্তরমুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে। তদস্য মৃথা প্রতিপত্তব্যং যৎ, তৎ তৃতীয়ং জন্ম। ২

নন্থ সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতোরূপেণ প্রথমং জন্ম; তস্যৈব কুমার-রূপেণ মাতুর্দ্বিতীয়ং জন্মোক্তম্; তস্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তব্যে, প্রবতস্তস্য পিতুর্যজ্জন্ম, তত্তৃতীয়মিতি কথমুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, পিতাপুত্রয়োরেকাত্ম-ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সোঽপি পুত্রঃ স্বপুত্রে ভারং নিধায় ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, যথা পিতা। তদন্যত্রোক্তমিতরত্রাপ্যুক্তমেব ভবতীতি মন্যতে শ্রুতিঃ; পিতাপুত্রয়োরেকাত্মত্বাৎ॥ ২৭॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটী শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্মের জন্য অর্থাৎ পুণ্যকর কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, পিতার স্থানে প্রতিবিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের জন্য প্রতিনিধি কৃত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রত্তিনামক বিস্তার প্রকরণে (১) এইরূপই কথিত আছে—পিতার অনুশাসনপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি (পুত্র) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিয়া থাকে। ১

অতঃপর পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া, এই পুত্রের যে, পিতৃস্বরূপ অপর আত্মাটি কৃতকৃত্য অর্থাৎ পরিশোধনীয় ঋণত্রয় (২) হইতে বিমুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ যাহার বয়স চলিয়া গিয়াছে, এরূপ জরাজীর্ণ হইয়া প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে নির্গমন সময়েই—দেহত্যাগের সমকালেই তৃণ-জলুকা (জোঁক)

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রুতিতে সম্প্রত্তি-বিস্তার কথা বিবৃত আছে।—সম্প্রত্তি অর্থ মুমূর্ষুর দেহাবসানকালীন কর্ত্তব্য-চিন্তা। মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারে যে, আমার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া নিজের জীবনে যে সমস্ত কর্ম্ম করণীয় ছিল, অথচ করা হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিবেন—'অমুক অমুক কর্ম্ম আমার করণীয় ছিল, কিন্তু করা হয় নাই', ইহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত পুত্র বলিবে যে,—আমি সেই সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম, ত্বং যজ্ঞঃ' অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম স্বরূপ, তুমিই যজ্ঞ স্বরূপ। তদুত্তরে পুত্র বলিবে যে, 'হাঁ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ ইত্যাদি।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবান্ জায়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সময়েই দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই তিন প্রকার ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ, দান দ্বারা ঋষিঋণ, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে।

প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মোপাত্ত অপর দেহ গ্রহণ করত পুনরায় জন্মলাভ করে। মৃত্যুর পর, এই যে তাহার দেহান্তর গ্রহণ, তাহাই তাহার তৃতীয় জন্ম। ২

ভাল কথা, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতার নিকট হইতে শুক্ররূপে প্রথম জন্ম ; সেই জীবেরই আবার কুমাররূপে মাতার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম হয় ; এখন তৃতীয় জন্ম নির্দ্দেশের সময় তাহার প্রয়াণকারী পিতার যে ভবিষ্যৎ জন্ম, তাহাই তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কিরূপে ? না, ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু এখানে পিতা ও পুত্রের একাত্ম-ভাব বা অভিন্নতা প্রতিপাদানেই শ্রুতির তাৎপর্য্য। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পিতার ন্যায় সেই পুত্রও বার্দ্ধক্যে নিজ পুত্রে আপনার কর্ত্তব্যভার সমর্পণপূর্ব্বক এখান হইতে প্রস্থান-সমকালেই পুনরায় জন্ম লাভ করিবে। ইহা যখন একের প্রতি উক্ত হইল, তখন অপরের (পুত্রের) প্রতিও উক্তই হইল বুঝিতে হইবে ; কারণ, পিতা ও পুত্রের আত্মা স্বরূপতঃ এক অভিন্ন ॥ ২১ ॥ ৪ ॥

তদুক্তমৃষিণা—

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ঋষিণা (মন্ত্রদ্রষ্ট্রা) তৎ (এবং সংসারিণো জন্মমরণ-প্রবাহপাতজং দুঃখং, তত্ত্বজ্ঞানস্য চ তদুচ্ছেদকত্বং) উক্তম্—

অহং (বামদেবনামা ঋষিঃ) গর্ভে সন্ (নিবসন্) নু (এব) এষাং দেবানাং (অগ্নিবায়ুপ্রভৃতীনাং) বিশ্বা (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) জনিমানি (জন্মানি) অন্ববেদং (বিজ্ঞাতবান্ অস্মি)। শতং (অনেকাঃ, আয়সীঃ (লৌহময্য ইব দুর্ভেদ্যাঃ) পুরঃ (পুর্য্য ইব শরীরাণি) মা (মাং) অধঃ (সংসার-পাশবিমুক্তেঃ প্রাক্) অরক্ষন্ (রক্ষিতবত্যঃ—মুক্তিপ্রতিরোধং কৃতবত্যঃ)। [অনন্তরঞ্চ] শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষ ইব) জবসা (ত্বরয়া) নিরদীয়ং (আত্মজ্ঞানপ্রসাদেন পাশং নির্ভিদ্য নির্গতোঽস্মি) ইতি। বামদেবঃ (তদাখ্য ঋষিঃ) গর্ভে শয়ান এব (গর্ভস্থ এব) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং মন্ত্রার্থম্) এবম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥২৮॥৫॥

মূলানুবাদ। ঋষিও সংসারী জীবের উক্তপ্রকার জন্ম-মরণপ্রবাহনিমিত্তক ক্লেশ ও তত্ত্বজ্ঞানের তদুচ্ছেদ-সাধনতার বিষয় বলিয়াছেন—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহুসংখ্যক জন্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পরে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থানকালেই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং সংসরন্ অবস্থাভিব্যক্তিত্রয়েণ জন্মমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ সর্ব্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যদা শ্রুত্যুক্তমাত্মানং বিজানাতি—যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াম্, তদৈব মুক্তসর্ব্বসংসারবন্ধনঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যেতদ্ বস্তু, তদুক্তমৃষিণা মন্ত্রেণাপ্যুক্তমিত্যাহ—

গর্ভে নু মাতুর্গর্ভাশয়ে এব সন্, ম্বিতি বিতর্কে। অনেকজন্মান্তরভাবনা-পরিপাকবশাৎ এষাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি অন্ববেদম্ অহম্—অহো অনুবুদ্ধবানস্মীত্যর্থঃ। শতং অনেকাঃ বহ্ব্যঃ মা মাং পুরঃ আয়সীঃ আয়স্যঃ লোহময্য ইবাভেদ্যানি শরীরাণীত্যভি-প্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসার-পাশনির্গমনাৎ অধঃ। অথ শ্যেন ইব জালং ভিত্ত্বা জবসা আত্মজ্ঞানকৃতসামর্থ্যেন নিরদীয়ং নির্গতোঽস্মি। অহো গর্ভ এব শয়ানো বামদেব ঋষিরেবমুবাচৈতৎ ॥ ২৮ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্ব্বোক্ত জন্মত্রয়রূপ তিনপ্রকার অবস্থার অভিব্যক্তিক্রমে জন্ম-মরণপ্রবাহ ভোগ করত, যে কোন অবস্থায় হউক, যখন কোনপ্রকারে শ্রুতিকথিত আত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে পারে, তখনই সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়টী মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রুতির 'নু' শব্দটী বিতর্কবোধক। আমি গর্ভে—মাতৃজঠরে থাকিয়াই বহু জন্মে সঞ্চিত শুচিন্তার ফলে, এই বাক্ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম (জন্মবৃত্তান্ত) জানিয়াছিলাম, অর্থাৎ বড় আনন্দের কথা যে, তখনই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি

এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পূর্ব্বে লৌহময়ী পুরীর ন্যায় দুর্ভেদ্য বহুসংখ্যক শরীর আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অর্থাৎ আবদ্ধ রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্যেন পক্ষী যেরূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ আমিও আত্ম-জ্ঞান-জনিত সামর্থ্য দ্বারা [সেই সংসার-বন্ধন হইতে] নির্গত হইয়াছি। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বামদেব ঋষি গর্ভে শয়ান (গর্ভগত) থাকিয়াই এই বিষয়টী উক্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥২৮॥৫॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেধাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

আরণ্যকক্রমেণ তু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। এবং (যথোক্তপ্রকারং আত্মানং) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ (বামদেব ঋষিঃ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ, শরীরবিশেষাদ্বা) ঊর্দ্ধঃ (উন্নতঃ—পরমার্থভূতঃ সন্) উৎক্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাদুন্নতিমাপন্ন) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াগোচরে) স্বর্গে (স্বপ্রকাশে) লোকে (পরমাত্মভাবে) [অবস্থিতঃ সন্] সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামঃ সন্) অমৃতঃ (মরণ-রহিতঃ বিমুক্তঃ) সমভবৎ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা দ্বিরুক্তিরিত্যর্থঃ ॥২৯॥৬॥

মূলানুবাদ। সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহ নাশের পর ঊর্দ্ধলোকে উৎক্রমণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন। অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ 'সমভবৎ' পদটীর দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড ব্যাখ্যা ॥২॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সঃ বামদেব ঋষিঃ যথোক্তমাত্মানম্ এবং বিদ্বান্ অস্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য আয়সবদনির্ভেদ্যস্য জননমরণাদ্যনেকানর্থশতাবিষ্টশরীরপ্রবন্ধস্য পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগজনিত-বীর্য্যকৃতভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজাবিদ্যাদিনিমিত্তোপমর্দ্দহেতোঃ শরীর-বিনাশাদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য জ্ঞানাবদ্যোতিতামলসর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরেঽমৃতেঽভয়ে সর্ব্বজ্ঞেঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তেঽবাহ্যে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে স্বর্গে লোকে স্বস্মিন্নাত্মনি স্বে স্বরূপে অমৃতঃ সমভবৎ আত্মজ্ঞানেন পূর্ব্বমাপ্তকামতয়া জীবন্নেব সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা ইত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্যাত্মজ্ঞানস্য পরিসমাপ্তি-প্রদর্শনার্থম্ ॥ ২৯ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব-নামক ঋষি উক্ত আত্মাকে যথোক্তপ্রকারে অবগত হইয়া এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ লৌহময়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য এবং জন্ম-মরণাদি বহুবিধ অনর্থরাশিসমন্বিত এই অবিদ্যাকল্পিত শরীরপ্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাস্বাদজনিত শক্তি দ্বারা ভেদ— শরীরোৎপত্তির কারণীভূত অবিদ্যাদি দোষ-নিবৃত্তির ফলে যে, শরীরের বিনাশ বা পতন, তাহার ফলে, ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া, সংসাররূপ অধোভাব (অপকৃষ্ট অবস্থা) হইতে উৎক্রমণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত বিমল সর্ব্বাত্মভাব লাভ করত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অজর অমর অমৃত অভয় সর্ব্বজ্ঞ এবং পূর্ব্ব ও পর, অন্তর ও বাহির বিবর্জ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বর্গলোকে স্বীয় আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে [অবস্থানপূর্ব্বক] অমৃত হইয়াছিলেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বাত্মভাব লাভ করায় জীবদবস্থায়ই সমস্ত কাম্যবিষয় অধিগত হইয়াছিলেন; এই জন্যই বলা হইল যে, সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া। এখানে যে ফল ও উদাহরণের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কথা পরিসমাপ্ত করা হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'সমভবৎ' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥২৯॥৬

ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

আভাস ভাষ্যম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত-সর্ব্বাত্মভাবফলাবাপ্তিং বামদেবাদ্যাচার্য্যপরম্পরয়া শ্রুত্যাবদ্যোত্যমানাং ব্রহ্মবিৎপরিষদত্যন্তপ্রসিদ্ধাম্ উপলভমানা মুমুক্ষবো ব্রাহ্মণা অধুনাতনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাৎ সাধ্য-সাধনলক্ষণাৎ সংসারাৎ আ জীবভাবাদ্ব্যাবিবৃৎসবো বিচারয়ন্তঃ অন্যোন্যং পৃচ্ছন্তি। কথম্?—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। বামদেব প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পরা-ক্রমে পারম্পর্য্যবোধক শ্রুতিতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবিৎসমাজেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন দ্বারা সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা অবগত হইয়া, ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া, সাধনাত্মক বা হেতুফলভাবাপন্ন অনিত্য সংসার ও জীবভাব হইতে বিমুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিচার করত পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন,]—

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজি-ঘ্রতি যেন বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি॥ ৩০॥ ১॥

সরলার্থঃ। [আত্মোপাসকা ব্রাহ্মণা বিচারয়ন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি। তৎ-প্রশ্নপ্রকারমাহ 'কোঽয়মাত্মেতি' ইতি।] বয়ং [যং] 'অয়ম্ আত্মা' ইতি উপাস্মহে, [সঃ] কঃ? [ইতি স্বরূপতঃ প্রশ্নঃ]। [শ্রুতৌ তু সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চ দ্বৌ আত্মানৌ শ্রূয়েতে, তয়োর্মধ্যে] সঃ (অস্মদুপাস্যঃ) আত্মা কতরঃ (সোপাধিকো নিরুপাধিকো বা)? [ইদানীং সংশয়প্রকারৈ বিবিচ্যতে—] যেন (চক্ষুর্ভূতেন) বা রূপং পশ্যতি, যেন বা (শ্রোত্রভূতেন) শব্দং শৃণোতি, যেন বা

(ঘ্রাণস্বরূপেণ) গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা (বাগ্ভূতেন) বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা (রসনারূপেণ) স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচার-পূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি, এবং [শ্রুতিকথিত দুইটী আত্মার মধ্যে] সেই আত্মাটী কে ?—যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধগ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে,—॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যমাত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাৎ বয়মুপাস্মহে, কঃ স আত্মেতি। যংচ আত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাদুপাসীনো বামদেবঃ অমৃতঃ সমভবৎ ; তমেব বয়মপ্যুপাস্মহে ; কো নু খলু স আত্মেতি ? এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বমন্যোন্যং পৃচ্ছতাম্ অতিক্রান্তবিশেষবিষয়শ্রুতিসংস্কারজনিতা স্মৃতিরজায়ত—"তং প্রপদাভ্যাং প্রাপদ্যত ব্রহ্মেমং পুরুষম্"। "স এতমেব সীমানং বিদার্য্য তয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" এতমেব পুরুষম্ দ্বে ব্রহ্মণী ইতরেতর-প্রাতিকূল্যেন প্রতিপন্নে—ইতি। তে চাস্য পিণ্ডস্যাত্মভূতে ; তয়োরন্যতর আত্মোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। যোঽত্রোপাস্যঃ, কতরো নু স আত্মেতি বিশেষনির্দ্ধারণার্থং পুনরন্যোন্যং পপ্রচ্ছুর্ব্বিচারয়ন্তঃ। ১

পুনস্তেষাং বিচারয়তাং বিশেষবিচারণাস্পদবিষয়া মতিরভূৎ। কথম্ ? দ্বে বস্তুনী অস্মিন্ পিণ্ডে উপলভ্যেতে—অনেকভেদভিন্নেন করণেন যেনোপ-লভতে, যশ্চৈক উপলভতে, করণান্তরোপলব্ধিবিষয়স্মৃতি-প্রতি সন্ধানাৎ। তত্র ন তাবদ্ যেনোপলভতে, স আত্মা ভবিতুমর্হতি। কেন পুনরুপলভতে ইতি ; উচ্যতে—যেন বা চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি শ্রোত্রভূতেন শব্দম্, যেন বা ঘ্রাণভূতেন গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বা বাক্-করণভূতেন বাচং নামাত্মিকাং ব্যাকরোতি—গৌরশ্ব ইত্যেবমাদ্যাম্, সাধ্বসাধ্বিতি চ, যেন বা জিহ্বাভূতেন স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতীতি ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আমরা যাহাকে 'অয়ম্ আত্মা' (এই আত্মা) বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া থাকি, সেই আত্মাটী কে ? বামদেব যে আত্মাকে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুক্তিলাভ

করিয়াছিলেন; 'আমরা তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই আত্মাটী কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক (জানিবার ইচ্ছায়) পরস্পর প্রশ্নকারীদিগের হৃদয়ে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিই আত্মবিষয়ে যে সমুদয় বিশেষ বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, তদভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল—'ব্রহ্ম পাদাগ্রভাগ দ্বারা 'এই পুরুষে (পুরুষাকার দেহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন', 'তিনি এই সীমাকে (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিদীর্ণ করিয়া, ইহাদ্বারাই এই পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' এখানে পরস্পর বিলক্ষণস্বভাব দুইটী ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। উক্ত উভয়টীই এই দেহপিণ্ডের আত্মস্বরূপ। তদুভয়ের মধ্যে একটী আত্মাই উপাস্য হইবার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে, যে আত্মাটীর উপাসনা করিতে হইবে, সেইটী কোন আত্মা?—এইরূপে উপাস্যগত বিশেষত্ব নিরূপণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন—। ১

এইরূপ বিচারপরায়ণ সেই মুমুক্ষুদিগের হৃদয়ে উদিত বিচারণীয় বিশেষ বস্তুবিষয়ে স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহ-মধ্যে দুইটী বস্তু প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে (১); তন্মধ্যে একটী হইতেছে বিভিন্নপ্রকার চক্ষুঃপ্রভৃতি করণাত্মক, যাহা দ্বারা উপলব্ধি করা হইয়া থাকে, এবং আর একটী হইতেছে, যিনি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি এক; (করণভেদেও তাহার ভেদ হয় না;) যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিয়া থাকেন; [ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন হইলে, তাহার

---

(১) তাৎপর্য্য—এই দেহমধ্যে দুইপ্রকার আত্মার সদ্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, একটী চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে, অপরটী সেই অনুভবের কর্ত্তারূপে। অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ" ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই অবিবিক্ত বা অপৃথগ্‌ভূতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; এইজন্যই এখানে আত্মাকে করণাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া—স্বতন্ত্রভাবেও আত্মার অনুভবকর্তৃত্ব প্রতীত হয়; নচেৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয় যখন অপর ইন্দ্রিয় স্মরণ করিতে পারে না, অথচ অনুভূত বিষয় সকলেই স্মরণ করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহত নয়, এরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আর এইরূপ স্মরণ করা সম্ভব হইত না]। উক্ত দুইটীর মধ্যে, যাহাদ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। ভাল, সেই উপলব্ধিই বা কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হাঁ, বলিতেছি—চক্ষুর সহিত একীভাবাপন্ন যাহার দ্বারা রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, শ্রোত্রভাবাপন্ন যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে যাহা দ্বারা 'গো, অশ্ব' ইত্যাদি নামাত্মক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং জিহ্বারূপে যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥৩১॥২॥

সম্বন্ধার্থঃ। [তদেবং বাহ্যেন্দ্রিয়াভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মভাবসংশয়ং প্রদর্শ্য, ইদানীমন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিবিশেষাভিব্যক্তচৈতন্যেষ্বাত্মত্বসংশয়মভি-প্রেত্যাহ—"যদেতদ্ হৃদয়ম্" ইত্যাদি]। যদেতৎ হৃদয়ং (বুদ্ধিঃ), মনঃ চ (মনো বা, একমেব হি অন্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্ত্যা বুদ্ধিঃ, সংশয়বৃত্ত্যা চ মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। এতৎ (উক্তং অন্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন) সংজ্ঞানং (চেতনভাবঃ), আজ্ঞানং (আজ্ঞা—প্রভুত্বং), বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ—কলাবিজ্ঞানং) প্রজ্ঞানং (গ্রন্থার্থাদৌ বুদ্ধেরুন্মেষঃ), মেধা (গ্রন্থ-তদর্থধারণসামর্থ্যম্), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্—ব্যবসায়াদচলনম্), মতিঃ (মননং কার্য্যালোচনম্), মনীষা (তত্র স্বাতন্ত্র্যম্), জূতিঃ (রোগাদিজনিত-দুঃখিত্বম্), স্মৃতিঃ (স্মরণম্) সংকল্পঃ (নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়ঃ), অসুঃ (প্রাণনাদি-জীবনব্যাপারঃ), কামঃ (অসন্নিহিতবিষয়ে-হভিলাষঃ), বশঃ (ভোগ্যবস্তু-বিষয়কোহভিলাষঃ), এতানি (যথোক্তাঃ সংজ্ঞানাদ্যা বৃত্তয়ঃ) সর্ব্বাণি এব প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানমাত্রস্য শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ) নামধেয়ানি (নামানি—তত্তদুপাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ) ভবন্তি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [প্রথমতঃ বহিরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যে

আত্মভাবসম্বন্ধে সংশয় প্রদর্শন করিয়া, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত চৈতন্যেও আত্মভাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন—]।

এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম—অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটী নামভেদ মাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ্ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্ঠি-কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি, ধৃতি অর্থ—ধারণ—শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্ত্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্ত্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সংকল্প—শ্বেতপীতাদি বিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান), অসু—শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা, এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এ সমস্তই ব্রহ্মের ঔপাধিক নামবিশেষমাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিতি; উচ্যতে, যদুক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতো হৃদয়ম্, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ, তদেবৈতদ্ হৃদয়ং মনশ্চ, একমেব তদনেকধা। এতেনান্তঃকরণেনৈকেন চক্ষুর্ভূতেন রূপং পশ্যতি, শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি; ঘ্রাণভূতেন জিঘ্রতি, বাগ্‌ভূতেন বদতি, জিহ্বাভূতেন রসয়তি, স্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবস্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বকরণবিষয়ব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ব্বোপলব্ধ্যর্থমুপলব্ধুঃ। তথা চ কৌষীতকীনাং "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি" ইত্যাদি। বাজসনেয়কে চ "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন হি রূপাণি বিজানাতি" ইত্যাদি। তস্মাদ্ধৃদয়মনোবাচ্যস্য সর্ব্বোপলব্ধিকরণত্বং প্রসিদ্ধম্। তদা-ত্মকশ্চ প্রাণঃ "যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণঃ" ইতি হি ব্রাহ্মণম্। করণসংহতিরূপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাদৌ। ১

তস্মাৎ যৎপত্ন্যাং প্রাপদ্যত, তৎ ব্রহ্মৈতদুপলব্ধুরুপলব্ধিকরণত্বেন গুণভূতত্বান্নৈব

তদযস্ত ব্রহ্মোপাস্য আত্মা ভবিতুমর্হতি। পারিশেষ্যাদ্ যস্যোপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থা এতস্য হৃদয়মনোরূপস্য করণস্য বৃত্তয়ো বক্ষ্যমাণাঃ, স উপলব্ধা উপাস্য আত্মা নোঽস্মাকং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ। তদন্তঃকরণোপাধিস্থস্যোপলব্ধুঃ প্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থা যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ো বাহ্যান্তর্ব্বর্ত্তিবিষয়বিষয়াঃ, তা ইমা উচ্যন্তে—। ২

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ; বিজ্ঞানং কলাদিপরিজ্ঞানম্; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞতা; মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্; দৃষ্টিঃ ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিঃ; ধৃতিঃ ধারণম্, অবসন্নানাং শরীরেন্দ্রিয়াণাং যয়োত্তম্ভনং ভবতি; "ধৃত্যা শরীরমুদ্বহন্তি" ইতি হি বদন্তি। মতিঃ মননম্; মনীষা তত্র স্বাতন্ত্র্যম্; জূতিঃ চেতসো রুজাদিদুঃখিত্বভাবঃ; স্মৃতিঃ স্মরণম্; সঙ্কল্পঃ শুক্লকৃষ্ণাদিভাবেন সঙ্কল্পনং রূপাদীনাম্; ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ; অসুঃ প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্তা বৃত্তিঃ; কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা; বশঃ স্ত্রীব্যতিকরাদ্যভিলাষঃ; ইত্যেবমাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধুরুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ উপাধিভূতাঃ, তদুপাধিজনিত-গুণনামধেয়ানি সংজ্ঞাদীনি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্য প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি, ন স্বতঃ সাক্ষাৎ। তথাচোক্তম্ "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি" ইত্যাদি॥ ৩।২॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে, একই করণ বা জ্ঞানসাধনকে অনেক-প্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে; সেই করণটী কে? হাঁ, বলা হইতেছে। পূর্ব্ব-শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রাণিগণের সার—হৃদয়ের সার মন; অপ্ ও তদধিদেবতা বরুণ মনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই এই হৃদয়ই মনও বটে; অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ উভয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা চক্ষুস্বরূপে রূপ দর্শন করে, শ্রোত্ররূপে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গন্ধ গ্রহণ করে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দ উচ্চারণ করে, জিহ্বারূপে রসাস্বাদন করে, এবং নিজের বিকল্পাত্মক মনোরূপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অন্তঃকরণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে ব্যাপার নির্ব্বাহ করত উপলব্ধা আত্মার সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধির সাধন হইয়া থাকে। দেখ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে কথিত আছে 'প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ে আরূঢ় হইয়া বাক্য দ্বারা সমস্ত নাম (শব্দ) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ

করিয়া থাকে, 'প্রজ্ঞাদ্বারা চক্ষুতে আরূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপ দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি। বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণেও উক্ত আছে—'মনঃ দ্বারাই শ্রবণ করে, এবং হৃদয় (মনঃ) দ্বারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে' ইত্যাদি। এই কারণেই হৃদয় (বুদ্ধি) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনতা লোকপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্মক অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কারণ, ব্রাহ্মণে (উপনিষদে) কথিত আছে যে, 'যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, আবার যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ'। প্রাণ যে, অন্তঃকরণসমষ্টি-স্বরূপ, একথা আমরা 'প্রাণ-সংবাদ' প্রভৃতি প্রকরণে বলিয়াছি (১)।১

অতএব, যাহা পদদ্বয়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও ব্রহ্মই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের উপায় মাত্র; সুতরাং প্রধান বা মুখ্য নহে; অপ্রাধনত্বনিবন্ধনই সেই গৌণ ব্রহ্ম কখনই উপাস্য আত্মা হইতে পারে না। অতএব পারিশেষ্য নিয়মানুসারে (২)

---

(১) তাৎপর্য্য—একই প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচপ্রকার নামভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাণ স্বরূপতঃ বায়ুর পরিণতি বিশেষ। ভাষ্যকার এখানে বলিলেন যে, উক্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের সমষ্টি বা সংঘাতস্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ"। অর্থাৎ প্রাণাদি যে পাঁচটী বায়ু, তাহারা বায়ুর পরিণতি নহে, পরন্তু অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র। যেমন একটী পঞ্জরমধ্যে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়ার ফলে পঞ্জরটী স্পন্দিত হইয়া থাকে, অথচ সেই পঞ্জরটী নাড়িবার জন্য কেহই পৃথক্ কোনরূপ ক্রিয়া করে না, তেমনি বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, এই তিনটী অন্তঃ-করণ যথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়া থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উত্থিত হয়, সেই স্পন্দনের ফল—প্রাণ॥

(২) তাৎপর্য্য—'পারিশেষ্য নিয়ম' এই প্রকার—যেখানে আপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে কোন একটী ধর্ম্ম বা গুণাদির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও অপর সকলের প্রতিষেধের দ্বারা একটীতে সেই ধর্ম্মটির ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়; অথচ তাহারি জন্য আর কোন শব্দপ্রয়োগের আবশ্যক হয় না; ফলে ফলেই তাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'পারিশেষ্য নিয়ম' বলা হয়। যেমন—পঞ্চ ভূতের মধ্যে একটী ভূতে গন্ধ আছে, এই কথা বলিলে—আপাততঃ পঞ্চভূতেই গন্ধ থাকার আশঙ্কা হয়। কিন্তু যুক্তিদ্বারা পৃথিবী ভিন্ন অপর চারিভূতেই গন্ধ থাকা অসম্ভব বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, ফলতঃ পৃথিবীতেই যে গন্ধ আছে, তাহা না বলিলেও সিদ্ধ হইয়া যায়।

বুঝা যায় যে, যে উপলব্ধিকর্ত্তার (আত্মার) উপলব্ধি-সাধনরূপে এই হৃদয় ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের পশ্চাৎকথিত বৃত্তিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মাই আমাদের উপাস্য হইবার যোগ্য ;— পূর্ব্বকথিত জিজ্ঞাসুগণ এইপ্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অন্তঃকরণে অবস্থানপূর্ব্বক উপলব্ধিকারী জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যে সমুদয় অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন সেই বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—।২

সংজ্ঞান অর্থ—সংজ্ঞপ্তি—যাহা দ্বারা চেতনতা নিরূপিত হয় ; আজ্ঞান অর্থ—আজ্ঞা—প্রভুভাব ; বিজ্ঞান অর্থ—নৃত্যগীতাদি কলাবিষয়ে জ্ঞান ; প্রজ্ঞান অর্থ—প্রজ্ঞতা অর্থাৎ সময়োচিত বুদ্ধিস্ফুরণ—প্রতিভা ; মেধা অর্থ— গ্রন্থার্থধারণের ক্ষমতা ; দৃষ্টি অর্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের উপলব্ধি ; ধৃতি অর্থ—ধারণা অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের যাহা দ্বারা উত্তম্ভন বা উত্তেজনা হয় ; কারণ, 'পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ধৃতি দ্বারাই শরীর উদ্ধৃত করিয়া বহন করা হয়' ; মতি অর্থ—মনন ; মনীষা অর্থ—সেই মননকার্য্যে স্বাধীনতা ; জুতি অর্থ—রোগাদিজনিত মানস দুঃখ ; স্মৃতি অর্থ—স্মরণ ; সংকল্প অর্থ—রূপাদিবিষয়ে শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে বিতর্ক ; ক্রতু অর্থ—অধ্যবসায় ; অসু অর্থ—জীবনের হেতুভূত প্রাণনাদি ব্যাপার ; কাম অর্থ—দূরবর্ত্তী বিষয়ে অভিলাষ বা তৃষ্ণা ; বশ অর্থ—কামিনী সমালিঙ্গনাদির অভিলাষ, এই জাতীয় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধির জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং উক্ত বৃত্তিসমূহ শুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মের উপাধিভূত গুণানুযায়ী নামধেয়, অর্থাৎ যথোক্ত সংজ্ঞান-প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঔপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ নাম নহে। অন্যত্রও এই কথাই উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম প্রাণন করেন বলিয়াই প্রাণ নামে পরিচিত হন' ইতি ॥৩১॥২॥

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং

প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এষঃ (যথোক্তঃ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা) [এব] ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম)। এষঃ ইন্দ্রঃ (স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণ্যগর্ভঃ, দেবরাজো বা), এষঃ প্রজাপতিঃ (প্রথমশরীরী), এষঃ এতে সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ), [এষঃ] ইমানি পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ, জ্যোতীংষি (তেজঃ), ইমানি ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুদ্রৈঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি—সমেতানি—সর্পাদীনি), কিঞ্চ, [এষ এব] ইমানি ইতরাণি বীজানি (কারণভূতানি) চ; ইতরাণি চ (কার্য্যরূপাণি অপি), অণ্ডজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, জারুজানি (জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যাদীনি) চ, স্বেদজানি (যূকমশকাদীনি) চ, উদ্ভিজ্জানি (ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি তরুগুল্মাদীনি) চ, অশ্বাঃ, গাবঃ, পুরুষাঃ, হস্তিনঃ, [প্রাগুক্তানামেব উদাহরণরূপেণ অশ্বাদীনামুল্লেখো মন্তব্যঃ]। [কিং বহুনা,] যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) ইদং জঙ্গমং চ পতত্রি চ প্রাণি, যৎ চ (যদপি) স্থাবরং (স্থিতিশীলং), তৎ সর্ব্বং প্রজ্ঞানেত্রং—প্রজ্ঞানে (নিরুপাধিকে চৈতন্যে) প্রতিষ্ঠিতং (রজ্জৌ সর্প ইব অধ্যস্তম্), লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) প্রজ্ঞানেত্রঃ (প্রজ্ঞা—জ্ঞানং নেত্রং—ব্যবহারহেতুভূতং যস্য, সঃ), তথা প্রজ্ঞা (চৈতন্যং) প্রতিষ্ঠা—(লয়স্থানং) [সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি শেষঃ]। [এভিঃ পদৈঃ চৈতন্যস্য সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বমুক্তম্। তস্মাৎ] প্রজ্ঞানং [এব] ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ এব সৃষ্টিস্থিতিহেতুত্বাবধারণাৎ) ইত্যর্থঃ ॥৩২॥৩॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম, তিনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চভূত,—পৃথিবী, বায়ু আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদেহ সহকারে সমস্ত বীজ (কারণভূত) ও তদ্ভিন্ন (অকারণভূত নিখিল দেহ), সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ (মশকাদি), উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষলতা প্রভৃতি), অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পক্ষি প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর, সে সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ নিরুপাধিক ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে

অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয়স্থান; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥৩২॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স এষ প্রজ্ঞানরূপ আত্মা ব্রহ্ম অপরং, সর্ব্বশরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা অন্তঃকরণোপাধিষনুপ্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এব ইন্দ্রঃ গুণাৎ, দেবরাজো বা। এষঃ প্রজাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরী, যতো মুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্ন্যাদয়ো লোকপালা জাতাঃ, স প্রজাপতিরেষ এব। যেহপ্যেতে অগ্ন্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা এষ এব। ইমানি চ সর্ব্বশরীরোপাদানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মহাভূতানি অন্নান্নাদত্বলক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুদ্রৈরল্পকৈর্ম্মিশ্রাণি, ইবশব্দোহনর্থকঃ, সর্পাদীনি। ১

বীজানি কারণানি, ইতরাণি চেতরাণি চ দ্বৈরাশ্যেন নির্দ্দিশ্যমানানি। কানি তানি? উচ্যন্তে—অণ্ডজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি, স্বেদজানি যূকাদীনি, উদ্ভিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। অশ্বাঃ গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনঃ অন্যচ্চ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি। কিং তৎ? জঙ্গমং যচ্চলতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতি, যচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলম্; যচ্চ স্থাবরম্ অচলম্; সর্ব্বং তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রহ্মৈব, নীয়তে (সত্তা প্রাপ্যতে?) অনেনেতি নেত্রম্, প্রজ্ঞা নেত্রং যস্য, তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যুৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, পূর্ব্ববৎ; প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বা সর্ব্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।২

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিবিশেষং সৎ নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমেকমদ্বয়ং "নেতি নেতি" ইতি সর্ব্ববিশেষাপোহসংবেদ্যং সর্ব্বশব্দপ্রত্যয়াগোচরং তদত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূতবুদ্ধ্যাত্মাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবান্তরণ্ডোদ্ভূত-প্রথমশরীরোপাধিমদ্বিরাট্-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। তদুদ্ভূতাগ্ন্যাদ্যুপাধিমদ্দেবতাসংজ্ঞং ভবতি। তথা বিশেষশরীরোপাধিষ্বপি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু তত্তন্নামরূপলাভো ব্রহ্মণঃ। তদেবৈকং সর্ব্বোপাধিভেদভিন্নং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিস্তার্কিকৈশ্চ সর্ব্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যতে চানেকধা। "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিংমনুমন্যে

প্রজাপতিম্। "ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ ॥৩২॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপর ব্রহ্ম (সোপাধিক ব্রহ্ম); ইহাই সর্ব্বশরীরবর্ত্তী প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এবং বিভিন্ন জলভাজনগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় ইহাও অন্তঃকরণরূপ উপাধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইন্দ্রশব্দের যৌগার্থানুসারে হিরণ্যগর্ভ কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ; যাহার মুখরন্ধ্রাদি প্রকটনের ফলে লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিও ইনিই। এবং এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ, তাহারাও ইনিই অর্থাৎ এতৎস্বরূপই বটে। আর এই যে, সমস্ত শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্ন ও অন্ন-ভোক্তৃরূপে পরিণত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণি-সহকৃত সর্প প্রভৃতি।১

বীজ ও অবীজ; বীজ অর্থ কারণ—কার্য্যোৎপাদক, অবীজ অর্থ—কা অনুৎপাদক, এই দুই ভাগে বিভক্ত যে সমুদয় প্রাণী। সেই সমুদয় প্রাণী কাহারা? বলা হইতেছে—অণ্ডজ—পক্ষিপ্রভৃতি, জারুজ—জরায়ুজ মনুষ্যপ্রভৃতি, স্বেদজ—যূক প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষলতা প্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তিপ্রভৃতি, আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা কি কি? না, জঙ্গম—যাহারা পাদ দ্বারা গমন করিয়া থাকে; আর পতত্রি, যাহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে; যাহা স্থাবর অর্থাৎ চলনশক্তিহীন; সে সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞা অর্থ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্ম স্বরূপ; নেত্র অর্থ—যাহা দ্বারা নীত হয় (সত্তালাভ হয়)। সেই প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র; উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, এই কালত্রয়েই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে আশ্রিত; [এই জন্যই উহারা প্রজ্ঞানেত্র]। লোক অর্থাৎ ভূরাদি লোকও প্রজ্ঞানেত্র; অথবা প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির নিদান; সেই কারণে উহারা প্রজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ।২

সেই যে, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিত্য নিরঞ্জন নির্ম্মল ও নিষ্ক্রিয়; [অতএব] শান্ত এক অদ্বিতীয়; "নেতি নেতি" প্রণালীক্রমে সমস্ত বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজ্ঞেয় এবং শব্দজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অগোচর ব্রহ্ম, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বরূপ উপাধিসম্পর্ক বশতঃ সর্ব্বজ্ঞ

ঈশ্বরভাবে সর্ব্বজীবভোগ্য সমস্ত অব্যক্ত জগতের প্রবর্ত্তক বা আবির্ভাবের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর নিয়ামকরূপে অন্তর্যামী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই অবার যখন ব্যক্ত জগতের বীজভূত (অঙ্কুরাবস্থা) বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অভিমান স্থাপন করেন, তখন হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞালাভ করেন। তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রথম সমুদ্ভূত শরীরাভিমানী হইয়া বিরাট্ ও প্রজাপতি সংজ্ঞা লাভকরিয়া থাকেন। তিনিই আবার অভিব্যক্ত অগ্নিপ্রভৃতি উপাধিবিশেষযোগে দেবতানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসম্বন্ধ বশতঃ সেই ব্রহ্মেরই বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার সেই এক ব্রহ্মকেই সমস্তপ্রাণী ও সমস্ত তার্কিকগণ বিভিন্ন প্রকারে অবগত হন এবং নানাকারে তাঁহার বিকল্পনা করিয়া থাকেন। মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—'এক শ্রেণীর লোকেরা ইঁহাকে অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অপরে প্রজাপতি মনু বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ ইন্দ্র বলেন; কেহ বা প্রাণ বলেন; কেহ আবার শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম বলিয়াও জানেন' ইত্যাদি ॥৩২॥৩॥

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩॥১॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

ইত্যৈতরেয়দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

সরলার্থঃ। [অথ তত্ত্বজ্ঞানফলমুপসংহরতি 'স এতেন' ইত্যাদিনা।] [যঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিবেদ,] সঃ (বামদেবঃ) এতেন (যথোক্তেন) প্রজ্ঞেন (চৈতন্যস্বরূপেণ) আত্মনা (স্বয়মাবির্ভূতচৈতন্যস্বভাবঃ সন্ ইত্যর্থঃ), অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য (বর্ত্তমানং দেহং পরিত্যজ্য) অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা (পূর্ণকামো ভূত্বা) অমৃতঃ (কৈবল্যং প্রাপ্তঃ) সমভবৎ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥৩৩॥ ॥

মূলানুবাদ। [এখন তত্ত্বজ্ঞানের ফলোপসংহার করিতেছেন], যিনি ['প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন,] সেই বামদেব উক্ত চৈতন্যাত্মস্বরূপে ইহলোক হইতে উৎক্রমণের পর স্বর্গলোকে সমস্ত

কামফল প্রাপ্ত হইয়া চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যায়সমাপ্তি-সূচনার্থ 'সমভবৎ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৩॥৪॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
শ্রীদুর্গাচরণন্যস্তা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥৩॥১॥
ইত্যৈতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—স বামদেবোঽন্যো বা এবং যথোক্তং ব্রহ্ম বেদ, প্রজ্ঞেনাত্মনা, যেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽমৃতা অভূবন্, তথা অয়মপি বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্ঞেনাত্মনা অস্মাল্লোকাৎ উৎক্রম্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। অস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ সমভবদিত্যোমিতি ॥ ৩৩॥৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৩ ॥

ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যম্ সমাপ্তম্ ॥
॥ ওঁম্ তৎ সৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই বামদেব কিংবা অন্য যে কেহ উক্তপ্রকার ব্রহ্মকে প্রজ্ঞাত্মরূপে—চৈতন্যাত্মস্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে যেরূপে অমৃত হইয়াছিলেন, এই বিদ্বান্ পুরুষও ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে, এই বর্ত্তমান লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া—ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ঐ স্বর্গলোকে সমস্ত কামোপভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমখণ্ডের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত ঐতরেয়োপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ০ ॥

ওঁম্ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং

বদিষ্যামি । তন্মামবতু । তদ্বক্তারমবতু । অবতু মামবতু বক্তার-মবতু বক্তারম্ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁম্ ॥

[অথোত্তরাশান্তিঃ—]

ওঁম্ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে । তমহমাত্মনি দধে । অনু মামৈ-ত্বিন্দ্রিয়ম্ ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ । উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ । উত্তিষ্ঠত্বনু মায়ন্ত দেবতাঃ । অদব্ধং চক্ষুরিষিতম্ মনঃ । সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ । তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ । পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ । ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি । দেব আ মর্ত্ত্যেম্বা । ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ ॥

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ সমাপ্তা ॥০॥